

ধম্মপদট্ঠকথা

[বৌদ্ধ গম্পা]

তৃতীয় খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

ধ্বন্যপদটীকথা

(বৌদ্ধ গল্প)

তৃতীয় খণ্ড

[চিত্তবগ্গ এবং পুপ্ফবগ্গ]

(বাংলা অনূবাদ সমেত)

অধ্যাপক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part III)

By

Professor Sukomal Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ :

বঙ্গাব্দ : ১৪০৯

খৃষ্টাব্দ : ২০০৩

বুদ্ধাব্দ : ২৫৪৬

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363/2219-6834

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সি

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পণ্ডানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা (Rs. 150/-)

ISBN. 81-87032-40-5

প্রকাশকের মিবেদন

ধম্মপদট্ঠকথার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে চিত্তবর্গ ও পদ্পবর্গের সম্মূল বঙ্গানুবাদ। প্রথম খণ্ড (ষমক বর্গের সম্মূল বঙ্গানুবাদ) রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক অগ্গমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির। ইহার ৩৫ বৎসর পরে দ্বিতীয় খণ্ড (অপ্পমাদ বর্গের সম্মূল বঙ্গানুবাদ) চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক শ্রীলংকার সুপণ্ডিত মহাস্থবির ধর্মকীর্তি। ইহার ৩৩ বৎসর পরে তৃতীয় খণ্ড (চিত্তবর্গ ও পদ্পবর্গের সম্মূল বঙ্গানুবাদ) এখন প্রকাশিত হইল। অনুবাদক অধ্যাপক ডক্টর সুকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী সমগ্র ধম্মপদট্ঠকথার বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই তৃতীয় খণ্ড ব্যতীত আরও ৭টি খণ্ডে অবশিষ্ট সম্মূল বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবার দায়িত্ব আমরা লইয়াছি।

নির্ভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি রাখি নাই। তবুও কিছুর কিছু মনুদ্রণ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া পাঠকবৃন্দ যদি কথঞ্চিৎ মাত্রায়ও এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হন, তাহা হইলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। জানা প্রিন্টিং কনসার্ন আমাদের ধন্যবাদার্থে যেহেতু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যে এই গ্রন্থ মনুদ্রিত করিয়াছেন।

মহাবোধি বুক এজেন্সী

কোলকাতা

১লা জানুয়ারী, ২০০৩ খৃঃ

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

অনুবাদের বক্তব্য

ধম্মপদট্টকথা আমার অতি প্রিয় গ্রন্থ। কারণ এই গ্রন্থের ৪২৩ টি উপাখ্যানের মাধ্যমে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ কর্মবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ এমন প্রাজ্ঞ ভাবসম্পদপূর্ণ ভাষায় এই উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছেন যে পাঠক অভিভূত না হইয়া পারেন না। বৌদ্ধ সংস্কৃত অবদান সাহিত্যেও উপাখ্যানের মাধ্যমে কর্মবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সংস্কৃত উপাখ্যানে যথেষ্ট কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধম্মপদট্টকথার উপাখ্যানগুলিতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয় না। প্রতিটি উপাখ্যানের বর্ণনালীতে যথেষ্ট সাবলীলতা আছে। তাই এইগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে রচিত গল্পগুলি পাঠ করিতে করিতে পাঠক কখন যে বৌদ্ধ কর্মবাদের একেবারে অভ্যস্ত প্রবেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা নিজেই বুঝিতে পারিবেন না। তাই ধম্মপদট্টকথা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ডি. এল. এস. জয়বর্ধন মহাশয় একটি মহাপুণ্য কাজের দায়িত্ব লইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা সমগ্র ধম্মপদট্টকথার সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করা। তাঁহার এই প্রয়াসকে আমরা সাধুবাদ দিই। যেহেতু জন্মসূত্রে শ্রীলঙ্কাবাসী হইলেও বাঙলা ভাষাভাষী বৌদ্ধগণের উপকারার্থে তিনি এই দুরূহ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ধম্মপদট্টকথার প্রথম দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এইগুলির পুনর্মুদ্রণও করিয়াছেন। আমার উপর তিনি গুরুভার অপর্ণ করিয়াছেন ধম্মপদট্টকথার অবশিষ্টাংশের সমূল বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য। অবশিষ্টাংশ আটটি খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এখন তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হইতেছে। আরও সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হইবে। জানি না আমার পক্ষে সমগ্র কাজ শেষ করা সম্ভব হইবে কিনা। তবে আমি অহর্নিশ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি কাজটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য। বয়স অনেক হইয়াছে, অবসর প্রাপ্ত। কাজেই প্রতি মূহুর্তেই ভয় হয়।

ধম্মপদ এবং ধম্মপদট্ঠকথা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রথম দুইটি খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব ঐ বিষয়ে পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তবে আমার মনে হয় ধম্মপদের প্রতিটি বর্গের সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও উপকার হইবে। তাই প্রতিটি খণ্ডে যে যে বর্গ থাকিবে সেই সেই বর্গের সংক্ষিপ্তসার ঐ খণ্ডেই দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রথম দুইটি খণ্ডে (যাহাতে যমকবর্গ এবং অপ্রমাদ বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রদত্ত হইয়াছে) উক্ত দুই বর্গের সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হয় নাই। তাই এই তৃতীয় খণ্ডে আমরা উক্ত দুই বর্গের সংক্ষিপ্তসার সহ বর্তমান খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়—চিত্তবর্গ এবং পুণ্ড্র বর্গ—এর সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিতেছি। এই সংক্ষিপ্তসার ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘কথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত করা হইয়াছে। ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া খুব সহজভাবে প্রত্যেকটি বর্গের সারসংক্ষেপ দিয়াছেন। তাই আমরা তাহাই হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি। আমরা উক্ত গ্রন্থের প্রকাশিকা ডঃ সুনন্দা বড়ুয়ার নিকট এইজন্য কৃতজ্ঞ।

ডঃ সুনন্দা বড়ুয়া

১লা জানুয়ারী, ২০০৩ খৃঃ

১। ষমকবর্ণগো

এই বর্ণের গাথাসমূহ পরস্পর দুইটি করিয়া ভিন্নমুখী ভাব প্রকাশ করে বলিয়া ইহাকে ‘ষমজ’ বা ‘ষমক’ বর্ণ বলে। দুইটি ভিন্নমুখী ভাবের মধ্যে একটির গতি উর্দ্ধদিকে এবং অপরটির গতি নিম্নাভিমুখী। এই বর্ণের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে, সমস্ত ধর্মসমূহের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। আমরা যে কোন কার্য করি না কেন মনই তথায় পূর্বগামী। মনকে বাদ দিয়া কোন কার্যই সম্ভবপর নহে। সমস্ত কার্যই মেন মনোময়। কলুষিত মনে কোন কার্য করিলে বা কোন কথা ভাষণ করিলে গাড়ীর চাকা যেমন ভারবাহী পশুকে অনুসরণ করে তদ্রূপ দুষ্টও মানুষের অনুসরণ করে। আবার প্রসন্ন অন্তঃকরণে কোন কার্য করিলে বা কোন ভাষণ করিলে ছায়ার মত সুখ তাহার অনুসরণ করে। শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার অবসান হয়।^১ ক্রোধীকে ক্রোধের দ্বারা দমন করা যায় না, অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধীকে দমন করা সম্ভব। ‘সে আমাকে আঘাত করিয়াছে, সে আমাকে ভৎসনা করিয়াছে, বা জয় করিয়াছে’ প্রভৃতি চিন্তা করিলে শত্রুতার ভাব সাম্য হয় না। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দ্বারাই আক্রোশভাব সাম্য হয়। যে ব্যক্তি বাহ্যিক শোভা বা সৌন্দর্য খুঁজিয়া বেড়ায় তাহার ইন্দ্রিয়সক্তি কোনদিনই সাম্য হয় না। বরং উত্তরোত্তর ভোগের লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অনুরাগাসক্ত ব্যক্তি ঝটিকাক্রান্ত দুর্বল বৃক্ষের মত হঠাৎ কালের কবলে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারসমূহ যাহার সুসংযত, ভোজনো যিনি মাত্রাজ্ঞ, যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও বীর্যবান তিনি মারকে পরাভূত করিতে পারেন। কামরাগপরায়ণ অসংযমী ব্যক্তি কাষায় পরিধানের যোগ্য নহে। যে সারকে সার এবং অসারকে অসার বলিয়া না জানে সে কোনদিন সারবস্তু লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহার সংকল্পই মিথ্যা।^২

১. “নহিঃবেরেণ বেরাণি সম্বন্তীধ কুদাচনং

অবেরেণ চ সম্বন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।” শ্লোক নং ৩।

২. মিথ্যা সংকল্প বলিতে দশ প্রকার অসত্য ধারণা বুঝায়। যথা—মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, অবিদ্যা ও ভ্রান্তধারণা। যাহারা উপরোক্তভাবে মিথ্যা সংকল্পপরায়ণ তাহারা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, পরমার্থ, নির্বাণ প্রভৃতি

যে সারকে সার বলিয়া জানে এবং অসারকে অসার বলিয়া জানে সেই সম্যক সংকল্পপরায়ণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই সারবস্তু লাভ করিতে পারেন। পুণ্যবান ব্যক্তি ইহপরলোকে সুখে বাস করেন এবং পাপী ব্যক্তি তাহার কৃত দুষ্টকর্মের দ্বারা ইহলোকে নানাপ্রকার দুর্নামের ভাগী হয়, পরলোকেও নরকে উৎপন্ন হইয়া তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে।

দৃচ্ছন্ন গৃহ যেমন বৃষ্টিধারা প্রতিরোধ করিতে পারে না সেইরূপ অভাবিত চিন্তে লালসার প্রভাব রোধ করা সম্ভব নহে। মূর্খব্যক্তি বহুভাষণ করিয়াও পণ্ডিত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অল্প বাক্য-প্রয়োগ করিয়া এবং তদনুরূপ আচরণ করিয়া জগতে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হন। বুদ্ধের বাণী অল্প পরিমাণ আবৃত্তি করিয়া রাগ ঘেষ মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে দুঃখের অবসান করা সম্ভব। পণ্ডিত ব্যক্তি এই দেহনিশ্চিত পণ্ডস্কন্ধ,^১ ধাতু,^২ ও আয়তনকে^৩ পদুৎখানদুৎখরূপে বিভাগ করিয়া উপাদানসমূহ^৪ হইতে চিন্তকে মুক্ত করিয়া নির্বাণ সাধনা করেন।

সত্য ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। যাহার সংকল্প পরিশুদ্ধ তিনি সত্যধর্ম উপলব্ধি করিয়া সারাংসার বিমুক্তিপথ অবলম্বন করতঃ নির্বাণসাধনা করেন।

১. “সারঞ্চ সারতো ঞ্জা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সন্মাসংকল্পগোচরা।” শ্লোক নং ১২।
২. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।
৩. যাহা নিজ স্বভাব ধারণ করে তাহাই ধাতু। ধাতু ১৮ প্রকার। যথা—
চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন; রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য, ধর্ম, চক্ষু-
বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান ও
মনোবিজ্ঞান।
৪. ‘আয়তন’ অর্থ উৎপত্তিস্থান। “আয়ে তনোতি আয়তনঞ্চ নযতীতি আয়তনং”
(বিশ্বক্ৰিমগ্গো, পৃ ৫২৭); “আযস্ বা তননতো আযতস্ বা সংসারহু-
খস্ নযনতো আয়তনানি।” (খুদ্ধকপাঠো অট্ঠকথা, পৃ ৮২)। আয়তন
১২ প্রকার : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য
ও ধর্মায়তন। প্রথম ছয়টি আয়তনকে আধ্যাত্মিক আয়তন এবং পরের
ছয়টিকে বাহ্যিক আয়তন বলে।
৫. উপাদান চার প্রকার। যথা,—কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত এবং আশ্রবাদ।

২। অপ্রমাদ বগ্গো

অপ্রমাদবর্গের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। কথিত আছে শ্রমণ ন্যাগ্রোধের মূখে অপ্রমাদবর্গের আবৃত্তি শুনিয়া সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে তিনি (অশোক) ৬০,০০০ ভিক্ষুর নিত্য আহার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই অশোকই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতঃ ঐ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ৯৬ কোটি সূবর্ণ মূদ্রা ব্যয় করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যে ৮৪০০০ বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং মোগ্গলিপদ্ম তিস্ স স্থবিরের পরামর্শে দেশদেশান্তরে ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধসংঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এমনকি নিজপুত্র মহিন্দ ও কুমারী সংঘমিত্তাকে বৌদ্ধ সংঘের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই ‘পরাক্রম’, ‘উৎসাহ’, ‘উদ্যম’ ও ‘উত্থান’ই অশোক অনুশাসনের মূল কথা।^১ ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে ‘অপ্রমাদ’ বুদ্ধ-জীবনদর্শনের মূলভিত্তি; ‘অপ্রমাদ’ কথাটির মধ্যেই বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম খুঁজিয়া পাওয়া যায়।^২ ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, “প্রত্যেকের নির্বাণলাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাৱশ্যক। ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষ বাণী।”^৩

‘অপ্রমাদ’ যে বুদ্ধপ্রদর্শিত নীতিবাক্যসমূহের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। ত্রিপিটকের বহু অংশে ভিক্ষুদিগকে অপ্রমাদপরায়ণ হইবার জন্য বুদ্ধকে উপদেশ প্রদান

১. “কতয়ব মতে হি মে সর্বলোকহিত তস চ পুন এস উস্টানং।” ষষ্ঠ গিরিলিপি (গিরগার)।

“Parakkama Uyyama, Ussaha and Utthana are the keynotes of Asoka's life as well as his government,—Asoka and his Inscriptions by Dr. B. M. Barua.

২. “Apramada was the root principle or basic idea of Buddha's…… With Buddha Apramada is the single term by which the whole of his teachings might be summed up.—Ibid, pp, 27, 150.

৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১২৩৪, পৃ ৪২।

করিতে দেখা যায়। মহাপারিনির্বাণসূক্তে ভগবান বুদ্ধের অন্তিম উপদেশের মধ্যে এই অপ্রমাদ পদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।^১ ধম্মচক্রপবত্তন সূক্তে প্রমাদকে পদ্নঃ পদ্নঃ জ্ঞানমার্গ লাভের অন্তরায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, যত প্রকার সবল প্রাণীর পদচিহ্ন আছে তন্মধ্যে হস্তিপদচিহ্নই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ যতপ্রকার কুশলধর্ম আছে তাহার মধ্যে অপ্রমাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।^২ অপ্রমাদ ব্যতীত স্মৃতির অনদৃশীলন সম্ভবপর নহে। অপ্রমাদের মূল লক্ষ্য স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা। কারণ স্মৃতির অনদৃশীলন ব্যতীত নির্বাণলাভ সন্দেহপরাহত। স্মৃতি সর্বার্থ-সাধক। উদাসীন ও প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তির স্মৃতি জাগ্রত থাকা সম্ভবপর নহে। যাহারা অপ্রমাদপরায়ণ হইয়া স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন তাহারাই অমৃতপদ প্রাপ্ত হন।

‘অপ্রমাদ’ শব্দের মূল অর্থ ‘জাগ্রতভাব’, ‘উত্থানশীলতা’, ‘উদ্যম’, ‘উৎসাহ’ প্রভৃতি। প্রমাদ মৃত্যুর পথস্বরূপ, অপ্রমাদ অমৃত বা নির্বাণের দ্বার। প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি মৃতবৎ এবং অপ্রমাদ মৃত্যুঞ্জয়ী।^৩ কারণ তিনি সব সময় জাগ্রত এবং ধর্মাচরণে তৎপর। যাহারা প্রমাদের বশবর্তী হইয়া বহুবিধ পাপানুষ্ঠানে রত হয় তাহাদের তৃষ্ণা অতিশয় প্রবল। এইজন্য তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃতবৎ! পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনও প্রমাদের বশবর্তী হন না। তাহারা বীর্যবান, স্মৃতিমান, সংযত ও শীলবান হইয়া ধর্মজীবন যাপন করেন। অপ্রমত্ত এই সংসার সমুদ্রে নিজের স্নকর্মের দ্বারা এমন এক আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেন যাহা সংসার-স্রোত ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। মূর্খ ব্যক্তিগণ প্রমাদের অনুসরণ করিয়া বহু অপদৃশ্য সম্পাদন করিয়া মহাদুঃখ-ভোগ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি পরম সম্পদের মত অপ্রমাদকে রক্ষা করেন এবং প্রমাদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অপ্রমত্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া পর্বতস্থিত ব্যক্তির ন্যায় প্রমত্ত জনসাধারণকে অবলোকন করেন।

১. “বয়ধম্মা সংখারো অল্পমাদেন সম্পাদেথ।” মহাপারিনির্বাণসূক্ত।

২. প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং ভিক্ষু অনোমদর্শী : ধম্মপদং, কলিকাতা, পৃ: ২০.

৩. “অল্পমাদো অমৃতপদং, পমাদো মচ্চুনো পদং

অল্পমত্তা ন মীয়ন্তি মে পমত্তা যথামত্তা।” স্লোক নং-২১.

প্রমত্ত ও অপ্রমত্তের মধ্যে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমত্ত ব্যক্তির জীবন দুর্বারসহ এবং অপ্রমত্তব্যক্তি সর্বদা সুখে বাস করেন। প্রমত্ত ব্যক্তির অবর্ণ, অকীর্তি, অপ্রশংসা দৈনন্দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। অপ্রমত্ত ব্যক্তির বর্ণ, কীর্তি, প্রশংসা সর্বদিকে দ্রুতগামী অশ্ব যেমন দুর্বল অশ্বকে অতিক্রম করে, সেইরূপ বিস্তারলাভ করে। অপ্রমত্ত ব্যক্তির প্রমত্ত ব্যক্তিদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান। দেবরাজ ইন্দ্র^১ অপ্রমত্তের দ্বারাই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন।^২ বুদ্ধগণ প্রমাদকে নিন্দা এবং অপ্রমাদকে সর্বদা প্রশংসা করেন। প্রমাদপরায়ণ ব্যক্তি অত্যধিক কামনা-বাসনার বশীভূত হইয়া নীচ ঘোনিতে অথবা নরকে জন্মলাভ করিয়া সর্বদা দুঃখ ভোগ করে। অপ্রমত্ত ভিক্ষু অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলে সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সংযোজন^৩ জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ইহজীবনে

১. ‘মঘবা’ ‘শক্র’ ইন্দ্রেরই প্রতিশব্দ। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রে ইন্দ্র সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দুদের মতে ইন্দ্র অহিসংক নহেন। তিনি দৈত্যদানব বধ করিয়া দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন। ঋক্বেদে তাঁহার সম্পর্কে বহু শ্লোক প্রচলিত আছে। তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য বহু যাগযজ্ঞ ও বলি প্রদান করা হয়। গ্রীক দেবতা জিঘুসের (Zeus) মত ইন্দ্রকে যুদ্ধের দেবতা বলা হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইন্দ্রকে সংপুরুষগণের সহায়করূপে কল্পনা করা হইলেও তিনি রাগদ্বেষমোহের অতীত নন। ইন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেবতার মাতুষ্য হইতে একটু উচ্চস্তরের প্রাণী। তাঁহার পুণ্যের দ্বারাই স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। আবার পুণ্যক্ষয় হইলে তাঁহাদের পতন হয়। দেবরাজ ইন্দ্র আবহমান কাল ধরিয়া স্বর্গে অবস্থান করেন না। ধর্মপদটুঠকথায় উল্লেখ আছে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম বুদ্ধের সেবা করিয়া এবং বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। সংযুক্তনিকায়ে উল্লেখ আছে ইন্দ্রত্বলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাতটি ব্রত পালন করা প্রয়োজন : (১) আজীবন মাতাপিতার সেবা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, (২) যত্নভাষণ, (৩) ভেদকথা পরিহার (৪) রূপণতা ত্যাগ, (৫) সর্বপ্রকার দানানুষ্ঠান, (৬) সত্যভাষণ এবং (৭) ক্রোধ ত্যাগ।

২. “অগ্ন্যমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠত্তং গতো

অগ্ন্যমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো লদা”। শ্লোক নং-৩০

৩. সংযোজন দশপ্রকার, (১) সংকারদৃষ্টি = আত্মবাদ, (২) বিচিবিৎসা = সংশয়,

সর্ব দঃখের অবসানকরতঃ নির্বাণসুখ উপলব্ধি করেন । অপ্রমত্ত ও অবিরাম প্রচেষ্টা-পরায়ণ ভিক্ষুর পতন হইতে পারে না । তিনি কখনও আৰ্য্য মার্গ ও ফল' হইতে বঞ্চিত হন না । তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকায় ইহজীবনে সম্পূর্ণ তৃষ্ণাক্ষয় করিতে না পারিলেও নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন ।

৩। চিন্তবগ্গো :

‘চিন্ত’ শব্দের অর্থ ‘মন’, ‘অন্তঃকরণ’, ‘হৃদয়’ । ‘চিন্ত’ চিন্তা করে বলিয়া ইহাকে চিন্ত বলা হয় ।^১ চিন্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল ।^২ চপলমতি বালকের মত ইহা ইতস্ততঃ ঘূরিয়া বেড়ায়, একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকেনা । রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতিতে রমিত হইবার জন্য ইহা সর্বদা উন্মুখ । ইহার গতি দুর্নিবার (দুর্নিবারং), ও অপ্রতিহত । ইহাকে দমন করা খুবই কঠিন । ইহা সদা বিচরণশীল, চঞ্চল, মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ সর্ব বস্তুতে লিপ্ত হইয়া ভোগের আশ্বাদ অনুভব করিতে চায় । জল হইতে উৎক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় বিষয়সমূহে রমিত হইবার জন্য ছটফট করিতে চায় ।^৩ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এইরূপ চিন্তকে ধনদুর্বাণ প্রস্তুতকারীর মত সোজা করিয়া মূর্খিয়ার্গে নিয়োজিত করেন ।

(৩) শীলব্রতপরামর্শ—শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন অথবা ব্রত মানসাদির দ্বারা মুক্তিতে বিশ্বাসী, (৪) কামরাগ, (৫) ব্যাপাদ, (৬) রূপরাগ, (৭) অরূপরাগ, (৮) মান, (৯) ঔদ্ধত্য এবং (১০) অবিজ্ঞা ।

১. মার্গ ও ফল ভেদে সাবনার ফল ৮ প্রকার । যথা,—স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সত্ত্বদাগামী মার্গ, সত্ত্বদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হৎমার্গ ও অর্হৎফল ।

২. ‘চেতেতীতি চিন্ত’ । ধম্মপটটকথাতে (১ম খণ্ড, পৃ ২১৮) নিম্নরূপভাবে চিন্তের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : “চিন্তংতি বিঞ্ঞানং ভূমিকবথু আরম্মণ-কিরিয়াদি চিন্ততায় পন এতং চিন্তং তি বৃত্তং” ; খুদ্দকপাঠো অট্টকথা, পৃ: ১৫৩ ; নেত্তিপকরণ. পৃ: ৫২ । “চিন্তং মনো বিঞ্ঞানং তি চিন্তসুস এতং বেবচনং” ।

৩. ‘চপলং চিন্তং’ ।

৪. “বারিজো’ব থলে থিস্তো ওকমোকত উব্ভতো,
পরিসন্দতি’দং চিন্তং মারথেয়ং পহাতবে ।” শ্লোক নং ৩৪ ।

ইহার গতি সূক্ষ্ম ও দুর্ধর্ষ, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভালমন্দ সকল বিষয়ে প্রলুপ্ত হয়। সেইজন্য ইহাকে বশীভূত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চিত্ত দূরগামী, একচারী, অশরীরি ও গৃহাশায়ী। এইরূপ চিত্তকে সংযত করিতে না পারিলে মুক্তিমार्গ লাভ করা সম্ভব নহে। যিনি মতিচ্ছন্ন, যাহার চিত্ত অস্থির ও প্রসাদ-হীন এবং যাহার জ্ঞান অপরিপক্ক সে কখনও নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্ত কামনা-বাসনাহীন, যিনি সর্বদা জাগরিত এবং পাপপুণ্য উভয়ই পরিহার করিয়াছেন, সেই বাসনাহীন জাগ্রত ব্যক্তির কোন ভয় নাই। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে মৃত্তিকানির্মিত ঘটের ন্যায় মনে করিয়া প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র লইয়া মারের সঙ্গে যুদ্ধ করতঃ এই চিত্তকে তুষামুক্ত করিতে হইবে। সুরক্ষিত চিত্ত একজন মানুষ্যের ধেরূপ উপকার করিতে পারে মাতা-পিতা কিম্বা অপর কোন জ্ঞাত সেরূপ করিতে পারে না। সুসংযত ও সুপরিচালিত চিত্ত ব্যতীত মরণশীল মানবের উপকার করিবার আর কিছুই নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞাভাবনার দ্বারা চিত্তকে সংপথে চালিত করেন।

৪। পুষ্পবর্ণগো :

এইবর্ণের অধিকাংশ শ্লোকের সহিত পদ্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পদ্যবর্ণ বলে। উদ্যান হইতে পদ্যচয়নের ন্যায় বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। শৈক্ষ্য ব্যক্তি যমলোকসহ দেব ও মনুষ্য-লোক জয় করিতে সক্ষম। কামনা-বাসনা-বিহীন ভিক্ষু এই দেহকে ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করিয়া কামদেবের পদ্যপশর ছিন্ন করতঃ মারের প্রভাব অতিক্রম করেন। অনুরাগপরায়ণ অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি পদ্যচয়নকারীর ন্যায় অত্যাধিক ভোগ-বাসনায় লিপ্ত হইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।^১ মৃত্তিকামী ভিক্ষু বত্রিশ প্রকার ঘণ্যবস্তুতে^২ পরিপূর্ণ এই মরদেহের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ

১. পুষ্পানি হেব পচিনন্তং ব্যাসন্তমনসং নরং,

অতিস্তং এব কামেশু অন্তকো কুরুতে বসং ।” শ্লোক নং ৪৮।

২. কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা ; মূত্রগ্রন্থি (বৃক), কুংপিণ্ড, যক্ণ, ক্রোম, প্রীহা, ফুসফুস, অগ্নি, নাড়িভূঁড়ি (অগ্নিগুণ), পাকস্থলী, মল, (করীষ), মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁথ, রক্ত, শ্বেদ, মেদ, অশ্রু, চৰ্বি ; থুথু, শিক্ণি, লসিকা এবং মূত্র ।

করিয়া আৰ্ঘ্যমার্গ অবলম্বনকরতঃ নিৰ্বাণ উপলব্ধি করেন । ভ্রমর যেমন পুষ্পের বর্ণগন্ধের কোন ক্ষতিসাধন না করিয়া কেবল মধু আহরণ করে সেইরূপ ধ্যানপরায়ণ মূর্খনি (ভিক্ষু) কাহারও কোনরূপ অনিষ্টসাধন না করিয়া লোকালয় হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নিবাহ করেন ।^১ পরের দোষগুণ অন্দুসন্ধানে সময়ক্ষেপ না করিয়া নিজের দোষগুণ বিচার করাই শ্রেয় । সুন্দর ও মনোরম পুষ্পের গন্ধ না থাকিলে যেমন সমাদৃত হয় না তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য প্রতিপালিত না হইলে নিষ্ফল হয় ।^২ সুভাষিত বুদ্ধবচন আচরণের উপরই প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে । মালাকার যেমন নানাপ্রকার ফুল সংগ্রহ করিয়া সুন্দরমালা তৈয়ার করে তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিও নিজের জীবনে নানারূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাহার মূর্ত্তির পথ সুগম করেন । চন্দন, টগর অথবা মল্লিকা পুষ্পের গন্ধ বাতাসের বিপরীত দিকে গমন করে না, কিন্তু সৎপদ্রুর্ষদিগের যশসৌরভ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয় । বুদ্ধপ্রাবকগণ তাহাদের শীলগন্ধের সৌরভে চারিদিক আমোদিত করেন । সর্বপ্রকার গন্ধের চেয়ে শীলগন্ধই উত্তম । টগর বা চন্দন সারের গন্ধ অল্পমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু শীলবান ব্যক্তির খ্যাতি দেবতাদের মধ্যেও বিস্তারলাভ করে । শীলবান, উদ্যমী, সর্বদা প্রচেষ্টাপরায়ণ ভিক্ষুর গতি মারের গোচরীভূত নহে । রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপেও যেমন মনোরম সুগন্ধিষুস্ত পশ্ম প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবসমাজের মধ্যে বুদ্ধশিষ্যগণ তাহাদের চরিত্র ও জ্ঞানের সৌরভে প্রদীপ্ত হন ।

-
১. যথাপি পুষ্পফরাসিম্‌হা কষিরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচেন কস্তকং কুসলং বহু ।” শ্লোক নং ৫৩
 ২. “যথাপি কুচিরং পুষ্পং বগ্নবস্তং অগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুস্বতো ।
যথাপি কুচিরং পুষ্পং বগ্নবস্তং সগন্ধকং
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুস্বতো ।” শ্লোক নং ৫১-৫২.

সূচীপত্র

চিন্তাবর্গ :

পৃষ্ঠা

১। মেঘিয়স্থবিরের	উপাখ্যান	...	১
২। জনৈক ভিক্ষুর	"		৬
৩। জনৈক উৎকীর্ণত ভিক্ষুর	"	২১
৪। সম্বরক্ষিত-ভাগিনেয় স্থবিরের	"		২৭
৫। চিন্তহন্ত স্থবিরের	"	...	৩৫
৬। পঞ্চশত ভিক্ষুর	"	৪৯
৭। প্ৰতিগাত্ৰ তিষ্য স্থবিরের	"	...	৫৯
৮। নন্দগোপালকের	"	...	৬৭
৯। সোরেষ্য স্থবিরের	"	...	৭১

পুষ্পবর্গ :

১। পৃথিবীকথাপ্রসূত পঞ্চশত	ভিক্ষুর উপাখ্যান		৮৪
২। মরীচিকাকর্মস্থানিক স্থবিরের	"	৮৮
৩। বিড়ুড়ভের	"	...	৯১
৪। পতিপূজিককুমারীর	"		১০১
৫। কৃপণ কোসিয়শ্রেষ্ঠের	"	...	১০৮
৬। পাবেয়্যক আজীবকের	"	...	১৫৩
৭। ছত্রপাণি উপাসকের	"	...	১৫৯
৮। বিশাখার	"	১৬৭
৯। আনন্দস্থবির প্রশ্ন	"	...	২২৮
১০। মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত	দানের	"	২৩৪
১১। গোখিকস্থবিরের পরিনিবাণের	"	২৪৬
১২। গরহৃদমের	"	২৫১

ধম্মগদট্টকথা

৩ । চিত্তবগ্গো

মেঘিয়থেরবন্ধু । ১

‘ফন্দনং চপলং চিত্তন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা চালিকায়
আয়স্মন্তং মেঘিয়ং আরব্ধ কথেসি ।

অস্ম বখং বিভাবনথং সৰ্বং ‘মেঘিয় সত্তত্তং’ বিখারেতব্বং ।
সথা পন তীহি বিত্তক্কেহি অবাসত্ততায় তস্মিৎ অস্ববনে
পধানং অনদুয়দুজিতুং অসক্কুণিহা আগতং মেঘিয়থেরং
আমন্তেহা, “অতিভারিয়ং তে, মেঘিয়, কতং ‘আগমেহি তাব,
মেঘিয়, এককোম্‌হি যাব অঞ্ঞোপি কোচি ভিক্‌খু

*

*

*

৩ । চিত্তবগ্গ

মেঘিয়স্থবিরের উপাখ্যান । ১ ।

‘ফন্দনং চপলং চিত্তং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা চালিকা পর্বতে বাস
করিবার সময় আয়ুস্মান মেঘিয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন । ইহার
বিষয়বস্তু প্রকট করিতে হইলে সমস্ত মেঘিয়সংগ্ৰাস্ত বিস্তারপূর্বক
বলিতে হইবে ।’

এক সময় (লোভ, দ্বেষ, মোহ এই) ত্রিবিধ আসক্তির দ্বারা আসক্ত হওয়ায়^১
আয়ুস্মান মেঘিয় সেই আশ্রবনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যর্থ হইয়া শাস্তার নিকট
ফিরিয়া আসিলে শাস্তা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—‘মেঘিয়, তুমি গুরুতর
অপরাধ করিয়াছ । মেঘিয়, তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমি একাকী আছি,

১ । মেঘিয়থের বন্ধু, থেরগাথা অট্টকথা দ্রষ্টব্য ।

২ । অহু + আসত্ততায় । পুনঃপুনঃ ঐ ত্রিবিধ বিতর্ক বা আসক্তির (অর্থাৎ লোভ,
দ্বেষ, মোহ দ্বারা) দ্বারা উৎপীড়িত হইবার কারণে এই অর্থ বুঝিতে হইবে ।

আগচ্ছতী’ তি মং যাচন্তং এককং পহায় গচ্ছন্তেন ভিক্খুনা
নাম এবং চিত্তবাসিকেন ভবিতুং ন বট্ঠতি, চিত্তং নামেতং
লহুকং, তং অন্তনো বসে বন্তেতুং বট্ঠতী” তি বস্বা ইমা
দ্বৈ গাথা অভাসি—

“ফন্দনং চপলং চিত্তং, দূরক্খং দুর্নিবারয়ং ।

উজ্জং করোতি মেধাবী, উসুকারোব তেজনং ॥ ৩৩ ॥

“বারিজোব থলে থিত্তো, ওকমোকত উত্ততো ।

পরিপ্ফন্দতিদং চিত্তং, মারথেয়ং পহাতবে”তি ॥ ৩৪ ॥

তথ ‘ফন্দনন্তি’ রূপাদীসু আরম্ভণেসু বিপ্পন্দমানং ।
‘চপলন্তি’ একইরিয়াপথেন অসংহন্তো গামদারকো বিয়
একস্মিং আরম্ভণে অসংহন্তো চপলং । ‘চিত্তন্তি’ বিঞ্ঞাণং,

*

*

*

যতক্ষণ না অন্য কোন ভিক্ষু আসে তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও
না । কিন্তু তুমি আমাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছ । এইরূপ আচরণ
করিলে কোন ভিক্ষুই তাহার চিত্তকে বশ করিতে পারিবে না । (কারণ)
চিত্ত অত্যন্ত লঘু । ইহাকে নিজের বশে রাখিতেই হইবে এই বলিয়া শাস্তা
দুইটি গাথা বলিলেন—

‘যেমন কোন শর প্রস্তুতকারী শরকে সোজা করিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপ
জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দূরক্ষ্য এবং দুর্নিবার্য চিত্তকে স্বজ্ঞ
করেন (অর্থাৎ) নিজ বশে আনয়ন করেন ।— ধম্মপদ, শ্লোক ৩৩ ।

‘যেমন জল হইতে উত্তীর্ণ এবং স্থলে প্রক্ষিপ্ত মৎস্য ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে,
সেইরূপ পণ্ডিত কামগুণ বিনির্মুক্ত’ চিত্ত মারের রাজ্য অতিক্রম করিবার
জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে ।’—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৪ ।

এখানে ‘ফন্দনং’ বা স্পন্দনশীল বলিতে রূপাদি পণ্ড আলম্বনের দ্বারা
সদা টলায়মান বুদ্ধিতে হইবে । ‘চপলং’ বা চঞ্চল অর্থাৎ একই অবস্থায়

ভূমিবন্ধু আরম্মণিকিরিয়াদিবিচিত্রতায় পনেতং “চিত্ত”ন্তি
বদন্তং । ‘দূরক্খন্তি’ কিট্ঠসম্বাধে ঠানে কিট্ঠখাদকগোণং
বিয় একেকস্মিং সম্পায়ারম্মণেয়েব দূট্ঠপণতো দূরক্খং ।
‘দুন্নিবারয়ন্তি’ বিসভাগারম্মণং গচ্ছন্তং পটিসেধেতুং দূক্-
খত্তা দুন্নিবারয়ং । ‘উসুদকারোব তেজনন্তি’ যথা নাম
উসুদকারো অরঞ্ঞতো একং বঞ্চদন্ডকং আহরিয়া নিন্তুচং
কহ্মা কঞ্জিয়তেলেন মক্খেন্না অঙ্গারকপল্লৈ তাপেন্না রূক্-
খালকে উপীলেন্না নিবঞ্চং উজ্জুং বালবিম্বানযোগং করোতি,
কহ্মা চ পন রাজরাজমহামত্তানং সিম্পং দস্সেন্না মহন্তং
সঙ্কারসম্মানং লভতি, এবমেব মেধাবী পীড়তো বিঞ্ঞ-
পুৱিসো ফন্দনাদিসভাবমেতং চিত্তং ধুতঙ্গারঞ্ঞাবাস-

*

*

*

বেশীক্ষণ থাকিতে না পারা গ্রাম্য বালকের ন্যায় চিত্ত বেশীক্ষণ একই
আলম্বনে বা বিষয়ে থাকিতে পারে না বলিয়াই চণ্ডল । ‘চিত্ত’ অর্থাৎ
বিজ্ঞান । ভূমি-বস্তু-আলম্বন-ক্রিয়াদি বিচিত্রতা হেতু ‘চিত্ত’ বলা হইয়াছে ।
‘দূরক্খং’ অর্থাৎ দূরক্ষ্য—যেমন ঘেরা দেওয়া শস্যক্ষেত্র হইতেও গরু সুযোগ
পাইলেই শস্য ভক্ষণ করে, রক্ষা করা যায় না, তদ্রূপ এক একটি ‘সপ্রায়’
বা হিতকর আলম্বনেও চিত্তকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা যায় না বলিয়াই
চিত্তকে ‘দূরক্ষ্য’ বলা হইয়াছে । ‘দুন্নিবারয়ং’ বা ‘দুন্নিবার্য’ । বিপরীত
অর্থাৎ অহিতকর আলম্বন গমন হইতে চিত্তকে নিবারিত করা কষ্টকর বলিয়া
‘দুন্নিবার্য’ বলা হইয়াছে । ‘উসুদকারো’ব তেজনং’ বা শর প্রস্তুতকারী যেমন
শরকে অর্থাৎ যেমন শরপ্রস্তুতকারী অরণ্য হইতে বঞ্চদন্ড (বাঁকা লাঠি)
আহরণ করিয়া ইহার ছাল ছাড়াইয়া কাঞ্জিয়তৈল বা যাগুভাতের উপর ভাসমান
ঘন তৈলজাতীয় পদার্থের দ্বারা ঘ্নিক্ত করিয়া অঙ্গারগতে তপ্ত করিয়া গাছের
শক্ত কীলক বা খোঁটার দ্বারা সোজা করিয়া, এমন কি একটি চুলকেও বিদ্ধ
করা যায় মত তীক্ষ্ণ ও ঋজু করে ‘উজ্জুং করোতি’ । পরে তদ্বারা রাজা এবং
রাজমহামাত্যদের নানাবিধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া অনেক সংকার-সম্মান লাভ
করে । ঠিক তদ্রূপ ‘মেধাবী’ বা বিজ্ঞ ব্যক্তি স্পন্দনশীলাদি স্বভাবযুক্ত
চিত্তকে ধুতঙ্গ এবং অরণ্যাবাসবশে ‘নিম্বুচ’ বা মূল ক্রেশাদি হইতে মৃত্ত

বসেন, নিবৃত্তং অপগতওলারিককিলেসং কত্তা সন্ধাসিনেহেন তেমেত্তা কার্যিকচেতসিকবীরিয়েন তাপেত্তা সমথাবিপস্সনালকে উম্পীলেত্তা উজ্জং অকুটিলং নিব্বিসেবনং করোতি, কত্তা চ পন সত্ত্বায়ে সন্মসিত্তা মহন্তং অবিজ্জক্খন্ধং পদালেত্তা, “তিস্সো বিজ্জা, ছ অভিঞ্ঞা, নব লোকুত্তরধম্মে”তি ইমং বিসেসং হত্ত্বগতমেব কত্তা অঙ্গদক্খিণেয্যভাবং লভতি ।

‘বারিজো বা তি’ মছেছা বিয় ‘থলে খিত্তোতি’ হত্তেন বা পাদেন বা জালাদীনং বা অঞ্ঞতরেন থলে ছিদ্ভিতো । ‘ওকমোকত উব্বতোতি’ “ওকপদ্দগ্গেহি চীবরেহী” তি এথ উদকং ওকং, ‘ওকং পহায় অনিকেতসারী’ আলয়ো, এথ উভয়ম্পি লব্বতি । “ওকমোকত উব্বতো” তি হি এথ ‘ওকমোকতোতি’ উদকসত্ত্বাতা আলয়াতি অয়মথো । ‘উব্বতোতি’ উদ্ধটো । ‘পরিপ্ফন্দতিদং চিত্তন্তি’ যথা সো উদ-

*

*

*

করিয়া শ্রদ্ধারূপ স্নেহপদার্থের দ্বারা সিন্ত করিয়া কার্যিক এবং চৈতসিক বীর্যের দ্বারা তপ্ত করিয়া শমথ এবং বিদর্শন ধ্যানের খোঁটায় বাঁধিয়া ঋজু অকুটিল দমিত এবং শাস্ত্র করে । অতঃপর সংস্কারসমূহকে যথাযথভাবে জানিয়া মহা অবিদ্যাঙ্কন্ধকে বিদীর্ণ করিয়া ‘ত্রিবিদ্যা ষড়্ভিজ্জা নব লোকোত্তরধম্ম’ ইত্যাদিকে বিশেষভাবে হস্তগত করিয়া অগ্রদক্ষিণাহ অবস্থা লাভ করেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন ।

‘বারিজো বা’ তি মৎস্যের ন্যায় । ‘থলে খিত্তো’ তি হাত, পা, জাল বা অন্য কোন উপায়ে ধরিয়া স্থলে নিষ্কিপ্ত । ‘ওকমোকত-উব্বতো’ তি যেনন ‘জলপূর্ণ চীবর হইতে’—এইস্থলে জল হইতেছে ‘ওক’ । ‘ওকং পহায় অনিকেতসারী’ অর্থাৎ গৃহ হইতে গৃহহীন হইয়া বিচরণকারী । এই স্থলে ‘ওক’ হইতেছে আলয় । অতএব জলের ক্ষেত্রেও আলয়, গৃহের ক্ষেত্রেও আলয় বুঝাইতেছে । ‘ওকমো’কত উব্বতো’ তি এই স্থলে ‘ওকমোকতো’ হইতেছে উদক নামক আলয় হইতে । ‘উব্বতো’ হইতেছে উদ্ধৃত । ‘পরিপ্ফন্দতিদং চিত্তং’

কালয়তো উভভতো থলে খিত্তো মচ্ছো উদকং অলভন্তো
 পরিপ্ফন্দতি, এবমিদং পণ্ডকামগদুণালয়াভিরতং চিত্তং
 ততো উদ্ধারিত্বা মারধেয়াসংখাতং বটুং পহাতুং বিপস্সনা-
 কস্মট্টানে খিত্তং কায়িকচেতসিকবীরিয়েন সন্তাপিয়মানং
 পরিপ্ফন্দতি, সন্তাতুং ন সঙ্কোতি । এবং সন্তোপি ধুৱং
 অনিক্খিপিত্বা মেধাবী পদুংগলো তং বদন্তনয়েনেব উজ্জুং
 কস্মনিয়ং করোতীতি অথো । অপরো নয়ো—ইদং মারধেয়াং
 কিলেসবটুং অবিজহিত্বা ঠিতং চিত্তং সো বারিজো বিয় পরি-
 প্ফন্দতি, তস্মা ‘মারধেয়াং পহাতবে’ । যেন কিলেস-
 বটুসংখাতেন মারধেয়োনেব পরিপ্ফন্দতি, তং
 পহাতব্বন্তি ।

গাথাপরিয়োসানে মোঘিয়থেরো সোতাপত্তিফলে পতি-
 ট্ঠিতো, অঞ্ঞ্ঞোপি বহু সোতাপনাদয়ো জাতাতি ।

মোঘিয়থেরবথু পঠমং ।

*

*

*

অর্থাৎ যেমন উদকরূপ আলয় হইতে উৎক্ষিপ্ত এবং স্থলে নিক্ষিপ্ত মৎস্য জল না
 পাইয়া ছট্ফট্ করে, তদ্রূপ পণ্ড কামগদুণরূপ আলয়াভিরত চিত্ত তাহা
 হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মারের রাজ্য নামক মার্গ দূর করিতে বিদর্শনকর্ম-
 স্থানে ক্ষিপ্ত এবং কায়িক-চেতসিক বীরের দ্বারা সন্তাপিত হইয়া ছট্ফট্
 করে, থাকিতে সমর্থ হয় না । এইরূপ অবস্থা হইলেও বিদর্শন ধূর ত্যাগ
 না করিয়া মেধাবী ব্যক্তি উপরিউক্ত শিয়মে ঋজু কর্মণীয় সম্পাদন করিয়া
 থাকেন । অন্য ব্যাখ্যা হইতেছে—এই মাররাজ্য বা ক্লেশবর্ষকে ত্যাগ না
 করিয়া স্থিত চিত্ত সেই বারিজ মৎস্যের ন্যায় ছট্ফট্ করে । সেইজন্য
 ‘মারধেয়াং পহাতবে’ যে ক্লেশবর্ষ নামক মাররাজ্যের দ্বারা ছট্ফট্ করে
 তাহা পরিত্যাজ্য ।

গাথাবসানে মোঘিয় স্থবির স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অন্যান্য
 অনেকেও স্রোতাপন্ন হইলেন ।

। মোঘিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অষ্টম তরঙ্গিক খুবখু । ২

‘দুর্নিগ্গহস্ লহনোতি’ ইমং ধর্মদেসনং সখা সাবথিয়ং
জেতবনে বিহরন্তো অষ্টম তরং ভিক্খুং আরম্ভ কথেসি ।
কোসলরঞ্জে কির বিজিতে পব্বতপাদে মাতিকগামো
নাম একো ঘনবাসো গামো অহোসি । অথেকদিবসং
সট্ঠিমত্তা ভিক্খু সখু সন্তিকে যাব অরহত্তা কম্মট্ঠানং
কথাপেত্তা তং গামং গন্ত্বা পিণ্ডায় পবিসংসু । অথ নে
যো তস্স গামস্স সামিকো মাতিকো নাম, তস্স
মাতা দিম্বা গেহে নিসীদাপেত্তা নানংগরসেন যাগদুভত্তেন
পরিবিসিত্বা, ‘ভন্তে, কথং গন্তুকামা’ তি পদুছি । ‘যথা
ফাসুকট্ঠানং মহাউপাসিকে তি । সা ‘বস্সাবাসট্ঠানং,
অয়্যা পরিয়েসন্তি মঞ্জে’ তি এত্তা পাদমূলে নিপজ্জিত্বা,

*

*

*

জৈনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান । ২ ।

‘দুর্নিগ্গহস্ লহনোতি’ এই ধর্মদেশনা শাস্ত্রা শ্রাবস্তীর জেতবনে
অবস্থানকালে জৈনৈক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

কোশলরাজের রাজ্যে নাকি পর্বতের পাদদেশে মাতিকগ্রাম নামক একটি
ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল । একদিন ষাটজন ভিক্ষু শাস্ত্রার নিকট ‘অহংভুলাভ
না করিয়া ফিরিবনা’ এই কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া
ভিক্ষায় রত হইলেন । তখন সেই গ্রামের মাতিক নামক অধিপতির মাতা
উক্ত ভিক্ষুদিগকে পিণ্ডাচরণে রত দেখিয়া তাহাদিগকে নিজগৃহে উপবেশন
করাইয়া নানাপ্রকার উত্তম ব্যঞ্জনাদি সহ যাগদুভাত পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘ভন্তে আপনারা কোথায় যাইতেছেন?’ ‘হে মহাউপাসিকে, যেখানে
উত্তম স্থান পাইব সেখানেই যাইতেছি ।’ মহাউপাসিকা ‘ভিক্ষুগণ মনে হয়
বর্ষাবাসের উপযোগী স্থানের সন্ধান করিতেছেন’ বুঝিয়া তাহাদের পাদমূলে

‘সচে, অয়্যা, ইমং তেমাসং ইধ বসিস্সন্তি, অহং তীণি সরণানি, পণ্ড সীলানি গহেত্বা উপোসথকম্মং করিস্সামী’ তি আহ। ভিক্ষু ‘ময়ং ইমং নিস্সায় ভিক্ষায় অকিলমন্তা ভবনিস্সরণং কাতুং সন্ধিস্সামা’ তি অধিবাসয়িংসু। সা তেসং বসনট্ঠানং বিহারং পটিজ্জাপিত্বা অদাসি।

তে তথেব বসন্তা একদিবসং সন্নিপতিত্বা অএৎএমএৎএৎ ওবদিংসু, ‘আবুসো, অম্হেহি পমাদচারং চরিতুং ন বট্টিতি। অম্হাকএহি সকেগেহং বিয় অট্ঠ মহানিরয়া বিবট্ঠদ্বারায়েব, ধরমানকবুদ্ধস্স থো পন সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা ময়ং আগতা, বুদ্ধা চ নাম পদানুপাদিকং বিচরন্তে-নাঁপ সঠেন আরাধেতুং ন সন্ধা, যথাঙ্কাসয়েনেব আরাধেতুং সন্ধা, অস্পমত্তা হোম, দ্বীহি একট্ঠানে ন ঠাতব্বং, ন নিসীদিতব্বং, সায়ং থো পন থেরুপট্ঠানকালে পাতোব ভিক্ষাচারকালে একতো ভবিস্সাম, সেসকালে ছে

*

*

*

পতিত হইয়া বলিলেন—‘যদি আপনারা এই তিন মাস এখানে অবস্থান করেন আমি ত্রিশরগসহ পণ্ডশীল গ্রহণ করিয়া উপোসথকম্ম সম্পাদন করিব’। ভিক্ষুগণ ‘আমরা এই তিনমাস ভিক্ষাচরণের জন্য সময় নষ্ট না করিয়া ভবনিস্সরণ করিতে সক্ষম হইব’ ভাবিয়া (মহাউপাসিকার প্রস্তাব) অনুমোদন করিলেন। উপাসিকা তাঁহাদের জন্য একটি বিহার পরিচ্ছন্ন করাইয়া প্রদান করিলেন।

তাঁহারা সেখানে অবস্থানকালে একদিন সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরকে উপদেশ দিলেন—‘বন্ধুগণ, আমাদের প্রমাদচারী হইলে চলিবেনা। আমাদের শ্বগ্হের ন্যায় অষ্ট মহানরকের দ্বার উন্মুক্ত। বুদ্ধ বর্তমান থাকিতে আমরা তাঁহার নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও শঠ ব্যক্তি বুদ্ধানুগ্রহ লাভ করিতে পারেনা। বুদ্ধগণের অভিপ্রায় অনুসারে বিচরণ করিলেই তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব। অতএব, অপ্রমত্ত হও। দুইজন একস্থানে থাকিবেনা, একস্থানে উপবেশন করিবেনা। সম্ভ্যায় স্থবিরের সেবাকালে এবং প্রাতঃ ভিক্ষাচারকালে আমরা একত্রিত

একতো ন ভবিম্সাম, অপিচ থো পন অফাসুকেন
ভিক্খুনা আগন্হা বিহারমজ্জে ঘণ্ডিয়া পহতায় ঘণ্ডিসঞ-
ঞায় আগন্হা তস্স ভেসজ্জং করিম্সামা’তি ।

তেসু এবং কতিকং কত্তা বিহরন্তেসু একদিবসং সা
উপাসিকা সিম্পিতেলফাণিতাদীন গাহাপেত্তা দাসদাসিক-
ম্মকরাদীহি পরিবুতা সায়ন্হসময়ে তং বিহারং গন্হা
বিহারমজ্জে ভিক্খু অদিম্বা, “কহং নু থো অয়্যা,
গতা’তি পুরিসে পুচ্ছিত্বা, “অন্তনো অন্তনো রত্তিট্ঠানদি-
বাট্ঠানেসু নিসিন্না ভবিম্সন্তি, অয়ো’তি বুদ্ধে, “কিং
নু থো কত্তা দট্ঠং সচ্ছিম্সামী’তি আহ । অথ
নং ভিক্খুসম্মস্স কতিকবত্তং জাননমনুস্সা আহংসু—
“ঘণ্ডিয়া পহতায় সন্নিপতিম্সন্তি, অয়ো’তি । সা চ ঘণ্ডি-
পহরাপেসি । ভিক্খু ঘণ্ডিসদ্দং সুত্তা, “কস্সচি অফাসুকে-
ভবিম্সতী’তি সসসকট্ঠানেহি নিক্খমিত্বা বিহারমজ্জে

*

*

*

হইব । অন্যান্য সময়ে আমরা দুইজন একত্রে মিলিত হইবনা । তবে কোন
অসুস্থ ভিক্ষু আসিয়া বিহারমধ্যে ঘণ্টা বাজাইলে ঘণ্টার শব্দে আমরা মিলিত
হইয়া ঐ ভিক্ষুর চিকিৎসা করিব ।’

এইরূপ সংকল্প করিয়া তাঁহারা সেখানে বাস করিতেছিলেন । একদিন
সেই উপাসিকা ঘৃত-তৈল-গুড়াদি লইয়া দাসদাসী কর্মকর ব্যক্তিগণের দ্বারা
পরিবৃত হইয়া সম্মুখ্য সেই বিহারে যাইয়া বিহারমধ্যে ভিক্ষুদের না দেখিয়া
লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভিক্ষুরা কোথায় গেলেন ?’ ‘তাঁহারা নিজ
নিজ রাত্ৰিস্থান-দিবাস্থানে থাকিবেন নিশ্চয়ই’—এইরূপ উক্ত হইলে উপাসিকা
বলিলেন—“আমি কিভাবে তাঁহাদের দেখা পাইব ?’ যে সকল ব্যক্তি ঐ
ভিক্ষুসম্মেহর ব্রতসংকল্পের কথা জানিতেন তাঁহারা বলিলেন—‘আর্য্যে, ঘণ্টা
বাজাইলে তাঁহারা সম্মিলিত হইবেন ।’ উপাসিকা ঘণ্টা বাজাইলেন । ভিক্ষুগণ
ঘণ্টাশব্দ শুনিয়া—‘কোন ভিক্ষু অসুস্থ হইয়া থাকিবে’ এই ভাবিয়া নিজনিজ
বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিহারমধ্যে একত্রিত হইলেন । দুইজন একত্রে

সন্নিপতিংসু । যোপি জনা একমগ্গেনাগতা নাম নথি ।
 উপাসিকা একেকট্ঠানতো একেকমেব আগচ্ছন্তং দিম্বা,
 ‘মম পুত্তেহি অএঃঞমএঃঞং কলহো কতো ভবিম্সতী’ তি
 চিন্তেহা ভিক্ষুসঙ্ঘং বন্দিহা পুচ্ছি—‘কলহং নু থো,
 ভন্তে, করিথা’তি ? ‘ন করোম, মহাউপাসিকে’তি । ‘সচে
 বো, ভন্তে, কলহো নথি অথ কস্মা যথা অম্‌হাকং গেহং
 আগচ্ছন্তা সস্বে একতোব আগচ্ছথ, এবং অনাগন্তা একেক-
 ট্ঠানতো একেকাব আগতা’তি ? ‘মহাউপাসিকে, একেক-
 স্মিং ঠানে নিসীদিহা সমণধম্মং করিম্‌হা’তি । ‘কো এস,
 ভন্তে, সমণধম্মো নামা’তি ? ‘দ্বিত্তংসাকারে সঙ্ঘায়ং করোম,
 অন্তভাবে চ খয়বয়ং পট্ঠপেম, মহাউপাসিকে’তি । ‘কিং
 পন, ভন্তে, দ্বিত্তংসাকারে সঙ্ঘায়ং কাতুং, অন্তভাবে চ খয়বয়ং
 পট্ঠপেতুং তুম্‌হাকমেব বট্টিতি, উদাহু অম্‌হাকম্পী’তি ।

*

*

*

আসিলেন না । উপাসিকা এক একটি স্থান হইতে এক এক জনকে আসিতে
 দেখিয়া ভাবিলেন—‘আমার পুত্রগণের (অর্থাৎ ভিক্ষুদের) মধ্যে পরস্পর
 ঝগড়া হইয়া থাকিবে ।’ ইহা ভাবিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে আপনারা কি ঝগড়া করিয়াছেন ?’ ‘মহাউপাসিকে,
 কই না তো !’ ‘যদি ঝগড়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের বাড়ীতে
 আসার সময় একত্রে আসেন, এখন সেইভাবে না আসিয়া এক এক জন এক
 এক স্থান হইতে পৃথক্ পৃথক্ আসিলেন কেন ?’

—‘মহা উপাসিকে, আমরা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিয়া শ্রমণধর্ম
 পালন করিতেছি ।’

—‘ভন্তে, এই শ্রমণধর্ম কি ?’

—‘মহা উপাসিকে, দেহের বত্রিশ প্রকার (অশুচি) দ্রব্যকে পুণ্ড্রান্দ-
 পুণ্ড্ররূপে দেখি, এই শরীরের ক্ষয়-ব্যয়তাকে দেখি ।’

—‘ভন্তে, দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচি দ্রব্যকে পুণ্ড্রান্দপুণ্ড্ররূপে দেখা
 এবং শরীরের ক্ষয়-ব্যয়তাকে দেখার কাজ শুধু আপনারাই করিতে পারেন,

‘কম্মচিপি অবারিতো এস ধম্মো, মহাউপাসিকে’ তি ।
 ‘তেন হি, ভন্তে, ময়হম্পি দ্বিত্তংসাকারং দেথ, অন্তভাবে
 চ খয়বয়পট্ঠপনং আচিক্খথা’তি । ‘তেন হি উগ্গণ্হ,
 মহাউপাসিকে’তি সস্বং উগ্গণ্হাপেসদুং ।

সা ততো পট্ঠায় দ্বিত্তংসাকারে সস্বায়ং কত্ত্বা অন্তনি
 খয়বয়ং পট্ঠপেত্ত্বা তেহি ভিক্খুহি পদুরেতরমেব তয়ো
 মণ্ণে, তীণি চ ফলানি পাপদুণি । মণ্ণেনেব চস্সা চতস্সো
 পটিসম্ভিদা লোকিয়অভিঞ্ঞা চ আগমিংসু । সা
 মণ্ণফলসুখতো বদুট্ঠায় দিব্বচক্খুনা ওলোকেত্ত্বা, ‘কদা
 ন্দু খো মম পদুত্তোহি অয়ং ধম্মো অধিগতো’তি উপধারেত্তী
 সবেবপিমে সরাগা সদোসা সমোহা ঝানবিপস্সনামত্তম্পি
 তেসং নখি, কিং ন্দু খো ময়হং পদুত্তানং অরহত্তস্স উপনি-
 স্সয়ো অখি, নখী’তি আবজ্জেক্ত্বা, ‘অখী’তি দিম্বা, ‘সেনা-

*

*

*

নাকি আমরাও করিতে পারি ?’

‘মহা উপাসিকে, কাহারও জন্য নিষেধ নাই ।’

‘ভন্তে, তাহা হইলে আমাদেরও দ্বিত্তংসাকার কি কি বলুন এবং দেহের
 ক্ষয়-ব্যয়তাকে জানার কথা কি বলুন ।’

—‘হে মহা উপাসিকে, তাহা হইলে জানুন ।’

—এই বলিয়া তাঁহাকে সব জ্ঞাপন করিলেন ।

ইহার পর হইতে সেই মহা উপাসিকা দ্বিত্তংসাকার পর্যবেক্ষণ করতঃ
 নিজের ক্ষয়-ব্যয়জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়া সেই ভিক্ষুদের আগেই তিন মার্গ
 এবং তিন ফল লাভ করিলেন । মার্গজ্ঞানের দ্বারা তিনি চারি প্রতিসম্ভিদা
 এবং লোকিয় অভিজ্ঞা জ্ঞান লাভ করিলেন । তিনি মণ্ণফলসুখ হইতে
 উন্মিত হইয়া দিব্যচক্ষুর দ্বারা জানিলেন “কবে আমার ভিক্ষুপদুত্তগণ
 এই ধর্ম অধিগত হইয়াছেন ?” কিন্তু তিনি অবলোকন করিলেন যে তাঁহারা
 এখনও রাগ-দ্বेष-মোহযুক্ত, ধ্যানবিদর্শনমাত্রও তাহাদের নাই । ‘আমার

সনসম্পায়ং ন্দু খো অথি, নথী'তি আবজ্জেন্না তম্পিদিস্বা,
 'পদ্দগলসম্পায়ং ন্দু খো লভন্তি, ন লভন্তী'তি আবজ্জেসি,
 পদ্দগলসম্পায়ম্পি দিস্বা, 'আহারসম্পায়ং ন্দু খো লভন্তি,
 ন লভন্তী'তি উপধারেন্তী 'আহারসম্পায়ং নেসং নথী'তি
 দিস্বা ততো পট্টায় নানাবিধং যাগদং, অনেকম্পকারং
 খজ্জকং, নানঙ্গরসণ্ড ভোজনং সম্পাদেহ্বা গেহে ভিক্কু
 নিসীদাপেহ্বা দক্ষিণোদকং দহ্বা, 'ভন্তে, তুম্হাকং য়ং য়ং
 রুচ্চতি, তং তং গহেহ্বা পরিভুজথা'তি নিয়াদেসি । তে
 যথারুচি যাগদআদীনি গহেহ্বা পরিভুজন্তি, তেসং সম্পা-
 য়াহারং লভন্তানং চিত্তং একগং অহোসি ।

তে একগেন চিত্তেন বিপস্সনং বড্ঢ়েহ্বা ন চিরস্সেব সহ
 পটিসম্মিহা অরহন্তং পহ্বা চিত্তয়িস্সু—'অহো মহা-
 উপাসিকা অম্হাকং পতিট্টা জাতা, সচে ময়ং সম্পায়াহারং

*

*

*

ভিক্ষুপদ্রদের অহ'ত্ত্বের উপনিশ্রয় আছে, না নাই ?' - চিন্তা করিয়া
 'আছে' ইহা দেখিয়া 'তাহাদের উপযুক্ত শয়নাসন আছে কি নাই' 'আছে'
 দেখিয়া, 'তাহাদের উপযুক্ত সঙ্গী আছে কি নাই ?' 'আছে' ইহা দেখিয়া,
 'তাহাদের উপযুক্ত আহাৰ্য আছে কি নাই ?' 'নাই' ইহা দেখিয়া ইহার
 পর হইতে নানাবিধ যাগদ, অনেক প্রকারের খাদ্য, নানা প্রকার উত্তম
 ব্যঞ্জনযুক্ত ভোজন প্রস্তুত করিয়া স্বগৃহে ভিক্ষুদের উপবেশন করাইয়া
 দক্ষিণোদক (= জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিয়া) দিয়া বলিলেন—'ভন্তে,
 আপনাদের যাহা যাহা পছন্দ তাহা তাহা লইয়া ভোজন করুন ।' তাঁহারা
 যথারুচি যাগদ প্রভৃতি লইয়া ভোজন করিলেন । উপযুক্ত আহাৰ লাভ
 করাতে তাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইল ।

তাঁহারা একাগ্রচিত্তে বিদর্শন বর্ধিত করিয়া অচিরেই প্রতিসম্মিহা সহ
 অহ'ত্ত্ব লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন—'অহো ! এই মহা উপাসিকাই আমাদের
 প্রতিষ্ঠার কারণ । যদি আমরা উপযুক্ত আহাৰ লাভ না করিতাম, আমরা

ন লভিম্হ, ন নো মঙ্গফলপটিবেধো অভবিম্হ, ইদানি
বুট্ঠবস্সা পবারেহা সথু সন্তিকং গমিম্হসাম্মা'তি । তে
'সথারং দট্ঠকামম্হা'তি মহাউপাসিকং আপদ্বিচ্ছিসু ।
মহাউপাসিকা 'সাধু, অয়্যা'তি তে অনুগন্তা পদ্বনিপ,
'ভন্তে, অম্হে ওলোকেয়্যাথা' তি বহুনি পিয়বচনানি
বহা পটিনিবত্তি । তেপি থো ভিক্খু সাবাথিং গন্তা
সথারং বন্দিহা একমন্তং নিসিন্হা 'কচ্চি, ভিক্খবে, খমনীয়ং,
কচ্চি যাপনীয়ং, ন চ পিণ্ডকেন কিলমিথা'তি বহুতে
'খমনীয়ং, ভন্তে, পিণ্ডকেন পন নেব কিলমিম্হ অম্হা-
কএ'হি মাতিকমাতা নামেকা উপাসিকা চিত্তাচারং এহা,
'অহো বত নো এবরূপং নাম আহারং পটিয়াদেয়্যা'তি
চিস্তিতে যথাচিস্তিতং আহারং পটিয়াদেহা অদাসী'তি
তস্সা গুণকথং কথয়িসু ।

*

*

*

মার্গফল লাভ করিতে পারিতাম না । এখন বর্ষাবাস শেষ হইয়াছে । আমরা
শাস্ত্রার নিকট যাইব ।' তাঁহারা মহা উপাসিকাকে বলিলেন—'আমরা শাস্ত্রাকে
দর্শন করিতে যাইব ।' মহা উপাসিকা 'ভন্তে, ইহা সাধু ।' বলিয়া
কিয়দ্দূর তাঁহাদের অনুগমন করিয়া 'ভন্তে, আপনারা আমাদের দেখিবেন'
ইত্যাদি নানাবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । সেই
ভিক্ষুগণও শ্রাবস্তীতে যাইয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট
হইলেন । শাস্ত্রা কর্তৃক 'হে ভিক্ষুগণ, আশা করি তোমাদের সব ভালই
হইয়াছে, আহারাদির ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় নাই তো ?' এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইলে ভিক্ষুগণ বলিলেন—'ভন্তে, আমাদের সব ভালই হইয়াছে,
আহারাদির ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় নাই । মাতিকমাতা নামক
আমাদের জনৈক উপাসিকা 'অহো, আমাদের এইরূপ আহারের প্রয়োজন'
আমাদের এইরূপ মনের কথা জানিয়া আমরা চিন্তা করা মাত্রই যথাচিস্তিত
আহার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ।' এইভাবে তাঁহারা সেই উপাসিকার
গুণগান করিলেন ।

অণ্ড-এতরো ভিক্ষু তস্মা গৃণকথং সূত্বা তথ গন্তুকামো
 হুত্বা সখ্যং সন্তিকে কন্মট্ঠানং গহেত্বা, ‘ভন্তে, তং গামং
 গমিস্সামী’তি সথারং আপদুচ্ছিত্বা জেতবনতো নিক্খমিত্বা
 অনুপদুবেবন তং গামং পত্বা বিহারং পবিসনদিবসেয়েব
 চিন্তেসি—‘অয়ং কির উপাসিকা চিন্তিতচিন্তিতং জানাতি,
 অহণ্ড মঙ্গকিলন্তো বিহারং পটিজঙ্গিতুং ন সন্ধিস্সামি,
 অহো বত মে বিহারপটিজঙ্গকং মনুস্সং পেসেয়্যা’তি ।
 উপাসিকা গেহে নিসিন্ধাব আবজ্জন্তী তমথং এত্বা, ‘গচ্ছ,
 বিহারং পটিজঙ্গিত্বা এহী’তি মনুস্সং পেসেসি । ইতরোপি
 পানীয়ং পিবিতুকামো ‘অহো বত মে সন্ধিপানকং কত্বা
 পেসেয়্যা’তি চিন্তেসি । উপাসিকা তম্পি পেসেসি । সো
 পদুদিবসে ‘পাতোব সিন্ধিয়াগুং মে সউত্তরিভঙ্গং পেসেতু’
 তি চিন্তেসি । উপাসিকা তথা অকাসি । সো য়াগুং পিবিত্বা
 ‘অহো বত মে এবরুপং খজ্জকং পেসেয়্যা’তি চিন্তেসি ।

*

*

*

জনৈক ভিক্ষু সেই মহা উপাসিকার গৃণকথা শুনিয়া সেখানে যাইবার
 জন্য শাস্তার নিকট কন্মস্থান লইয়া—‘ভন্তে আমি সেই গ্রামেই যাইব’ এই
 বলিয়া শাস্তাকে জানাইয়া জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে সেই গ্রাম প্রাপ্ত
 হইয়া বিহারে প্রবেশের দিনই চিন্তা করিলেন—‘এই উপাসিকা নাকি মনের
 কথা জানিতে পারেন, (দেখা যাক) আমিও পথশ্রান্ত, বিহার পরিষ্কার-
 পরিচ্ছন্ন করিতে অক্ষম । মহাউপাসিকা বিহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার
 জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিক । উপাসিকা গৃহে উপবেশন করিয়াই ঐ
 ভিক্ষুর মনের কথা জানিতে পারিয়া জনৈক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন—‘যাও
 বিহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আইস ।’ ঐ ভিক্ষু জল পানের ইচ্ছা
 করিয়া চিন্তা করিলেন—‘অহো, আমার জন্য শকরাযুক্ত পানীয় যেন প্রেরণ
 করা হয় ।’ উপাসিকা তাহাও পাঠাইলেন । সেই ভিক্ষু পরের দিন সকালেই
 চিন্তা করিলেন—‘আমার জন্য মধুরোচক চাট্‌নী সহ স্নিগ্ধ যাগু যেন
 পাঠান হয় ।’ উপাসিকা তাহাই করিলেন । যাগু পান করিয়া তিনি চিন্তা
 করিলেন—‘আমার জন্য এইরূপ খাদ্য যেন পাঠান হয় ।’ উপাসিকা তাহাও

উপাসিকা তম্পি পেসেসিস। সো চিন্তেসিস—‘অয়ং উপাসিকা ময়া সৰ্ব্বং চিন্তিতচিন্তিতং পেসেসিস, অহং এতং দট্ঠকামো, অহো বত মে নানঙ্গরসভোজনং গাহাপেত্বা সয়মেব আগচ্ছেয্যা’তি। উপাসিকা ‘মম পুত্তো মং দট্ঠকামো, আগমনং মে পচ্চাসীসতী’তি ভোজনং গাহাপেত্বা বিহারং গন্ত্বা তস্স অদাসি। সো কতভত্তিকিচ্ছো ‘মাতিকমাতা নাম ত্বং মহাউপাসিকে’তি পদুচ্ছি। ‘আম, তাতা’তি। ‘ত্বং পরচিত্তং জানাসী’তি? ‘কিং মং পদুচ্ছসি, তাতা’তি? ‘ময়া চিন্তিতচিন্তিতং সৰ্ব্বমকাসি, তেন তং পদুচ্ছামী’তি। ‘পরচিত্তজাননকিভিক্খং বহু, তাতা’তি? ‘নাহং অঞ্ঞে পদুচ্ছামি, তুবেং পদুচ্ছামি, উপাসিকে’তি। এবং সন্তেপি উপাসিকা ‘পরচিত্তং

*

*

*

পাঠাইলেন। তখন সেই ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—‘এই উপাসিকা আমি যাহা যাহা চিন্তা করিয়াছি, সমস্তই পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। অহো, নানা প্রকার উত্তম রসযুক্ত ভোজন লইয়া স্বয়ং তিনি আমার নিকট আসুন।’ উপাসিকা ‘আমার ভিক্ষুপুত্র আমার দর্শনপ্রার্থী, আমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছে?’ চিন্তা করিয়া ভোজন লইয়া বিহারে যাইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভোজनावसाने সেই ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে মহা উপাসিকে, আপনিই কি মাতিকমাতা?’

‘হ্যাঁ বাবা।’

‘আপনি পরচিত্ত জানিতে পারেন?’

‘বাবা, কেন তুমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ?’

‘আমার চিন্তা অনুসারে আপনি সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।’

‘বাবা, পরচিত্তজ্ঞ ভিক্ষু অনেক আছেন।’

‘উপাসিকে, আমি অন্যদের জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।’

জানামী'তি অবস্থা 'পরচিন্ত্তং জানন্তা নাম এবং করোন্তি পদ্বত্তা'তি আহ । সো 'ভারিয়ং বতিদং কস্মৎ, পদ্বত্তজ্ঞানা নাম সোভনম্পি অসোভনম্পি চিন্তেন্তি, সচাহং কিঞ্চিৎ অয়দ্বত্তং চিন্তয়িস্সামি, সহ ভংডকেন চোরং চুলায় গণ্হন্তী বিয় মং বিস্পকারং পাপেয়া, ময়া ইতো পলায়িতুং বট্টতী'তি চিন্তেত্বা, 'উপাসিকে, অহং গমিস্সামী'তি আহ । 'কহং, অয়া'তি ? 'সথ্ধু সন্তিকং, উপাসিকে'তি । 'বসথ তাব, ভন্তে, ইধা'তি । 'ন বসিস্সামি, উপাসিকে, গমিস্সামেবা' তি নিক্খমিত্বা সথ্ধু সন্তিকং অগমাসি । অথ নং সথা 'কিং ভিক্খু ন ত্বং তথ বসসী'তি পদ্বিচ্ছি । "আম, ভন্তে, ন সন্ধা তথ বসিতু'ন্তি । 'কিং কারণা ভিক্খু'তি । 'ভন্তে,

*

*

*

তৎসত্ত্বেও উপাসিকা 'আমি পরচিন্ত্ত জানি' এই কথা না বলিয়া 'বাবা, পরচিন্ত্তজ্ঞ ব্যক্তিত্বা এইরূপই করিয়া থাকেন' বলিলেন ।

সেই ভিক্ষু তখন চিন্তা করিলেন—'মহা বিপদে পড়িলাম তো ! সাধারণ লোকেরা ভাল এবং মন্দ উভয়ই চিন্তা করে । যদি আমি কিঞ্চিৎ অশোভন চিন্তা করি, তাহা হইলে বমাল চোরকে চুলির মর্দুঠি ধরিয়া যেমন লইয়া যায়, এই উপাসিকাও আমাকে তদ্রূপ বিপদে ফেলিতে পারে । অতএব, আমি এইস্থান হইতে পলায়ন করিব ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'উপাসিকে, আমি চলিয়া যাইব ।'

'কোথায় যাইবেন ?'

'উপাসিকে, শাস্ত্রার নিকট যাইব ।'

'ভস্তু, এইখানেই থাকুন ।'

'উপাসিকে, আমি থাকিবনা, যাইব'—বলিয়া নিষ্কান্ত হইয়া শাস্ত্রার নিকট চলিয়া গেলেন ।

অনন্তর শাস্ত্রা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষু, তুমি সেখানে থাকনা ?'

'না ভস্তু, সেখানে থাকা সম্ভব নহে ।'

'হে ভিক্ষু, কারণ কি ?'

সা উপাসিকা চিন্তিতাচিন্তিতং সম্বং জানাতি, পদ্বজ্জনা
চ নাম সোভনম্পি অসোভনম্পি চিন্তেত্তি, সচাহং কিঞ্চি
অয়দন্তং চিন্তেত্সামি, সহ ভংডকেন চোরং চুলায় গণ্হন্তী
বিয় মং বিম্পকারং পাপেত্সসতী'তি চিন্তেত্সা আগতোম্হী'তি ।
'ভিক্ষু, তথৈব তয়া বসিতুং বটুতী'তি । 'ন সন্ধোমি,
ভন্তে, নাহং তথ বসিস্সামী'তি । 'তেন হি ত্বং, ভিক্ষু,
একমেব রক্কিতুং সাক্কিত্সসী'তি । 'কিং, ভন্তে'তি ?
'তব চিত্তমেব রক্ক, চিত্তং নামেতং দুরক্কং, ত্বং অন্তনো
চিত্তমেব নিগ্গণ্হ, মা অএণ্ণং কিঞ্চি চিন্তীয়ি, চিত্তং
নামেতং দদ্বনিগ্গহ'ন্তি বহ্বা ইমং গাথমা—

‘দদ্বনিগ্গহত্স লহদ্বনো, যথকামনিপাতিনো ।

চিত্তত্স দমথো সাধু, চিত্তং দন্তং সদ্বাবহ'ন্তি ॥ ৩৫ ॥

*

*

*

‘ভন্তে, সেই উপাসিকা মনের কথা সব জানিতে পারেন । সাধারণ লোকেরা
ভালমন্দ কত সব চিন্তা করে । যদি আমি কিঞ্চি অশোভন চিন্তা করি তাহা
হইলে বমাল চোরকে চুলের মৃষ্টি ধরিয়া যেমন লইয়া যায়, সেই উপাসিকাও
আমাকে তদ্রূপ বিপদে ফেলিতে পারেন—ইহা চিন্তা করিয়া আমি চলিয়া
আসিয়াছি ।’

‘হে ভিক্ষু, তোমার সেইখানেই থাকা উচিত ।’

‘ভন্তে, আমি পারিবনা, আমি সেইখানে থাকিবনা ।’

‘হে ভিক্ষু, তাহা হইলে তুমি কি একটি জিনিস রক্ষা করিতে পারিবে ?’

‘কি ভন্তে ?’

‘তোমার চিত্তকেই রক্ষা কর । চিত্ত হইতেছে দুরক্ষ্য, তুমি নিজের
চিত্তকেই সংযত কর । অন্য কিছু চিন্তা করিও না । কারণ চিত্ত হইতেছে
দদ্বনিগ্গহ ।’ ইহা বলিয়া শাস্ত্রা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

“দদ্বনিগ্গহ, লঘু এবং যথেষ্ট বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল ।

(কারণ) সংযত চিত্ত সুখ প্রদান করে ।”—ধম্মপদ শ্লোক ৩৫ ।

তথ চিত্তং নামেতং দৃক্‌থেন নিগ্গয়হতীতি দৃন্নিগ্গহং ।
 লহুং উপ্পজ্জতি চ নিরুদ্ধ্বতি চাতি লহু । ‘তস্স দৃন্নিগ্গ-
 গহস্স লহুনো’ । ‘যথকামনিপাতিনোতি’ যথ কথচিদেব
 নিপতনসীলস্স । এতএহি লভিতস্বট্ঠানং বা অলভিতস্বট্ঠ-
 ঠানং বা যদুত্তট্ঠানং বা অযদুত্তট্ঠানং বা ন জানাতি,
 নেব জাতিং ওলোকেতি, ন গোত্তং, ন বয়ং । যথ যথ
 ইচ্ছতি, তথ তথৈব নিপততীতি ‘যথকামনিপাতিনো’তি
 বুদ্ধতি । তস্স এবরূপস্স ‘চিত্তস্স দমথো সাধু’ চতুহি
 অরিয়মগ্গেহি দন্তভাবো যথা নিব্বসেবনং হোতি,
 তথা কতভাবো সাধু । কিং কারণা ? ইদএহি ‘চিত্তং
 দন্তং সুখাবহং’ নিব্বসেবনং কতং মগ্গফলসুখং পরমথ-
 নিব্বানসুখং আবহতী’তি ।

দেসনাপরিয়োসানে সম্পত্তপরিসায় বহু সোতাপন্নাদয়ো
 অহেসুং, মহাজনস্স সাথিকা ধম্মদেসনা জাতীতি ।

সথা তস্স ভিক্‌খুনো ইমং ওবাদং দত্ত্বা, “গচ্ছ, ভিক্‌খু,
 অএ্‌এং কিণ্ণি অচিস্তায়িত্ত্বা তথৈব বসাহী” তি পহিণি ।

*

*

*

চিত্তকে খুব কষ্টে সংযত করা যায় বলিয়া ইহা দৃন্নিগ্গহ । লঘুভাবে
 উপ্পন্ন হয় এবং নিরুদ্ধ হয় বলিয়া লহু । ‘দৃন্নিগ্গগহস্স লহুনো ।
 যথকামনিপাতিনো ।’ চিত্ত যেখানে সেখানে নিপতনশীল, বিচরণশীল ।
 ইহা লম্বব্যস্থান, অলম্বব্যস্থান, যদুত্তস্থান, অযদুত্তস্থান কি জানেনা । ইহা
 জাতি, গোত্র, বয়স কিছুই দেখেনা । যেখানে সেখানে ইচ্ছা, সেখানে সেখানে
 নিপতিত হয় বলিয়া ইহাকে “যথকামনিপাতিনো” বলা হইয়াছে । “চিত্তস্স
 দমথো সাধু” । এইরূপ চিত্তের দমনই সাধু । চারি মার্গের দ্বারা দন্তভাব
 যেমন সংযত হয়, তদ্রূপ কৃতভাবই সাধু । কেন ? “চিত্তং দন্তং সুখাবহং”
 সংযত চিত্ত মার্গফলসুখ এবং পরমার্থ নিব্বানসুখ প্রদান করে ।

দেশনাবসানে ঐ পরিষদের অনেকেই স্নোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছেন । মহা
 জনতার নিকট এই ধর্মদেশনা সাথক হইয়াছে ।

শাস্ত্রা সেই ভিক্ষুকে তদ্রূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষু, যাও ।
 অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া সেইখানেই বাস কর ।’ বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন ।

সো ভিক্খু সথু সন্তিকা ওবাদং লভিত্বা তথ অগমাসি ।
 কিঞ্চি বহিদ্ধা চিন্তনং নাম ন চিন্তেসি । মহাউপাসিকাপি
 দিম্বেন চক্খুনা ওলোকেন্তী থেরং দিম্বা, “ইদানি
 ওবাদদায়কং আচরিয়ং লভিত্বা পুনাগতো মম পুত্তো”তি
 অন্তনো এণেণেব পরিচ্ছিন্দিত্বা তস্স সম্পায়াহারং
 পটিয়াদেত্বা অদাসি । সো সম্পায়ভোজনং সেবিত্বা
 কতিপাহেনেব অরহত্তং পত্না ঋগ্গফলসুখেন বীতিনামেত্তো
 ‘অহো মহাউপাসিকা ময়্হং পতিট্ঠা জাতা, অহং ইমং
 নিস্সায় ভবনিস্সরণং পত্তোম্হী”তি চিন্তেত্বা, ‘ইমস্মি
 তাব মে অন্তভাবে পতিট্ঠা জাতা, সংসারে পন মে
 সংসরন্তস্স অঞ্ৎঞ্ৎসুপি অন্তভাবেসু অয়ং পতিট্ঠা
 ভূতপুত্থা নো”তি উপধারেত্তো একুনঅন্তভাবসত্তং অনুসসরি ।
 সাপি একুনঅন্তভাবসতে তস্স পাদপরিচারিকা অঞ্ৎঞ্ৎসু
 পটিবদ্ধচিন্তা হুত্বা তং জীবিতা বোরোপেসি । থেরো

*

*

*

সেই ভিক্ষু শান্তার নিকট উপদেশ লইয়া (পুন্নরায়) সেইখানে গেলেন ।
 বাহিরের কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দেন নাই । মহাউপাসিকাও দিব্যদৃষ্টিতে
 স্থবিরকে দেখিয়া ‘এখন উপদেশদাতা আচার্যকে পাইয়া আমার ভিক্ষুপুত্র
 পুন্নরায় আসিয়াছে’ ইহা নিজের জ্ঞানের দ্বারা জানিয়া উত্তম খাদ্য প্রস্তুত
 করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন । উত্তম খাদ্য সেবন করিয়া অম্পাদিনের মধ্যে
 অহঁত্ব লাভ করিয়া ঋগ্গফলসুখ ভোগ করিতে তিনি করিতে চিন্তা করিলেন—
 ‘অহো, এই মহাউপাসিকার জন্যই আমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । আমি তাঁহার
 জন্যই ভবনিঃসরণ প্রাপ্ত হইয়াছি ।’ এই চিন্তা করিয়া ‘এই উপাসিকার জন্য
 শুধুমাত্র ইহজন্মেই কি আমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে, না অভীতে বহু জন্মে
 তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন’ ইহা জানিতে পূর্ব পূর্ব একুনশত জন্ম
 পর্যবেক্ষণ করিলেন । তিনি দেখিলেন যে ঐ একুনশত জন্মে এই উপাসিকা
 তাঁহার ভাষা ছিলেন, কিন্তু অন্য পুরুষদের প্রতি প্রতিবন্ধাচিন্ত হইয়া
 তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন । স্থবির উপাসিকার দ্বারা কৃত এত পাপের কথা

তস্মা এতদ্বাক্যং অগৃহণং দিম্বা, ‘অহো অয়ং মহাউপাসিকা
ভারিয়ং কস্মৎ অকাসী’ তি চিন্তেতসি ।

মহাউপাসিকাংপি গেহে নিসিন্ধাব ‘কিং ন্দু থো ময়ং
পদন্তস্ম পব্বজিতকিচ্চং মত্তকং পত্তং, নো’তি উপধারয়মানা
তস্ম অরহত্তপত্তিং ঞ্ছা উত্তরি উপধারয়মানা ‘মম
পদন্তো অরহত্তং পত্তা ‘অহো বত মে অয়ং উপাসিকা মহতী
পতিট্ঠা জাতা’তি চিন্তেত্বা, ‘অতীতেপি ন্দু থো মে অয়ং
পতিট্ঠা ভুতপদ্বা, নো’তি উপধারেন্তো একুনঅত্তভাব-
সতং অন্দুসরি, ‘অহং থো পন একুনঅত্তভাবসতে অঞ্ঞেহি
সন্ধিং একতো হুত্বা এতং জীবিতা বোরোপেসিং, অয়ং মে
এতদ্বাক্যং অগৃহণং দিম্বা ‘অহো ভারিয়ং কস্মৎ কতং উপাসি-
কায়া’তি চিন্তেতসি । ‘অথি ন্দু থো এবং সংসারে সংসরন্তিয়া
মম পদন্তস্ম উপকারো কতপদ্বো’তি উপধারয়মানা
ততো উত্তরিং সতমং অত্তভাবং অন্দুসরিত্বা সতমে

*

*

*

জানিয়া চিন্তা করিলেন—‘অহো, এই মহা উপাসিকা অনেক পাপকর্ম
সম্পাদন করিয়াছেন ।’

মহাউপাসিকাও গেহে উপবিষ্ট হইয়া ‘আমার ভিক্ষুপুত্র প্রব্রজিতকৃত্য
(অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছে) সমাপ্ত করিয়াছে কি ?’ ইহা চিন্তা
করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে তিনি অহং হইয়াছেন । তিনি তখন
আরও চিন্তা করিলেন—‘আমার পুত্র অহং প্রাপ্ত হইয়াছে । এবং সে
ভাবিতেছে,—অহো এই উপাসিকার জন্যই আমার এই প্রতিষ্ঠা এবং আরও
ভাবিতেছে—‘অতীতেও কি এই উপাসিকা আমার প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য
করিয়াছেন ?’ ইহা চিন্তা করিয়া পূর্বের একুনশত জন্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া
দেখিলেন—‘এই উপাসিকা পূর্বের একুনশত জন্মে অন্যদের সহিত মিলিত
হইয়া আমাকে হত্যা করিয়াছে’ এত পাপের কথা জানিয়া ‘ওই উপাসিকা
মহা অন্যায় কাজ করিয়াছেন’ ইহা চিন্তা করিতেছে । কিন্তু এত জন্ম
সংসারে বিচরণ করা কালে আমি কি আমার ভিক্ষুপুত্রের কোন উপকার
করিয়াছি ?—ইহা ভাবিয়া পূর্বের শততম জন্মের কথা চিন্তা করিলেন ।

অন্তভাবে ময়া এতস্স পাদপরিচারিকায় হুত্বা এতস্মিং
জীবিতা বোরোপনট্টানে জীবিতদানং দিন্নং, অহো ময়া
মম পদ্মস্স মহাউপকারো কতপদ্ম্বে’তি গেহে নিসিন্ণাব
উত্তরিং বিসেসেত্বা ‘উপধারেথা’তি আহ। সো দিস্বায়
সোতধাতুরা সন্দং সদ্দ্বাবিসেসেত্বা সতমং অন্তভাবং অনদ্দস্স-
রিত্বা তথ তায় অন্তনো জীবিতস্স দিন্নভাবং দিস্বা, ‘অহো
মম ইমায় মহাউপাসিকায় উপকারো কতপদ্ম্বে’তি
অন্তমনো হুত্বা তস্সা তথেব চত্‌সদ্দ মঙ্গফলেসদ্দ পঞ্‌হং
কথেত্বা অনদ্দপাদিসেসায় নিস্বানধাতুরা পরিনিব্বায়ী ত।

অঞ্‌ঞতরভিক্‌খুবথদ্দ দ্দুতিয়ং।

*

*

*

‘শততম জন্মেও আমি তাহার ভাষা হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ জন্মে তাহাকে
হত্যা না করিয়া তাহার জীবন দান করিয়াছিলাম। অহো, আমি আমার
ভিক্ষুপুত্রের এই উপকার তো করিয়াছি।’—গৃহে উপবিষ্ট হইয়াই
তিনি তাহার অহং ভিক্ষুপুত্রের উদ্দেশ্যে যেন শূন্যপথে এই বাণী পাঠাইলেন
—‘হে পুত্র, অতীতের কথা স্মরণ কর এবং বিবেচনা কর।’ সেই ভিক্ষুও
দিব্যকর্ণে মহা উপাসিকার ঐ বাণী শুনিয়া নিজের শততম জন্মের কথা
স্মরণ করিয়া ঐ জন্মে যে তিনি তাহার জীবনদান করিয়াছেন তাহা অবলোকন
করিয়া ‘অহো, এই মহা উপাসিকা পূর্বেও আমার উপকার করিয়াছেন।’
ইহা চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইয়া সেখানেই চারি মাগফল সম্বন্ধে প্রশ্নের
অবতারণা করিয়া অনদ্দপাদিশেষ নিবাণধাতুতে পরিনিব্বৃত্ত হইলেন।

। জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টমোত্তরউৎকৃষ্ট ভিক্ষু বখ্খু । ৩

‘সুদুদুদসন্তি’ ইমং বস্মদেসনং সথা সাবাখিয়ং বিহরন্তো
অষ্টমোত্তরং উৎকৃষ্টভিক্ষুং আরম্ভ কথেসি ।

সথারি কির সাবাখিয়ং বিহরন্তে একো সেট্ঠিপত্তো
অন্তনো কুলপগথেরং উপসংকমিস্সা, ‘ভন্তে, অহং দুক্খা
মুচ্চিছুকামো, একং মে দুক্খতো মুচ্চনকারণং কথেষা’তি
আহ । ‘সাধাবুসো, সচেসি দুক্খা মুচ্চিছুকামো,
সলাকভত্তং দেহি, পক্খিকভত্তং দেহি, বস্সাবাসিকং দেহি,
চীবরাদয়ো পচয়ে দেহি, অন্তনো সাপতেয়াং তয়ো
কোট্ঠাসে কহা একেন কস্মন্তং পয়োজ্জেহি, একেন
পত্তদারং পোসেহি, একং বুদ্ধসাসনে দেহী’তি আহ ।

*

*

*

অগর উৎকৃষ্ট ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৩ ।

‘সুদুদুদ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে জনৈক
উৎকৃষ্ট ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

শাস্তা যখন নাকি শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এক শ্রেষ্ঠপুত্র
তাঁহার কুলোপগ (পরিবারের বন্ধুস্থানীয়, প্রায়ই যিনি ভিক্ষার জন্য তাঁহাদের
গৃহে আসেন) স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে,
আমি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভেচ্ছ, আপনি আমাকে দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের
একটি উপায় বলুন ।’

‘সাধু, বন্ধু যদি তুমি দুঃখ হইতে মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি
শলাক-অন্ন, পাক্ষিক-অন্ন, বর্ষাকালে বাসস্থান, চীবরাদি প্রত্যয়সমূহ (বুদ্ধ-
শাসনে) দান কর । নিজের সম্পদকে তিনভাগ করিয়া একভাগ নিজের
কাজে লাগাও, একভাগ স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের কাজে লাগাও এবং আর
এক ভাগ বুদ্ধশাসনে দান কর ।’

সো ‘সাধু, ভন্তে’তি বদন্তপটিপাটিয়া সৰ্ব্বং কত্তা পদ্বন থেরং
 পদ্বিচ্ছ—‘ততো উত্তরিং অণ্ড্ণং কিং করোমি, ভন্তে’তি ?
 ‘আবদ্বসো, তীণি সরগানি গণ্হ, পণ্ড্চ সীলানি গণ্হাহী’
 তি । তানিপি পটিগ্গহেত্তা ততো উত্তরিং পদ্বিচ্ছ । ‘তেন
 হি দস সীলানি গণ্হাহী’তি । ‘সাধু, ভন্তে’তি গণ্হি ।
 সো এবং অনদ্বপদ্বেন পদ্বণ্ড্ণকম্মস্স কতত্তা অনদ্বপদ্ব-
 সেট্ঠিপদ্বন্তো নাম জাতো । ততো ‘উত্তরিম্পি কত্তব্বং
 অথি, ভন্তে’তি পদ্বন পদ্বিচ্ছিত্তা, ‘তেন হি পব্বজাহী’তি বদন্তো
 নিক্খমিত্তা পব্বজি । তস্সেকো আভিধম্মিকাবিক্খু
 আচারিয়ো অহোসি । একো বিনয়ধরো উপজ্জায়ো । তস্স
 লদ্ধপসম্পদস্স আচারিয়ো অন্তনো সন্তিকং আগতকালে
 অভিধম্মে পণ্ড্হং কথেসি—‘বুদ্ধসাসনে নাম ইদং কাতুং

*

*

*

শ্রেষ্ঠিপুত্র ‘সাধু ভন্তে’ বলিয়া যথানির্দেশ সমস্ত সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

‘ভন্তে, আর কি কি করিতে হইবে ?’

‘বন্ধু, গ্রিহরণ সহ পণ্ডশীল পালন কর ।’ সেইগদ্বলিও প্রতিগ্রহণ করিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, আর কি কি করিতে হইবে ?’

‘তাহা হইলে দশ শীল পালন কর ।’

‘সাধু ভন্তে’ বলিয়া তাহাও গ্রহণ করিলেন । তিনি এভাবে আনদ্বপূর্বিক
 উপায়ে পদ্ব্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়া গেল
 ‘অনদ্বপূর্ব শ্রেষ্ঠিপুত্র’ । তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, আমার আর কি কি করণীয় আছে ?’

‘তুমি তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর ।’

শ্রেষ্ঠিপুত্র গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । একজন
 আভিধর্মিক ভিক্ষু তাঁহার আচার্য হইয়াছিলেন । একজন বিনয়ধর তাঁহার
 উপাধ্যায় হইয়াছিলেন । তাঁহার উপসম্পদা-আচার্য তাঁহার নিকট উপস্থিত
 হইলে অভিধর্মের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন—‘বুদ্ধশাসনে ইহা করা উচিত, ইহা

বট্টিতি, ইদং ন বট্টিতীতি । উপম্বায়োপিঙ্গ অস্তনো
সন্তিকং আগতকালে বিনয়ে পঞ্হং কথোসি—‘বুদ্ধ-
শাসনে নাম ইদং কাতুং বট্টিতি, ইদং ন বট্টিতি, ইদং কম্পতি,
ইদং ন কম্পতীতি । সো চিন্তেসি—‘অহো ভারিয়ং ইদং
কম্মং, অহং দুঃখা মদ্বিচ্ছিতুকামো পম্বজিতো, ইধ চ মম
হথপসারণট্ঠানম্পি ন পঞ্হায়াতি, গেহে ঠম্বাব দুঃখা
মদ্বিচ্ছিতুং সন্ধা, ময়া গিহিনা ভবিতুং বট্টিতীতি । সো
ততো পট্ঠায় উক্কীণতো অনভিরতো দ্বিত্তংসাকারে
সম্বায়ং ন করোতি, উদ্দেশং ন গণ্হাতি, কিসো লুখো
ধম্মানসহতগত্তো আলম্মিয়ান্নভূতো কচ্ছুপরিপিক্সো
অহোসি ।

অথ নং দহরসামণেরা, ‘আবুসো, কিং ত্বং ঠিতট্ঠানে
ঠিতোব নিসিন্নট্ঠানে নিসিন্নোব অহোসি, পাদুরোগাভি-

*

*

*

করা উচিত নহে ।’ ইত্যাদি । তাঁহার উপাখ্যানও তাঁহার নিকট উপস্থিত
হইলে বিনয়ের প্রশ্ন করিতেন—‘বুদ্ধশাসনে ইহা করা উচিত । ইহা করা
উচিত নহে । ইহা বিধেয়, ইহা বিধেয় নহে ।’ ইত্যাদি । তখন শ্রেষ্ঠিপুত্র
চিন্তা করিলেন—

‘অহো, মহা বিপদে পড়া গেল তো ? আমি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের
জন্য প্রব্রজিত হইয়াছি, অথচ এখানে আমার হাত বাড়াইবার জায়গাও নাই ।
গৃহে থাকিয়াই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতাম । আমি আবার
গৃহী হইব ।’ তিনি তাহার পর হইতে উৎকীর্ণত ও দুর্মন হইয়া দ্বাত্রিংশ-
শাকারে মনোযোগ দিতে পারেন না, কোন উপদেশও গ্রহণ করেন না, (দিন
দিন) কৃশ, রুদ্ধ, ধমনী প্রকটশরীর, ক্রান্তিতে অবসন্ন, খোস-পাঁচড়ায় শরীর
পূর্ণ হইলেন ।

তরুণ শ্রামণেরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—‘কি বন্ধু ! তোমার কি
হইয়াছে ? তুমি দাঁড়াইয়া থাক তো দাঁড়াইয়াই থাক, বসিয়া থাকিলে বসিয়াই
থাক । তোমার যেন পাদুরোগ হইয়াছে, কৃশ, রুদ্ধ হইয়াছ । তোমার

ভূতো কিসো লুথো ধম্মনিসন্থতগন্তো আলম্মিসয়াভিভূতো
 কচ্ছুপারিকিল্লো, কিং তে কত'ন্তি পদ্বিচ্ছ'সু। উক্কণ্ঠি-
 তোম্মিহ, আবদুসো'তি। 'কিং কারণা'তি? সো তং
 পৰিত্তিং আরোচেসি। তে তস্স আচরিয়দুপজ্জায়ানং
 আচিক্খ'সু। আচরিয়দুপজ্জায়া তং আদায় সথ'দু সন্তিকং
 অগমংসু। সথা 'কিং ভিক্খবে, আগতথা'তি আহ।
 'ভন্তে, অয়ং ভিক্খু তুম্হাকং সাসনে উক্কণ্ঠিতো'তি।
 'এবং কির ভিক্খু'তি।' 'আম, ভন্তে'তি। 'কিং
 কারণা'তি? 'অহং, ভন্তে, দুক্খা মদ্বিচ্ছিতুকামোব
 পৰ্ব্বজিতো, তস্স মে আচরিয়ো অবিধম্মকথং কথেসি,
 উপজ্জায়ো বিনয়কথং কথেসি, সুবাহুং 'ইধ মে হথপসারণট্-

*

*

*

শরীরে শিরা-উপশিরা ভাসিয়া উঠিয়াছে, তুমি ক্লান্তিতে অবসন্ন, তোমার
 শরীর খোস-পাঁচড়ায় ভর্তি হইয়াছে। তোমার কি হইয়াছে?"

'বন্ধুগণ, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।'

'কেন?'

তিনি তখন সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

তাহারা তাহাদের আচার্য-উপাধ্যায়কে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। আচার্য-
 উপাধ্যায় তাহাকে লইয়া শাস্ত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রা জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

'ভিক্ষুগণ, তোমাদের আগমনের কারণ কি?'

'ভগ্নে, এই ভিক্ষু আপনার শাসনে উৎকণ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষু, একথা কি সত্য?'

'হ্যাঁ, ভগ্নে।'

'কারণ কি?'

'ভগ্নে, আমি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় প্রব্রজিত হইয়াছি। আমার
 আচার্য অবিধর্ম কথা বলেন, আমার উপাধ্যায় বিনয়কথা বলেন। তাই

ঠানস্পি নথি, গিহিনা হুত্বা সন্ধা দৃক্খা মদ্বিচ্ছিতুং, গিহি
ভবিষ্যামীতি সন্নিট্ঠানমকাসিং, ভন্তেতি । ‘সচে স্বং,
ভিক্খু, একমেব রক্খিতুং সন্ধিচ্ছিসি, অবসেসানং
রক্খনকিচ্ছং নথীতি । ‘কিং, ভন্তেতি ? ‘তব চিত্তমেব
রক্খিতুং সন্ধিচ্ছিসীতি । ‘সন্ধিচ্ছিসামী, ভন্তেতি ।
‘তেন হি অন্তনো চিত্তমেব রক্খাহি, সন্ধা দৃক্খা মদ্বিচ্ছিতু-
ন্তি ইমং ওবাদং দত্তা ইমং গাথমা—

‘সুদুদ্দসং সুদ্বিপদং, যথকামনিপাতিনং ।

চিত্তং রক্খেথ মেধাবী, চিত্তং গদত্তং সুখাবহন্তি ॥ ৩৬ ॥

তথ ‘সুদুদ্দসন্তি’ সুদট্ঠু দৃদুদসং । ‘সুদ্বিপদন্তি’
সুদট্ঠু নিপদং পরমসংহং । ‘যথকামনিপাতিনন্তি’ জাতি-

*

*

*

আমি মনে করি যেখানে হাত বাড়াইবারও জায়গা নাই (অর্থাৎ স্বাধীনতা
নাই), সেখানে থাকিয়া লাভ কি ? গৃহী হইয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারি, আমি গৃহী হইব । ইহাই, ভগ্নে, আমি স্থিরনিশ্চয় করিয়াছি ।’

‘হে ভিক্ষু, যদি তুমি একটি জিনিস রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে
অন্য কোন কিছুর রক্ষা করিতে হইবেনা ।’

‘কি ভন্তে ?’

‘তুমি তোমার চিত্তকে রক্ষা করিতে পারিবে ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, পারিব ।’

‘তাহা হইলে নিজের চিত্তকে রক্ষা কর । তাহা হইলে দুঃখ হইতে মুক্ত
হইতে পারিবে ।’ এই উপদেশ দিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

“দুবোধ্য, কুটিল এবং যথেষ্ট গমনশীল চিত্তের প্রতি

বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ।

(কারণ) সুদুর্গত চিত্ত সুখ (নির্বাণানন্দ)

প্রদান করে ।”—ধর্মপদ, শ্লোক ৩৬ ।

‘সুদুর্দর্শ’ অর্থাৎ সুদৃষ্টভাবে দুর্দর্শ । ‘সুদ্বিপদ’ অর্থাৎ পরমসুন্দর ।
‘যথেষ্ট বিচরণশীল’ অর্থাৎ জাতি প্রভৃতি অর্থাৎ জন্ম, গোত্র, বয়স ইত্যাদি না

আদীনি অনোলোকেহা লভিতস্বালাভিতস্বয়দ্বায়াদ্বট-
 ঠানেসু যথ কথ্যচ নিপতনসীলং । ‘চিন্তং রক্খথ’
 মেধাবীতি অন্ধবালো দম্মেধো অন্তনো চিন্তং রক্খিতুং
 সমথো নাম নথি, চিন্তবাসিকো হুত্বা অনয়ব্যসনং
 পাপদুগাতি । মেধাবী পন পিডিতোব চিন্তং রক্খিতুং
 সঙ্কোতি, তস্মা ভম্পি চিন্তমেব গোপেহি । ইদংহি “চিন্তং
 গদুত্তং সুখাবহং” মঙ্গফলনিব্বানসুখানি আবহতীতি ।
 দেসনাপরিয়োসানে সো ভিক্ষু সোতাপত্তিফলং পাপদুগা,
 অণ্ণেপ বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেসুং, দেসনা মহা-
 জনস্স সাথিকা অহোসীতি ।

অণ্ণেতরউক্কিঠতিভিক্ষু বথু ততিয়ং ।

*

*

*

দেখিয়া লম্বব্য, অলম্বব্য, যদুত্ত, অযদুত্ত যেখানে সেখানে চিন্তা নিপতিত হয় ।
 ‘বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তাকে রক্ষা করা উচিত ।’ অবিদ্যার অন্ধকারে অন্ধ
 মূর্খ, দূর্মেধস ব্যক্তি নিজের চিন্তাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ । চিন্তের বশীভূত
 হইয়া নানাপ্রকার দ্বন্দ্বের পতিত হয় । মেধাবী, পিডিত ব্যক্তি কিন্তু চিন্তাকে
 রক্ষা করিতে সমর্থ । অতএব তুমিও চিন্তাকেই রক্ষা কর । এই চিন্তা
 সুরক্ষিত হইলে সুখ প্রদান করে মার্গফল নির্বাণসুখ প্রদান করে ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষু সোতাপত্তিফল লাভ করিলেন । অন্য আরও
 অনেকে সোতাপন্ন হইয়াছেন । মহান জনতার নিকট এই দেশনা সার্থক
 হইয়াছে ।

। অপর উৎকীর্ণত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সঙ্ঘরক্ষিতভাগিনেয়্যথেরবখু । ৪

‘দূরঙ্গমন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা সাবাখিয়ং বিহরন্তো সঙ্ঘরক্ষিতং নাম ভিক্ষুং আরম্ভ কথেসি ।

সাবাখিয়ং কিরেকো কুলপদত্তো সখা ধম্মদেসনং সদ্ধা নিক্খমিহা পস্বজিতো লঙ্কপসম্পদো সঙ্ঘরক্ষিতথেরো নাম হুত্তা কতিপাহেনেব অরহত্তং পাপদুগি । তস্স কনিট্ঠভাগিনী পদত্তং লভিত্বা থেরস্স নামং অকাসি । সো ভাগিনেয়্যসঙ্ঘরক্ষিতো নাম হুত্তা বয়স্পত্তো থেরস্সেব সন্তিকে পস্বজিত্বা লঙ্কপসম্পন্নো অঞ্জতরস্মিং গামকারামে বস্সং উপগম্বদা, “একং সত্তহথং, একং অট্ঠহথং” ন্তি ছে বস্সাবাসিকসাটকে লভিত্বা অট্ঠহথং “উপজ্জায়স্স মে ভবিস্সতী”তি সল্লক্খেহা “সত্তহথং ময়্হং ভবিস্সতী”তি চিন্তেহা বট্ঠবস্সো “উপজ্জায়ং পস্সিস্সামী”তি

*

*

*

ভাগিনেয় সঙ্ঘরক্ষিত স্থবিরের উপাখ্যান । ৪ ।

‘দূরঙ্গমং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে সঙ্ঘরক্ষিত নামক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে নাকি জনৈক কুলপুত্র শাস্তার নিকট ধর্মদেশনা শুনিয়া গৃহত্যাগ করতঃ প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করিয়া সঙ্ঘরক্ষিত স্থবির নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন । তাঁহার কনিষ্ঠা ভাগিনী পুত্রলাভ করিয়া তাহারও সঙ্ঘরক্ষিত নাম রাখিলেন । সেই ভাগিনা সঙ্ঘরক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উক্ত স্থবিরের (অর্থাৎ মাতুলের নিকট) প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া কোন এক গ্রাম্য বিহারে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করিলেন এবং ‘সাত হাত ও আট হাত’ পরিমিত দুইটি বর্ষাবাসিক বস্ত্র লাভ করিয়া ‘আট হাতের বস্ত্রখানি আমার উপাধ্যায়কে দিব এবং সাত হাতের বস্ত্রখানি আমি ব্যবহার করিব’ এই চিন্তা করিয়া বর্ষাবাস শেষ হইলে

আগচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে পিণ্ডায় চরন্তো আগন্ত্বা থেরে
বিহারং অনাগতেয়েব বিহারং পবিসিস্বা থেরস্স দিবাট্ঠানং
সম্মাজ্জিহ্বা পাদোদকং উপট্ঠপেহ্বা আসনং পঞ্‌ঞপেহ্বা
আগমনম্গং ওলোকেন্তো নিসীদি। অথস্সাগমনভাবং
দিম্বা পচ্ছদ্গমনং কহ্বা পত্তচীবরং পটিংগহেহ্বা, “নিসীদথ,
ভন্তে”তি থেরং নিসীদাপেহ্বা তালবটং আদায় বীজিহ্বা
পানীয়ং দহ্বা পাদে ধোবিহ্বা তং সাটকং আনেহ্বা পাদমূলে
ঠপেহ্বা ‘ভন্তে, ইমং পরিভুজথা’ তি বহ্বা বীজয়মানো
অট্ঠাসি।

অথ নং থেরো আহ—‘সম্মরক্খিত, ময়্‌হং চীবরং
পরিপদ্দং, হমেব পরিভুজা’তি। ‘ভন্তে, ময়া লদ্ধকালতো
পট্ঠায় অয়ং তুম্‌হাকমেব সল্লক্খিতো, পরিভোগং
করোথা’তি। ‘হোতু, সম্মরক্খিত, পরিপদ্দং মে চীবরং,

*

*

*

‘উপাধ্যায়কে দর্শন করিব’ এই ভাবিয়া আগমনকালে পথিমধ্যে ভিক্ষাচরণ
করতঃ মাতুলস্বির বিহারে আসার পূর্বেই বিহারে প্রবেশ করিয়া স্ববিরের
দিবাস্থান সম্মাজ্জিত করিয়া পাদোদক রাখিয়া বসিবার আসন বিছাইয়া
স্ববিরের আগমনের অপেক্ষায় তাকাইয়া রহিলেন। অনন্তর স্ববিরকে আসিতে
দেখিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করতঃ পাত্রচীবর তাঁহার নিকট হইতে
গ্রহণ করিয়া ‘ভন্তে, উপবেশন করুন’ বলিয়া স্ববিরকে উপবেশন করাইয়া
তালব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়া পাদোদকের দ্বারা পদধৌত করিয়া সেই
বস্ত্রখণ্ড আনিয়া তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, ইহা ব্যবহার
করুন’ এবং পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

তখন স্ববির তাহাকে বলিলেন—‘সম্মরক্কিত আমার চীবর পরিপূর্ণ
আছে, তুমিই ইহা ব্যবহার কর।’

‘ভন্তে, আমি এই বস্ত্র যখনই পাইয়াছি তখন হইতে ইহা আপনাকেই
দিবার জন্য মনস্থ করিয়াছি। আপনি ব্যবহার করুন।’

‘সম্মরক্কিত, সমস্তই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আমার চীবর পরিপূর্ণ
আছে, তুমিই ইহা গ্রহণ কর।’

তুমিই পরিভূজা'তি । 'ভন্তে, মা এবং করোথ, তুমিহেই পরিভূক্তে ময়ং মহপ্ফলং ভবিস্সতী'তি । অথ নং তস্স পুনঃপুনঃ কথেন্তস্সপি থেরো ন ইচ্ছয়েব ।

এবং সো বীজয়মানো ঠিতোব চিন্তেসি—‘অহং থেরস্স গিহিকালে ভাগিনেয়ো, পস্বজিতকালে সন্ধিবহারিকো, এবম্পি ময়া সন্ধিং উপজ্জায়ো পরিভোগং ন কত্তুকামো । ইমস্মিং ময়া সন্ধিং পরিভোগং অকরোন্তে কিং মে সমগ্গ-ভাবেন, গিহি ভবিস্সামী'তি । অথস্স এতদহোসি—‘দুস্স'ঠাপিতো ঘরাবাসো, কিং নু থো কত্তা গিহিভূতো জীবিস্সামী'তি । ততো চিন্তেসি—‘অট্টহথসাটকং বিক্কিণিত্তা একং এলিকং গণহিস্সামি, এলিকা নাম থিম্পং বিজায়তি, স্বাহং বিজাতং বিজাতং বিক্কিণিত্তা মূলং করিস্সামি, মূলে বহু কত্তা একং পজাপতিং

*

*

*

‘ভন্তে, এইরূপ বলিবেন না, আপনি ব্যবহার করিলে আমার মহাপুণ্য হইবে ।’

এইভাবে স্থবিরকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেও স্থবির তাহা গ্রহণ করিলেন না ।

ভাগিনা ভিক্ষু দণ্ডায়মান অবস্থাতেই স্থবিরকে পাখার বাতাস করিতে করিতে চিন্তা করিলেন—‘আমি স্থবিরের গৃহীকালের ভাগিনা, প্রজিতকালে তাঁহার সহবিহারিক (অর্থাৎ একই বিহারে থাকেন), তথাপি উপাধ্যায় মৎপ্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতেছেন না । তিনি এইরূপ ব্যবহার করিলে আমার ভিক্ষু থাকিয়া লাভ কি ? আমি পুনরায় গৃহী হইব ।’ তিনি তখন চিন্তা করিলেন—‘সংসার জীবন তো কষ্টকর । আমি কিভাবে জীবিকা নিবাহ করিব ?’ তারপরেই তিনি ভাবিলেন—

“এই আটহাত কাপড় বিক্রয় করিয়া একাট ভেড়ী কিনিব, কারণ ভেড়ী নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা প্রদান করে । আমি ঐ সকল বাচ্চা বিক্রয় করিয়া কিছু মূলধন করিব, বহু মূলধন করিয়া একটি ভাষা আনিব । সে একটি

আনেস্সামি, সা একং পদত্তং বিজায়িস্সতি । অথস্স
মম মাতুলস্স নামং কহ্বা চুলযানকে নিসীদাপেহ্বা মম
পদত্তং ভরিয়ং আদায় মাতুলং বন্দিতুং আগমিস্সামি,
আগচ্ছন্তে অন্তরামণ্ণে মম ভরিয়ং এবং বক্খামি—
'আনেহি তাব মে পদত্তং বহিস্সামি ন'ন্তি । সা 'কিং তে
পদত্তেন, এহি, ইমং যানকং পাজেহী'তি বহ্বা পদত্তং গহেহ্বা,
'অহং নেস্সামি নন্তি নেহ্বা সন্ধারেতুং অসক্কোন্তী চক্ক-
পথে ছুডেস্সতি । অথস্স সরীরং অভিৰুদ্বিহ্বা চক্কং
গমিস্সতি, অথ নং 'হুং মম পদত্তং নেব ময়'হং অদাসি, নং
সন্ধারেতুং নাসক'খি নাসিতো'স্মি তয়া'তি বহ্বা পতোদ-
ষট্ঠিয়া পিট্ঠিয়ং পহরিস্সামী'তি ।

সো এবং চিন্তেন্তোব ঠহ্বা বীজয়মানো থেরস্স সীসে
তালবণ্টেন পহরি । থেরো 'কিং নু থো অহং সম্বর-
ক'খিতেন সীসে পহতো' তি উপধারেন্তো তেন চিন্তিত-

*

*

*

পুত্র প্রসব করিবে । আমি তাহারও নাম 'সম্বরক্ষিত' রাখিব । তারপর
একদিন গো-যানে পুত্রকে বসাইয়া সপরিবার মাতুল স্থবিরকে বন্দনা করিতে
যাইব । পৃথিমধ্যে আমার ভাষাকে এইরূপ বলিব—'ছেলেকে আমাকে দাও,
আমি কোলে লইয়া যাইব ।' ভাষা বলিবে—'তুমি ছেলেকে লইবে কেন,
তুমি গাড়ী চালাও' এই বলিয়া পুত্রকে নিজে লইবে, কিন্তু পুত্রকে বহন
করার ক্ষমতা না থাকায় সে তাহাকে ফেলিয়া দিবে, গাড়ীর চাকা তাহার
উপর দিয়া চলিয়া যাইবে । তখন আমি তাহাকে বলিব—'তুমি ছেলেকে
আমাকে দিলেনা, নিজেও বহন করিতে পারিলে না । তুমি আমার সর্বনাশ
করিলে' এই বলিয়া প্রতোদর্শিষ্ট (= চাবুক) দিয়া তাহাকে প্রহার করিব ।'...

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তালপাতার পাখার ঘাঁটের দ্বারা
স্থবিরের মস্তকে আঘাত করিলেন । স্থবির 'সম্বরক্ষিত কি আমার মাথায়
আঘাত করিল ?' তারপর যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে দেখিয়া

চিন্তিতং স্বং এত্বা, ‘সম্বরক্ষিত, মাতুগামস পহার’
দাতুং নাসক্খি, কো এত মহল্লকথেরস দোসো’তি আহ ।
সো ‘অহো নট্টোম্হি, এতং কির মে উপস্বায়েন
চিন্তিতচিন্তিতং, কিং মে সমগভাবেনা’তি তালবটং ছুডেত্বা
পলায়িতুং আরঙ্কো ।

অথ নং দহরা চ সামণেরা চ অনুবন্ধিত্বা আদায় সথু সন্তিকং
অগমংসু । সথা তে ভিক্খু দিম্বাব ‘কিং, ভিক্খবে,
আগতথ, একো বো ভিক্খু লঙ্কো’তি পদাচ্ছি । ‘আম,
ভন্তে, ইমং দহরং উক্কিণ্ঠিত্বা পলায়ন্তং গহেত্বা তুম্হাকং
সন্তিকং আগতম্হা’তি । ‘এবং কির ভিক্খু’তি ? ‘আম,
ভন্তে’তি । ‘কিমথং তে ভিক্খু এবং ভারিয়ং কস্মং
কতং, ননু ত্বং আরঙ্কবীরিয়সস একসস বুদ্ধসস পুত্তো,

*

*

*

ভাগিনাকে বলিলেন—‘সম্বরক্ষিত, তুমি তোমার ভাষাকে প্রহার করিতে
পারিলে না । এই বৃদ্ধ স্থবিরের অপরাধ কি ?’

ভিক্ষু—‘আমার সর্বনাশ হইয়াছে । উপাধ্যায় আমার মনের কথা সব
জানিয়া ফেলিয়াছেন । অতএব আমি আর ভিক্ষু থাকিব না’ ইহা চিন্তা
করিয়া তালপাতার পাখা ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন ।

তরুণ শ্রামণেরগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন
এবং শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন । শাস্তা তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ এস । তোমরা একজন ভিক্ষুকে ধরিয়া আনিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, এই তরুণ ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইয়া পলাইয়া যাইতেছিল ।
আপনার নিকট ধরিয়া আনিয়াছি ।’

শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষু, এই কথা কি সত্য ?’

‘হ্যাঁ, ভন্তে ।’

‘তুমি এইরূপ অন্যায় কাজ করিলে কেন ? তুমি কি আরম্ভবীয়’ বুদ্ধের

মাদিসস্স নাম বুদ্ধস্স সাসনে পব্বজিহ্বা অত্তানং দমেহ্বা
সোতাপন্নোতি বা সচ্চদাগামীতি বা অনাগামীতি বা অরহাতি
বা বদাপেতুং নাসক্খি, কিমথং এবং ভারিয়ং কস্সমকাসী’
তি ? ‘উক্কিষ্ঠতোস্মি, ভন্তে’তি । ‘কিং কিারণা উক্কিষ্ঠ-
তোসী’ তি ? সো এবং বস্সাবাসিকসাটকানং লদ্ধাদিবসতো
পট্টায় যাব থেরস্স তালবণ্টেন পহারা সস্বং তং পবত্তিং
আরোচেহ্বা, ‘ইমিনা কারণেন পলাতোস্মি, ভন্তে’তি আহ ।
অথ নং সখা ‘এহি ভিক্খু, মা চিন্তয়ি, চিন্তুং নামেতং
দুরে হোন্তম্পি আরম্মণং সম্পটিচ্ছনকজাতিকং, রাগদো-
সমোহবন্ধনা মুদ্ধনথায় বায়মিতুং বটুতী’তি বহ্বা ইমং
গাথমাহ—

*

*

*

একজন পুত্র নহ ? আমার মত বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজিত হইয়া নিজেকে
স্নোতাপন্ন, বা সচ্চদাগামী বা অনাগামী বা অহং বলিয়া পরিচয়
দিতে পারিলে না, অধিকন্তু তুমি এক ঘোরতর অন্যায় কার্য করিয়াছ ।
কেন ?

‘ভন্তে, আমি উক্কিষ্ঠত হইয়াছিলাম ।’

‘কেন উক্কিষ্ঠত হইয়াছিলে ?’

তিনি তখন যোদিন তিনি বর্ষাবাসিক বস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন সেই দিন
হইতে তালব্যাজনের দ্বারা (মাতুল স্থবিরকে) প্রহার করা—ইত্যাদি সমস্ত
ঘটনা আনুপূর্বিকভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, আমি এই কারণেই পলায়ন করিয়াছি ।’ তখন শাস্তা তাঁহাকে
বলিলেন—

‘এস ভিক্ষু, চিন্তা করিয়োনা । চিন্তা বহু দূরস্থ আলম্বনকেও গ্রহণ
করিতে পারে । রাগ, দ্বেষ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য
চেষ্টা করিতে হইবে’ এই বলিয়া নিন্মের গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘দূরঙ্গমং একচরং, অসরীরং গুহাসয়ং ।

যে চিত্তং সংঘমেস্সন্তি, মোক্খন্তি মারবন্ধনা’তি । ৩৭ ।

তথ ‘দূরঙ্গমন্তি’ চিত্তস্স হি মক্কটস্দত্তমত্তকম্পি পদ্বিখমাদি
দিসাভাগেন গমনাগমনং নাম নথি, দূরে সন্তম্পি পন
আরম্মণং সম্পটিচ্ছতীতি দূরঙ্গমং নাম জাতং । সত্তট্ঠ-
চিত্তানি পন একতো কল্লকবদ্ধানি একক্খণে উম্পজ্জিতুং
সমথানি নাম নথি । উম্পত্তিকালে একেকমেব চিত্তং
উম্পজ্জতি, তস্মিং নিরুদ্ধে পুন একেকমেব উম্পজ্জতীতি
‘একচরং’ নাম জাতং । চিত্তস্স সরীরসংস্থানং বা নীলাদিম্প-
কারো বগ্গভেদো বা নথীতি ‘অসরীরং’ নাম জাতং । গুহা
নাম চতুমহাভূতগুহা, ইদম্ হৃদয়রূপং নিস্সায় পবত্ততীতি
‘গুহাসয়ং’ নাম জাতং । ‘যে চিত্তন্তি’ যে কোচি পদ্বিসা
বা ইথিয়ো বা গহট্ঠা বা পম্বজিতা বা অনুম্পজ্জনক-

*

*

*

“যে সকল ব্যক্তি দূরগামী, একচারী, অশরীরী এবং (হৃদয়রূপ)
গুহাশায়ী চিত্তকে সংঘত করিবেন, তাঁহারা মারের বন্ধন হইতে মুক্ত
হইবেন ।”—ধম্মপদ, স্লোক ৩৭ ।

‘দূরগামী’—চিত্ত স্বয়ং মাকড়সার সূত্রের দূরত্বমাত্রও পূর্বাদি দিকে
গমনাগমন করিতে পারেনা । কিন্তু বহু দূরের আলম্বনকেও গ্রহণ করিতে
পারে । তাই বলা হইয়াছে ‘চিত্ত দূরগামী’ । সাত আট প্রকার চিত্ত একত্রে
আঁটিবদ্ধ হইলেও একক্ষণে উৎপন্ন হইতে পারে না । উৎপত্তিকালে এক একটি
চিত্তই উৎপন্ন হয়, তাহা নিরুদ্ধ হইলে পুনরায় এক একটি চিত্ত উৎপন্ন হয় ।
ঐজন্য চিত্তকে ‘একচারী’ বলা হইয়াছে । চিত্তের কোন শরীর সংস্থান বা
নীলাদি বর্ণভেদ নাই । তাই চিত্তকে বলা হইয়াছে ‘অশরীরী’ । ‘গুহা’
হইতেছে চারি মহাভূতরূপ গুহা । ইহা হৃদয়রূপকে অবলম্বন করিয়া
প্রবর্তিত হয় । ঐজন্য চিত্তকে বলা হইয়াছে ‘গুহাশায়ী’ । যে সকল
পদ্রুপ বা নারী, গৃহস্থ বা প্রবর্তিত অনুৎপন্ন ক্লেশকে উৎপন্ন হইতে না দিয়া

কিলেসস্স উপজ্জিতুং অদেন্তা সতিসম্মোসেন উপ্পন্নকি-
লেসং পজহন্তা চিত্তং ‘সংযমেষ্সসন্তি’ সংযতং অবিক্খিত্তং
করিস্সন্তি । ‘মোক্খান্তি মারবন্ধনাতি’ সম্বেষে কিলেস-
বন্ধনাভাবেন মারবন্ধনসঙ্খাতা তেভুমকবট্টা মদ্বি-
স্সন্তীতি ।

দেসনাপরিরোসানে ভাগিনেয়্যসঙ্ঘরক্খিতথেরো সোতা-
পত্তিফলং পাপদ্বিগি, অঞ্জ্ঞেপ বহু সোতাপন্নাদয়ো জাতা,
মহাজনস্স সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

সঙ্ঘরক্খিতভাগিনেয়্যথেরবথু চতুথং ।

*

*

*

স্মৃতিসংঘর্শনের দ্বারা উৎপন্ন ক্লেশসমূহকে দূর করিয়া চিত্তকে সংযত করে
অবিক্ষিপ্ত করে, তাহারা সকলে মারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে অর্থাৎ ক্লেশবন্ধনের
অভাবে ত্রিভুমকবর্জ্য নামক মারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে ।

দেশনাবসানে ভাগিনেয়্য সঙ্ঘরক্ষিত স্থবির স্নোতাপত্তিফল লাভ করিলেন ।
অন্যান্য অনেকেই স্নোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছেন । মহতী জনতার নিকট এই
ধর্মদেশনা ফলবতী হইয়াছিল ।

। সঙ্ঘরক্ষিত ভাগিনেয়্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



চিত্তহথখেরবখু । ৫

‘অনবট্ঠিতিচিন্তস্‌সাঁতি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা সাবখিয়ং বিহরন্তো চিত্তহথখেরং আরব্ধ কথেসি ।

একো কির সাবখিবাসী কুলপদ্ভো নট্ঠগোণং পরিয়েসন্তো অরএৎ‌এং পবিসিহ্বা মজ্জম্বন্তিকে কালে গোণং দিম্বা গোষদ্থে বিস্সজেহ্বা, ‘অবস্সং অয়্যানং সন্তিকে আহাৰ-মত্তং লভিস্সামীণীতি খুদ্পিপাসাপীলিতো বিহারং পবিসিহ্বা ভিক্কুনং সন্তিকং গন্হা বন্দিহ্বা একমন্তং নিসীদি । তস্মিং খো পন সময়ে ভিক্কুনং অবক্কার-পাতিয়ং ভুত্তাবসেসকং ভত্তং হোতি, তে তং ছাতকপীলিতং দিম্বা, ইতো ভত্তং গহেহ্বা ভুজাহী’তি বদিংসু । বুদ্ধকালে চ পন অনেকসুপব্যঞ্জনং ভত্তং উপপজ্জতি, সো ততো যাপন-

*

*

*

চিত্তহস্তস্থবিরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘ষিনি অস্থিরচিন্ত’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে চিত্তহস্তস্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়াই ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একজন শ্রাবস্তীবাসী কুলপদ্ম নাকি স্রুত গরুর সম্বন্ধে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । মধ্যাহ্নকালে গরুটিকে দেখিতে পাইয়া তিনি গরুর পালকে ছাড়িয়া ‘অবশ্যই ভিক্ষুদের নিকট কিছু আহাৰ পাইব’ এই ভাবিয়া ক্ষুদ্রপিপাসায় পীড়িত হইয়া বিহারে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া তাহাদের বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন । তখন ভিক্ষুদের ভুত্তাবশেষ অন্ন গামলায় রাখা ছিল । তাহারা ক্ষুদ্রপিপাসা পীড়িত তাহাকে দিখিয়া বলিলেন—

‘এখান হইতে ভাত লইয়া খাও ।’

[বুদ্ধের জীবিতকালে অনেক সুপ-ব্যঞ্জন সহ অন্ন নিজ হইতেই উৎপন্ন হয়]

মত্তং গহেত্বা ভুঞ্জিষ্য পানীয়ং পিবিষ্য হথে ধোবিষ্য ভিক্খু-
বন্দিষ্য, ‘কিং, ভন্তে, অজ্জ, অয়্যা, নিমন্তনট্টানং অগমং
সদ’তি পদ্বিচ্ছি । ‘নাথি, উপাসক, ভিক্খু ইমিনাব নীহারেন
নিবন্ধং লভন্তী’তি । সো ‘ময়ং উট্ঠায় সমুট্ঠায় রত্তিন্দিবং
নিবন্ধং কম্মং করোন্তাপি এবং মধুরব্যঞ্জনং ভত্তং ন লভাম,
ইমে কির নিবন্ধং ভুঞ্জন্তি, কিং মে গিহিভাবেন, ভিক্খু
ভবিষ্সামী’তি চিন্তেত্বা ভিক্খু উপসঙ্কমিষ্য পম্বজ্জং
যাচি । অথ নং ভিক্খু ‘সাধু উপাসকা’তি পম্বাজেসুং ।
সো লঙ্কপসম্পন্নো সম্বস্পকারং বত্তপটিবত্তং অকাসি ।
সো বুদ্ধানং উপম্নেন লাভসক্কারেন কতিপাহচ্চয়েন থুল-
সরীরো অহোসি । ততো চিন্তেসি—‘কিং মে ভিক্খায়
চরিষ্য জীবিতেন, গিহী ভবিষ্সামী’তি । সো বিব্ভমিষ্য

*

*

*

সেই ব্যক্তি প্রয়োজন মত আহাৰ্য লইয়া ভোজন করিলেন এবং জলপান
করিয়া হাত ধুইয়া ভিক্ষুদের বন্দনা করিয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, অদ্য আপনারা কি কোন নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন ?’

‘না, উপাসক, ভিক্ষুরা এইভাবেই নিত্য আহাৰ্য লাভ করিয়া থাকেন ।’

সেই ব্যক্তি তখন চিন্তা করিলেন—

‘আমরা দিবারাত্র অক্লান্ত পারশ্রম করিয়াও এইরূপ মধুরব্যঞ্জনযুক্ত
আহার লাভ করিনা, আর এই ভিক্ষুরা নিত্যই এইরূপ ভোজন লাভ করিয়া
থাকেন । অতএব, আমার গৃহী থাকার প্রয়োজন নাই, আমি ভিক্ষু হইব ।’
ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভিক্ষুদের নিকট যাইয়া প্ররজ্যা প্রার্থনা করিলেন ।
ভিক্ষুগণ তাঁহাকে “বেশ বেশ, উপাসক” বলিয়া প্ররজ্যা প্রদান করিলেন ।

তিনি উপসম্পদা লাভ করিয়া সমস্ত প্রকার ব্রতনিয়মাদি পালন করিতে
লাগিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুদ্ধগণের উৎপন্ন লাভ সংকারের দ্বারা
স্থূলশরীরযুক্ত হইলেন । তখন চিন্তা করিলেন—

‘এইভাবে ভিক্ষার দ্বারা জীবনধারণ করিয়া লাভ কি ! আমি আবার
গৃহী হইব ।’

গেহং পার্বসি । তস্স গেহে কস্সং করোন্তস্স কতি-
 পাহেনেব সরীরং মিলায়ি । ততো ‘কিং মে ইমিনা দদুখেন,
 সমগো ভবিস্সামী’তি চিন্তেত্বা পদুণ গম্মা পব্বজি । সো
 কতিপাহং বীতিনামেত্বা পদুণ উক্কণ্ঠিত্বা বিব্ভমি, পব্বজিত-
 কালে পন ভিক্কুং উপকারকো হোতি । সো কতি-
 পাহেনেব পদুণপি উক্কণ্ঠিত্বা, ‘কিং মে গিহিভাবেন, পব্বজি-
 স্সামী’তি গম্মা ভিক্কুং বন্দিত্বা পব্বজ্জং যাচি । অথ নং
 ভিক্কুং উপকারবসেন পদুণ পব্বাজয়িৎসু । এবং সো
 ইমিনা নিয়ামেনেব ছক্কত্তুং পব্বজিত্বা উপপব্বজিতো ।
 তস্স ভিক্কুং ‘এসচিন্তবসিকো হুত্বা বিচরতী’তি ‘চিন্তহস্ত-
 থেরোতি’ নামং করিৎসু ।

তস্সেবং অপরাপরং বিচরন্তস্সেব ভরিয়া গম্ভিনী
 অহোসি । সো সন্তমে বারে অরঞ্ঞতো কসিভাড-

*

*

*

তিনি বিভ্রান্ত হইয়া পদুণায় গৃহী হইলেন । গৃহে কাজকর্ম করিতে
 করিতে অস্পদিনের মধ্যেই তিনি ক্লশ হইয়া গেলেন । তখন আবার চিন্তা
 করিলেন—

‘এইরূপ কষ্ট করিয়া লাভ কি ? আবার শ্রমণ হইব ।’ তখন যাইয়া
 আবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পদুণায় তিনি
 উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । প্রব্রজিতকালে তিনি ভিক্ষুদের
 সহায়ক ছিলেন । কিছুদিন পরে আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া ‘গাহ’স্থ্য জীবন
 দিয়া কি হইবে আমি প্রব্রজিত হইব’ এই ভাবিয়া ভিক্ষুগণের নিকট যাইয়া
 বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন । ভিক্ষুগণ তাঁহাদের উপকারক হইবে
 মনে করিয়া তাঁহাকে আবার প্রব্রজিত করিলেন । এইভাবে তিনি ছয়বার
 প্রব্রজিত হইয়া ছয়বার গৃহী হইয়াছেন । ভিক্ষুগণ ‘এই ভিক্ষু চিন্তের বশীভূত
 হইয়া বিচরণ করে’ ভাবিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন ‘চিন্তহস্ত স্থবির’ ।

এইভাবে তিনি একবার গৃহী একবার প্রব্রজিত এইভাবে বিচরণ করিতে
 করিতে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন । সপ্তমবারে তিনি অরণ্য হইতে

মাদায় গেহং গন্ত্বা 'অন্তনো কাসাং গগ্‌হিস্সামী'তি গব্ভং
পাবিসি। তস্মিৎ খণে তস্স ভরিয়া নিপজ্জিহ্বা নিন্দায়তি।
তস্সা নিবত্থসাটকো অপগতো হোতি, মদুখতো চ লালা
পগ্‌ঘরতি, নাসা ঘরঘরায়তি, মদুখং বিবটং, দন্তং ঘংসতি,
সা তস্স উদ্ধমাতকসরীরং বিয় উপট্ঠাসি। সো 'অনিচ্চং
দুদুখং ইদ'ন্তি সঞেঞং লভিত্বা, 'অহং এত্তকং কালং
পব্বজিহ্বা ইমং নিস্সায় ভিক্‌খুভাবে স'ঠাতুং নাসক'খি'-
ন্তি কাসায়কোটিং গহেত্বা উদরে বন্ধিত্বা গেহা নিক'খমি।
অথস্স অন্তরগেহে ঠিতা সস্সু তং তথা গচ্ছন্তং দিস্সা,
'অয়ং পটিউক্‌গ'ঠিতো ভবিস্সতি, ইদানেব অরঞেঞতো
আগন্ত্বা কাসাং উদরে বন্ধিত্বা গেহা নিক'খন্তো
বিহারাভিমুখো গচ্ছতি, কিং নু খো'তি গেহং পাবিসিত্বা

*

*

*

কৃষিদ্রব্যাদি আনিয়া গৃহে যাইয়া দ্রব্যাদি রাখিয়া 'আমার কাষায়বস্ত্র খানি
লইতে হইবে' ভাবিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে তাঁহার স্ত্রী
অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার গায়ের কাপড়-চোপড় সরিয়া গিয়াছে, মদুখ
হইতে লালা ঝরিতেছে, নাক হইতে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ হইতেছে, মদুখ 'হা' করিয়া
খোলা, (কখনও কখনও) দাঁত কিড়মিড় করিতেছে, তাঁহার সম্মুখে যেন
একটি ক্ষীত মৃতদেহ পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হইল। তিনি তখন 'অনিত্য,
দুঃখ' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়া চিন্তা করিলেন—

'আমি এতাবৎকাল প্রব্রজিত হইয়া ইহারই জন্য ভিক্ষু অবস্থায় থাকিতে
পারি নাই!' তারপর কাষায়বস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া উদরদেশে লুকাইয়া
দ্রুত গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন।

গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার শাশুড়ী সব দেখিয়া 'মনে হইতেছে এ আবার
উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এখনই অরণ্য হইতে ফিরিয়া উদরে কাষায়বস্ত্র
লুকাইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিহারাভিমুখে ছুটিতেছে, ব্যাপারটা
কী' চিন্তা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত মেয়েকে দেখিয়া 'ইহাকে

নিন্দায়মানং ধীতরং পসিস্ত্বা 'ইমং দিম্বা সো বিম্পটিসারী
হুত্বা গতো'তি ঞ্জত্বা ধীতরং পহরিত্বা 'উট্টেহি কালকর্ণি,
সামিকো তে তং নিন্দায়মানং দিম্বা বিম্পটিসারী হুত্বা গতো,
নাথি সো ইতো পট্ঠায় তুয়্হ'ন্তি আহ। 'অপেহি অপেহি,
অস্ম, কুতো তস্স গমনং অথি, কতিপাহেনেব পদ্নাগমি-
স্সতী'তি আহ। সোপি 'অনিচ্চং দদুখ'ন্তি বত্তা গচ্ছন্তো
গচ্ছন্তোব সোতাপত্তিফলং পাপদুগি। সো গন্ত্বা ভিক্কু
বন্দিত্বা পব্বজ্জং যাচি। 'ন সঙ্খিস্সাম্ম ময়ং তং পব্বাজেতুং,
কুতো তুয়্হং সমগ্গভাবো, সথকনিসানপাসাগসদিংসং তব
সীস'ন্তি। 'ভন্তে, ইদানি মং অনদুস্পায় একবারং
পব্বাজেথা'তি। তে তং উপকারবসেন পব্বাজয়িসু।
সো কতিপাহেনেব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহন্তং পাপদুগি।

*

*

*

এমতাবস্থায় দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশ্রদ্ধ হইয়া সে চলিয়া গিয়াছে' ভাবিয়া
মেয়েকে জাগাইয়া 'ওঠ কালকর্ণি, তোর স্বামী তোকে বিশ্রীভাবে ঘুমাইতে
দেখিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার তো মনে হয়না সে আবার
তোর কাছে ফিরিয়া আসিবে।' মেয়ে তখন বলিল—

'মা, রাখ রাখ, সে আর কোথায় যাইবে! দেখনা কয়েকদিন পরেই আবার
ফিরিয়া আসিবে।'

তিনিও (অর্থাৎ চিস্তহস্তহৃবির) 'অনিত্য, দুঃখ' ইহা ভাবনা করিয়া
যাইতে যাইতে স্নোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। তিনি যাইয়া ভিক্ষুদের
বন্দনা করিয়া আবার প্ররজ্যা প্রার্থনা করিলেন।

'না না। তোমাকে আমরা আর প্ররজিত করিতে পারিবনা। তোমার
মধ্যে শ্রামণ্য কোথায়? তোমার মাথা অস্ত্র শান দিবার পাথরের মত
মোটা (অর্থাৎ বুদ্ধিহীন)।'

'ভস্মে, এই শেষবারের মত দয়া করিয়া আমাকে প্ররজ্যা দিন।' তাঁহারা
তখন তাঁহার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্ররজিত
করিলেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে (চারি) প্রতিসম্ভিদা সহ অহঁত্ব লাভ

তেপি নং আহংসু—‘আবুসো চিত্তহুথ, তব গমনসময়ং
 ত্বমেব জানেয়্যাসি, ইমস্মিং বারে তে চিরায়িত’ন্তি ।
 ‘ভন্তে, সংসঙ্গস্স অস্থিভাবকালে গতম্হা, সো নো
 সংসঙ্গো ছিন্নো, ইদানি অগমনধম্মা জাতম্হা’তি ।
 ভিক্ষু সখু সন্তিকং গম্ব্বা, ‘ভন্তে, অয়ং ভিক্ষু
 অম্হেহি এবং বুদ্ধো এবং নাম কথেসি, অণ্ণ্ণ
 ব্যাকরোতি, অভূতং বদতী’তি আহংসু । সখা ‘আম,
 ভিক্ষবে, মম পুত্তো অন্তনো অনবট্ঠিতচিত্তকালে সদ্ধম্মং
 অজ্ঞাননকালে গমনাগমনং অকাসি, ইদানিস্স পুণ্ণ্ণ
 পাপণ্ড পহীন’ন্তি বত্তা ইমা বে গাথা আহ—

*

*

*

করিলেন । তাঁহারা (ভিক্ষুরা) তাঁহাকে বলিলেন—‘বন্ধু চিত্তহন্ত, তোমার
 (গৃহে) যাইবার সময় হইলে তুমি যাইতে পার । কিন্তু এইবারে তুমি বিলম্ব
 করিতেছ কেন ?’

‘ভস্বে, যতদিন সংসর্গ ছিল, গিয়াছি, এখন আমি আমার সংসর্গ ছিন্ন
 করিয়াছি । এখন আমি আর যাইব না ।’

ভিক্ষুরা শাস্ত্রার নিকট যাইয়া বলিলেন—

‘ভস্বে, এই ভিক্ষুকে আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে এইরূপ উত্তর
 দিল । অন্য কথা বলিতেছে, মিথ্যা বলিতেছে ।’

শাস্ত্রা বলিলেন—‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রের চিত্ত যখন অনবস্থিত
 ছিল, যখন যে সন্ধর্মকে জানিতনা, তখন সে গমনাগমন করিয়াছে (অর্থাৎ
 কখনও গৃহী কখনও ভিক্ষু হইয়াছে), এখন সে পাপপুণ্যের অতীত হইয়াছে’
 বলিয়া দুইটি গাথা বলিলেন—

‘অনবট্ঠিতচিন্তস্স, সন্ধম্মং অবিজানতো ।

পরিপ্লবপসাদস্স, পঞ্ণো ন পরিপূরতি ॥ ৩৮ ॥

‘অনবস্সুতচিন্তস্স, অনব্বাহতচেতসো ।

পদুঞ্ণোপাপপহীনস্স, নথি জাগরতো ভয়’ন্তি ॥ ৩৯ ॥

তথ ‘অনবট্ঠিতচিন্তস্সাতি’ চিন্তং নামেতং কস্সচি নিবন্ধং বা থাবরং বা নথি । যো পন পদুগ্গলো অস্সপিট্ঠে ঠপিতকুম্ভাডং বিয় চ থুসরাসিম্হি কোট্টিতথাগুরুকো বিয় চ থল্লাটসীসে ঠপিতকদম্বপদুপ্ফং বিয় চ ন কথ্যচি সগ্ঠাতি, কদাচি বুদ্ধসাবকো হোতি, কদাচি আজীবকো, কদাচি তাপসো, এবরুপো পদুগ্গলো অনবট্ঠিতচিন্তো নাম । অস্স অনবট্ঠিতচিন্তস্স, ‘সন্ধম্মং অবিজানতোতি’ সত্ত্বতিংসবোধিপক্খিয়ধম্মভেদং ইমং সন্ধম্মং অবিজানন্ত-

*

*

*

“যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্যধর্ম অবগত নহেন, যাঁহার হৃদয় প্রসাদহীন, তাঁহার প্রজ্ঞা কখনও পূর্ণতা লাভ করে না অর্থাৎ তিনি কখনও অহংত্বের সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন না ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক, ৩৯ ।

“যাঁহার চিত্ত বাসনাবিহীন, যাঁহার মন কখনও বিচলিত হয়না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিহার করিয়াছেন, তিনি জাগরিত থাকেন, তাঁহার কোনই ভয় নাই ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪০ ।

তথায় ‘অনবস্থিতচিন্তের’ অর্থাৎ অস্থিরচিত্তের, চিত্ত কাহারও নিবন্ধ বা স্থাবর নহে । যে ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত কুম্ভাণ্ডের ন্যায়, তুষরাশিতে মিশ্রিত থাগুরুকের ন্যায়, টাকমাথায় স্থাপিত কদম্বপদুপের ন্যায় কোথাও স্থিত হয় না—কখনও বুদ্ধশ্রাবক হয়, কখনও আজীবক, কখনও বা নিগ্রহ, কখনও বা তাপস । এইরূপ ব্যক্তিকেই বলা হয় ‘অস্থিরচিত্ত’ । ‘যিনি সত্যধর্ম অবগত নহেন’, সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয়ধর্মসংযুক্ত সত্যধর্মকে জানেন না,

স্স পরিপ্লবসন্ধতায় বা উপ্পবসন্ধতায় বা ‘পরিপ্লবপসাদস্স’
কামাবচররূপাবচরাতিভেদা ‘পঞ্ঞা ন পরিপ্দুরতি’।
কামবচরায়পি অপরিপ্দুরয়মানায় কুতোব রূপাবচরারূপা-
বচরলোকুত্তরপঞ্ঞা পরিপ্দুরিস্সতীতি দীপেতি। ‘অনব-
স্সদুতিচিন্তস্সাতি’ রাগেন অতিত্তিচিন্তস্স। ‘অনন্বাহত-
চেতসোতি’ ‘আহতিচিন্তো খিলজাতো’তি আগতট্টানে
দোসেন চিন্তস্স পহতভাবো ব্দন্তো, ইধ পন দোসেন
অস্পটিহতিচিন্তস্সাতি অথো। ‘প্দুঞ্ঞপাপপহীন-
স্সাতি’ চতুথমগ্গেন পহীনপ্দুঞ্ঞস্স চেব পহীনপাপস্স
চ খীণাসবস্স। ‘নখি জাগরতো ভয়ন্তি’ খীণাসবস্স
জাগরন্তস্সেব অভয়ভাবো কথিতো বিয়। সো পন সদ্ধাদীহ-
পণ্ণহি জাগরধম্মেহি সমন্নাগতত্তা জাগরো নাম। তস্সা

*

*

*

‘যাঁহার হৃদয় প্রসাদহীন’ অর্থাৎ যাঁহার মধ্যে শ্রদ্ধা অল্প বা শ্রদ্ধা একেবারে
নাই সেই শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কামাবচর রূপাবচরাতি ভেদযুক্ত প্রজ্ঞা পূর্ণ হয়
না। কামাবচরের জ্ঞানই যদি পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে রূপাবচর,
অরূপাবচর, লোকোত্তর প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ কিভাবে হইবে ?

‘যাঁহার চিত্ত বাসনাবিহীন’ অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত অনুরাগ বা আসক্তিশূন্য।
‘যাঁহার মন কখনও বিচলিত হয়না’, ‘আহতিচিন্ত খিলজাত’ আগতস্থানে স্বেষের
দ্বারা চিন্তের প্রস্রতভাব উক্ত হইয়াছে, আলোচ্যস্থলে যাহার চিত্ত স্বেষের দ্বারা
প্রতিহত তাহাই বুদ্ধাইতেছে। ‘যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিহার
করিয়াছেন’ অর্থাৎ চতুর্থমার্গের দ্বারা যিনি পুণ্য ও পাপকে ক্ষয় করিয়া
ক্ষীণাস্রব হইয়াছেন (= অহং হইয়াছেন)। ‘যিনি জাগরিত থাকেন,
তাঁহার কোন ভয় নাই’ অর্থাৎ ক্ষীণাস্রব অহং সদা জাগ্রত থাকায় তাঁহার
কোন ভয় থাকে না। যেহেতু তিনি শ্রদ্ধাদি পণ্ড জাগ্রত ধর্মের দ্বারা সমন্বাগত
তাই তাঁহাকে জাগর বলা হইয়াছে। অতএব, তিনি জাগ্রত থাকুন বা অজাগ্রত

তস্স জাগরন্তুস্মাপি কিলেসভয়ং নস্থি কিলেসানং অপচ্ছা-
বন্তনতো । ন হি তং কিলেসা অন্দুবন্ধস্তি তেন তেন মগ্গেন
পহীনানং কিলেসানং পদ্বন অন্দুপগমনতো । তেনেবাহ—
'সোতাপত্তিমগ্গেন যে কিলেসা পহীনা, তে কিলেসে ন
পদ্বনেতি ন পচ্চেতি ন পচ্চাগচ্ছতি, সকদাগামিঅনাগামি-
অরহন্তমগ্গেন যে কিলেসা পহীনা, তে কিলেসে ন পদ্বনেতি
ন পচ্চেতি ন পচ্চাগচ্ছতী'তি ।

দেসনা মহাজনস্স সাথিকা সফলা অহোসি ।

অথেকদিবসং ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসদুং
'ভারিয়া বতিমে আবুসো, কিলেসা নাম, এবরুপস্স
অরহন্তস্স উপনিম্মসয়-সম্পন্নো কুলপদ্বত্তো কিলেসেহি
আলোলিতো সত্ত্বারেগিহী হুত্তা সত্ত্বারে পব্বজিতো'তি ।
সথা তেসং তং কথাপবত্তিং সুত্তা তণ্ডুখণান্দুরূপেন গমনেন
ধম্মসভং গম্ব্বা বুদ্ধাসনে নিসিন্নো 'কায় নুত্থ, ভিক্খবে,

*

*

*

থাকুন তাঁহার কোন ক্লেসভয় থাকে না, যেহেতু ক্লেসসমূহ ক্ষীণ হওয়াতে,
বিনষ্ট হওয়াতে ক্লেসগুলির আর পদ্বনরাবির্ভাব হইবেনা । ক্লেসসমূহ তাঁহার
আর অন্দুগমন করেনা, কারণ যে যে মার্গের দ্বারা ক্লেসসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে,
সেইগুলির আর উপগমন হইবেনা । তাই বলা হইয়াছে—'সোতাপত্তি
মার্গের দ্বারা যে সকল ক্লেস প্রহীণ হইয়াছে, সেই সকল আর আসিবেনা,
প্রত্যাগমন করিবেনা' তদ্রূপ 'সকদাগামি-অনাগামি-অহত্ত্বমার্গের দ্বারা যে
সকল ক্লেস প্রহীণ হইয়াছে, সেই গুলি আর আসিবেনা, প্রত্যাগমন করিবেনা।'

এই দেশনা মহতী জনতার নিকট সার্থক, সফল হইয়াছিল ।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উপাখ্যান করিলেন—'বন্ধুগণ,
ক্লেসসমূহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর । অহত্ত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন এই কুলপদ্বত্তও
ক্লেসসমূহের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া সাতবার গৃহী এবং সাতবার প্রব্রজিত
হইয়াছেন' । শাস্তা তাঁহাদের কথাবাতা শুনিয়া সেই মূহুর্তের অন্দুপ
গমনের দ্বারা (অর্থাৎ নিঃশব্দে) ধর্মসভায় যাইয়া বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন

এতরহি কথায় সন্নিসিন্ধা'তি পদ্বিচ্ছিন্না, 'ইমায়নামা'তি বদন্তে
 এবমেব, ভিক্ষবে, কিলেসা নাম ভারিয়া, সচে এতেরূপিনো
 হুত্বা কথচিপক্খিপিতুং সন্ধা ভবেয়াদুং, চক্রবালং অতিসম্বাধং,
 ব্রহ্মলোকো অতিনীচকোতি ওকাসো নেসং ন ভবেয়া,
 মাদিসম্পি নামেতে পঞ্ঞাসম্পন্নং পদ্বিসাজানেয়াং
 আলোলেন্তি, অবসেসেসু কা কথা ? 'অহঞ্ছি অড্ঢনা-
 লিমত্তং বরকচোরকং কুণ্ঠকুদালণ্ঠ নিম্মসায় ছ বারে
 পব্বজিহ্বা উপব্বজিতপদ্বো'তি । 'কদা ভন্তে, কদা
 সুগতা'তি ? 'সুগম্ভসথ, ভিক্ষবে'তি । 'আম, ভন্তে'তি ।
 'তেনহি সুগাথা'তি অতীতং আহরি—

অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদন্তে রজ্জং কারেন্তে কুন্দাল-

*

*

*

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলে ?’ ভিক্ষুগণ ‘এই বিষয়ে, ভন্তে’ বলাতে শাস্তা বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, বাস্তবিকই ক্লেশ সমূহ মারাত্মক । যদি ইহারা রূপ গ্রহণ করিয়া কোথাও প্রক্ষিপ্ত হইতে সমর্থ হইত তাহা হইলে চক্রবাল (পৃথিবী) ইহাদের জায়গা দিতে পারিত না, ব্রহ্মলোক ইহাদের নিকট অতি নীচু বলিয়া মনে হইত, কোথাও ইহাদের স্থান হইত না । আমার মত প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষ-শ্রেষ্ঠকেও ইহারা বিভ্রান্ত করে, অন্যদের কথাই বা কি ! আমি অধর্নালিমাষ্ট কলায় এবং একটি ভোঁতা কোদালের জন্য ছয়বার প্রব্রজিত হইয়া ছয়বার গৃহী হইয়াছিলাম ।’

‘কখন ভন্তে, কখন সুগত ?’

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

‘তাহা হইলে শ্রবণ কর ।’—এই বলিয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে লাগিলেন ।

অতীতে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদন্তের রাজত্বকালে কুন্দালপাণ্ডিত নামক

পাণ্ডিতো নাম বাহিরকপম্বজং পম্বজিত্বা অট্ঠ মাসে
 হিমবন্তে বসিত্বা বস্মারন্তসময়ে ভূমিয়া তিন্তায় ‘গেহে মে
 অডনালিমন্তো বরকচোরকো চ কুণ্ঠকুদালকো চ অখি,
 বরকচোরকবীজং মা নস্সী’ তি উম্পম্বজিত্বা একং ঠানং
 কুদালেন কসিত্বা তং বীজং বপিত্বা বতিং কত্বা পক্ককালে
 উদ্ধারিত্বা নালিমন্তবীজং ঠপেত্বা সেসং খাদি । সো ‘কিং মে
 দানি গেহেন, পদুন অট্ঠ মাসে পম্বজিস্সামী’তি চিন্তেত্বা
 নিক্খমিত্বা পম্বজি । ইমিনাব নীহারেন নালিমন্তং বরক-
 চোরকঞ্চ কুণ্ঠকুদালঞ্চ নিস্সায় সন্তবারে গিহী হুত্বা সন্তবারে
 পম্বজিত্বা সন্তমে পন বারে চিন্তেসি—‘অহং ছ বারে ইমং
 কুণ্ঠকুদালং নিস্সায় গিহী হুত্বা পম্বজিতো, কথচিদেব
 নং ছম্ভেস্সামী’ তি । সো গঙ্গায় তীরং গম্বত্বা, ‘পতিতট্ঠ-
 ঠানং পস্সন্তো ওতরিত্বা গণ্হেয়াং, যথাস্স পতিতট্ঠানং

*

*

*

জনৈক ব্যক্তি অন্যতীর্থকের নিকট প্রব্রজিত হইয়া আট মাস হিমালয়ে
 থাকিতেন। বর্ষার একরাতে যখন মাটি ভিজিয়া যাইল, তিনি চিন্তা করিলেন—

‘আমার গৃহে অর্ধনালিমাত্র কলায় এবং একটি ভোঁতা কোদাল আছে ।
 কলায়বীজগুলি নষ্ট হইয়া যাইবেনা তো ?’ এই চিন্তা করিয়া প্রব্রজ্যা ত্যাগ
 করতঃ গৃহে আসিয়া একটি স্থান কোদালের দ্বারা কোপাইয়া সেই বীজ
 তাহাতে বপন করিয়া চতুর্দিকে বেড়া দিলেন । শস্য পক্ক হইলে নালিমাত্র
 বীজ রাখিয়া বাকীটা খাইয়া ফেলিলেন । তখন ভাবিলেন—‘গৃহে থাকিয়া
 আর লাভ কি ? পদুনরায় আট মাসের জন্য প্রব্রজ্যা লইব ।’ এই চিন্তা
 করিয়া গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন । এই প্রকারে
 নালিমাত্র কলায় এবং ভোঁতা কোদালের কারণে তিনি সাতবার গৃহী হইয়া
 এবং সাতবার প্রব্রজিত হইয়া সপ্তমবারে চিন্তা করিলেন—

‘আমি ছয়বার এই ভোঁতা কোদালের জন্য গৃহী হইয়া প্রব্রজিত হইয়াছি ।
 এইবার ইহাকে দূরে ফেলিয়া দিব ।’ তিনি তখন গঙ্গাতীরে যাইয়া
 ভাবিলেন—‘পতিতস্থান দেখা যাইলে নামিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে ।

ন পস্সামি, তথা নং ছন্ডেস্সামী'তি চিন্তেত্বা নালিমত্তং
 বীজং পিলোতিকায় বন্ধিত্বা পিলোতিকং কুদালফল্লকে
 বন্ধিত্বা কুদালং অঙ্গদন্ডকে গহেত্বা গঙ্গায় তীরে ঠিতো
 অক্খীনি নিমীলেত্বা উপরিসীসে তিক্খত্তুং আবিজ্জিত্বা
 গঙ্গায়ং থিপিহা নিবত্তিত্বা ওলোকেন্তো পতিতট্ঠানং
 অদিস্সা 'জিতং মে, জিতং মে'তি তিক্খত্তুং সন্দমকাসি ।
 তস্মিং খণে বারাগসিরাজা পচন্তং বৃদ্পসমেত্বা আগন্ত্বা
 নদীতীরে খন্ধাবারং নিবাসেত্বা ন্হানথায় নদিং ওতিগ্নো
 তং সন্দং অস্সেসি । রাজদনণ্ড নাম 'জিতং মে'তি সন্দো
 অমনাপো হোতি, সো তস্স সন্তিকং গন্ত্বা, 'অহং ইদানি
 অমিত্তমন্দনং কত্বা, 'জিতং মে'তি আগতো, ত্বং পন 'জিতং
 মে, জিতং মে'তি বিরবসি, কিং নামেত'ন্তি পদুছি ।
 কুদালপাণ্ডিতো 'ত্বং বাহিরকচোরে জিনি, তয়া জিতং পদু

*

*

*

অতএব, পতিতস্থান ষাহাতে দেখা না যায় সেইভাবে ইহাকে নিষ্কেপ করিব ।'
 —এই ভাবিয়া নালিমাগ্ৰ বীজ পট্টুলি বাঁধিয়া পট্টুলিটাকে কোদালের
 ফলায় বাঁধিয়া কোদালটির বাঁট ধরিয়া গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া
 মাথার উপরে তিনবার ঘুরাইয়া গঙ্গায় নিষ্কেপ করিলেন । প্রত্যাগমনকালে
 ইহাদের পতিতস্থান না দেখিয়া 'আমি জয়ী হইয়াছি, আমি জয়ী হইয়াছি'
 বলিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন ।

সেই মূহুর্তে বারাগসীর রাজা প্রত্যস্ত প্রদেশকে শাস্ত করিয়া আসিয়া
 নদীতীরে তাঁব্দু খাটাইয়া স্নানের জন্য নদীতে নামিয়া (কুদালপাণ্ডিতের)
 ঐ শব্দ শ্রুতিতে পাইলেন । অন্য কেহ 'জয়ী হইয়াছি' বলিয়া শব্দ করিলে
 রাজাদের তাহা শ্রুতিতে ভাল লাগে না । তিনি তাই কুদালপাণ্ডিতের নিকট
 ষাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি এখন শত্রু নিধন করিয়া জয়ী হইয়া
 আসিয়াছি, আর তুমি 'আমি জয়ী হইয়াছি, আমি জয়ী হইয়াছি' বলিয়া
 চীৎকার করিতেছ । ব্যাপার কি বল তো ।” কুদালপাণ্ডিত বলিলেন—
 'আপনি বাহিরের চোরকে জয় করিয়াছেন, তাই আপনার জয় ঠিক জয়

অবজিতমেব হোতি, ময়া পন অজ্ঞাতিকো লোভচোরো
জিতো, সো পদন মং ন জিনিঙ্গতি, তস্সেব জয়ো সাধু'তি
বহ্ম ইমং গাথমাহ—

‘ন তং জিতং সাধু জিতং, যং জিতং অবজীয়তি ।

তং থো জিতং সাধু জিতং, যং জিতং নাবজীয়তী'তি ॥

তং খণ্ডয়েব চ গঙ্গং ওলোকেন্তো আপোকসিগং নিব্বন্তেহা
অধিগতবিসেসো আকাসে পল্লঙ্কেন নিসীদি । রাজা
মহাপদুরিসস্স ধম্মকথং সুত্তা বন্দিহা পব্বজ্জং যাচিহা সন্ধিং
বলকায়েন পব্বজ্জি । যোজনমত্তা পরিসা অহোসি । অপ-
রোপি সামন্তরাজা তস্স পব্বজিতভাবং সুত্তা, ‘তস্স রজ্জং
গণ্হিস্সামী'তি আগন্হা তথা সন্ধিং নগরং সুও'ওং

*

*

*

নহে । আর আমি আমার অভ্যন্তরের লোভচোরকে জয় করিয়াছি, সে আর
আমাকে জয় করিতে পারিবেনা । সেই জয়ই উত্তম নহে কি ?—এই বলিয়া
এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘সেই জয় উত্তম জয় নহে বাহাতে আবার

পরাজিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ।

সেই জয়ই উত্তম জয়, বাহাতে আর পরাজিত

হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥’

এই গাথা ভাষণ করিয়া তিনি সেই মূহুর্তে গঙ্গার দিকে অবলোকন
করিয়া অপ-কৃৎসন ধ্যান করিয়া বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া শূন্যে পশ্চাসনে
উপবেশন করিলেন । রাজা ঐ মহাপদুরুষের ধর্মকথা শুনিয়া তাঁহাকে
বন্দনা করিয়া প্ররজ্যা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যসামন্ত সকলকে
লইয়া পরাজিত হইলেন । সেই ভিক্ষু পরিষৎ এক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত
হইল । অন্য একজন সামন্তরাজও তাঁহার পরাজিতভাবে কথ্য জানিয়া
‘তাঁহার রাজ্য দখল করিব’ চিন্তা করিয়া আসিয়া ঐ সমৃদ্ধ নগরকে শূন্য

দিস্বা, ‘এবরূপং নগরং ছন্ডেহা পস্বজিতো রাজা ওরকে
ঠানে ন পস্বজিস্সতি, ময়াপি পস্বজিতুং বটুতী’তি চিন্তেহা
তথ গন্ত্বা মহাপদুরিসং উপসঙ্কমিত্বা পস্বজ্জং যাচিহ্বা
সপরিবারো পস্বজি। এতেনেব নীহারেন সত্ত রাজানো
পস্বজিৎসু। সত্তয়োজনিকো অস্সমো অহোসি। সত্ত
রাজানো ভোগে ছন্ডেহা এত্তকং জনং গহেহা পস্বজিৎসু।
মহাপদুরিসো বস্কচরিয়বাসং বসিত্বা বস্কালোকূপগো
অহোসি।

সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা, ‘অহং, ভিক্ষবে,
তদা কুদালপাণ্ডিতো অহোসিৎ, কিলেসা নামেতে এবং
ভারিয়া’তি আহ।

চিত্তহত্থেথেরবত্থু পণ্ডমং।

*

*

*

দেখিয়া ভাবিলেন—‘এইরূপ নগর ছাড়িয়া রাজা প্রব্রজিত হইয়াছেন, নিশ্চয়ই
কোন ক্ষতিকর কিছুর জন্য প্রব্রজিত হন নাই। অতএব আমিও প্রব্রজিত
হইব’ ইহা ভাবিয়া সেখানে যাইয়া উক্ত মহাপদুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া
প্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া সপরিবারে প্রব্রজিত হইলেন। এইভাবে সাতজন
রাজা সপরিবার প্রব্রজিত হইলেন। সেই আশ্রম সাতযোজন বিস্তৃত হইল।
সাতজন রাজা নিজেদের ভোগসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া এত লোককে লইয়া
প্রব্রজিত হইয়াছেন। মহাপদুরুষ বস্কচর্য আচরণ করিয়া বস্কলোকবাসী
হইলেন।

শাস্তা এই ধর্মদেশনা শেষ করিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তখন আমিই ছিলাম কুন্দালপাণ্ডিত। এই ঘটনা হইতে
জানিবার চেষ্টা কর ক্লেশসমূহ কত ভয়ংকর।’

। চিত্তহস্ত স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চসত্যভিক্খুবচ্ছ। ৬

‘কুম্ভুপমন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সত্থা সাবাথিয়ং বিহরন্তো আরদ্ধবিপস্সকে ভিক্খু আরব্ভ কথেসি।

সাবাথিয়ং কির পণ্ডসতা ভিক্খু সত্থু সন্তিকে যাব অরহত্তা কম্মট্ঠানং গহেত্বা, ‘সমগধম্মং করিস্সামা’তি যোজনসত-
মগ্গং গন্ত্বা একং মহাবাসগামং অগমংসু। অথ তে
মনুস্সা দিম্বা পঞ্জন্তাসনে নিসীদাপেত্বা পণীতোহি
যাগদুভত্তাদীহি পরিবিসিদ্ধা, ‘কহং, ভন্তে, গচ্ছথা’তি
পদুচ্ছিদ্ধা, ‘যথাফাসদুট্ঠান’ন্তি বদন্তে, ‘ভন্তে, ইমং, তেমাংসং
ইধেব বসথ, ময়ম্পি তুম্হাকং সন্তিকে সরণেসু পতিট্ঠায়
পণ্ড সীলানি রক্খিস্সামা’তি যাচিদ্ধা তেসং অধিবাসনং
বিদিদ্ধা, ‘অবিদুৱে ঠানে মহন্তো বনসন্তো অথি, এথ

*

*

*

পঞ্চসত্যভিক্কুর উগাখ্যান। ৬।

‘কুম্ভের ন্যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা প্রাবল্লীতে অবস্থান কালে আরম্ভ
বিদর্শক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন।

প্রাবল্লীতে নাকি পাঁচশত ভিক্ষু শাস্তার নিকট অহংভ্রুলাভের জন্য কর্মস্থান
গ্রহণ করিয়া ‘শ্রমগধর্ম পালন করিব’ বলিয়া একশত যোজন দূরে যাইয়া
একটি মহাগ্রামে (মতান্তরে, মহাবাসগ্রাম অর্থাৎ যেখানে বহু লোকের আবাস
আছে) যাইয়া উপস্থিত হইলেন। লোকেরা তাহাদের দেখিয়া উপযুক্ত
আসনে বসাইয়া উত্তম যাগদুভাতাদি পরিবেশন করিয়া ‘ভন্তে, আপনারা
কোথায় যাইতেছেন’ জিজ্ঞাসা করিলে ‘কোন এক সুখকর স্থানে’ ইহা উক্ত
হইলে গ্রামবাসীরা প্রার্থনা করিলেন—

‘ভন্তে, এই তিনমাস এখানেই অবস্থান করুন। আমরাও আপনাদের
নিকট ত্রিশরণাদি সহ পণ্ডশীল রক্ষা করিব।’ ভিক্ষুদের সম্মতি
পাইয়া তাহারা বলিলেন—‘নিকটেই বড় একটি অরণ্য আছে, সেখানেই,

বসথ, ভন্তে'তি বহ্না উয়োজেসদ্দং । ভিক্খু তং বনসংডং
 পবিসংসদ্দং । তস্মিং বনসংডে অধিবথা দেবতা 'সীলবন্তো,
 অয়্যা, ইমং বনসংডং অনদ্দপত্তা, অয়দ্ভুতং থো পন অস্মাকং
 অয়োসদ্দং ইধবসন্তেসদ্দং পদ্দত্তদারে গহেহ্বা রদ্ধক্খে অভিহরদ্দয়্হ
 বসিতু'ন্তি রদ্ধক্খতো ওতরিহ্বা ভূমিয়ং নিসীদিহ্বা
 চিন্তয়িংসদ্দং, 'অয়্যা, ইমস্মিং ঠানে অঞ্জেজকরত্তিং বসিত্বা
 অদ্ধা স্বে গমিস্সন্তী'তি । ভিক্খুপি পদ্দাদিবসে অন্তো-
 গামে পিণ্ডায় চরিহ্বা পদ্দন তমেব বনসংডং আগমিংসদ্দং ।
 দেবতা 'ভিক্খুসঙ্ঘো স্বাতনায় কেনচি নিমন্তিতো
 ভবিস্সতি, তস্মা পদ্দনাগচ্ছতি, অঞ্জে গমনং ন ভবিস্সতি,
 স্বে গমিস্সতি মএ'এ'তি ইমিনা উপায়েন অদ্ভমাসমত্তং
 ভূমিয়মেব অচ্ছিংসদ্দং ।

*

*

*

ভন্তে, আপনারা বাস করুন ।' এইবলিয়া তাঁহাদের সেখানে প্রেরণ করিলেন ।
 ভিক্ষুগণ সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । সেই অরণ্যে বসবাসকারী দেবতারা
 চিন্তা করিলেন—

'শীলবান ভিক্ষুরা এই অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহারা এখানে
 থাকাকালীন আমাদের উচিত হইবেনা পদ্দকন্যাদের লইয়া বৃক্ষোপরি
 অবস্থান করা ।' তারপর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ভাবিলেন—
 'ভিক্ষুগণ, একরাতি এখানে থাকিয়া নিশ্চয়ই কাল চলিয়া যাইবেন ।'
 ভিক্ষুগণও পরের দিন গ্রামে পিণ্ডাচরণ করিয়া পদ্দনরায় সেই অরণ্যেই
 ফিরিয়া আসিলেন । দেবতারা ভাবিলেন—

'নিশ্চয়ই আগামীকালের জন্য ভিক্ষুদের কেহ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাই
 তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন । অদ্য আর যাইবেন না । আগামীকাল
 চলিয়া যাইবেন মনে হয় ।' এইভাবে (প্রত্যহ চিন্তা করিয়া করিয়া) অর্ধমাস
 তাঁহারা (ভূমিতেই) অবস্থান করিলেন ।

ততো চিন্তয়িস্ব—‘ভদন্তা ইমং তেমাসং ইধেব মণ্ড্ৰে
বসিস্সন্তি, ইধেব থো পন ইমেসু বসন্তেসু অম্‌হাকং
রুদ্ধখে অভিৰুহিস্বা নিসীদিতুম্‌পি ন যুত্তং, তেমাসং
পদুত্তদারে গহেত্তা ভূমিয়ং নিসীদনট্ঠানানিপি
দুদ্ধখানি, কিণ্ণ বহ্বা ইমে ভিক্ষু পলাপেতুং বট্টতী’তি ।
তা তেসু তেসু রত্তিট্ঠানদিবাট্ঠানেসু চেব চঙ্কমন-
কোটীসু চ ছিন্নসীসানি কবন্ধানি দস্সেতুং, অমনদস্স-
ন্দণ্ড সাবেতুং আরভিসু । ভিক্ষুনাং খিপিতকাসাদয়ো
রোগা পবত্তিসু । তে অণ্ড্ৰমণ্ড্ৰে ‘তুয়্‌হং,
আবদসো, কিং রুজ্জতী’তি পদুচ্ছন্তা, ‘ময়্‌হং খিপিত-
রোগো, ময়্‌হং কাসো’তি বহ্বা, ‘আবদসো অহং অজ্জ
চঙ্কমনকোটীয়ং ছিন্নসীসং অন্দসং, অহং রত্তিট্ঠানে

*

*

*

তখন (দেবতারা) তাঁহারা চিন্তা করিলেন—

‘মনে হয় ভদন্তগণ এই তিন মাস এখানেই বাস করিবেন । তাঁহারা
তিনমাস এখানে থাকিলে আমাদের উচিত হইবেনা বৃক্ষোপরি অবস্থান
করা, আবার তিনমাস ভূমিতে থাকিলে স্ত্রীপুত্রদের লইয়া শয়ন-
উপবেশনও কষ্টকর । অতএব, কোন একটা উপায় করিয়া ইহাদের এই
স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।’ তখন তাঁহারা ভিক্ষুদের
দিবাবিহারস্থানে, রাত্রিবিহারস্থানে এবং চঙ্কমনস্থানে ছিন্নমস্তক কবন্ধ দেখাইতে
শুরু করিল এবং অমনদস্যশব্দ শ্রবণ করাইতে শুরু করিল । ভিক্ষুদের
হাঁচি-কাসি ইত্যাদি রোগ শুরু হইল । তাঁহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘বন্ধু, তোমাদের কি কষ্ট হইতেছে ?’

‘আমার হাঁচি, আমার কাসি’ ইত্যাদি একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন ।
তারপর প্রত্যেকে বলিলেন—

‘আমি অদ্য চঙ্কমনস্থানে ছিন্নমস্তা দেখিয়াছি । আমি রাত্রিবেলায় কবন্ধ

কবন্ধং অন্দসং, অহং দিবাট্টানে অমনুস্সসন্দং
অস্সেসামিং, পরিবজ্জতস্বয়দুত্তকমিদং ঠানং, অম্‌হাকং
ইথ অফাসদুং অহোসি, সথদু সন্তিকং গমিস্সামা'তি
নিক্‌খমিত্তা অনদুপদুস্সেবন সথদু সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিত্বা
একমন্তং নিসীদিংসদু।

অথ নে সথা আহ—‘কিং‌ভিক্‌খবে, তিস্মিং‌ ঠানে সজ্জায়ন্তা
বসিতুং‌ ন সক্‌খিস্সথা’ তি? ‘আম, ভন্তে, অম্‌হাকং‌
তিস্মিং‌ ঠানে বসন্তানং‌ এবরুপানি ভেরবারম্মগানি
উপট্‌ঠহন্তি, এবরুপং‌ অফাসদুং‌ হোতি, তেন ময়ং‌
‘বজ্জতস্বয়দুত্তকমিদং‌ ঠান’ন্তি তং‌ ছুড্‌ডেত্বা তুম্‌হাকং‌
সন্তিকং‌ আগতা’ তি। ‘ভিক্‌খবে, তথেব তুম্‌হাকং‌ গন্তুং‌
বট্‌তী’তি। ‘ন সক্কা, ভন্তে’তি। ‘ভিক্‌খবে, তুম্‌হে
আবদুধং‌ অঙ্গহেত্বা গতা, ইদানি আবদুধং‌ গহেত্বা গচ্ছথা’তি।

*

*

*

দেখিয়াছি। আমি দিনের বেলায় অমনুষ্যশব্দ শুনিয়াছি। আমাদের এই
স্থান ত্যাগ করা উচিত। আমাদের এখানে কষ্ট হইতেছে। চলুন আমরা
শাস্তার নিকট চলিয়া যাই।’ ইহা শ্রীর করিয়া তাঁহারা (সেই অরণ্য
হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে
উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শাস্তা তাঁহাদিগকে বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, কি তোমরা সেখান
থাকিতে পারিলেনা?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, সেইখানে থাকাকালীন আমাদের নিকট এইরকম এইরকম
ভয়-ভৈরবের বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের এইরকম অসুবিধা
হইতেছে। কাজেই ‘এই স্থান পরিত্যাজ্য’ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া আপনার
নিকট উপস্থিত হইয়াছি।’

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে সেইখানেই আবার যাইতে হইবে।’

‘ভন্তে, আমরা পারিব না।’

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তখন অস্ত্র না লইয়া গিয়াছ, এখন অস্ত্র লইয়া
যাও।’

‘কতরাবুধং, ভন্তে’তি ? সখা ‘অহং আবুধং বো দস্সামি,
ময়া দিন্ণং আবুধং গহেত্বা গচ্ছথা’ তি বহ্বা—

‘করণীয়মথকুসলেন, যন্তুং সন্তুং পদং অভিষমেচ ।

সক্কো উজ্জু চ স্দুজ্জু চ, স্দুবচো চস্স ম্দুদু

অনতিমানী’তি ॥

সকলং ‘মৈত্তসুত্তং’ কথেষ্বা, ‘ভিক্ষুবে, ইমং তুম্হে
বহি বিহারস্স বনসংডতো পট্টায় সঙ্খায়ন্তা
অন্তোবিহারং পবিসেয়্যাথা’তি উয়োজেসি । তে
সথারং বন্দিষ্বা নিক্খমিষ্বা অনুপদুবেবন তং ঠানং পস্বা
বহিবিহারে গগসঙ্খায়ং কস্বা সঙ্খায়মানা বনসংডং
পবিসিংসু । সকলবনসংডে দেবতা মৈত্তচিত্তং পটিলিভিষ্বা
তেসং পচুগ্গমনং কস্বা পত্তচীবরপটিংগহণং আপদ্বিচ্ছিংসু,
হথপাদসম্বাহনং আপদ্বিচ্ছিংসু, তেসং তথ তথ আরক্খং

*

*

*

‘কি অস্ত, ভন্তে ?’

শাস্তা—‘আমি তোমাদের অস্ত দিব, তোমরা সেই অস্ত লইয়া যাইবে’
বলিয়া—

‘নিবাণপদ শান্ত বলিয়া জানিয়া তৎলাভেচ্ছু ব্যস্তির যাহা কর্তব্য তাহা
এই—তিনি সঙ্কম, সরল, অতি সরল, সুবাহ্য, কোমল স্বভাব ও অভিমানশূন্য
হইবেন’—ইত্যাদি সমগ্র ‘করণীয় মৈত্রীসূত্র’ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, [এই মৈত্রীসূত্রই তোমাদের অস্ত] তোমরা ইহা অরণ্য
বিহারের বাহির হইতে অভ্যন্তর পর্যন্ত আবৃত্তি করিবে ।’ এই বলিয়া
তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া নিষ্ক্রান্ত
হইয়া যথাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অরণ্য বিহারের বাহির হইতে
একত্রে ‘মৈত্রীসূত্র’ আবৃত্তি করিতে করিতে অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইলেন ।
সমস্ত অরণ্যে দেবতারা মৈত্রীসংগতিচিহ্ন হইয়া ভিক্ষুদের প্রত্যুদগমন করতঃ
তাহাদের পাত্ত-চীবর গ্রহণ করিবার জন্য, তাহাদের হস্তপদ ধৌত করিবার
জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং সর্বতোভাবে তাহাদের আরক্ষার

সংবিদাহিংসু, পঞ্চধূপনতেলং বিয় সন্নিহিতা অহেসুং ।
 কথঞ্চি অমনুসসন্দো নাম নাহোসি । তেসং ভিক্খুং
 চিত্তং একগং অহোসি । তে রত্তিট্ঠানদিবাট্ঠানেসু
 নিহিতা বিপস্সনায় চিত্তং ওতারেত্বা অন্তনি খয়বয়ং পট্ঠ-
 পেত্বা, ‘অয়ং অন্তভাবো নাম ভিজ্জনকট্ঠেন অথাবরট্ঠেন
 কুলালভাজনসদিসো’তি বিপস্সনং বড্ঢয়িংসু । সম্মা-
 সম্বুদ্ধো গন্ধকুটিয়া নিহিতো তেসং বিপস্সনায় আরদ্ধ-
 ভাবং ওত্বা তে ভিক্খু আমন্তেত্বা, ‘এবমেব, ভিক্খবে,
 অয়ং অন্তভাবো নাম ভিজ্জনকট্ঠেন অথাবরট্ঠেন কুলাল-
 ভাজনসদিসো এবা’তি বত্বা ওভাসং ফরিত্বা যোজনসতে
 ঠিতোপি অভিমুখে নিহিতো বিয় ছব্বল্লরংসিয়ো
 বিস্সজ্জেক্সা দিস্সমানেন রূপেন ইমং গাথমাহ—

*

*

*

ব্যবস্থা করিলেন । পঞ্চধূপন তৈলের ন্যায় বিশুদ্ধতার আবরণে তাঁহাদের
 ঘিরিয়া অবস্থান করিলেন । কোথাও আর অমনুষ্যশব্দ শোনা যায়নি ।
 সেই ভিক্ষুদের চিত্তও একাগ্র হইল । তাঁহারা রাগিহানে এবং
 দিবাহানে বসিয়া চিত্তকে বিদর্শনে নমিত করিয়া নিজেদের ক্ষয়-ব্যয় (=
 অনিত্য) সংজ্ঞা উৎপাদন করিয়া ‘এই শরীর ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, কুস্তকার
 ভাজনসদৃশ’ বলিয়া বিদর্শন বৃদ্ধি করিলেন । সম্যক্সম্বুদ্ধ গন্ধকুটিতে
 উপবিষ্ট হইয়াই তাহাদের বিদর্শনে আরম্ভভাবের কথা জানিয়া সেই
 ভিক্ষুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তাই, এই শরীর ভঙ্গুর,
 ক্ষণস্থায়ী, কুস্তকার ভাজনসদৃশ ।’ বলিয়া শরীর জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া
 শতযোজন দূরে থাকিলেও যেন সম্মুখেই উপবিষ্ট আছেন এইভাবে (দেহ
 হইতে) ষড়বর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া নিজেকে দৃশ্যমান করিয়া এই গাথা
 বলিলেন—

‘কুম্ভপমং কায়মিমং বিদিত্বা, নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা ।

যোধেথ মারং পঞ্ণাবুধেন, চিত্তং রক্খে

অনিবেসনো সিয়া’তি ॥ ৪০ ॥

তথ ‘কুম্ভপমন্তি’ অবলদুৰ্বলট্ঠেন অনন্ধানিয়তাবকালিকট্ঠেন ইমং কেসাদিসমুহসঙ্খাতং কায়ং কুম্ভপমং কুলালভাজনসদিসং বিদিত্বা । ‘নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বাতি’ নগরং নাম বহিদ্ধা থিরং হোতি, গম্ভীরপরিখং পাকারপরিখিতং দ্বারটোলকয়দুত্তং, অন্তোসদ্বিভক্তবীথি-চতুর্কসিঙ্ঘাটকসম্পন্নং অন্তরাপণং, তং ‘বিলদুস্পিসামা’তি বহিদ্ধা চোরা আগন্ত্বা পবিসিতুং অসক্কোন্তা পস্বতং আসম্ভজ পটিহতা বিয় গচ্ছন্তি, এবমেব পণ্ডিতো কুলপদন্তো অন্তনো বিপস্সনচিত্তং থিরং নগরসদিসং কত্বা ঠপেত্বা নগরে ঠিতো একতোধারাদিনানস্পকারাবুধেন চোরগণং বিয়

*

*

*

“এই দেহকে কুম্ভের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া এবং চিত্তকে দূর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া, প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রদ্বারা মারের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে জয় করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪০ ।

তথায় ‘কুম্ভের ন্যায়’ অর্থাৎ অবল-দুৰ্বল অর্থে অসংবদ্ধ নিয়ত পরিবর্তন-শীল অর্থে কেশাদিসমুহ যুক্ত কায়কে কুম্ভের ন্যায়, কুম্ভকার ভাজন সদৃশ জানিয়া । ‘চিত্তকে দূর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া’ অর্থাৎ নগর বাহিরে স্থির থাকে । ইহা গভীর পরিখা ও প্রাকার পরিবেষ্টিত দ্বার-অট্টালিকা যুক্ত । অভ্যন্তরে সদ্বিভক্ত বীথি-চতুষ্ক-সিঙ্ঘাটকযুক্ত দোকান-পাটযুক্ত । ‘ইহাকে লুণ্ঠ করিব’ বলিয়া বহিরাগত চোর-ডাকাত (নগরাভ্যন্তরে) প্রবেশ করিতে সমর্থ না হইয়া পর্বতের ধাক্কায় প্রতিহত হইয়া যেন ফিরিয়া যায় । ঠিক তদ্রূপ পণ্ডিত কুলপদন্ত স্বীয় বিদর্শনচিত্তকে স্থির নগরসদৃশ দৃঢ় করিয়া নগরে স্থিত একদিকে ধারযুক্ত নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত চোরগণকে পরাভূত

বিপস্সনাময়েন চ পঞ্ঞাবদুধেন তং তং মঙ্গবজ্জং কিলে-
সমারং পটিবাহন্তো তং তং কিলেসমারং যোধেথ, পহরে-
য়্যাথাতি অথো । ‘জিতং রক্খেতি’ জিতং উৎপাদিতং
তরুণবিপস্সনং আবাস্সপ্পায়-উতুস্প্পায়-ভোজনস্প্পায়-
পদ্মগলস্প্পায়-ধ্মস্সবনস্প্পায়াদীনি আসেবন্তো অন্তর-
ন্তরা সমাপত্তিং সমাপজ্জিহ্বা ততো বদুট্টায় সদুদ্বাচিত্তেন
সঙ্খারে সস্সসন্তো রক্খেয়্য ।

‘অনিবেসনো সিয়াতি’ অনালয়ো ভবেয়্য । যথা নাম যোধো
সঙ্গামসীসে বলকোট্টকং কহ্বা অমিত্তেহি সদ্ধিং যদুদ্বান্তো
ছাতো বা পিপাসিতো বা হদ্বা সন্নাহে বা সিথিলে
আবদুধে বা পতিতে বলকোট্টকং পবিসিহ্বা বিপ্সমিহ্বা
ভুজ্জিহ্বা সন্নিহ্বা আবদুধং গহেহ্বা পদন নিক্খমিহ্বা
যদুদ্বান্তো পরসেনং মন্দতি, অজিতং জিনাতি, জিতং

*

*

*

করার ন্যায় বিদর্শনময় এবং আর্ষমার্গময় প্রজ্ঞারূপের দ্বারা সেই সেই মার্গবধ্য
ক্লেশমারকে বিতাড়িত করিতে করিতে ক্লেশমারের সহিত যুদ্ধ করিবে ।
তাহাকে প্রহার করিবে (‘তাহাকে ধ্বংস করিবে’) । ‘তাহাকে জয় করিয়া
রক্ষা করিবে’ অর্থাৎ ‘জিত’ উৎপাদিত তরুণ বিদর্শনকে অনুকূল আবাস,
অনুকূল ঋতু, অনুকূল ভোজন, অনুকূল পদ্মগলসংসর্গ, অনুকূল ধর্ম-
শ্রবণাদির দ্বারা রক্ষা করিয়া একের পর এক সমাপত্তি লাভ করতঃ তাহা হইতে
উদ্ধিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে সংস্কার সমূহকে সংশ্লিষ্ট করিতে করিতে রক্ষা করিবে ।

‘আসত্তিশূন্য হইবে’ । যেমন যোদ্ধা সংগ্রামশীর্ষে সেনা ছাউনি প্রস্তুত
করেন এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষুধাত ও পিপাসিত হইলে,
বর্ম শিথিল হইলে বা অস্ত্র পতিত হইলে সেনাছাউনিতে প্রবেশ করেন এবং
বিশ্রাম করিয়া, পান ভোজন করিয়া বর্ম পরিধান করিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া
পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরসৈন্যকে মর্দিত করেন,
অজিতকে জয় করেন এবং জিতকে রক্ষা করেন । যদি তিনি সেনাছাউনিতে

রক্খতি । সো হি সচে বলকোট্টকে ঠিতো এবং
 বিস্সমন্তো তং অস্সাদেন্তো অচ্ছেয়া, রজ্জং পরহথগতং
 করেয়া, এবমেব, ভিক্খু, পটিলঙ্কং তরুণবিপস্সনং
 পদনপ্পদনং সমাপত্তিং সমাপজ্জিত্বা ততো বট্টঠায় সদ্ধ-
 চিত্তেন সঙ্খারে সম্মসন্তো রক্খিতুং সঙ্কোতি, উত্তরি-
 মঙ্গফলপটিলাভেন কিলেসমারং জিনাতি । সচে পন সো
 সমাপত্তিম্বেব অস্সাদেতি, সদ্ধাচিত্তেন পদনপ্পদনং সঙ্খারে
 ন সম্মসতি, মঙ্গফলপটিবেধং কাতুং ন সঙ্কোতি । তস্মা
 রক্খিতব্বয়দ্বকং রক্খন্তো অনিবেসনো সিয়া, সমাপত্তিং
 নিবেসনং কত্ত্বা তথ ন নিবেসেয়া, আলয়ং ন করেয়াতি
 অথো । ‘অদ্ধা তুম্হেপি এবং কেরোথা’তি এবং সখা তেসং
 ভিক্খুনং ধম্মং দেসেসি ।

*

*

*

প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে এবং পানভোজন করিতে করিতে সময়
 কাটান, তাহা হইলে রাজ্য পরহস্তগত হইয়া যাইবে । ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষু
 প্রতিলম্ব তরুণবিদর্শনের দ্বারা পদনঃপদনঃ সমাপত্তি লাভ করিয়া তথা
 হইতে উন্মিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে সংস্কারসমূহকে সংমর্শন করিয়া বিদর্শনকে
 রক্ষা করিতে সক্ষম হয় । উত্তরিমার্গ প্রতীলাভের দ্বারা ক্রেশমারকে জয়
 করিতে পারে । যদি সে সমাপত্তির আশ্বাদনেই কালান্তিপাত করে, শুদ্ধচিত্তের
 দ্বারা পদনঃপদনঃ সংস্কারসমূহকে সংমর্শন না করে তাহা হইলে সে মার্গ-
 ফল প্রতিবেধ করিতে সমর্থ হইবে না । সেইজন্য বলা হইয়াছে রক্ষিতব্যকে
 রক্ষা করিবার জন্য আসক্ত হইবে অর্থাৎ সমাপত্তিকে উপভোগ করিতে করিতে
 সেখানেই অবস্থান করিবেনা, সমাপত্তিকে উপভোগ্য স্থান রূপে গ্রহণ
 করিবেনা । ‘নিশ্চয়ই তোমরাও এইরূপ করিবে’—এইভাবে শাস্তা সেই
 ভিক্ষুদের নিকট ধর্মদেশনা করিলেন ।

দেসনাবসানে পণ্ডসতা ভিক্ষু নিসিন্ধট্ঠানে নিসিন্ধায়েব
সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পত্তা তথাগতস্স সুবল্লবল্লং
সরীরং বল্লয়ন্তা থোমেন্তা বন্দন্তাব আগচ্ছিংসুদতি ।

পণ্ডসতভিক্ষুবথু ছট্ঠং ।

*

*

*

দেসনাবসানে পণ্ডসত ভিক্ষু সেখানে উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রতिसম্ভিদা
সহ অর্হত্ত লাভ করিয়া তথাগতের সুবর্ণ বর্ণ শরীরের প্রশংসা ও স্তুতি
করিতে করিতে তাঁহাকে (মনে মনে) বন্দনা করিতে করিতে ফিরিয়া
আসিলেন ।

। পণ্ডসত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।



পুঁতিগত্তিস্থস্থেরবন্ধু । ৭

‘অচিরং বতয়ং কায়োতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা সাবথিয়ং
বিহরন্তো পুঁতিগত্তিস্থস্থেরং আরব্ধ কথোসি ।

একো কির সাবথিবাসী কুলপদ্বত্তো সথদ্ সন্তিকে ধম্মং
সদ্বা সাসনে উরং দ্বা পব্বজিতো, সো লঙ্কপসম্পদো
তিস্তুস্থেরো নাম অহোসি । গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে তস্
সরীরে রোগো উদপাদি । সাসপমত্তিয়ো পিলকা উট্ঠ-
হিংসদ্ । তা অনুপদ্বেন মঙ্গমত্তা কলায়মত্তা কোলট্ঠি-
মত্তা আমলকমত্তা বেলদ্বসলাট্ঠমত্তা বেলদ্বমত্তা হদ্দা
পাতিজ্জংসদ্, সকলসরীরং ছিন্দাবহিন্দং অহোসি । পুঁতি-
গত্তিস্থস্থেরোহেবস্স নামং উদপাদি । অথস্স অপরভাগে
অট্ঠীনি ভিজ্জংসদ্ । সো অপ্পটিজ্জংগয়ো অহোসি ।

*

*

*

পুঁতিগত্তিস্থস্থবিরের উগাখ্যান । ৭ ।

‘অচিরেই এই শরীর’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে
পুঁতিগত্তিস্থস্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।’

একজন শ্রাবস্তীবাসী কুলপদ্বত্ত নাকি শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া
(বুদ্ধ) শাসনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া প্রবর্তিত হইলেন ।
উপসম্পদা লাভ করিয়া তাঁহার নাম হইল তিস্থস্থবির । সময় অতিবাহিত
হইতে থাকিলে (হঠাৎ) তাঁহার শরীরে রোগ উৎপন্ন হইল । সর্বপের ন্যায়
তাঁহার শরীরে ফোঁড়া উঠিল । ক্রমে সেইগুলি বড় হইতে হইতে প্রথমে
মৃগডালের মত, পরে কলায়ের মত, পরে বদরীফলের মত, পরে আমলকীর
মত, পরে কাঁচ বেলের মত এবং অবশেষে পক্ক বেলের মত হইয়া ফাটিয়া গেল ।
তাঁহার শরীর বড় বড় ঘায়ে পরিপূর্ণ হইল । লোকে তখন তাঁহাকে
‘পুঁতিগত্তিস্থস্থবির’ বলিয়া ডাকিত । ক্রমে তাঁহার শরীরের অস্থিসমূহ

নিবাসনপারদুপনং পদ্বলোহিতমক্খিতং জালপদ্বসাদিসং
অহোসি । সন্ধিবহারিকাদয়ো পটিজ্জিগতুং অসক্কোন্তা
ছড্ধিংসু । সো অনাত্থো হুত্ত্বা নিপজ্জি ।

বুদ্ধানণ্ড নাম দ্বৈ বারে লোকবোলোকনং অবিজহিতং
হোতি । পচ্ছসকালে লোকং বোলোকেন্তা চক্কবালমুখ-
বট্টতো পট্ঠায় গন্ধকুটিঅভিমুখং ঞ্ণাণং কত্ত্বা ওলো-
কেন্তি, সায়ং ওলোকেন্তা গন্ধকুটিতো পট্ঠায় বাহিরা-
ভিমুখং ঞ্ণাণং কত্ত্বা ওলোকেন্তি । তস্মিং পন সম্ময়ে
ভগবতো ঞ্ণাণজালস্স অন্তো পদ্বিগত্তিতস্সথেরো
পঞ্ণায়ি । সথা তস্স ভিক্খুনো অরহত্তস্স উপনিস্সয়ং
দিম্বা, ‘অয়ং সন্ধিবহারিকাদীহ ছড্ধিতো, ইদানিস্স
মং ঠপেত্ত্বা অঞ্ণেং পটিসরণং নখী’তি গন্ধকুটিতো
নিক্খমিত্বা বিহারচারিকং চরমানো বিয় অঙ্গিসালাং গন্ত্বা

*

*

*

শিথিল হইতে লাগিল । কেহই তাঁহার সেবা করিতে প্রস্তুত ছিল না ।
তাঁহার অন্তবাসি এবং বহিবাসি (= উত্তরাসঙ্গ) পদ্বজরস্তে ঘৃষ্কিত, দেখিলে
মনে হইত যেন জালপিঠা । সঙ্গী ভিক্ষুরা তাঁহার সেবা করিতে না পারিয়া
তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন । তিনি অনাত্থ হইয়া গেলেন ।

বুদ্ধগণ দিনে দুইবার পৃথিবী অবলোকন করিতেন । প্রত্যুষকালে
পৃথিবী অবলোকন করিবার সময় তাঁহারা চক্কবালমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া
গন্ধকুটি (= বুদ্ধগণের বাসস্থান) পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া দেখেন
বহির্বিশ্বে কোথায় কি গদ্বদ্বপুণ্ণ ঘটনা ঘটিতেছে । সেই সময় ভগবানের
জ্ঞানজালে ধরা পড়িল ‘পদ্বিগত্তিতস্যস্বহিবর’ । শাস্তা দেখিলেন যে ঐ
ভিক্ষুর অহ’ভ্রুলাভের উপনিশ্রয় আছে । তিনি দেখিলেন—‘ইহাকে সঙ্গী
ভিক্ষুরা পরিত্যাগ করিয়াছে । এখন আমি ব্যতীত ইহার অন্য কোন শরণ
নাই ।’ ইহা দেখিয়া তিনি গন্ধকুটি হইতে নিস্ত্রান্ত হইয়া ‘যেন বিহার
চক্কমণ করিতেছেন’ এই ভাব দেখাইয়া অগ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন । তারপর

উক্খলিং ধোবিত্তা উদকং দত্তা উদ্ধনং আরোপেত্তা উদকস্স
 তত্তভাবং আগময়মানো অগ্নিসালায়মেব অট্ঠাসি। তত্ত-
 ভাবং জানিত্তা গম্বা তস্স ভিক্খুনো নিপন্নমণ্ডকোটয়ং
 গণ্হি, তদা ভিক্খু ‘অপেথ, ভন্তে, ময়ং গণ্হিস্সামা’তি
 মণ্ডকং গহেত্তা অগ্নিসালং আনয়িংসু। সথা অম্বণং
 আহরোপেত্তা উগ্গহোদকং আসিণ্ণিত্তা তেহি ভিক্খুহি
 তস্স পারদ্পনং গাহাপেত্তা উগ্গহোদকে মন্দাপেত্তা মন্দাতপে
 বিস্সজ্জাপেসি। অথস্স সন্তিকে ঠত্তা সরীরং উগ্গহোদকেন
 তেমেত্তা ঘংসিত্তা ন্হাপেসি, তস্স নহানপরিয়োসানে
 পারদ্পনং সুক্খি। অথ নং তং নিবাসাপেত্তা নিবথকাসাবং
 উদকে মন্দাপেত্তা আতপে বিস্সজ্জাপেসি। অথস্স গত্তে
 উদকে ছিন্নমত্তে তম্পি সুক্খি। সো একং কাসাবং
 নিবাসেত্তা একং পারদ্পিত্তা সল্লহুকসরীরো একগ্গচিন্তো

*

*

*

জল গরম করার পাশ্বে জল দিয়া চুল্লীতে চাপাইয়া জল গরম না হওয়া পর্য্যন্ত
 (অগ্নিশালাতেই) দাঁড়াইয়া থাকিলেন। জল গরম হইয়াছে জানিয়া সেই
 ভিক্ষু যেই মণ্ডে শইয়াছিলেন সেই মণ্ডের এক দিক উঠাইলেন (ঐ ভিক্ষুকে
 অগ্নিশালায় লইয়া যাইবার জন্য)। ভিক্ষুরা (তাহা দেখিয়া) বলিলেন—
 ‘ভন্তে, আপনি সরিয়া যান। আমরাই লইয়া যাইতেছি’ বলিয়া মণ্ড উঠাইয়া
 অগ্নিশালায় লইয়া আসিলেন। তারপর তিনি একটি অম্বণ (= অম্বণ,
 সাধারণ অর্থে কাঠের হাতলযুক্ত একপ্রকার দ্রোণ বিশেষ) আনাইয়া গরম
 জল সিঞ্জন করিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন ঐ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ লইয়া গরমজলে
 মর্দিত করিয়া অল্প রৌদ্রে শুকাইতে দিতে। শাস্তা স্বয়ং ঐ ভিক্ষুর নিকট
 দাঁড়াইয়া তাঁহার শরীর গরমজলে ভিজাইয়া (গাত্রমর্দন) করিয়া স্নান
 করাইলেন। স্নান করাইতে করাইতে উত্তরাসঙ্গখানি শুকাইয়া গেল।
 সেই উত্তরাসঙ্গ তাঁহাকে পরাইয়া অন্তবাস খুলিয়া ঐ জলে মর্দন করিয়া
 রৌদ্রে শুকাইতে দিলেন। তাঁহার শরীর হইতে জল শুকাইতে শুকাইতে
 অতন্বাস শুকাইয়া গেল। তিনি অন্তবাস ও বহির্বাস পরিধান করিয়া

মণ্ডকে নিপজ্জি । সত্থা তস্স উস্সীসকে ঠত্থা, ‘ভিক্খু
অয়ং তব কায়ো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরূপকারো হুত্থা
কলিঙ্গরং বিয় পথবিয়ং সেস্সতী’তি বত্থা ইমং গাথমাহ—

‘অচিরং বত’য়ং কায়ো, পথবিং অধিসেস্সতি ।

ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো, নিরথংব কলিঙ্গর’ন্তি ॥ ৪১ ॥

তথ ‘অচিরং বতাতি’ ভিক্খু ন চিরস্সেব ‘অয়ং কায়ো
পথবিং অধিসেস্সতি,’ ইমিস্সা পকতিসয়নেন সয়িতায়া
পঠবিয়া উপরি সয়িস্সতি । ‘ছুদ্ধোতি’ অপবিদ্ধো, অপগত-
বিঞ্ঞাণতায় তুচ্ছো হুত্থা সেস্সতী’তি দস্সতি ।
যথা কিং? ‘নিরথংব কলিঙ্গরং’ নিরূপকারং নিরথকং
কট্ঠখণ্ডং বিয় । দব্বসম্ভারথিকা হি মনুস্সা অরঞ্ঞং

*

*

*

একাগ্রচিত্ত হইয়া মণ্ডে শব্দইয়া পড়িলেন । শাস্তা তাঁহার মাথার কাছে
দাঁড়াইয়া—‘হে ভিক্ষু, তোমার এই ‘শরীর চেতনাহীন ও নিরূপকার হইয়া
অকিঞ্চির অঙ্গারের ন্যায় (অবিলম্বে) ভূতলে শায়িত হইবে ।’ বলিয়া
এই গাথা ভাষণ করিলেন —

“হায় ! এই শরীর ঘৃণিত ও চেতনাহীন হইয়া একখানি অকিঞ্চির
অঙ্গারের ন্যায় (অবিলম্বে) ভূতলে শায়িত হইবে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১ ॥

তথায় ‘অচিরেই’ ইত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে—

‘হে ভিক্ষু, অনতিকালমধ্যে ‘এই শরীর ভূতলে শায়িত হইবে ।’ স্বাভাবিক
শয়ন হিসাবে এই শরীর মাটির উপরেই শায়িত হইবে । ‘ঘৃণিত’ চেতনাহীন
হইয়া তুচ্ছ ঘৃণিত ত্যাজ্য হইতে শায়িত হইবে । ‘অকিঞ্চির অঙ্গারের
ন্যায়’ নিরূপকার নিরর্থক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ।

পৰিসিদ্ধা উজ্জ্বলং উজ্জ্বলসংগ্ঠানেন বঙ্কং বঙ্কসংগ্ঠানেন
ছিন্দিদ্বা দব্বসম্ভাৰং গগ্হন্তি, অবসেসং পন স্দ্বসিৰণ
প্ৰতিকণ্ড অসারকণ্ড গগ্ঠিজাতণ্ড ছিন্দিদ্বা তথৈব ছন্ডেস্তি ।
অণ্ড্ৰেণ দব্বসম্ভাৰাথিকা আগন্ত্বা তং গহেতারো নাম
নথি, ওলোকেদ্বা অন্তনো উপকারকমেব গগ্হন্তি,
ইতরং পঠবীগতমেব হোতি । তং পন তেন তেন উপায়েন
মণ্ডপটিপাদকং বা পাদকথালিকং বা ফলকপীঠকং বা কাতুং
সক্কাপি ভবেয়্য । ইমস্মিং পন অন্তভাবে দ্বিত্তিসায়
কোট্ঠাসেস্দ এককোট্ঠাসোপি মণ্ডপটিপাদকাদিবসেন
অণ্ড্ৰেণ বা উপকারমুখেন ঈয়্হপগো নাম নথি, কেবলং
নিরথংব কলিগ্গরং অয়ং কায়ো অপগতবিণ্ড্ৰেণো
কতিপাহেনেব পঠবিয়ং সেন্সতীতি ।

দেসনাবসানে প্ৰতিগাৰ্হতিষ্মথৈরো সহ পটিসম্ভিদাহি
অরহন্তং পাপদুণি, অণ্ড্ৰেণি বহু সোতাপন্নাদয়ো

*

*

*

কাষ্ঠসম্ভাৰাথী মনুয্যোৱা অৱণ্যে প্ৰবেশ কৰিয়া সোজা কাঠকে সোজাভাবে
বাঁকা কাঠকে বাঁকাভাবে ছেদন কৰিয়া কাষ্ঠসম্ভাৰ লইয়া আসে । অবশিষ্ট
পোকা-খাওয়া, পঁচা, অসার, গ্ৰন্থিযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড সেখানেই ফেলিয়া দেয় ।
অন্য কাষ্ঠাহৰণকাৰীৱা আসিয়া সেইগদলিকে গ্ৰহণ কৰে না, বাছিয়া বাছিয়া
সেইগদলি দৰকাৰী সেইগদলি গ্ৰহণ কৰে । অন্যগদলি মাটিতেই পড়িয়া
থাকে । সেইগদলি কেহ কেহ লইয়া আসিয়া ছোটখাট কাজে লাগায় যেমন
মণ্ডেৰ খিল, পদধৌত কৰিবাৰ কাষ্ঠখণ্ড, ফলকপীঠ ইত্যাদি । কিন্তু এই
শৰীৰে যে বৰ্গিশ প্ৰকাৰ (অশুচি দ্ৰব্যেৰ) ভাগ আছে তাহাৰ কোন ভাগই
মণ্ডেৰ খিল বা অন্যান্য উপকাৰক দ্ৰব্যেৰ ন্যায় কোন কাজে লাগে না । এই
শৰীৰেৰ সমস্ত অংশই নিৰর্থক কাষ্ঠখণ্ডেৰ ন্যায় চেতনাহীন হইয়া অচিৰেই
ভূমিতে শায়িত হইবে ।

দেমনাবসানে প্ৰতিগাৰ্হতিষ্মস্থবিৰ প্ৰতিসম্ভিদা সহ অহঁত্ব লাভ কৰিলেন ।
অন্য অনেকে স্ৰোতাপন্ন প্ৰভাঁতি হইয়াছেন । স্থবিৰও অহঁত্ব লাভ কৰিয়াই

অহেসদং । থেরোপি অরহন্তং পদ্দাব পরিনিব্বায়ি । সথা তস্স সরীরকিচ্চং কারাপেদ্দা ধাতুয়ো গহেদ্দা চেতিয়ং কারাপেসি । ভিক্খু সথারং পদুচ্ছিংসদু—“ভন্তে, পদুতি-গত্তীতস্সথেরো কুহিং নিব্বত্তো তি । ভন্তে, এবরুপস্স পন অরহন্তুপনিব্বয়সম্পন্নস্স ভিক্খুনো কিং কারণা গত্তং পদুতিকং জাতং, কিং কারণা অট্টীনি ভিন্নানি, কিমস্স কারণং অরহন্তস্স উপনিব্বয়ভাবং পত্ত”ন্তি ? “ভিক্খবে, সম্বমেতং এতস্স অন্তনা কতকস্মেনেব নিব্বত্ত”ন্তি । “কিং পন তেন, ভন্তে, কত”ন্তি ? “তেন হি, ভিক্খবে, সুগাথা”তি অতীতং আহরি । অয়ং কস্সপসম্মা-সম্বুদ্ধকালে সাকুণিকো হুদ্দা বহু স্কুণে বধিদ্দা ইস্সরজনং উপট্ঠাহি । তেসং দিন্নাবসেসে বিক্কিণাতি, বিক্কিতাবসেসা

*

*

*

পরিনিবৃত্ত হইলেন । শাস্তা তাঁহার শরীরকৃত্য করাইয়া অস্বিধাতুসমূহ লইয়া চৈত্য নির্মাণ করাইলেন । ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, পদুতিগাত্তিষ্য শ্ববির কোথায় গেলেন ?’

‘হে ভিক্ষুগণ, পরিনিবৃত্ত হইয়াছে ।’

‘ভন্তে, অহঁত্বের উপনিশ্রয় সম্পন্ন এইরূপ ব্যক্তির শরীর কেন পদুতিক (= গলিত) হইয়াছিল ? কেন তাঁহার অস্বিসমূহ শিথিল হইয়াছিল ? কিভাবে তিনি অহঁত্বের উপনিশ্রয় লাভ করিলেন ?’

‘হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই তাহার কৃতকর্মের জন্যই হইয়াছে ।’

‘ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?’

‘তাহা হইলে হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর ।’—এই বলিয়া শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

‘কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি পক্ষিশিকারী হইয়া বহু পাখী মারিয়া বড়লোকদের দিত, অবশিষ্ট বিক্রয় করিত । বিক্রী না হইলে সেই-

মারেছা ঠপিতা পুঁতিকা ভাবিস্তী'তি যথা উপ্তিতুং ন
সক্কোন্তি, তথা তেসং জঙ্ঘট্টীনি চ পক্খট্টীনি চ
ভিন্দিছা রাসিং কছা ঠপেতি, তে পুঁনদিবসে বিক্কিণাতি ।
অতিবহুং পন লঙ্ককালে অন্তনোপি অথায় পচাপেতি ।
তস্মেকদিবসং রসভোজনে পক্ষে একো খীণাসবো পিণ্ডায়
চরন্তো গেহদ্বারে অট্টাসি । সো থেরং দিস্বা চিত্তং
পসাদেছা, 'ময়া বহু পাণা মারেছা খাদিতা, অয়ে্যো চ মে
গেহদ্বারে ঠিতো, অন্তোগেহে চ রসভোজনং সংবিজ্জতি,
পিণ্ডপাতমস্স দস্সামী'তি তস্স পত্তং আদায় পুরেছা
রসপিণ্ডপাতং দ্বা থেরং পণ্ডপতিট্টিতেন বন্দিছা, "ভন্তে,
তুম্হেহি দিট্টধম্মস্স মথকং পাপদুণেয়া'ন্তি আহ । থেরো
'এবং হোতু'তি অনুমোদনং অকাসি । "ভিক্খবে, তদা

*

*

*

গুলিকে মারিয়া-ধরিয়া পুঁতিক হইবে বলিয়া যাহাতে তাহারা উড়িতে না
পারে তাহাদের জঙ্ঘাংশি পালকাসিহসমূহ ভাঙ্গিয়া দিয়া এক জায়গায়
স্তুপীকৃত করিত । পরের দিন আবার সেইগুলিকে বিক্রয় করিত । যেদিন
অনেক বেশী পাখী ধরা পড়ে, সেইদিন নিজের জন্যও পাখী রান্না করে ।
একদিন যখন তাহার রসভোজন রন্ধন শেষ হইয়াছে জনৈক অহং ভিক্ষার
জন্য তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন । শ্রবিরকে দেখিয়া তাহার চিত্ত প্রসন্ন
হইল । সে ভাবিল 'আমি বহু প্রাণী মারিয়া খাইয়াছি । আর্য ভিক্ষু
আমার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান । আমার ঘরে রসভোজন আছে । আমি
তাহাকে ভিক্ষান্ন দিব ।' এই ভাবিয়া তাহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া
মুখরোচক ভোজনের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া শ্রাবিরকে পঞ্চাঙ্গ নমিত করিয়া
বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'ভস্কে, আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন, আমি যেন তাহা লাভ করিতে
পারি ।' শ্রাবির 'তাহাই হউক' বলিয়া অনুমোদন করিলেন ।

কতকস্মবসেনেতং তিস্সস্স নিপ্ফন্নং, সকুণানং অট্ঠিভেদন-
 নিস্সন্দেন তিস্সস্স গত্তঞ্চ প্ৰতিকং জাতং, অট্ঠীনি চ
 ভিন্নানি, খীণাসবস্স রসপিণ্ডপাতদাননিস্সন্দেন অরহত্তং
 পত্তোতি' ।

প্ৰতিগত্ৰতিস্সথেরবথ্ৰ সত্তমং ।

*

*

*

'হে ভিক্ষুগণ, তখনকার কর্মফলের জন্যই তিষ্যের এমতাবস্থা হইয়াছে ।
 পাখীদের অস্বি ভাঙ্গিয়া দিত বলিয়া পরিণামে এই জন্মে তাহার দেহ
 গলিত হইয়াছে, অস্বিসমূহ ভণ্ডন হইয়াছে । অহং শ্ববিরকে রসভোজন
 দান করিয়াছে বলিয়া পরিণামে অহং প্রাপ্ত হইয়াছে ।'

প্ৰতিগত্ৰতিষ্য শ্ববিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



নন্দগোপালকবধ ১৮

‘দিসো দিসন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা কোসলজনপদে
নন্দগোপালকং আরব্ধ কথেসি ।

সার্বাথিয়ং কির অনার্থপিণ্ডকস্স গহপতিনো নন্দো নাম
গোপালকো গোয়ুথং রক্খতি, অড্‌টো মহদ্ধনো
মহাভোগো । সো কির যথা কেণিয়ো জটিলো পব্বজ্জা-
বেসেন, এবং গোপালকন্তেন রাজবালিং পরিহরন্তো অন্তনো
কুটুম্বং রক্খতি । সো কালেন কালং পণ্ড গোরসে আদায়
অনার্থপিণ্ডকস্স সন্তিকং আগন্ত্বা সথারং পস্সতি, ধম্মং
সুদুগ্ধতি, অন্তনো বসনট্ঠানং আগমনথায় সথারং যার্চতি ।
সথা তস্স ঐগণপরিপাকং আগময়মানো অগন্ত্বা পরিপক্ক-
ভাবং ঐত্ত্বা একদিবসং মহাভিক্কুসঙ্ঘপরিবৃত্তো চারিকং
চরন্তো মগ্গা ওক্কম্ম তস্স বসনট্ঠানাসন্নে অণ্ড্‌তরিস্মিং
রদ্ধক্কম্মুলে নিসীদি । নন্দো সথু সন্তিকং আগন্ত্বা

*

*

*

নন্দগোপালকের উগাখ্যান ১৮ ।

‘একজন হিংসাকারী অপরের’ এই ধর্মদেশনা শাস্তা কোশলজনপদে
নন্দগোপালককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

প্রাবল্যে নারিক গৃহপতি অনার্থপিণ্ডকের নন্দ নামক গোপালক গরুর
পাল রক্ষা করিতেন । তিনি ছিলেন আঢ্য, মহাধনী এবং মহাভোগ সম্পন্ন ।
কেণিয় জটিল প্রব্রজিতবেশে যাহা করিতেন, তিনি গোপালক হইয়া রাজকর
প্রদান করিয়া নিজের আত্মীয়-কুটুম্বদের রক্ষা করিতেন । তিনি মাঝেমাঝেই
পণ্ডগব্য লইয়া অনার্থপিণ্ডকের গৃহে যাইয়া শাস্তাকে দেখিতেন, ধর্মশ্রবণ
করিতেন, নিজের গৃহে আসিবার জন্য শাস্তাকে যাচুঞা করিতেন । শাস্তা
তাঁহার (নন্দের) জ্ঞান পরিপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত না যাইয়া তাঁহার জ্ঞান
পরিপক্ক হইয়াছে বুঝিয়া একদিন মহাভিক্কু সঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া বিচরণ
করিতে করিতে রাস্তার ধারে তাঁহার (নন্দের) বাসস্থানের নিকটে এক
বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । নন্দ শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া

বন্দিহা পটিসন্হারং কহা সথারং নিমন্তেহা সত্তাহং বুদ্ধপ্প-
মুখস্স ভিক্ষুসস্স পণীতং পণ্ডগোরসদানং অদাসি ।
সত্তমে দিবসে সথা অনুমোদনং কহা দানকথাদিভেদং অনু-
পদ্বিৎ কথং কথেসি । কথাপরিয়াসানে নন্দগোপালকো
সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠায় সথু পত্তং গহেহা সথারং
অনুগচ্ছন্তো দুরং গন্তা, ‘তিট্ঠ, উপাসকা’তি নিবত্তিয়-
মানো বন্দিহা নিবত্তি । অথ নং একো লুদ্ধকো বিজ্জহা
মারেসি । পচ্ছতো আগচ্ছন্তা ভিক্ষু নং দিস্বা গন্তা
সথারং আহংসু—‘নন্দো ভন্তে, গোপালকো তুম্হাকং
ইধাগত্তা মহাদানং দহা অনুগন্তা নিবত্তেত্তো মারিতো,
সচে তুম্হে নাগচ্ছিস্সথ, নাস্স মরণং অভবিস্সা’তি ।
সথা, ‘ভিক্ষবে, ময়ি আগতেপি অনাগতেপি তস্স চতস্সো
দিসা চতস্সো অনুদিসা চ গচ্ছন্তস্সাপি মরণতো

*

*

*

তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ যাবত বুদ্ধপ্রমুখ
ভিক্ষুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট পণ্ডব্য দান করিলেন । সপ্তম দিবসে শাস্ত্রা অনুমোদন
করিয়া দানকথা-শীলকথা ইত্যাদি আনুপূর্বিকভাবে দেশনা করিলেন ।
দেশনাবসানে নন্দ গোপালক স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্ত্রার
ভিক্ষাপাত্র লইয়া শাস্ত্রার পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে অনেক দূরে যাইলে
বুদ্ধ ‘হে উপাসক, থাম’ বলিলে থামিলেন এবং বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া
আসিলেন । পথিমধ্যে এক ব্যাধ তাহাকে তীরবদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল ।
বুদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে আগমনরত ভিক্ষু এই ঘটনা দেখিয়া শাস্ত্রাকে
বলিলেন—‘ভন্তে, আপনি এখানে আসিলে নন্দ গোপালক মহাদান দিয়া
আপনাকে আগাইয়া দিয়া কিরবার সময় হত হইয়াছেন । আপনি এখানে
না আসিলে তাঁহাকে মরিতে হইত না ।’ শাস্ত্রা বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, আমি আসিলেও কি, না আসিলেও কি ! চতুর্দিকে এবং
চতুরনুদিকে যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু হইতে তাহার নিস্তার ছিল না ।

মুচ্চনুপায়ো নাম নথি । যঞ্হি নেব চোরা, ন বেরিনো
করোন্তি, তং ইমেসং সন্তানং অন্তোপদুট্টং মিচ্ছাপর্ণিহিতং
চিন্তমেব করোতী”তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘দিসো দিসং যং তং কয়িরা, বেরী বা পন বেরিনং ।

মিচ্ছাপর্ণিহিতং চিন্তং, পাণিয়ো নং ততো করে’তি ॥ ৪২

তথ ‘দিসো দিসন্তি’ চোরো চোরং । ‘দিস্বা’ তি
পাঠসেসো । ‘যং তং কয়িরাতি’ যং তং তস্স অনয়ব্যাসনং
করেয়া । দূতিয়পদেপি এসেব নয়ো । ইদং বদন্তং হোতি
—একো একস্স মিস্তদুভী চোরো পদুদারথেন্তবথু
গোমহিংসাদীসু অপরজ্জ্বন্তো যস্স অপরজ্জ্বতি, তম্পি
তথেব অন্তনি অপরজ্জ্বন্তং চোরং দিস্বা, ‘বেরী বা পন’
কেনিচিদেব কারণেন বন্ধবেরং বেরিং দিস্বা অন্তনো কক্-
খলতায় দারুণতায় যং তং তস্স অনয়ব্যাসনং করেয়া,

*

*

*

কারণ যাহা চোর (ডাকাত) বা শত্রু করিতে পারে না, সত্ত্বগণের বিপথগামী
(দশ অকুশল কর্মপথগামী) চিত্ত তাহা করিতে পারে ।’—বলিয়া এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

“একজন হিংসাকারী অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যত ক্ষতি
করিতে পারে, বিপথগামী (দশ অকুশল কর্মপথগামী) চিত্ত মানুষ্যের
তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে ।”

তথায় ‘হিংসাকারী অপরের’ অর্থাৎ একজন দস্যু অপর দস্যুর ।
[‘দেখিয়া’ শব্দটা শেষে যোগ করিতে হইবে] ‘যাহা তাহার করিতে পারে’
যাহা তাহার ক্ষতি করিতে পারে । [দ্বিতীয় পদেও ইহাই গ্রহণ করিতে
হইবে] ইহা এইরূপ বলা হইয়া থাকে—‘একে অন্যের, মিত্রদ্রোহী চোর
(=দস্যু) অন্যের স্ত্রীপুত্র, ক্ষেতের ফসল, গো-মহিষাদির যে ক্ষতি করে,
তদ্রূপ নিজের অপরাধী চোরকে (=চিত্তকে) দেখিয়া, ‘শত্রু অপর শত্রুর’
কোন কারণে বন্ধবের বৈরীকে (শত্রুকে) দেখিয়া নিজের দারুণ নৃশংসতা
হেতু তাহার ক্ষতিসাধন করে, তাহার স্ত্রীপুত্রের উপর অত্যাচার করে, তাহার

পদুত্তদারং বা পীলৈয়া, খেত্তাদীনি বা নাসেয়া, জীবিতা বা পন নং বোরোপেয়া, দসসু অকুসলকম্মপথেসু মিচ্ছাঠপিতত্তা ‘মিচ্ছাপাণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে’ তং পদুরিসং ততো পাপতরং করেয়া। বদুত্তপ্পকারেহি, দিসো দিসসু বা বেরী বেরিনো বা ইমস্মিংয়েব অন্তভাবে দদুখং বা উপ্পাদেয়া, জীবিতকুখং বা করেয়া। ইদং পন অকুসলকম্মপথেসু মিচ্ছাঠপিতং চিত্তং দিট্ঠেব ধম্মে অনয়ব্যসনং পাপেতি, অন্তভাবসতসহস্সেসুপি চতুসু অপায়েসু থিপিহা সীসং উক্খিপিতুং ন দেতীতি।

দেসনাপরিয়োসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পত্তা। মহাজনস্স সাথিকা দেসনা জাতা। উপাসকেন পন ভবন্তরে কতকম্মং ভিকুখুহি ন পদুচ্ছিতং, তস্মা সথারা ন কথিতন্তি।

নন্দগোপালকবথু অট্ঠমং

*

*

*

ক্ষেতের ফসলাদি নষ্ট করে, তাহাকে হত্যা করে, তদ্রূপ দশপ্রকার অকুশল কর্মপথে মিথ্যাভাবে স্থাপনহেতু ‘বিপথগামী চিত্ত ঐ ব্যক্তির ততোধিক ক্ষতি করে’ আরও পাপতর করে। উক্তপ্রকারের দ্বারা হিংসাকারী অন্য হিংসাকারীর, শত্রু অপর শত্রুর এই জীবনেই দুঃখ উৎপাদন করে, জীবননাশও করিতে পারে। অকুশল কর্মপথে মিথ্যাস্থাপিত (বিপথগামী) চিত্ত এই জন্মেই দুঃখ উৎপাদন করে এবং শতসহস্র জন্মেও চারি অপায়ে (যথা নরক, তির্যক্, প্রেত ও অসুর) নিক্ষেপ করিয়া আর মাথা তুলিতে দেয় না।

দেশনাবসানে অনেকে স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন। বহুজনের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল। জন্মান্তরে সেই উপাসক কি কর্ম করিয়াছিলেন ভিক্ষুরা সেই কথা জিজ্ঞাসা না করাতে শাস্তাও আর বলেন নাই।

। নন্দগোপালকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সোরেয়্যথেরবন্ধু । ৯

‘ন তং মাতাপিতা কয়িরাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা সাব-
থিয়ং জেতবনে বিহরন্তো সোরেয়্যথেরং আরম্ভ কথেসি ।
বন্ধু সোরেয়্যনগরে সমুট্ঠিতং, সাবথিয়ং নিট্ঠাপেসি ।
সম্মাসম্বুদ্ধে সাবথিয়ং বিহরন্তে সোরেয়্যনগরে সোরেয়্য-
সেট্ঠিপদত্তো একেন সহায়কেন সন্ধিং সুখযানকে নিসীদিহা
মহন্তেন পরিবারেন ন্হানথায় নগরা নিক্খমি । তস্মিং
থণে মহাকচ্চায়নথেরো সোরেয়্যনগরং পিণ্ডায় পবি-
তুকামো হুত্তা বহিনগরে সঙ্ঘাটিং পারুপতি । থেরস্স চ
সুবল্লবল্লং সরীরং । সোরেয়্যসেট্ঠিপদত্তো তং দিস্বা চিন্তেসি
—‘অহো বত অয়ং বা থেরো মম ভরিয়া ভবেয়া, মম বা
ভরিয়ায় সরীরবল্লো এতস্স সরীরবল্লো বিয় ভবেয়া’তি ।

*

*

*

সোরেয়্যস্থবিরের উগাখ্যান । ৯ ।

‘মাতা-পিতাও সেইরূপ করিতে পারে না’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা-
শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে সোরেয়্যস্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া
বলিয়াছিলেন । ইহার উৎপত্তি সোরেয়্যনগরে এবং সমাপ্তি শ্রাবস্তীতে
হইয়াছিল ।

সম্যক্-সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে সোরেয়্যনগরে সোরেয়্য শ্রেষ্ঠিপদত্ত
একজন বন্ধুর সঙ্গে সুখযানে বসিয়া মহা পরিবার সহ স্নানের জন্য নগর
হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন । সেই সময় মহাকচ্চায়ন স্থবির সোরেয়্যনগরে
ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া বহিনগরে সঙ্ঘাটি পরিধান করিতে
লাগিলেন । স্থবিরের শরীর সুবর্ণবর্ণের । সোরেয়্য শ্রেষ্ঠিপদত্ত তাঁহাকে
দেখিয়া চিন্তা করিলেন—‘অহো ! হয় এই স্থবির আমার ভাষা হউন,
অথবা আমার ভাষার শরীরবর্ণ’ এই স্থবিরের শরীরবর্ণের ন্যায় হউক ।’

তস্স চিন্তিতমত্তেয়েব পদুরিসালিঙ্গং অন্তরধায়ি, ইথিলিঙ্গং
 পাতুরহোসি । সো লজ্জমানো যানকা ত্তুরয়ুহ পলায়ি ।
 পরিজনো তং অসজ্জানন্তো ‘কিমিত’ন্তি আহ । সাপি
 তক্কসিলমঙ্গং পটিপজ্জি । সহায়কোপিপ্সা ইতো চিত্তো
 চ বিচরিত্বাপি নান্দস । সবেব ন্হায়িত্বা গেহং অগমিৎসু ।
 ‘কহং সেট্ঠিপদত্তো’তি চ বদন্তে, ‘ন্হিত্বা আগতো ভবিম্সতী’
 তি মঞ্ঠিঞম্হা’তি বদিৎসু । অথস্স মাতাপিতরো তথ
 তথ পরিয়েসিত্বা অপস্সন্তা রোদিত্বা পরিদেবিত্বা, ‘মতো
 ভবিম্সতী’তি মতকভত্তং অদংসু । সা একং তক্কসিলগামিৎ
 সথবাহং দিম্বা যানকস্স পচ্ছতো পচ্ছতো অনুবন্ধি ।
 অথ নং মনুস্সা দিম্বা, ‘অম্হাকং যানকস্স পচ্ছতো
 পচ্ছতো অনুগচ্ছতি, ময়ং ‘কস্সেসা দারিকা’তি তং ন
 জানামা’তি বদিৎসু । সাপি ‘তুম্হে অন্তনো যানকং

*

*

*

তিনি এইরূপ চিন্তা করা মাত্রই তাঁহার পদুরিসালিঙ্গ অন্তর্হিত হইল, স্ত্রীলিঙ্গ
 প্রাদুর্ভূত হইল । তিনি তখন লজ্জায় শকট হইতে নামিয়া পলায়ন করিলেন ।
 পরিজনেরা কিছুই না জানিয়া ভাবিল—‘ইহা কেমন হইল ?’ সেই নারী
 (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিপুত্র) তক্কশিলাগামী মার্গ লাভ করিলেন । তাহার বন্ধুও
 এদিকে সেদিকে খুঁজিয়া তাহাকে পাইল না । সকলেই স্নান করিয়া গৃহে
 ফিরিল ।

‘শ্রেষ্ঠিপুত্র কোথায় ?’ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা বলিল—‘স্নান করিয়া
 নিশ্চয়ই সে গৃহে ফিরিয়াছে ।’ তখন তাহার মাতাপিতা সর্বত্র তাহাকে
 খুঁজিয়া না পাইয়া রোদন পরিদেবন করিয়া ‘নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে’ মনে
 করিয়া পুত্রের জন্য শ্রদ্ধা করিলেন । সেই নারী (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিপুত্র)
 তক্কশিলাগামী সার্থবাহ দেখিয়া শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাইতে লাগিল ।

সার্থবাহের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—‘আমাদের
 গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে । এ কাহার কন্যা তাহা তো জানি না ।’

পাজেথ, অহং পদসা গমিস্সামী'তি গচ্ছন্তী অঙ্গুলি-
মুদ্দিকং দত্ত্বা একস্মিং যানকে ওকাসং কারেসি, মনুস্সা
চিন্তায়িসু—‘তক্কসিলনগরে অম্‌হাকং সেট্ঠিপদুত্তস
ভরিয়া নথি, তস্স আচিক্‌খিস্সাম, মহাপল্লাকারো নো
ভবিস্সতী’তি । তে গেহং গন্ত্বা, ‘সামি, অম্‌হেহি
তুম্‌হাকং একং ইথিরতনং আনীত’ ন্তি আহংসু । সো
তং সুত্ত্বা তং পক্কোসাপেত্ত্বা অন্তনো বয়ানুদুপং অভিৰুপং
পাসাদিকং দিস্স্বা উম্পবসিনেহো গেহে অকাসি । পুৱিসা
হি ইথিয়ো, ইথিয়ো বা পুৱিসা অভূতপুৱবা নাম নথি ।
পুৱিসা হি পরস্স দারেসু অতিচরিত্বা কালং কত্ত্বা বহুদি
বস্সসতসহস্সানি নিরয়ে পচ্চিত্ত্বা মনুস্সজাতিং আগচ্ছন্তা
অন্তভাবসতে ইথিভাবং আপজ্জন্তি ।

আনন্দথেরোপি কপ্পসতসহস্সং পুৱিতপারমী অরিয়-
সাবকো সংসারে সংসরন্তো একস্মিং অন্তভাবে কম্মারকুলে

*

*

*

সে বলিল ‘ভোমরা নিজেদের গাড়ী চালাও, আমি পদব্রজে যাইতোছি’—
যাইতে যাইতে নিজের একটি আংটির বিনিময়ে একটি গাড়ীতে স্থান পাইল ।
লোকেরা চিন্তা করিল—‘তক্কশিলানগরে আমাদের শ্রেষ্ঠীপুত্রের কোন ভাষা
নাই । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব । তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অনেক উপহার
দিবেন ।’ তাহারা তখন তাঁহার (শ্রেষ্ঠীপুত্রের) নিকট যাইয়া বলিল—
‘প্রভু, আমরা আপনার জন্য একটি স্ত্রীরত্ন আনিয়াছি ।’ তিনি তাহা শুনিয়া
তাহাকে ডাকাইয়া নিজের বয়সের অনুদুপ তাহাকে অভিৰুপা প্রাসাদিকা
দেখিয়া স্নেহবশতঃ বিবাহ করিয়া গৃহে রাখিলেন । পুৱদুষেরা নারী এবং
নারীরা পুৱদুষ হইয়াছে এই ঘটনা নূতন নহে । পুৱদুষেরা পরদারবৃত্তিজনিত
পাপ করিয়া মৃত্যুর পর বহু শতসহস্র বৎসর নরকে পক্ক হইয়া মনুষ্যজন্ম
লাভ করিয়া একশত জন্ম নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।

আনন্দ স্থবিরও শতসহস্র কল্প পারমিতা পূর্ণ করিয়া আৰ্যপ্রাবক হইয়া
সংসারে সংসরণ করিতে করিতে (অথাৎ জন্মজন্মান্তর ঘূরিতে ঘূরিতে)

নিব্বত্তো । পরদারকম্মং কত্ত্বা নিরয়ে পচ্ছিহ্বা পক্কাবসেসেন
চুন্দসসু অত্তভাবেসু পুৱিসসস্স পাদপরিচারিকা ইথী
অহোসি । সত্তসু অত্তভাবেসু বীজুদ্ধরং পাপুণি ।
ইথিয়ো পন দানাৱীনি পুৱুৎপুৱাণি কত্ত্বা ইথিভাবে ছন্দং
বিরাজেহ্বা, 'ইদং নো পুৱুৎপুৱং পুৱিসত্তভাবপটিলাভায়
সংবত্ততু'তি চিত্তং অধিট্ঠহিহ্বা কালং কত্ত্বা পুৱিসত্তভাবং
পটিলভন্তি, পতিদেবতা হুত্ত্বা সার্মিকে সম্মাপটিপত্তি-
বসেনাপি পুৱিসত্তভাবং পটিলভন্তেব ।

অয়ং পন সেট্ঠিপুত্তো থেরে অয়োৱিনসো চিত্তং উপাদেহ্বা
ইমস্মিংয়েব অত্তভাবে ইথিভাবং পটিলভি । তক্কসিলায়ং
সেট্ঠিপুত্তেন সন্ধিং সংবাসম্ভবায় পন তস্সা কুচ্ছিয়ং
গবেভা পতিট্ঠাসি । সা দসম্মাসচ্চয়েন পুত্তং লভিত্বা তস্স
পদসা গমনকালে অপরম্পি পুত্তং পটিলভি । এবমস্সা
কুচ্ছিয়ং বদুখা হে, সোৱেয়্যনগরে তং পটিচ্চ নিব্বত্তা হেতি

*

*

*

এ জন্মে কামারকূলে জন্মগ্রহণ করিলেন । ঐ জন্মে পরদারবৃত্তি করিয়া
নরকে পক্ক হইয়া অবশেষে চৌন্দ জন্মে পুৱুৱুষের পাদপরিচারিকা নারী
হইয়াছিলেন । আরও শতজন্মে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া উক্ত পাপবীজ
হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন । নারীরা দানাৱি পুণ্যকর্ম করিয়া নারী
জন্মে বিতুষ হইয়া 'এই পুণ্য আমাদের পুৱুৱুষজ্বালাভের হেতু হউক' বলিয়া
অধিষ্ঠান করার ফলে মৃত্যুর পর পুৱুৱুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যে সমস্ত
ভাৱ্য পতিদেবতা হইয়া স্বামীর সেবা করে তাহারাও পুৱুৱুষ লাভ করে ।

এই শ্রেষ্ঠিপুত্র (অর্থাৎ সোৱেয়্য শ্রেষ্ঠিপুত্র) অজ্ঞানতাবশতঃ স্ত্রীবিদের
প্রতি লোভাচিত্ত উৎপাদন করিয়া এই জন্মেই নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ।
তক্কসিলায় শ্রেষ্ঠিপুত্রের সহিত তাহার সহবাসের কারণে সে গর্ভবতী হইল ।
দশমাস পরে সে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল । সেই পুত্র হাঁটিতে শিখিতে
না শিখিতে, আর একটি পুত্রের জন্ম দিল । এইভাবে তাহার গর্ভে দুই
পুত্র এবং সোৱেয়্যনগরে তাহার ঔরসে দুই পুত্র—এইভাবে তাহার চারিপুত্র

চত্তারো পদ্ভা অহেসং। তস্মিংকালে সোরেয়ানগরতো
 তস্মা সহায়কো সেট্ঠিপদ্ভো পণ্ণহি সকেটসতোহি
 তক্কসিলং গন্ডা সদ্ধথানকে নিসিন্নো নগরং পার্বিসি। অথ
 নং সা উপরিপাসাদতলে বাতপানং বিবরিহা অন্তরবীথিং
 ওলোকয়মানা ঠিতা দিম্বা সঞ্জানিহা দাসিং পেসেস্হা
 পক্কোসাপেহা মহাতলে নিসীদাপেহা মহত্তং সঙ্কারসম্মানং
 অকাসি। অথ নং সো আহ—‘ভদ্দে, ত্বং ইতো পদ্বে
 অম্হেহি ন দিট্ঠপদ্ভা, অথ চ পন নো মহত্তং সঙ্কারং
 করোসি, জানাসি ত্বং অম্হে’তি। ‘আম, সামি, জানামি,
 ননু তুম্হে সোরেয়ানগরবাসিনো’তি? ‘আম, ভদ্দে’
 তি। সা মাতাপিতুনণ ভরিয়ায় চ পদ্ভানণ অরোগভাবং
 পদ্চ্ছি। ইতরো ‘আম, ভদ্দে, অরোগা’তি বহা ‘জানাসি
 ত্বং এতে’তি আহ। ‘আম সামি, জানামি। তেসং একো

*

*

*

হইয়াছিল। সেই সময় সোরেয়ানগর হইতে তাহার বন্ধু শ্রেষ্ঠপুত্র পাঁচশত
 শকটমান লইয়া তক্ষশিলায় আসিয়া উত্তম্যানে উপবিষ্ট হইয়া নগরে প্রবেশ
 করিলেন। সেই নারী প্রাসাদতলে জানালা খুলিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া
 শ্রেষ্ঠপুত্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং দাসী পাঠাইয়া তাহাকে প্রাসাদা-
 ভাস্তরে ডাকিয়া পাঠাইল। তারপর প্রাসাদের হলঘরে তাহাকে বসাইয়া অনেক
 সৎকার-সম্মান করিল। তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভদ্রে,
 ইতিপূর্বে আমি তোমাকে দেখি নাই। অথচ তুমি আমার অনেক সেবা-
 যত্ন করিলে। তুমি কি আমাকে চেন?’ ‘হ্যাঁ, প্রভু, জানি। আপনারা
 সোরেয়ানগরবাসী তো?’

‘হ্যাঁ ভদ্রে।’

সে তখন তাহার মাতাপিতা, ভাৰ্ষা এবং পুত্রদ্বয়ের কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা
 করিল।

‘হ্যাঁ ভদ্রে, তাহারা ভাল আছে’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘তুমি কি
 তাহাদের চিন?’

পুত্রো অশ্বি, সো কহং, সামী'তি ? 'ভদ্দে, মা এতং
কথেষি, ময়ং তেন সন্ধিং একদিবসং সুখযানকে নিসীদিদ্বা
ন্থায়িতুং নিক্খন্তা নেবস্স গতিং জানাম, ইতো চিত্তো চ
বিচরিত্বা তং অদিম্বা মাতাপিতুনং আরোচয়িম্হা,
তেপিষ্স রোদিদ্বা কন্দিদ্বা পেতকিচ্চং করিংসু"তি । 'অহং
সো, সামী'তি । 'অপেহি, ভদ্দে, কিং কথেসি ময়ং
সহায়ো দেবকুমারো বিয় একো পুরিসো'তি ? 'হোতু,
সামি, অহং সো'তি । 'অথ ইদং কিং নামা'তি ? 'তং
দিবসং তে অয়্যো মহাকচ্চায়নথেরো দিট্ঠো'তি ? 'আম,
দিট্ঠো'তি । "অহং অয়্যং মহাকচ্চায়নথেরং ওলোকেস্বা,
'অহো বত অয়ং বা থেরো মম ভরিয়্যা ভবেয়্য, এতস্স বা
সরীরবল্লো বিয় মম ভরিয়্যায় সরীরবল্লো ভবেয়্যা'তি

*

*

*

'হ্যাঁ, প্রভু, চিনি । তাহাদের একটি ছেলে ছিল । সে এখন কোথায়,
প্রভু ?'

'ভদ্রে, আর বলিও না । আমি তাহার সহিত একদিন সুখযানে বসিয়া
স্নানের জন্য বহির্গত হইয়াছিলাম । হঠাৎ সে নিরুদ্দিষ্ট হইল । এদিক
সেদিক কোথাও না পাইয়া তাহার মাতাপিতাকে জানাইলাম । তাহারাও
রোদন করিয়া ক্রন্দন করিয়া তাহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়াছে ।'

'প্রভু, আমিই সেই ব্যক্তি ।'

'ভদ্রে, কি যা-তা বলিতেছ । আমার বন্ধু দেবকুমারের মত একজন
সুপুরুষ ।'

'হবে তাই, কিন্তু, আমিই সেই ব্যক্তি ।'

'কি তাহার প্রমাণ ?'

'সেদিন আর্ঘ মহাকচ্চায়ন স্থবিরকে দেখিয়াছিলেন কি ?'

'হ্যাঁ দেখিয়াছি ।'

'আমি তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম—এই স্থবির যদি
আমার ভাষা হইতেন অথবা আমার ভাষার গাত্রবর্ণ যদি তাঁহার গাত্রবর্ণের

চিন্তেসিং । চিন্তিতক্খণেয়েব মে পদুরিসলিঙ্গং অন্তরধায়ি,
ইথিলিঙ্গং পাতুভবি । অথাহং লজ্জমানা কস্মচি কিণ্ড
বত্ত্বং অসক্কুণিহ্বা ততো পলায়িত্বা ইধাগতা, সামী”তি ।

‘অহো বত তে ভারিয়ং কস্মং কতং, কস্মা ময়্হং
নাচিক্খি, অপিচ পন তে থেরো খমাপিতো”তি ? ‘ন
খমাপিতো, সামি । জানাসি পন ত্বং কহং থেরো”তি ?
‘ইমমেব নগরং উপনিহসায় বিহরতী”তি । “সচে পিণ্ডায়
চরন্তো ইধাগচ্ছেয়া, অহং মম অয়্যস্স ভিক্খাহারং দদেয়াং,
সামী”তি । ‘তেন হি সীঘং সন্ধারং করোহি, অম্হাকং
অয়্যং খমাপেহস্সামা”তি সো থেরস্স বসনট্ঠানং গন্ত্বা
বন্দিহ্বা একমন্তং নিসিন্নো, ‘ভন্তে, স্বে ময়্হং ভিক্খং
গংহথা”তি আহ । ‘নন্দ ত্বং, সেট্ঠিপদন্ত, আগন্তুকোসী’

*

*

*

ন্যায় হইত ! এইরূপ চিন্তা করা মাত্রই আমার পদরুশলিঙ্গ অন্তর্হিত হইল,
স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল । তারপর আমি লজ্জিত হইয়া কাহাকেও কিছু
বলিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়াছি ।’

‘অহো ! তুমি খুব অন্যায় কাজ করিয়াছ ! আমাকে তুমি বলিলে না
কেন ? তুমি কি স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ ?’

‘না প্রভু, ক্ষমা প্রার্থনা করি নাই । আপনি কি জানেন তিনি এখন
কোথায় আছেন ?’

‘শুনিয়াছি এই নগরেই তিনি আছেন ।’

‘প্রভু, যদি ভিক্ষার জন্য তিনি আসেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে
ভিক্ষাহার দিতে চাই ।’

‘তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি ব্যবস্থা কর । আমি স্থবিরকে বলিব তোমাকে
ক্ষমা করিতে ।’—এই বলিয়া তিনি স্থবিরের বাসস্থানে ষাইয়া তাঁহাকে বন্দনা
করিয়া একপাশে বসিয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, আগামীকাল আমার ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন ।’

‘হে শ্রেষ্ঠপদন্ত, তুমি তো এখানে আগন্তুক, নহে কি ?’

তি । ‘ভন্তে, গা অম্‌হাকং অগন্তুকভাবং পদুচ্ছথ, স্বে মে ভিক্‌খং গংহথা’তি । থেরো আধিবাসেসি, গেহেপি থেরস্স মহাসঙ্কারো পটিয়ন্তো । থেরো পদুনদিবসে তং গেহদ্বারং অগমাসি । অথ নং নিসীদাপেত্বা পণীতে-
নাহারেন পরিবিসিদ্ধা সেট্‌ঠিপদুত্তো তং ইথিং গহেত্বা থেরস্স পাদমূলে নিপজ্জাপেত্বা, ‘ভন্তে, ময়্‌হং সহায়িকায় খমথা’তি আহ । ‘কিমেত’ন্তি ? ‘অয়ং, ভন্তে, পদুবেব ময়্‌হং পিয়সহায়কো হদ্দা তুম্‌হে ওলোকেত্বা এবং নাম চিন্তেসি, অথস্স পদুরিসলিঙ্গং অন্তরধায়ি, ইথিলিঙ্গং পাতুভবি, খমথ, ভন্তে’তি । ‘তেন হি উট্‌ঠহথ, খমামি বো অহ’ন্তি । থেরেন ‘খমামী’তি বদন্তমন্তেয়েব ইথিলিঙ্গং অন্তরধায়ি, পদুরিসলিঙ্গং পাতুভবি ।

*

*

*

‘ভন্তে, আমাকে আগন্তুক বলিবেন না । আগামীকলা আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন ।’

স্ববির স্বীকার করিলেন । ঐ গৃহে স্ববিরের জন্য মহা সৎকারের ব্যবস্থা হইল । স্ববির পরের দিন সেই গৃহদ্বারে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রোষ্ঠিপুত্র তাঁহাকে বসাইয়া উৎকৃষ্ট আহার পরিবেশন করিয়া সেই স্ত্রীলোককে স্ববিরের পাদমূলে বসাইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমার সহায়িকাকে ক্ষমা করুন ।’

‘কেন. কি হইয়াছে ?’ [স্ববির জিজ্ঞাসা করিলেন] । ‘ভন্তে, পূর্বে এই ব্যক্তি আমার প্রিয় সহায়ক ছিল । একদিন আপনাকে দেখিয়া সে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদরুশলিঙ্গ অন্তর্হিত হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয় । ভন্তে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন ।’

‘তাহা হইলে উঠ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম ।’ স্ববির ‘ক্ষমা করিলাম’ বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রীলিঙ্গ অন্তর্হিত হইল । পদরুশলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল ।

পদ্রিসলিঙ্গে পাতুভূতমত্তেয়েব তং তক্ষসিলায় সেট্ঠিপদত্তো
 আহ—‘সম্ম সহায়ক, ইমে দ্বে দারকা তব কুচ্ছিয়াং বদুখন্তা
 মং পটিচ্চ নিম্বত্তত্তা উভিন্নম্পিনো পদত্তা এব, ইধেব
 বসিস্সাম, মা উক্কেণ্ঠী’তি । ‘সম্ম, অহং একেনত্তভাবেন
 পঠমং পদ্রিসো হুত্তা ইথিভাবেং পত্তা পদ্রন পদ্রিসো
 জাতোতি বিম্পকারম্পত্তো, পঠমং মং পটিচ্চ দ্বে পদত্তা
 নিম্বত্তা, ইদানি মে কুচ্ছিতো দ্বে পদত্তা নিক্খন্তা, স্বাহং
 একেনত্তভাবেন বিম্পকারম্পত্তো, পদ্রন ‘গেহে বসিস্সতী’
 তি সঞেং মা করি, অহং মম অয়্যস্স সন্তিকে
 পম্বজিস্সামি । ইমে দ্বে দারকা তব ভারতি, ইমেসদু মা
 পমজ্জী’তি বত্তা পদত্তে সীসে পরিচুম্বিত্তা পরিমজ্জিত্তা
 উরে নিপজ্জাপেত্তা পিতু নিয়াদেত্তা নিক্খমিত্তা থেরস্স
 সন্তিকে পম্বজ্জং যাচি । থেরোপি নং পম্বাজেত্তা উপসম্পা-

*

*

*

তাহার পদ্রদুর্ষলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হওয়া মাত্রই তক্ষসিলার শ্রেষ্ঠিপদ্র
 বলিলেন—‘সৌম্য সহায়ক, এই দুই পদ্র আমার ওরসে তোমার গর্ভে জন্ম
 লইয়াছে । অতএব ইহারা আমরা উভয়ের সন্তান । চল আমরা একসঙ্গেই
 থাকি । উৎকীর্ণিত হইও না ।’

‘সৌম্য, আমি একই জন্মে প্রথমে পদ্রদুর্ষ হইয়া পরে নারী হইয়াছি,
 পদ্রনরায় পদ্রদুর্ষ হইয়াছি । একই জন্মে অশুভ পরিবর্তন । প্রথমে আমার
 ওরসে দুই পদ্রের জন্ম হইয়াছে । আবার আমার গর্ভে দুই পদ্রের জন্ম
 হইয়াছে । কী বিচিত্র ! কাজেই আবার আমি গৃহে বাস করিব এই কথা
 মনেও আনিবেন না । আমি আর্য মহাক্ষায়নের নিকট প্রব্রজিত হইব ।
 এই দুই ছেলের দায়িত্ব আপনার । ইহাদের কষ্ট দিবেন না ।’—এই বলিয়া
 দুই পদ্রের মস্তক চুম্বন করিয়া আদর করিলেন । বদুকে জড়াইয়া ধরিলেন
 এবং পিতার নিকট তাহাদের প্রদান করিয়া নিষ্কান্ত হইয়া স্থবিরের নিকট
 প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন । স্থবিরও তাহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান

দেহা গহিহাব চারিকং চরমানো অনদ্পদ্বেন সার্বাথং
 অগমাসি । তস্স সোরেন্নাথেরোতি নামং অহোসি । জন-
 পদবাসিনো তং পবন্তিঃ ঐহা সত্ত্বাভিত্ত্বা কোতহলজাতা
 তং উপসঙ্কমিত্বা পদুচ্ছিংসু—‘এবং কির, ভন্তে’তি ? ‘আম,
 আবুসো’তি । ‘ভন্তে, এবরুপম্পি কারণং নাম হোতি’ ?
 ‘তুম্হাকং কুচ্ছিংসু কির হে পদ্বা নিব্বত্তা, তুম্হে পটিচ্চ
 হে জাতা, তেসং বো কতরেন্দু বলবাসিনেহো হোতী’তি ?
 ‘কুচ্ছিংসু বদুথকেসু, আবুসো’তি । আগতাগতা নিবন্ধং
 তথৈব পদুচ্ছিংসু ।

থেরো ‘কুচ্ছিংসু বদুথকেসু এব সিনেহো বলবা’তি
 পদনুপদনং কথেন্তো হরায়মানো একোব নিসীদতি, একোব
 তিট্ঠতি । সো এবং একত্তুপগতো অন্তভাবে থয়বয়ং

*

*

*

করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শ্রাবস্তীতে আসিয়া
 পৌঁছিলা । তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল ‘সোরেন্নাস্থবির’ । (শ্রাবস্তীয়)
 জনপদবাসীরা তাঁহার সব বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বিস্মিত এবং কোতুলী
 হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘ভন্তে, একথা কি সত্য ?’

‘হ্যাঁ, বন্ধুগণ’ ।

‘ভন্তে, ঘটনা দাঁড়াইতেছে আপনি দুই পুত্রের মাতা আবার দুই পুত্রের
 পিতা । তাদের মধ্যে কাহার প্রতি আপনার স্নেহ বেশী ?’

‘বন্ধুগণ যাহাদের গর্ভে ধারণ করিয়াছি, তাহাদের প্রতিই স্নেহ
 বেশী ।’

পরপর যাহারা আসিল তাহারা তাঁহাকে একই প্রশ্ন করিল এবং তিনি
 তাঁহাদের একই উত্তর দিয়াছেন—‘গর্ভে যাহাদের ধারণ করিয়াছি তাহাদের
 প্রতিই স্নেহ বেশী ।’ একই কথা বার বার বলিতে বলিতে উত্থিত হইয়া
 তিনি নিজেকে জনতা হইতে অপসৃত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজ নবাসী
 হইলেন । এইভাবে নিজনে নিজের জীবনের ক্ষয়-বায় পৰ্যবেক্ষণ করিতে

সমুট্টাপেত্তা সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপদুগি । অথ
নং আগতাগতা পুচ্ছন্তি—‘ভন্তে, এবং কির নাম অহোসী’
তি ? ‘কতরেসু সিনেহো বলবা’তি ? ‘ময়্হং কথচি
সিনেহো নাম নথী’ তি । ভিক্খু ‘অয়ং অভূতং কথেসি,
পুন্নিমদিবসেসু ‘কুচ্ছিয়ং বদুথপদুত্তেসু সিনেহো বলবা’ তি
বত্তা ইদানি ‘ময়্হং কথচি সিনেহো নথী’তি বদতি, অএঃঞং
ব্যাকরোতি, ভন্তে’তি আহংসু । সথা ‘ন, ভিক্খবে, মম
পদুত্তো অএঃঞং ব্যাকরোতি, মম পদুত্তস্স সম্মাপণিহিতেন
চিন্তেন মণ্ণস্স দিট্ঠকালতো পট্ঠায় ন কথচি সিনেহো
জাতো, যং সম্পত্তিং নেব মাতা, ন পিতা কাতুং সেক্কোতি,
তং ইমেসং সত্তানং অব্ভন্তরে পবত্তং সম্মাপণিহিতং চিন্তমেব
দেতী’তি বত্তা ইমং গাথমা—

*

*

*

করিতে একদিন প্রতিসম্ভিদা সহ অহত্তু প্রাপ্ত হইলেন । ইহার পরও লোক-
জনেরা তাঁহার কাছে আসিয়া একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—

‘ভন্তে, যাহা শুনিয়াছি তাহা কি ঠিক ?’

‘হ্যাঁ বন্ধুগণ ।’

‘কাহাদের প্রতি আপনার স্নেহ বেশী ?’

‘আমার কোথাও কাহারও প্রতি স্নেহ নাই ।’ ভিক্ষুগণ তখন নিজেদের
মধ্যে বলাবালি করিতে লাগিলেন—

‘এই ভিক্ষু মিথ্যা বলিতেছেন । ইতিপূর্বে সকল সময়ে বলিয়াছেন
তাঁহার গর্ভজাত পুত্রদের প্রতিই তাঁহার স্নেহ বেশী । এখন বলিতেছেন
যে তাঁহার কাহারও প্রতি কোন স্নেহ নাই । তিনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন ।’
শাস্তা তখন বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র মিথ্যা কথা বলিতেছে না । আমার পুত্রের
সম্যক্ পরিচালিত চিন্তের দ্বারা মার্গ দর্শন করার সময় হইতে আর কোথাও
কোন স্নেহ উৎপন্ন হয় নাই । যে সম্পত্তি মাতা-পিতা দিতে পারেন না,
তাহা এই সত্ত্বগণের অভ্যস্তরে প্রবর্তিত সম্যক্ পরিচালিত চিন্ত দিতে
পারে ।’—এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ন তং মাতা পিতা করিয়া, অএৎঞে বাপি চ ণাতকা ।

সম্মাপর্ণিহিতং চিত্তং, সেয়্যসো নং ততো করে’তি ॥ ৪৩

তথ ‘ন তন্তি’ তং কারণং নেব মাতা করেয়্য, ন পিতা, ন অএৎঞে ণাতকা । ‘সম্মাপর্ণিহিতন্তি’ দসসু কুসলকম্ম-পথেসু সম্মা ঠপিতং । ‘সেয়্যসো নং ততো করেতি’ ততো কারণতো সেয়্যসো নং বরতরং উত্তরিতরং করেয়্য, করো-তীতি অথো । মাতাপিতরো হি পদুত্তানং ধনং দদমানা একস্মিংয়েব অন্তভাবে কম্মং অকত্তা সুখেন জীবিককম্পনং ধনং দাতুং সঙ্কোন্তি । বিসাখায় মাতাপিতরোপি তাব মহদ্ধনা মহাভোগা, তস্মা একস্মিংয়েব অন্তভাবে সুখেন জীবিককম্পনং ধনং অদংসু । চতুসু পন দীপেসু চক্রবর্তিসরিং দাতুং সমথা মাতাপিতরোপি নাম পদুত্তানং নথি, পগেব দিব্বসম্পত্তিং বা পঠমজ্জানাদিসম্পত্তিং বা,

*

*

*

‘সম্যক্ পরিচালিত (দশ কুশল কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ) চিত্ত মনুষ্যের ষেরূপ উপকার করে, মাতা-পিতা কিংবা অন্য কোন আত্মীয়ই সেরূপ করিতে পারেন না ।’—ধম্মপদ, শ্লোক ৪৩ ।

তথায় ‘সেরূপ পারেন না’, সেই হেতু বা কারণ মাতা-পিতাও করিতে পারেন না, অন্যান্য জ্ঞাতিগণও (করিতে পারেন না) । ‘সম্যক্ পরিচালিত’, দশ কুশল কর্মপথে সম্যক্ভাবে স্থাপিত চিত্ত ‘তাহার আরও বেশী উপকার করে’ সেই কারণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠতর উত্তরিতর উপকার তাহার করে । মাতাপিতা পুত্রকন্যাদের এক জন্মে কাজ না করিয়া সুখে জীবন যাপনের মত ধন দিতে পারেন । বিশাখায় মাতাপিতাও মহাধনী ও মহাভোগশালী ছিলেন । তাঁহারা বিশাখাকে একজন্মে সুখে জীবন যাপনের মত ধন দিয়াছিলেন । পুত্রদের চারি মহাঋণ সমন্বিত পৃথিবীতে চক্রবর্তী রাজ্যপ্রী দিতে মাতাপিতা অক্ষম, দিব্যসম্পত্তি বা প্রথম-

লোকুত্তরসম্পত্তিদানে কথাব নথি, সম্মাপর্ণিহিতং পনচিহ্নং
সব্বম্পেতং সম্পত্তিং দাতুং সঙ্কোতি । তেন বদন্তং 'সেয়াসো
নং ততো করে'তি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদানি পত্তা । দেসনা
মহাজনস্স সাথিকা জাতাতি ।

সোরেয়াথেরবথু নবমং ।

চিহ্নবর্ণবর্ণনা নিট্ঠিতা ।

তাতয়ো বণ্ণো ।

*

*

*

ধ্যানাদিসম্পত্তি বা লোকোত্তর সম্পত্তিদানের কথাই বা কি ! কিন্তু সম্যক্
পরিচালিত চিত্ত মনুষ্যকে এই সকল সম্পত্তি প্রদানে সক্ষম । তাই বলা
হইয়াছে—‘তাহার অনেক বেশী উপকার করে ।’

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি ইত্যাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
এই ধর্মদেশনা মহাজনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল ।

। সোরেয়াস্ববিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

চিত্তবর্ণ বর্ণনা সমাপ্ত

॥ তৃতীয় বর্ণ ॥

৪ । গুণ্ণবগ্গো

পৃথিবীকথাপ্রসূতপঞ্চশতভিক্ষুবন্ধ । ১

‘কো ইমং পৃথবিং বিচেস্সতী তি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা
সাবাথিয়ং বিহরন্তো পৃথিবীকথাপ্রসূতে পঞ্চসতে ভিক্ষু
আরব্ধ কথেসি ।

তে কির ভগবতা সন্ধিং জনপদচারিকং চরিত্ত্বা জেতবনং
আগন্ত্বা সায়হসময়ে উপট্ঠানসালায়ং সন্নিসিন্ধা অন্তনো
গতগতট্ঠানেসু ‘অসুদকগামতো অসুদকগামগমনট্ঠানে সমং
বিসমং কন্দমবহুলং সন্ধুখরবহুলং কালমত্তিকং তম্বমত্তিকং’
তি পৃথিবীকথং কথেসুং । সথা আগন্ত্বা ‘কায় নুত্থ
ভিক্ষুবে এতরহি কথায় সন্নিসিন্ধা’ তি পদুচ্ছিত্ত্বা ‘ভস্কে

*

*

*

৪ । গুণ্ণবগ্গ

পৃথিবীকথাপ্রসূতপঞ্চশতভিক্ষুর উপাখ্যান । ১ ।

‘কে এই পৃথিবী জয় করিবে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা শ্রাবস্তীভে
অবস্থানকালে পৃথিবী (= আলোচ্যস্থলে ভূমির) কথাপ্রসূত পাঁচশত ভিক্ষুদের
উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাহারা (সেই ভিক্ষুগণ) নারিক ভগবানের সঙ্গে জনপদচারিকায় বিচরণ
করিয়া জেতবনে আসিয়া সায়াহকালে সভাগৃহে একত্রিত হইয়া যে সকল
স্থানে গিয়াছেন সকল স্থানের ভূমির লইয়া আলোচনা সুরু করিলেন—
‘ঐ গ্রাম হইতে ঐ গ্রামে যাইবার পথে রাস্তা কোথাও সমান, কোথাও অসমান,
কোথাও বেশী কাদা, কোথাও বেশী কাঁকর, কোথাও কালমাটি, কোথাও বা
তামাটে মাটি ।’ ইত্যাদি । শাস্ত্রা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি
বিষয় লইয়া আলোচনায় বসিয়াছ’ জিজ্ঞাসা করিলে ‘ভস্কে, আমাদের

অম্‌হেতি বিচরিতট্ঠানে পঠবিকথায়া' তি বদন্তে 'ভিক্ষবে
এসা বাহিরপঠবী নাম, তুম্‌হেহি অস্বাত্তিকপঠবিস্সং
পরিবস্সং কাতুং বট্টতী'তি বহ্বা ইমা স্বে গাথা অভাসি—

“কো ইমং পঠবিং বিচেস্সতি

যমলোকং ইমং সদেবকং ।

কো ধম্মপদং সুদেসিতং

কুসলো পদ্পফমিব পচেস্সতি ॥ ৪৪ ॥

সেথো পঠবিং বিচেস্সতি

যমলোকং ইমং সদেবকং ।

সো ধম্মপদং সুদেসিতং

কুসলো পদ্পফমিব পচেস্সতী'তি ॥ ৪৫ ॥

তথ 'কো ইমং' তি কো ইমং অন্তভাবসংখ্যাতং পঠবিং ।

'বিচেস্সতী'তি অন্তনো এগাণেন বিচিনিস্সতি পটিবি-
জ্জ্বাস্সতি, সচ্ছিকরিস্সতীতি অথো । 'যমলোকং'তি

*

*

*

বিচরণ স্থানের ভূস্তর লইয়া আলোচনা করিতেছি ।' ইহা শুনিয়া শাস্ত্রা
'হে ভিক্ষুগণ, বাহিরের ভূস্তর লইয়া আলোচনায় লাভ কি ? অভ্যস্তরের
ভূস্তরে কাজ করিতে হইবে ।' এই বলিয়া দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

'কে এই পৃথিবীকে বিশেষভাবে জানিবে এবং যমলোক ও দেবলোক
বিশেষভাবে জানিবে ? নিপদুণ মালাকারের পদ্প নিবাচনের ন্যায় কে
সুদেশিত ধর্মের পথ (ধর্মপদ) অবগত হইবে ?'—ধর্মপদ, শ্লোক ৪৪ ।

'শৈক্ষ্য (অর্থাৎ সপ্ত আষ'শ্রাবক) এই যমলোক ও দেবলোক সহ
পৃথিবীকে বিশেষভাবে জানিবেন । নিপদুণ মালাকারের পদ্প নিবাচনের ন্যায়
শৈক্ষ্য সুদেশিত ধর্মের পথ (ধর্মপদ, ধর্মের বাক্য) অবগত হইবেন ।'—

ধর্মপদ, শ্লোক, ৪৫ ।

তথায় 'কে এই' অর্থাৎ কে এই জীবন নামক পৃথিবীকে । 'বিশেষভাবে
জানিবে' নিজের জ্ঞানের দ্বারা জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, প্রতিবিদ্ধ
করিবে, উপলব্ধি করিবে—এই অর্থ । 'যমলোককে' চতুর্বিধ অপায়

চতুর্বিধং অপায়লোকণ । ‘ইমং সদেবকং’তি ইমং মনুস্স-
লোকণ দেবলোকেন সন্ধিং কো বিচেস্সতি বিচিনিস্সতি
বিজানিস্সতি পটিবিজ্ঞাস্সতি সচ্ছিকরিস্সতীতি
পদুচ্ছি । ‘কো ধম্মপদং সুদেসিতং’ তি যথাসভাবতো
কথিতত্তা সুদেসিতং সত্ততিংসবোধিপক্খিয়ধম্মসংখাতং
ধম্মপদং ‘কুসলো’ মালাকারো ‘পদ্প্ফং’ বিচিনন্তো বিয়
‘কো পচেস্সতি’ বিচিনিস্সতি বিজানিস্সতি উপপরি-
ক্খিস্সতি পটিবিজ্ঞাস্সতি সচ্ছিকরিস্সতী তি
অথো । ‘সেথো’ তি অধিসীলসিক্খা অধিচিত্তসিক্খা
অধিপঞ্ণাসিক্খা তি ইমা তিস্সো সিক্খা
সিক্খনতো সোতাপত্তিমগ্গট্ঠং আদিং কহ্মা যাব
অরহত্তমগ্গট্ঠা সত্তবিধো সেথো ইমং অন্তভাবসংখাতং
পঠবিং অরহত্তমগ্গেন ততো ছন্দরাগং অপকড়ন্তো
বিচেস্সতি বিচিনিস্সতি বিজানিস্সতি পটিবিজ্ঞাস্স-
সতি সচ্ছিকরিস্সতি । ‘যমলোকণা’ তি তং যথাবদুত্তপ-

*

*

*

লোককে । ‘দেবলোক সহ ইহাকে’ দেবলোক সহ এই মনুষ্যালোককে কে
জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, প্রতিবিদ্ধ করিবে, উপলব্ধি করিবে ?—ইহাই
জিজ্ঞাসা । ‘কে সুদেশিত ধম্মপদকে’ যথাসভাববশে বলা হইয়াছে বলিয়া
‘সুদেশিত’ । সপ্তত্রিংশ বোধিপাক্কিয়ধম্মমূলক ধম্মপদকে কুশলী মালাকার
ষেমন (পদ্পরাশি হইয়া) পদ্প চয়ন করে তদ্রূপ চয়ন করিবে, জানিবে,
বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবে এবং জয় করিবে । কে করিবে ? ‘শৈক্ষ্য
ব্যক্তি’—অধিশীলশিক্ষা, অধিচিত্তশিক্ষা এবং অধিপজ্জা শিক্ষা—এই তিন
প্রকার শিক্ষার দ্বারা স্তোতাপত্তিমার্গস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অহত্ত্ব-
মার্গস্থ পর্য্যন্ত এই সপ্তবিধ ব্যক্তিকেই শৈক্ষ্য বলা হয় । ঈদৃশ শৈক্ষ্য ব্যক্তি
অহত্ত্বমার্গের দ্বারা ছন্দরাগ দূরীভূত করিয়া এই ব্যক্তিরূপ পৃথিবীকে
জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে, উপলব্ধি করিবে । (শৃদ্ধ তাহাই নহে)

কারং যমলোকঃ ইমং মনুস্সলোকঃ সহ দেবোহি স দেবকং
 স্বেব বিচেস্সতি বিচিনিস্সতি বিজানিস্সতি পটিবি-
 জ্বিস্সতি সচ্ছিকরিস্সতি । 'সেথো' তি স্বেব সত্তবিধো
 সেথো । যথা নাম কুসলো মালাকারো পুপ্পারামং
 পবিসিহ্বা তরুণমকুলানি চ পাণকবিদ্ধানি চ মিলাতানি চ
 গণ্ঠিকজাতানি চ পুপ্পানি বজ্জেক্সা সোভনানি সুজাতসু-
 জাতানেব পুপ্পানি বিচিনাতি, এবমেব ইমং সুকথিতং
 সুনিদিদট্ঠং বোধিপক্কিয়ধম্মপদম্পি পঞ্ণায়
 পচেস্সতি বিচিনিস্সতি উপপারিক্কিস্সতি পটিবি-
 জ্বিস্সতি সচ্ছিকরিস্সতীতি সথা সয়মেব পঞ্ণং
 বিস্সজ্জেসি ।

দেসনাবসানে পঞ্চসতাপি ভিক্ষু সহ পটিসম্ভিদাহি
 অরহত্তং পাপুণিংসু, সম্পত্তপরিসায়পি সাথিকা ধম্ম-
 দেসনা অহোসীতি ।

॥ পৃথিবীকথাপ্রসূতপঞ্চশতভিক্ষুর উপাখ্যান পঠমং ॥

*

*

*

যমলোক, দেবলোক সহ মনুষ্যলোকে সে জানিবে, বিশেষভাবে জানিবে,
 এবং উপলব্ধি করিবে । 'শৈক্ষ্য' (দ্বিতীয় শ্লোকে) অর্থাৎ সেই সপ্তবিধ
 শৈক্ষ্য । যেমন কুশলী মালাকার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তরুণ মকুল-
 যুক্ত বা কীটদল বা বিবর্ণ বা কণ্টকযুক্ত পুষ্প বর্জন করিয়া শোভন সুন্দর
 সুন্দর পুষ্প চয়ন করে তদ্রূপ 'শৈক্ষ্য' সুকথিত, সুনির্দিষ্ট বোধিপক্ষিয়
 ধর্মপদও প্রজ্ঞার দ্বারা চয়ন করে, পরীক্ষা করে, উপলব্ধি করে ইত্যাদি দ্বারা
 শাস্তা স্বয়ং প্রশ্নের (অর্থাৎ ৪৪ নং শ্লোকস্থ প্রশ্নের) উত্তর দিয়াছেন ।

দেশনাবসানে পঞ্চ ভিক্ষু প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন ।
 পরিষদে উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। পৃথিবী কথাপ্রসূত পঞ্চশতভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

মরীচিকস্মট্টানিকথেরবন্ধ । ২

‘ফেণ্দুপমং’ তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সাবাথিয়ং বিহরন্তো
অএৎএতরং মরীচিকস্মট্টানিকং ভিক্খুং আরব্ভ কথেসি ।
সো কির ভিক্খু সথু সন্তিকে কস্মট্টানং গহেত্বা ‘সমণ-
ধম্মং করিস্সামী’তি অরএৎএং পবিসিহ্বা ঘটেহ্বা বায়মিহ্বা
অরহত্তং পত্তুং অসক্কন্তো ‘বিসেসেহ্বা কস্মট্টানং কথা-
পেস্সামী’তি সথু সন্তিকং আগচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে
মরীচিং দিম্বা ‘যথা অয়ং গিম্হসময়ে উঠ্ঠিতা মরীচি
দূরে ঠিতানং রূপগতা বিয় পএৎএয়াতি, সন্তিকং আগ-
চ্ছন্তানং নেব পএৎএয়াতি, অয়ং অন্তভাবো পি উৎপাদ-
বয়ট্টেন এবরূপো’তি মরীচিকস্মট্টানং ভাবেন্তো আগন্ত্বা
মগ্গকিলন্তো অচিরবতিয়ং ন্হায়িহ্বা একস্মিং চন্ডসোত-
তীরে রুদ্ধচ্ছায়ায় নিসিনো উদকবেগাভিহতেন উট্ঠিহ্বা

*

*

*

মরীচিকা-কর্মস্থানিক স্থবিরের উগাখ্যান । ২ ।

‘ফেণার ন্যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে জনৈক
মরীচিকা-কর্মস্থানিক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু নাকি শাস্তার নিকট হইতে ‘কর্মস্থান’ লইয়া ‘শ্রমণধর্ম করিব’
বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও অহঁত্ব লাভ
করিতে না পারিয়া ‘শাস্তার নিকট যাইয়া আমার উপযুক্ত কর্মস্থান যাচঁঞা
করিব’ বলিয়া আসিবার সময় মাঝপথে মরীচিকা দেখিয়া ‘যেমন গ্রীষ্মকালে
উষ্ণিত মরীচিকাকে দূরে স্থিত কোন রূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, নিকটে
আসিলে আর থাকে না, এই জীবনও তদ্রূপ উৎপাদ-ক্ষয়ধর্মী ।’ এইভাবে
মরীচিকা কর্মস্থান চিন্তা করিতে করিতে আসিয়া পথক্রান্ত হইয়া অচিরবতী
নদীতে স্নান করিয়া কোন এক জলপ্রপাতের নিকট বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া
জলবেগের অভিঘাতের দ্বারা উষ্ণিত বড় বড় বৃদ্ধবৃদ্ধ (= ফেণাপিণ্ড)

মহন্তে মহন্তে ফের্ণাপিণ্ডে ভিজ্জমাণে দিম্বা অয়ং অন্ত-
ভাবোপি উম্পজ্জিত্বা ভিজ্জনট্টেন এবরূপে য়েবাতি
আরম্মণং অগ্গহেসি । সথা গন্ধকুটিয়ং ঠিতো'ব তং
থেরং দিম্বা—‘এবমেব ভিক্খু এবরূপোবায়ং অন্তভাবো
ফের্ণাপিণ্ডো বিয় মরীচি বিয় উম্পজ্জনভিজ্জনসভাবো য়েবা’
তি বস্বা ইমং গাথমাহ—

‘ফেণ্দপমং কায়মিমং বিদিত্বা

মরীচিধম্মং অভিসম্বুদ্বানো ।

ছেত্বান মারস্স পপ্পফকানি

অদস্সনং মচ্ছুরাজস্স গচ্ছে’তি । ৪৬ ।

তথ ‘ফেণ্দপমং’ তি ইমং কেসাদিসম্মহসংখাতং কায়ং অবল-
দুস্বলট্টেন অনন্ধানিয়তাবকালিকট্টেন ফের্ণাপিণ্ডসরি-
ক্খকো তি বিদিত্বা । ‘মরীচিধম্মং’ তি যথা মরীচি
দূরে ঠিতানং রূপগতা বিয় গয়্হরূপগা বিয় হোতি,
সন্তিকে উপগচ্ছন্তানং রিত্তা তুচ্ছা অগয়্হরূপগা সম্পজ্জতি

*

*

*

মুহূর্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এই বলিয়া আলম্বন গ্রহণ
করিলেন যে ‘এই জীবনও তদ্রূপ উৎপত্তি-বিলয়ধর্মী’ ! শাস্তা গন্ধকুটিতে
অবস্থান করিয়াই স্থবিরকে দেখিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষু ঠিক এইরূপই । এই
শরীরও ঠিক এই ফের্ণাপিণ্ডের ন্যায়, মরীচিকার ন্যায় উৎপত্তি-বিলয়ধর্মী’
এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি এই শরীরকে ফের্ণাপিণ্ডের ন্যায় (ক্ষণবিধবৎসী) এবং মরীচিকার
ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বুদ্ধিতে পারেন, তিনি মারের পদ্পশর ছিন্ন করিয়া
(ত্রিভূমিক আশ্রমার্গের দ্বারা ছিন্ন করিয়া) মৃত্যুরাজের দর্শন বহির্ভূত হন
(অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করেন) ।’ ধম্মপদ, শ্লোক ৪৬ ॥

তথায় ‘ফেণার ন্যায়’ ইত্যাদি । এই কেসাদিসম্মহযুক্ত কায়কে অবল-
দুর্বল অর্থে অসংলগ্ন নিয়ত অবকালিক অর্থে ফের্ণাপিণ্ড সদৃশ জানিয়া ।
‘মরীচিকাধর্মযুক্ত’ যেমন মরীচিকা দূরে স্থিত থাকিলে কোন রূপ বলিয়া
প্রতিভাত হয়, নিকটে আসিলে রিক্ত তুচ্ছ এবং মিথ্যা বলিয়া জানা যায় ।

এবমেব খণিকইত্তরপচ্ছদপট্টানট্টেন অয়ং কায়ো পি
মরীচিধম্মো তি ‘অভিসম্বদধানো’ বদ্বন্তো, জানন্তো তি
অথো । ‘মারস্‌স পপদপুফকানী’তি মারস্‌স ‘পপদপুফ-
সংখাতানি তেভুমকানি বট্টানি অরিয়মগ্গেন ছিন্দিহা
খীণাসবো ভিক্‌খু মচ্ছরাজস্‌স অদস্‌সনং অবিসয়ং
অমতমহানিব্বানং গচ্ছেয়্যা’তি ।

গাথাপরিয়োসানে থেরো সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পত্তা
সথু সুবল্লবল্লং সরীরং থোমেন্তো বগ্গেন্তো বদন্তো’ব
আগতো তি ।

॥ মরীচিকম্মট্টানিকথেরবথু দদতিয়ং ॥

*

*

*

তদ্রূপ এই কায়ও ক্ষণিক-উৎপত্তি বিলয়ধর্মী বলিয়া মরীচিকাধর্মযুক্ত ।
‘বদ্বিতে পারিয়া’ জানিয়া । ‘মারের পদ্পশর’ মারের পদ্পশর নামক
প্রভূমিক বস্তুকে আয়মাগের দ্বারা ছিন্ন করিয়া ক্ষীণাস্রব (= অহং) ভিক্ষু
মৃত্যুরাজের অগোচরে অমৃতরূপ মহানিবাণ লাভ করেন ।

গাথাবসানে স্থবির প্রতিসম্ভিদা সহ অহং লাভ করিয়া শাস্তার সুবর্ণবর্ণ
শরীরের স্তুতি করিতে করিতে এবং শাস্তাকে বন্দনা করিতে করিতে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ।

। মরীচিকা কর্মস্থানিক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



বিড়ুড়ভবখ ১ ৩

‘পদ্প্ফানি হেব পচিনন্তং’ তি ইমং ধম্মদেসনং সথা
সাবাথিয়ং বিহরন্তো সপারিসং মহোঘেন অঙ্খোথরিহা
মারিতং বিড়ুড়ভং আরব্ভ কথেসি ।

তত্রায়ং অনুপদ্বব্বিকথা—সাবাথিয়ং হি মহাকোসলরঞ্ণো
পুত্তো পসেনাদিকুমারো নাম, বেসালিয়ং লিচ্ছবিরঞ্ণো
পুত্তো লিচ্ছবিকুমারো মহালি নাম, কুসিনারায়ং মল্লরাজ-
পুত্তো বন্ধুলো নামা তি ইমা তয়ো দিসাপামোক্খস্সা-
চরিয়স্স সন্তিকে সিম্পদুগ্গহনথং তক্কসিলং গন্ত্বা বহি-
নগরে সালায় সমাগতা অঞ্ণমঞ্ণস্স আগতকারণণ
কুলণ্ড নামণ পদুচ্ছিত্তা সহায়কা হুত্বা একতো’ব আচারিয়ং
উপসঙ্কমিত্তা সিম্পং সিক্খতা ন চিরস্সেব উগ্গাহিত-
সিম্পা আচারিয়ং আপদুচ্ছিত্তা একতো’ব নিক্খমিত্তা

*

*

*

বিড়ুড়ভের উপাখ্যান ১ ৩ ।

‘পদ্প্চয়নকারীর মত’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে
কিভাবে বিড়ুড়ভ সপার্বদ্ মহা স্রোতের দ্বারা নিমজ্জিত হইয়া ধংসপ্রাপ্ত
হইয়াছিলেন সেই বিষয় উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তথায় ইহাই আনুপদ্বিক কথা । শ্রাবস্তীতে মহাকোশলরাজের পুত্র
ছিল পসেনাদি কুমার । বৈশালীতে লিচ্ছবিরাজার পুত্র ছিল লিচ্ছবিকুমার
মহালি । কুশীনগরে মল্লরাজের পুত্র ছিল বন্ধুল । তাহারা তিনজনই
বিখ্যাত আচার্যের নিকট বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণের জন্য তক্ষশিলায় যাইয়া
নগরের বাহিরে শালায় সমুপস্থিত হইয়া পরস্পরের আগমনের কারণ,
কুলবংশ, নামাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরস্পরের বন্ধু হইল এবং একত্রেই
আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতে অচিরেই শিক্ষা
সমাপ্ত করিয়া আচার্যের অনুমতি লইয়া একত্রেই নিষ্কান্ত হইয়া নিজ নিজ

সকসকট্টানানি অগমংসু। তেসু পসেনাদিকুমারো পিতু
 সিম্পং দস্সেস্হা পসেন্নে পিতরা রজ্জ্জ অভিসিস্তো।
 মহালিকুমারো লিচ্ছবীনং সিম্পং দস্সেস্হেত্তো মহন্তেন উস্-
 সাহেন দস্সেসিস, তস্স অক্খীনি ভিষ্টিজ্জা অগমংসু।
 লিচ্ছবিরাজানো—‘অহো বত অম্হাকং আচারিয়ো অক্খি-
 বিনাসং পত্তো, ন নং পরিচ্ছাজিস্সাম, উপট্টহিস্সাম
 নং’ তি তস্স সতসহস্সট্টানকং একং দ্বারং অদংসু।
 সো তং নিস্সায় পণ্ডসতে লিচ্ছবিরাজপুত্তে সিম্পং
 সিক্খাপেত্তো বসি। বন্ধুলকুমারো সট্ঠিং সট্ঠিং
 বেল্ল গহেস্হা মজ্জ্জ অয়সলাকং পক্খাপিত্তা সট্ঠিকলাপে
 উস্সাপেত্তা ঠপিতে মল্লরাজকুলেহি ‘ইমে কম্পেতু’তি
 বদন্তো অসীতিহত্থং আকাসং উল্লিষ্ণিত্তা অসিনা কম্পেত্তো
 অগমাসি। সো ওসানকলাপে অয়সলাকায় ‘কিরী’তি
 সন্দং সুত্তা—‘কিং এতং’ তি পদ্বিচ্ছিত্তা সর্ব্বকলাপেসু

*

*

*

দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে পসেনাদি কুমার পিতাকে নিজ শিক্ষানৈপুণ্য
 দেখাইল। পিতা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহালি-
 কুমার লিচ্ছবীদের নিকট মহা উৎসাহেই নিজ শিক্ষানৈপুণ্য দেখাইল। কিন্তু
 তাহার চক্ষু বিনষ্ট হইল। তখন লিচ্ছবিকুমারগণ চিন্তা করিল—

‘অহো! আমাদের আচার্যের চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে
 ত্যাগ করিব না। তাঁহার সেবা করিব।’ এই ভাবিয়া তাঁহাকে শতসহস্র
 মূল্যের একটি দ্বার দিল। তিনি ঐ দ্বারের নিকট থাকিয়া পাঁচশত লিচ্ছবি-
 কুমারকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। [এদিকে বন্ধুলকুমারকে
 পরীক্ষা বা প্রতাড়িত করার অভিপ্রায়ে মল্লরাজকুমারগণ একটি উপায় উদ্ভাবন
 করিলেন] তাঁহারা ষাট্ ষাট্টি বংশদণ্ডের একটি একটি গদ্বুচ্ছ করিয়া তাহার
 অভ্যন্তরে একটি লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এইভাবে ষাট্টি
 গদ্বুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া বন্ধুলকে বলিলেন—‘এইগদ্বুলিকে
 একত্রে কত’ন করুন।’ বন্ধুল অশীতিহস্ত পরিমিত শূন্যে লক্ষ প্রদান
 করিয়া ষাট্টি গদ্বুচ্ছকে একত্রে কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শেষেরটি ছিন্ন
 করিবার সময় ‘কিরি’ শব্দ হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ব্যাপার কি?’

অয়সলাকানং ঠপিতভাবং ঞ্জা অসিং ছড্‌ডেজ্জা রোদমানো
—‘ময়্‌হং এত্তকেসদ্‌ ঞ্জাতিসদ্‌হজ্জেসদ্‌ একোপি সসিনেহো
হদ্‌জ্জা ইমং কারণং নাচিক্খি । সচে হি অহং জানেয্যং
অয়সলাকায় সদ্‌দং অনদ্‌ট্‌ঠাপেত্তো’ব ছিন্দেয্যং’ তি বজ্জা
‘সবেবপিমে মারেজ্জা রজ্জং করেয্যং’তি মাতাপিতদ্বং
কথেসি । তেহি ‘পবেণিরজ্জং নাম তাত ইদং ন লভ্ভা এবং
কাতুং’তি নানপ্পকায়েন বারিতো, ‘তেন হি মম সহায়কস্স
সন্তিকং গমিস্সামী’তি সাবখিং অগমাসি ।

পসেনদি কোসলো রাজ্জা তস্সাগমনং সদ্‌জ্জা পচ্চদুগ্গগন্ধা
মহন্তেন সন্ধারেন তং নগরং পবেসেজ্জা সেনাপতিট্‌ঠানে
ঠপেসি । সো মাতাপিতরো পক্কোসাপেজ্জা তথৈব বাসং
কম্পেসি । অথেকদিবসং রাজ্জা উপরিপাসাদে ঠিতো

*

*

*

জানিতে পারিলেন যে প্রত্যেকটি বংশগুচ্ছের অভ্যন্তরে লোহার শলাকা দেওয়া
ছিল । তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া
বলিলেন—‘আমার এত জ্ঞাতিসদৃশ্য থাকিতেও কেহই আমাকে বলিল না যে
বংশগুচ্ছাভ্যন্তরে শলাকা আছে । জানিলে এমন করিয়া ছেদন করিতাম যে
কোন শব্দই হইত না । তিনি তখন মাতাপিতাকে বলিলেন : ‘ইহাদের
সকলকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিব’ । মাতাপিতা এই বলিয়া নানাভাবে
তাহাকে বারণ করিলেন—‘বৎস, পিতাপুত্রের উত্তরাধিকারসূত্রে যে রাজত্ব
পাওয়া যায় তাহাতে তুমি সকলকে হত্যা করিলেও রাজত্ব পাইবে না ।’
তখন তিনি বলিলেন—‘তাহা হইলে আমি আমার বন্ধুর নিকট চলিয়া যাইব’
—বলিয়া শ্রাবশ্চীতে চলিয়া গেলেন ।

রাজা পসেনদি কোশল তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়া প্রত্যাগমন
করিয়া মহাসৎকারের সহিত তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করাইয়া ‘সেনাপতিস্থানে’
অধিষ্ঠিত করিলেন । তিনি মাতাপিতাকেও ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গেই
রাখিলেন । একদিন রাজা উপরিপ্রাসাদে স্থিত হইয়া পশ্চিমধ্যে দৃষ্টি

অন্তরবীথিং ওলোকয়মানো ‘অনাত্থাপিণ্ডিকস্স চুল্লঅনাত্থ-
পিণ্ডিকস্স বিসাত্থায় সুদ্পবাসায়্যা’তি এতেনং গেহে নিচ্চং
ভত্ত্বিকচ্চথায় গচ্ছন্তে অনেকসহস্সে ভিক্কু দিম্বা—
‘কহং অয়্যা গচ্ছন্তী’তি পদ্বিচ্ছিত্তা ‘দেব, অনাত্থাপিণ্ডিকস্স
গেহে নিচ্চভত্তসলাকভত্তগিলানভত্তাদীনং অথায় দেবসিকং
দে ভিক্কুসহস্সানি গচ্ছন্তি, চুল্লঅনাত্থাপিণ্ডিকস্স গেহে
পণ্ডসতানি, তথা বিসাত্থায় তথা সুদ্পবাসায়্যা’তি বদন্তে,
সয়্যপি ভিক্কুসঙ্ঘং উপট্টহিতুকামো বিহারং গন্ত্বা
ভিক্কুসহস্সেন সন্ধিং সথারং নিমন্তেত্বা সত্তাহং সহত্থা
দানং দত্ত্বা সত্তমে দিবসে সথারং বন্দিত্বা—‘ভন্তে, পণ্ডিহি মে
ভিক্কুসত্তেহি সন্ধিং নিবন্ধং ভিক্কং গণ্হত্থা’তি আহ।
‘মহারাজ, বদ্বন্ধা নাম একট্টানে নিবন্ধং ভিক্কং ন গণ্হন্তি
বহু জনা বদ্বন্ধানং আগমনং পচ্চসিস্সন্তী’তি। ‘তেন হি

*

*

*

নিপতিত করিয়া ‘অনাত্থাপিণ্ডিকের, ছোট অনাত্থাপিণ্ডিকের, বিশাখার এবং
সুদ্পবাসার’ ইত্যাদির গৃহে নিত্যই আহারের জন্য অনেক সহস্র ভিক্ষুদের
যাইতে দেখিয়া—‘আৰ্ঘ্ ভিক্ষুগণ কোথায় যাইতেছেন?’ জিজ্ঞাসা করিয়া
‘মহারাজ, অনাত্থাপিণ্ডিকের গৃহে নিত্যভক্ত, শলাক ভক্ত এবং রোগীর পথ্য
ইত্যাদির জন্য প্রত্যহ দুই হাজার ভিক্ষু গমন করেন। ছোট অনাত্থ-
পিণ্ডিকের গৃহে পাঁচশত, তদ্রূপ বিশাখা এবং সুদ্পবাসার গৃহে।’ ইহা উক্ত
হইলে স্বয়ং ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করিবার অভিপ্রায়ে বিহারে যাইয়া ভিক্ষু
সহস্রের সহিত শাস্ত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া স্বহস্তে দান দিয়া
সপ্তম দিবসে শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত প্রত্যহ আমার গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ
করুন।’

‘মহারাজ, বদ্বন্ধগণ এক স্থানে নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, কারণ বহু
লোকেরা বদ্বন্ধগণের আগমন প্রত্যাশা করেন।’

একং ভিক্খুং নিবন্ধং পেসেথা'তি আহ। সথা আনন্দ-
 থেরস্‌স্‌ ভারং অকাসি। রাজা ভিক্খুসঙ্ঘে আগতে
 পত্তং গহেত্বা 'ইমে নাম পরিবিসন্তু'তি অবিচারেত্বা'ব
 সত্তাহং সময়মেব পরিবিসিত্বা অট্টমে দিবসে বিক্খিত্তিচিন্তা
 পমজ্জমকাসি। রাজকুলে নাম অনাগত্তা আসনানি পঞ্‌ঞা-
 পেত্বা ভিক্খু নিসীদাপেত্বা পরিবিসিতুং ন লভন্তি, 'ন
 ময়ং ইধ ঠাতুং সক্খিস্সামা'তি বহু ভিক্খু পক্কমিংসু।
 রাজা দ্বিতীয়দিবসে পি পমজ্জি, দ্বিতীয়দিবসে পি বহু
 ভিক্খু পক্কমিংসু। ততীয়দিবসে পি পমজ্জি। তদা
 আনন্দথেরং এককমেব ঠপেত্বা অবসেসা পক্কমিংসু।
 পুঞ্‌ঞবন্তা নাম কারণবসিকা হোন্তি, কুলানং পসাদং
 রক্খন্তি, তথাগতস্‌ চ সারিপদত্তথেরো মহামোগ্গল্লান-
 থেরো তি দে অগ্গসাবকা, থেমা উম্পলবল্লা তি দে

*

*

*

‘ভস্কে, তাহা হইলে একজন ভিক্ষুকে প্রত্যহ প্রেরণ করুন।’

শাস্তা আনন্দস্তুবিরকে ইহার দায়িত্ব দিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ উপস্থিত হইলে
 রাজা পাত্র লইয়া ‘ইহাদের পরিবেশন করুন’ বলিয়া কাহাকেও দায়িত্ব না
 দিয়া নিজেই সাতদিন ধরিয়া পরিবেশন করিলেন। অষ্টম দিবসে বিক্খিত্তিচিন্ত
 হইয়া স্বয়ং পরিবেশন করিলেন না। আবার রাজকুলে বিনা অনুমতিতে
 আসন বিছাইয়া ভিক্ষুদের বসাইয়া পরিবেশন করা অসম্ভব। [অতএব
 কেহই সেইদিন ভিক্ষুদের ভিক্ষা পরিবেশন করিলেন না] বহু ভিক্ষু এই
 বলিয়া চলিয়া গেলেন যে ‘আমাদের পক্ষে এখানে আর থাকা সম্ভব নহে।’
 রাজা দ্বিতীয় দিবসেও বিক্খিত্তিচিন্ত হইলেন। সেইদিনও অনেক ভিক্ষু
 চলিয়া গেলেন। তৃতীয় দিবসেও রাজা বিক্খিত্তিচিন্ত হইলেন। সেইদিন
 আনন্দস্তুবিরকে রাখিয়া অবশিষ্ট সকল ভিক্ষু চলিয়া গেলেন। পুণ্যবান
 (ব্যক্তিগণ) কারণবশিক হইয়া পরিবারসমূহের বিশ্বাস রক্ষা করিয়া
 থাকেন। তথাগতের শারিপদত্ত স্তুবির এবং মহামৌদগল্যায়ন স্তুবির
 এই দুইজন অগ্রপ্রাবক। ক্ষেমা এবং উম্পলবর্ণা এই দুইজন অগ্রপ্রাবিকা।

অগ্গসাবিকা, উপাসকেসু চিত্তো গহপতি হথকো
 আলবকো তি হে অগ্গউপাসকা, উপাসিকাসু বেলু-
 কঠকী নন্দমাতা, খুজ্জন্তুরা তি হে অগ্গউপাসিকা,
 ইতি ইমে অট্ট জনে আদিং কহা ঠানন্তরপত্তা সম্বেপি
 সাবকা একদেসেন দসন্নং পারমীণং পুৱিতত্তা মহাপদুণ্ণো
 অভিনীহারসম্পত্তা । আনন্দথেরোপি কম্পসতসহস্সং
 পুৱিতপারমী অভিনীহারসম্পত্তো মহাপদুণ্ণো অন্তনো
 কারণবসিকতায় কুলস্স পসাদং রক্কথন্তো অট্ঠাসি ।
 তং এককমেব নিসীদাপেহা পরিবিসিংসু ।

রাজা ভিক্কুং গতকালে আগন্ত্বা খাদনীয়ভোজনীয়ানি
 তথৈব ঠিতানি দিম্বা—“কিং অয়্যা নাগমিংসু”তি পুচ্ছিত্বা
 ‘আনন্দথেরো এককো’ব আগতো দেবা’তি সুহা, ‘অন্ধা
 এত্তকং মে ভত্তুচ্ছেদনমকংসু’তি ভিক্কুং কুদ্ধো সথু

*

*

*

(গৃহীদের মধ্যে) চিত্ত গৃহপতি এবং হস্তক আলবক এই দুইজন অগ্র
 উপাসক, নন্দমাতা বেলুকঠকী এবং কুজ্জন্তুরা এই দুইজন অগ্র
 উপাসিকা—এই আটজনকে আরম্ভ করিয়া স্থানান্তরপ্রাপ্ত সকল শ্রাবক
 একবারেই দশপারমিতা পূর্ণ করিয়া মহাপদুণ্যবান এবং অভিনীহার বা
 দূতসংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন । আনন্দস্থবিরও শতসহস্র কল্প পারমিতা পূর্ণ
 করিয়া অভিনীহারসম্পন্ন মহাপ্রজ্ঞাবান হওয়ায় স্বীয় কারণবশে রাজকুলের
 বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য থাকিয়া গিয়াছিলেন । একাকী তাঁহাকে
 উপবেশন করাইয়াই পরিবেশন করিয়াছিলেন ।

ভিক্ষুগণ চলিয়া গেলে রাজা আসিয়া খাদ্যভোজ্যসমূহ ঐভাবে পড়িয়া
 রহিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আৰ্ঘ্য ভিক্ষুগণ কি আসেন নাই ?’

‘মহারাজ, শব্দে আনন্দস্থবিরই আসিয়াছেন ।’

‘তাঁহাদের জন্যই আমার এতটা আহাৰ্য্য নষ্ট হইল ।’ ভাবিয়া ভিক্ষুদের
 উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—

সন্তিকং গন্ত্বা—‘ভস্বে, ময়া পণ্ডনং ভিক্খুসতানং ভিক্খা
পটিয়ন্তা, আনন্দথেরো কির এককোবাগতো, পটিয়ন্তা
ভিক্খা তথৈব ঠিতা, পণ্ডসতা ভিক্খু মম গেহে সঞ্ঞং
ন করিংসু, কিং নু থো কারণ’ তি আহ। সথা ভিক্খুং
দোসং অবত্তা—‘মহারাজ, মম সাবকানং তুম্হেহি সন্ধিং
বিস্সাসো নথি, তেন ন গতা ভবিস্সন্তী’তি বত্তা কুলানং
অনুপগমনকারণণ উপগমনকারণণ পকাসেস্ন্তো ভিক্খু
আমন্তেত্তা ইমং সুত্তমাহ—

‘নবহি, ভিক্খবে, অঙ্গ্গেহি সমন্নাগতং কুলং অনুপগন্ত্বা বা
নালং উপগন্তুং, উপগন্ত্বা বা নালং উপানসীদিতুং। কত-
মেহি নবহি? ন মনাপেন পচ্ছুট্ঠেন্তি, ন মনাপেন
অভিবাদেন্তি ন মনাপেন আসনং দেন্তি, সন্তমস্স
পরিগহুহন্তি, বহু কম্পি থোকং দেন্তি, পণীতিম্পি লুখং

*

*

*

‘ভস্বে, আমি পাঁচশত ভিক্ষুর আহারের ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু শুধু
আনন্দস্থবির একাই আসিয়াছেন। সমস্ত খাদ্যভোজ্য পড়িয়া আছে। পাঁচশত
ভিক্ষু আমার গৃহে আসিলেন না। ইহার কারণ কি?’ শাস্তা ভিক্ষুদের
দোষ না দেখিয়া বলিলেন—

‘মহারাজ, আপনার উপর আমার শিষ্যদের আস্থা নাই। সেই জন্যই
হয়ত যায়নি।’—এই কথা বলিয়া পরিবারে ভিক্ষুদের অনুপগমন এবং
উপগমনের কারণ প্রকাশ করিয়া শাস্তা ভিক্ষুদের আহ্বান করিয়া এই সূত্র
ভাষণ করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, নব অঙ্গ সমন্নাগত পরিবারে ভিক্ষুরা উপগমন করিতে
বাধ্য নহে এবং উপগমন করিলেও উপবেশন করিতে বাধ্য নহে। নয় অঙ্গ
কি কি? ভালভাবে স্বাগত জানায় না; ভালভাবে অভিবাদন করে না;
ভালভাবে বসিবার আসন দেয় না; অনেক থাকিলেও গোপন করে; বেশী
থাকিলেও অল্প দেয়; উৎকৃষ্ট থাকিলেও নিম্নমানের (খাদ্য ভোজ্য) দান

দেন্তি, অসক্কচ্চং দেন্তি নো সক্কচ্চং, ন উপনিসীদন্তি ধম্ম-
সবনায়, ভাসিতম্সস ন সুস্সসন্তি । ইমেহি থো
ভিক্খবে নবহঞ্জেহি সমন্নাগতং কুলং অনুপগন্ত্বা বা নালং
উপগন্তুং, উপগন্ত্বা বা নালং উপনিসীদিতুং ।

‘নবহি ভিক্খবে অঞ্জেহি সমন্নাগতং কুলং অনুপগন্ত্বা বা
অলং উপগন্তুং উপগন্ত্বা বা অলং উপনিসীদিতুং । কত-
মেহি নবহি ? মনাপেন পচ্ছুট্টেন্তি, মনাপেন অভিবাদেন্তি,
মনাপেন আসনং দেন্তি, সত্তম্সস ন পরিগৃহন্তি, বহু-
কম্পি বহুকং দেন্তি, পণীতম্পি পণীতং দেন্তি, সক্কচ্চং
দেন্তি নো অসক্কচ্চং, উপনিসীদন্তি ধম্মস্সবনায়, ভাসিত-
ম্সস সুস্সসন্তি । ইমেহি থো ভিক্খবে নবহঞ্জেহি
সমন্নাগতং কুলং অনুপগন্ত্বা বা অলং উপগন্তুং, উপগন্ত্বা
বা অলং উপনিসীদিতুং তি ।

‘ইতি থো মহারাজ মম সাবকা তুম্হাকং সন্তিকা

*

*

*

করে ; অনাদরে দেয়, সাদরে দেয় না ; ধর্মশ্রবণের জন্য উপবেশন করে না ;
ধর্ম ভাষিত হইলে শূদ্রিতে ইচ্ছা করে না । এই নয় অঙ্গ সমম্বাগত কুলে
ভিক্ষুরা উপগমন করে না । উপগমন করিলেও উপবেশন করে না ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, নব অঙ্গ সমম্বাগত পরিবারে ভিক্ষুরা পূর্বে অনুপগমন
করিলে এখন উপগমন করিতে পারে, উপগমন করিয়া উপবেশন করিতে
পারে । নেই নয় অঙ্গ কি কি ? ভালভাবে ম্বাগত জানায় ; ভালভাবে
অভিবাদন করে ; ভালভাবে আসন প্রদান করে ; অনেক থাকিলে তাহা
গোপন করে না ; বেশী থাকিলে বেশীই দেয় ; উৎকৃষ্ট থাকিলে উৎকৃষ্টই
প্রদান করে ; সাদরের সহিত দেয়, অনাদরে নয় ; ধর্মশ্রবণের জন্য উপবেশন
করে , ধর্ম ভাষিত হইলে তাহা শূদ্রিতে ইচ্ছা করে । এই নয় অঙ্গ সমম্বাগত
কুলে ভিক্ষুরা পূর্বে অনুপগমন করিলেও এখন উপগমন করিতে পারে, পূর্বে
উপবেশন না করিলে এখন উপবেশন করিতে পারে ।’

‘মহারাজ, মনে হয় আমার শিষ্যগণ আপনার নিকট শ্রদ্ধা লাভ না করিয়া

বিস্‌সাং অলভন্তা ন গতা ভবিস্‌সন্তী’তি । পৌরাণক-
পন্ডিঁতাপি হি অবিস্‌সাসিকট্ঠানে সঙ্কচ্চং উপট্ঠিস্স-
মানাপি মারগন্তিকং বেদনং পত্বা বিস্‌সাসিকট্ঠানমেব
অগমিৎসু’তি । ‘কদা ভন্তে’ তি রঞ্‌ঞা পট্ঠে অতীতং
আহরি ।—

অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেণ্তে কেসবো নাম
রাজা রজ্জং পহায় ইসিপব্‌বজ্জং পব্বজ্জি । তং পণ্ড
পুঁরিসসতানি অনুপব্বজ্জিৎসু । সো কেসবতাপসো নাম
অহোসি । পসাধনকম্পকো পনস্‌স অনুপব্বজ্জিত্বা
কম্পকো নাম অন্তেবাসিকো অহোসি । কেসবতাপসো
পরিসায় সন্ধিৎ অট্ঠ মাসে হিমবন্তে বসিত্বা বস্‌সারত্ত-
সময়ে লোণম্বলসেবনথায় বারাণসিং পত্বা ভিক্‌খায়
পাবিসি । অথ নং রাজা দিম্বা পসীদিৎ চতুমাসং অন্তনো
সন্তিকে বসনথায় পটিঞ্‌ঞং গহেত্বা উষ্যান্‌বে বসাপেণ্তো

*

*

*

চলিয়া যাইয়া থাকিবে । পৌরাণিক পন্ডিঁতগণও অবিশ্বস্তস্থানে থাকিয়া
সাদরে খাদ্যভোজ্য পরিবেশিত হইলেও তাহা তাঁহাদের মৃত্যুশ্রগা দিয়াছিল ।
অতএব, তাঁহারা বিশ্বস্তস্থানেই চলিয়া গিয়াছিলেন ।’

‘কখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, ভণ্ডে’—রাজা এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে
শাস্তা অতীতের ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

অতীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে কেশব নামক রাজা রাজ্য ত্যাগ
করিয়া ঋষিপ্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার সহিত আরও পাঁচশত ব্যক্তি
গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । তাঁহার নাম হইয়াছিল কেশবতাপস । তাঁহাকে
যে প্রসাধিত করিত সেই নাপিতও তাঁহার সহিত প্রব্রজিত হইয়া তাঁহার শিষ্য
হইয়াছিল । তাহার নাম হইয়াছিল ‘কম্পক’ । কেশবতাপস সপার্বদ
আটমাস হিমালয়ে থাকিয়া ঋষারম্ভকালে লবণ ও অম্বল সেবনের জন্য
বারাণসীতে আসিয়া ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন । রাজা তাঁহাকে
দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং চারিমাস তাঁহার সহিত থাকিবার প্রতিশ্রুতি
পাইয়া রাজ্যোদ্যানেই তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন এবং সকাল-সন্ধ্যায়

সয়ং সায়ংপাতং অস্স উপট্টানং গচ্ছতি । অবসেসা
 তাপসা কতিপাহং বসিত্বা হিথিসন্দাদীহি উব্বাল্‌হা হুত্বা
 উক্কিষ্টত্বা—‘আচরিয়, উক্কিষ্টতাম্‌হা, গচ্ছামা’তি আহংসদ্ ।
 ‘কহং তাতা’তি ? ‘হিমবন্তং আচরিয়া’তি । ‘রাজা
 অম্‌হাকং আগতদিবসে য়েব চতুমাংসং ইধ বসনথায়
 পটিঞ্‌ঞং গণ্‌হি । কথং গমিস্সথ তাতা’তি ? ‘তুম্‌হেহি
 অম্‌হাকং অনাচিক্‌খিত্বাব পটিঞ্‌ঞা দিন্না, ময়ং ইধ ন
 সন্ধোম বসিতুং, ইতো অবিদুৰে তুম্‌হাকং পবত্তিস্সবন-
 ট্টানে বসিস্সামা’তি বন্দিত্বা পক্কমিংসদ্ । কম্পন্তে-
 বাসিকেন সন্ধিং আচরিয়ো ওহীয়ি ।
 রাজা উপট্টানং আগতো । ‘কহং অয়্যা’তি পুচ্ছি ।
 সবেব উক্কিষ্টতম্‌হা তি বত্বা হিমবন্তং গতা মহারাজা’
 তি আহ । কম্পকো পি ন চিরস্সেব উক্কিষ্টত্বা আচরিয়েন

*

*

*

তাঁহার সেবা করিতেন । অন্যান্য তাপসগণ কিছুদিন বাস করিয়া হস্তী-
 শব্দাদির দ্বারা উৎপীড়িত ও উৎকীর্ণিত হইয়া আচার্যকে বলিলেন—

—‘আচার্য আমরা উৎকীর্ণিত হইয়াছি । আমরা চলিয়া যাইব ।’

—‘বৎসগণ, কোথায় যাইবে ?’

—‘আচার্য, হিমালয়ে যাইব ।’

রাজা আমাদের এখানে আগমনের দিন হইতে (বর্ষায়) চারিমাংস এখানে
 থাকিবার জন্য আমার প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন । কিভাবে চলিয়া যাইব,
 বৎসগণ ?’

‘আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । আমরা
 এখানে থাকিতে পারিতেছি না । আমরা অনতিদূরেই থাকিব এবং আপনার
 খোঁজখবর রাখিব ।’—এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া চলিয়া
 গেলেন । অশ্বেবাসী কম্পকের সহিত আচার্য সেখানেই থাকিয়া গেলেন ।

রাজা (আচার্যকে) সেবা করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমি
 তাপসগণ কোথায় গেলেন ?’

‘মহারাজ, তাহারা উৎকীর্ণিত হইয়া হিমালয়েই চলিয়া গিয়াছে ।’

পুনঃপুনঃ বারিষমানো পি ‘ন সন্ধোমী’ তি বহ্বা পক্কাষি ।
 ইতরেসং পন সন্তিকং অগন্ত্বা আচারিষস্ পবন্তিঃ
 স্গণন্তো অবিদুঃ ঠানে বসি । অপরভাগে আচারিষস্
 অন্তেবাসিকে অনুস্ সন্তস্ কুচ্ছিরোগো উপ্ পজ্জি ।
 রাজা বেজ্জিহি তিকিচ্ছাপেসি, রোগো ন ব্দপসম্মতি ।
 তাপসো আহ—‘কিং মহারাজ, ইচ্ছসি মে রোগব্দপসমং’
 তি । ভন্তে, সচাহং সন্ধুণেয়াং, ইদানেব বো ফাসদুং
 করেয়াং’তি । ‘মহারাজ, সচে মে ফাসদুং ইচ্ছসি, মং
 অন্তেবাসিকানং সন্তিকং পেসেহী’তি । রাজা—‘সাধু
 ভন্তে’ তি তং মণ্ডকে নিপজ্জাপেহ্বা নারদঅমচ্চম্পমুখে
 চত্তারো অমচে—‘মম অয়াস্ পবন্তিঃ ঞ্জহ্বা ময্হং
 সাসনং পহিণেয়াথা’তি উয়েয়জেসি । কম্পন্তেবাসিকো
 আচারিষস্ আগমনং স্হ্বা পচ্ছদুগমনং কহ্বা ‘ইতরে

*

*

*

তাঁহার অশ্বেবাসী কম্পকও অচিরেই উৎকীর্ণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ
 নিবারণিত হইলেও ‘আমি থাকিতে পারিব না’ বলিয়া চলিয়া গেল । সে
 অন্যান্যদের নিকট না যাইয়া আচার্যের খবরাখবর লইবার জন্য কাছাকাছিই
 বাস করিতে থাকিল । এদিকে শিষ্যদের কথা চিন্তা করিতে করিতে আচার্যের
 কুক্ষিরোগ উপপন্ন হইল । রাজা বৈদ্য আনিয়া চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু
 আচার্যের রোগের উপশম হইল না । কেশব তাপস রাজাকে বলিলেন—

‘মহারাজ, আপনি কি আমার আরোগ্য কামনা করেন ?’

‘হ্যাঁ ভণ্ডে, সম্ভব হইলে এখনই আমি আপনাকে রোগমুক্ত করিতাম ।’

‘মহারাজ, যদি আপনি আমার সুস্থতা কামনা করেন তাহা হইলে আমাকে
 আমার শিষ্যদের নিকট পাঠাইয়া দিন ।’

রাজা ‘ভণ্ডে, তাহাই হউক’ বলিয়া তাহাকে মণ্ডে শায়িত করিয়া নারদ-
 প্রমুখ চারি অমাত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—

‘আমার আচার্যকে (তাঁহার শিষ্যদের নিকট) লইয়া যাও । তিনি
 কেমন থাকেন আমাকে খবর পাঠাইবে ।’ এই বলিয়া তাহাদের পাঠাইয়া
 দিলেন । অশ্বেবাসিক কম্পক আচার্যের আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহার

কহং'তি বদন্তে, 'অসদ্বকট্টানে কির বসন্তী'তি আহ।
 তেপি আচারিয়স্সাগমনভাবং সদ্বা তথৈব সমোসরিদ্ভা
 আচারিয়স্স উণহোদকং দত্ত্বা ফলাফলং অদংসদ্ব। তং
 খণঞংএব রোগো বদ্পসম্মতি। সো কতিপাহেনেব
 সদ্বল্পবল্লো অহোসি। অথ নং নারদো পদ্বিচ্ছি—

‘মনদ্বস্সিন্দং জহিহ্বান, সম্বকামসমিদ্ধিনং।

কথং নদ্ব ভগবা কেসী, কপ্পস্স রমতি অস্সমে ॥

সাদদ্বনি রমণীয়ানি, সন্তি রদ্বক্থা মনোরমা।

সদ্বভাসিতানি কপ্পস্স, নারদ রময়ন্তি মং ॥

সালীনং ওদনং ভুঞ্জে, সদ্বিচিং মংসদ্বপসেচনং।

কথং সামাকনীবারং, অলোণং ছাদয়ন্তি তং ॥

সাদদ্বং বা যদি বা'সাদদ্বং, অপ্পং বা যদি বা বহদ্বং।

বিস্সথো যথ ভুঞ্জেষ্য, বিস্সাসপরমা রসা'তি ॥

*

*

*

প্রত্যুদগমন করিয়া ‘অন্যান্যরা সব কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করিলে ‘অমদ্বক স্থানে
 আছেন’ জ্ঞাপন করা হইল। তাহারাও সকলে আচার্যের আগমনবার্তা
 শ্রুতিয়া সকলে একত্র হইল এবং আচার্যকে গরম জল দিয়া ফলাহার প্রদান
 করিল। সেই মদ্বহতেই আচার্যের রোগ দূরীভূত হইল। কয়েক দিনের
 মধ্যেই তাহার গাত্রবর্ণ সদ্বর্ণবর্ণের ন্যায় হইল। তখন নারদ তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘সর্বকামদ মনদ্বষ্যেন্দ্রকে (=রাজাকে) ত্যাগ করিয়া ভগবান কেশী
 কল্পের আশ্রমে কেন্নে বোধ করিতেছেন?’

‘হে নারদ, মনোরম, রমণীয়, স্বাদদ্বফলযুক্ত বৃক্ষরাজী এবং কল্পের
 সদ্বাষিত বাক্যসমূহ আমাকে আনন্দ দিতেছে।’

‘সদ্বাদদ্ব মাংসরসে পক্ব শালিতণ্ডুল ভোজন করিয়া এখন লবণছাড়া
 শ্যামাক ও নীবার আপনার ভাল লাগিতেছে কি?’

। ‘স্বাদদ্ব হউক বা অস্বাদদ্ব হউক, অপ্প হউক বা বহদ্ব হউক যেখানে বিশ্বাসের
 সহিত ভোজন করা হয়, সেখানে বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ রসের কাজ করে।’

সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা জাতকং সমোধানেন্তো—
 ‘তদা রাজা মোগ্গল্লানো অহোসি, নারদো সারিপপ্পত্তো,
 কপ্পন্তেবাসিকো আনন্দো, কেসবতাপসো অহমেবা’তি বহ্বা
 ‘এবং মহারাজ, পদুবেবপি পণ্ডিতা মারণাস্তিকং বেদনং পহ্বা
 বিস্সাসিকট্টানং গমিৎসু, মম সাবকা তুম্হাকং সন্তিকে
 বিস্সাসং ন লভন্তি মণ্ড্ণে’তি আহ । রাজা ‘ভিক্কু-
 সঙ্ঘেন সন্ধিং ময়া বিস্সাসং কাতুং বট্টিত, কথং নু থো
 করিস্সামী’তি সম্মাসম্বুদ্ধস্স ঐতিধীতরং মম গেহে কাতুং
 বট্টিত, এবং সন্তে ‘দহরা চ সামণেরা চ সম্মাসম্বুদ্ধস্স ঐতি-
 রাজা’তি মম সন্তিকং বিস্সথা নিবদ্ধং আগমিস্সন্তী’তি
 চিস্তেহ্বা, ‘একং মে ধীতরং দেন্তু’তি সাকিয়ানং সন্তিকং
 সাসনং পেসেসি । ‘কতরস্স সাক্যস্স ধীতা’তি চ পদুচ্ছিহ্বা,
 ‘এহ্বা আগছেয়্যাথা’তি বহ্বা দত্তে আণাপেসি । দত্তা

*

*

*

শাস্তা এই ধর্মদেশনা শেষ করিয়া জাতকের সমাবধান করিলেন—‘তখন
 রাজা ছিলেন বর্তমানের মৌদ্গল্যায়ন, নারদ শারিপপ্পত্ত, অস্তেবাসিক কপ্প
 আনন্দ এবং কেশবতাপস ছিলাম আমি।’—এই কথা বলিয়া ‘ঠিক তদ্রূপ
 মহারাজ, প্রাচীনকালেও পণ্ডিতগণ মারণাস্তিক দঃখবেদনা লাভ করিয়া
 বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলেন । মনে হয়, মহারাজ, আমার শ্রাবকগণ
 আপনার নিকট বিশ্বাস লাভ করিতেছে না ।’

রাজা চিন্তা করিলেন—“ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার বিশ্বাস উৎপাদন
 করিতেই হইবে । কিন্তু কিভাবে করিব ? (একটা উপায় হইতে পারে)
 সম্যক্সম্বুদ্ধের কোন জ্ঞাতিকন্যাকে যদি আমার গৃহে আনয়ন করি তাহা
 হইলে তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণ মনে করিবে ‘আমি সম্যক্সম্বুদ্ধের
 জ্ঞাতিরাজা’ এবং আমার প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া প্রত্যহ আমার
 বাড়ীতে আসিবে ।” ইহা চিন্তা করিয়া শাক্যদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন
 ‘আমাকে আপনাদের এক কন্যা দান করুন ।’ দত্তদের রাজা আদেশ দিলেন :
 ‘কোন শাক্যের কন্যা তাঁহারা সম্প্রদান করিবেন তাহাও জানিয়া আসিবে !’

গন্ধা সাকিয়ে দারিকং যাচিংসু। তে সন্নিপতিত্বা
 ‘পক্খন্তরিকো রাজা, সচে ন দস্সাম বিনাসেস্সতি নো, ন
 থো পন অম্হেহি কুলেন সদিসো, কিং নু থো কাতব্বং’তি
 মন্তয়িংসু। মহানামো—‘মম দাসিয়া কুচ্ছিম্হি জাতা
 বাসভখত্তিয়া নাম ধীতা রূপসোভগম্পত্তা অথি, তং
 দস্সামা’তি বহু দদুতে আহ—‘সাধু রঞ্ণেো দারিকং
 দস্সামা’তি। ‘সা কস্স ধীতা’তি? ‘সম্মাসম্বুদ্ধস্স
 চুলপিপুত্বস্স মহানামস্স সক্কস্স ধীতা বাসভখত্তিয়া
 নামা’তি।

তে গন্ধা রঞ্ণেো আরোচয়িংসু। রাজা—‘যদি এবং,
 সাধু, সীঘং আনেথ, খত্তিয়া চ নাম বহুমায়া, দাসিধীত-
 রম্পি পহিণেয্যুং, পিতরা সন্ধিং একভাজ্জনে ভুঞ্জন্তুং
 আনেয়াথা’তি পেসেসি। তে গন্ধা—‘দেব, তুম্হেহি
 সন্ধিং একতো ভুঞ্জন্তুং রাজা ইচ্ছতী’তি আহংসু।

*

*

*

দূতেরা যাইয়া শাক্যদের নিকট একটি কন্যা যাচ্ঞা করিল। শাক্যরা
 সম্মিলিত হইয়া মন্তণা করিলেন—‘রাজা আমাদের শত্রুপক্ষের। যদি কন্যা
 দান না করি, রাজা আমাদের ধ্বংস করিবেন। অথচ তিনি আমাদের
 সমবংশীয় নহেন। কি করা উচিত আমাদের?’ মহানাম (শাক্য) বলিলেন,
 ‘আমার দাসীর গর্ভে জাতা কন্যা বাসভক্ষত্তিয়া রূপসোভাগ্যসম্পন্না।
 তাহাকেই প্রদান করিব।’ বলিয়া দূতদের ডাকিয়া বলিলেন—‘বেশ, আমরা
 রাজাকে কন্যা দান করিব।’ ‘তিনি কাহার কন্যা?’ সম্যক্সম্বুদ্ধের
 খুল্লতাতে পুত্র মহানাম শাক্যের কন্যা বাসভক্ষত্তিয়া।’ দূতেরা যাইয়া
 রাজাকে জানাইল। রাজা বলিলেন—‘যদি তাহাই হয় উত্তম, শীঘ্রই
 তাহাকে লইয়া আইস। ক্ষত্রিয়রা প্রতারকও হয়, দাসীকন্যাকেও পাঠাইতে
 পারে। যে কন্যা পিতার সহিত বাসিয়া একপাত্রে ভোজন করিবে, তোমরা
 তাহাকেই আনিবে।’ এই বলিয়া দূতদের পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা
 যাইয়া মহানামকে বলিল—‘মহারাজ, যে কন্যা আপনার সঙ্গে বাসিয়া একপাত্রে
 ভোজন করিবে রাজা তাহাকেই পাইতে ইচ্ছা করেন।’

মহানামো—‘সাধু তাতা’তি তং অলঙ্কারাপেহা অন্তনো
ভোজনকালে পক্কোসাপেহা, তায় সন্ধিং একতো ভুঞ্জনা-
কারং দম্বেসহা দূতানং নিয়াদেসি । তে তং আদায় সাবখিং
গন্ত্বা তং পবন্তং রঞ্ঞো আরোচেসুং । রাজা তুট্ঠ-
মানসো তং পণ্ণং ইথিসতানং জেট্ঠিকং কহা অগ্গমহে-
সিট্ঠানে অভিষিণ্ডি । সা ন চিরস্বেসব সুবল্লবল্লং পুত্তং
বিজায়ি ।

অথস্স নামগ্গহনদিবসে রাজা দারকস্স অয়্যকস্স সন্তিকং
পেসেসি—‘সক্যরাজধীতা বাসভক্ষিত্রিয়া পুত্তং বিজাতা,
কিমস্স নামং কেরোমা’তি ? তং পন সাসনং গহেহা গতো
অমচ্চো থোকং বধিরধাতুকো, সো গন্ত্বা রঞ্ঞো অয়্যকস্স
আরোচেসি, সো তং সুহা—‘বাসভক্ষিত্রিয়া পুত্তং
অবিজায়িত্বাপি সম্বজনং অভিভবি, ইদানি পন রঞ্ঞো

*

*

*

মহানাম ‘বেশ, বাবা তাই হউক ।’ বলিয়া কন্যাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা
সজ্জিত করাইয়া তাহার ভোজনের সময় তাহাকে ডাকিয়া এক সঙ্গে ভোজনের
ভাগ করিয়া দূতগণের হস্তে কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা (দূতগণ)
তাহাকে লইয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়া রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল । রাজা
তুট্ঠ হইয়া পণ্ডশত স্ত্রীগণের মধ্যে বাসভক্ষিত্রিয়াকে প্রধান করিয়া অগ্র-
মহিষীর স্থানে অভিষিক্ত করিলেন । অচিরেই তিনি সুবর্ণবর্ণযুক্ত এক পুত্র
সন্তানের জন্ম দিলেন ।

নাম গ্রহণ দিবসে রাজা পুত্রের (পাঠান্তরেঃ নিজের) পিতামহীর
(পাঠান্তরে পিতামহ) নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—

‘শাক্যরাজকন্যা বাসভক্ষিত্রিয়া পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়াছে । তাহার কি
নাম রাখিব ?’

যে অমাত্য খবর লইয়া গেল সে আবার কানে কম শোনে । সে যাইয়া
রাজার পিতামহীকে জানাইলে তিনি সব শুনিয়া বলিলেন—

‘বাসভক্ষিত্রিয়া পুত্রের জন্ম না দিয়াও সকলের মন জয় করিয়াছে । এখন

অতিবিস্তৃত বহুভা ভবিষ্যতী'তি আহ। বধিরো অমম্ভো
'বহুভা'তি বচনং দৃষ্টব্দতং সূত্রা 'বিড়্‌ড়ভো'তি সল্লক-
থেষা রাজানং উপগম্ভা—'দেব, কুমারস্স কির বিড়্‌ড়ভো
তি নামং করোথ'তি আহ। রাজা 'পোরাণকং নো
কুলসন্তকং নামং ভবিষ্যতী'তি চিন্তেত্বা তং নামং অকাসি।
অথস্স দহরকালে য়েব রাজা 'সথু পিয়ং করোমী'তি
সেনাপতিট্ঠানং অদাসি।

সো কুমারপরিহারেন বড়্‌ডম্ভো সন্তবস্সিককালে অণ্ণেণসং
কুমারানং মাতামহকুলতো হস্তিরূপক-অস্সরূপকাদীনি
আহরিয়মানানি দিম্বা মাতরং পুচ্ছি—'অম্ম, অণ্ণেণসং
মাতামহকুলতো পল্লাকারো আহরীয়তি ময়্‌হং কোচি
কিণ্ণ ন পেসেসি, কিং ত্বং নিমাতা নিপিতা'তি। অথ নং
সা—'তাত, ত্য সকারাজানো মাতামহা দূরে পন বসন্তি,

*

*

*

তো সে রাজার আরও বহুভা হইবে।' বধির অমাত্য 'বহুভা' কথাটা ঠিক
না শুনিয়া মনে করিল 'বিড়্‌ড়ভ' এবং রাজাকে বলিল 'মহারাজ, কুমারের
নাম রাখুন বিড়্‌ড়ভ।' রাজা 'আমাদের বংশে প্রচলিত প্রাচীন কোন নাম
হইবে' মনে করিয়া পুত্রের ঐ নামই রাখিলেন। অল্পবয়সেই 'শাস্তার প্রিয়
করিব' ভাবিয়া রাজা পুত্রের তরুণ বয়সেই তাহাকে সেনাপতিস্থানে অধিষ্ঠিত
করিলেন।

বিড়্‌ড়ভ রাজকুমারের মত বড় হইতে লাগিল। যখন তাহার বয়স সাত
বছর সে দেখিল অন্যান্য রাজকুমারদের মাতামহকুল হইতে হস্তীরূপক,
অশ্বরূপকাদি নানাবিধ খেলনা লইয়া আসে, কিন্তু তাহার জন্য তো কেহ
কিছু আনে না! সে তখন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, অন্যদের মাতা-
মহকুল হইতে কত উপহার লইয়া আসে। কিন্তু আমার জন্য তো কেহ
কিছু পাঠায় না। তোমার কি মা বাবা নাই?'

মা বলিলেন—'তোমার মাতামহগণ শাক্য রাজা। তাঁহারা অনেক দূরে

তেন তে কিণ্ডি ন পেসেস্তী'তি বণ্ণেসি । সোলসবন্সিক-
কালে—‘অম্ম, তব মাতামহকুলং পম্মিস্তুকামোম্‌হী’তি
বহ্মা ‘অলং তাত, কিং তথ গম্মা করিস্সসী’তি বারিয়-
মানোপি পদ্বন্পদ্বনং যাচি । অথস্স মাতা—‘তেন হি গচ্ছা’
তি সম্পটিচ্ছি । সো পিতু আরোচেহ্মা মহন্তেন পরিবারেন
নিক্‌খমি । বাসভক্কট্টিয়া পদ্বরেতরং পল্লং পেসেসি—
‘অহং ইধ সুখং বসামি, মাস্স কিণ্ডি সার্মিনো অন্তরং
দম্মসিয়ংসু’তি । সাকিয়া বিড়ুড়ভস্স আগমনং ঞ্জহ্মা
‘বন্দিতুং ন সঙ্কোমা’তি তস্স দহরদহরে কুমারে জনপদং
পাহিগিহ্মা তস্মিং কপিলপদুরং সম্পত্তে সন্থাগারে সন্নি-
পতিংসু । কুমারো তথ গম্মা অট্‌ঠাসি ।

অথ নং ‘অয়ং তে তাত, মাতামহো, অয়ং মাতুলো’তি বহ্মা

*

*

*

থাকেন । তাই তাঁহারা কিছু পাঠাইতে পারেন না । যখন তাহার বয়স
ষোল বছর হইল সে মাকে বলিল—

‘মা আমি মাতামহকুল দেখিতে ইচ্ছুক ।’

‘বাবা, সেখানে যাইয়া তুমি কি করিবে ?’ এইভাবে বারবার নিবারণিত
করা সত্ত্বেও বিড়ুড়ভ জানাইল যে সে যাইবেই । বাধ্য হইয়া মাতা অনুমতি
দিয়া বলিলেন—‘তাহা হইলে যাও ।’ সেও পিতাকে জানাইয়া বিশাল
পরিবারের সহিত নিষ্কান্ত হইল । বাসভক্কট্টিয়া পদ্বরেই এই সংবাদ
পিতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন—

‘আমি এখানে সুখেই আছি । আমার গুরুজনেরা যেন আমার পদ্বরের
সঙ্গে কোন অশোভন আচরণ না করেন ।’

বিড়ুড়ভের আগমন বার্তা জানিয়া শাক্যগণ স্থির করিলেন তাহাকে
প্রণাম করা সম্ভব নহে এবং তখন শাক্য অধিপতিগণ যদ্বক শাক্যদের
জনপদে পাঠাইয়া দিলেন । বিড়ুড়ভ কপিলপদুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে
শাক্যগণ সভাগৃহে মিলিত হইলেন । বিড়ুড়ভ সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া
দাঁড়াইলে শাক্যগণ ‘বৎস, ইনি তোমার মাতামহ, ইনি তোমার মাতুল’

বন্দাপেসদুং । সো সবে বন্দমানো বিচারিত্বা একম্পি
 অন্তানং বন্দন্তুং অদিম্বা—“কিং নুথো মং বন্দন্তা নথী”তি
 পুচ্ছি । সাকিয়া ‘তাত, তে কনিট্টকুমারা জনপদং গতাতী’তি
 বত্তা তস্স মহন্তং সকারং করিংসু । সো কতিপাহং
 বসিত্বা মহন্তেন পরিবারেন নিক্খমি । অথেকা দাসী
 সন্থাগারে তেন নিসিন্নফলকং, ‘ইদং বাসভখত্তিয়ায় দাসিয়া
 পদুত্তস্স নিসিন্নফলকং’তি অক্কোসিত্বা পরিভাসিত্বা
 খীরোদকেন ধোবি । একো পুৱিসো অন্তনো আবুধং
 পমুৱসিত্বা নিবত্তো তং গণ্হন্তো বিড়ুড়ভকুমারস্স
 অক্কোসনসন্দং সুৱা তং কারণং পুচ্ছিত্বা, বাসভখত্তিয়া
 দাসিয়া কুচ্ছিম্হি মহানামসক্কং পটিচ্চ জাতাতী’তি ঞ্জত্বা
 বলকায়স্স কথেসি । ‘বাসভখত্তিয়া কির দাসিধীতাতী’তি

*

*

*

এইভাবে সকলের পরিচয় দিলেন এবং বিড়ুড়ভও একে একে সকলকে প্রণাম
 করিল । কিন্তু তাহাকে কেহ প্রণাম করিতেছে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা
 করিল—

‘এখানে আমাকে প্রণাম করার মত (বয়ঃকনিষ্ঠ) কেহ কি নাই ?’

‘বৎস, কনিষ্ঠ কুমারগণ জনপদে গিয়াছে’—শাক্যরা এই কথা বলিয়া
 তাহার অনেক সেবাষট্ঠ করিলেন । সে (বিড়ুড়ভ) কিছুদিন থাকিয়া মহা
 পরিবার সহ (স্বরাজ্যাভিমুখে) নিষ্ক্রান্ত হইল । অনন্তর এক দাসী ‘এই
 আসনে দাসী বাসভক্ষত্রিয়ার পুত্র বসিয়াছিল’ বলিয়া ক্রোধে দ্রুতব্যবহার
 করিতে করিতে সভাগৃহে সেই আসন দ্রুতের জলে ধুইতে লাগিল ।
 এদিকে বিড়ুড়ভের পরিবারের একজন নিজের অস্ত্র ভুলে ফেলিয়া আসাতে
 তাহা আনিতে ফিরিয়া আসিল । সে তখন দাসী যেভাবে বিড়ুড়ভের
 গালমন্দ করিতেছিল তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি ব্যাপার বল তো ?”
 দাসী বলিল—‘মহানাম শাক্যের ঔরসে দাসীর গর্ভে এই বাসভক্ষত্রিয়ার
 জন্ম ।’ সেই রাজপুরুষ ফিরিয়া যাইয়া সৈন্যসামন্তদের বলিল ‘জান,
 বাসভক্ষত্রিয়া দাসীকন্যা ।’ এই খবরে চতুর্দিকে হৈচৈ পড়িয়া গেল ।

মহাকোলাহলং অহোসি । তং সন্না বিড়ুড়ভো 'এতে ভাব
মম নিসিন্ধফলকং খীরোদকেন ধোবন্তু, অহং পন রঞ্জে
পতিট্ঠিতকালে এতেসং গললোহিতং গহেত্বা মম নিসিন্ধ-
ফলকং ধোবিস্সামী'তি চিত্তং পট্ঠপেসি । তস্মিং সাবাংখ
গতে অমচ্চা তং পবন্তিং রঞ্ঞো আরোচয়িংসু । রাজা
'ময়্হং দাসিধীতরং অদংসু'তি সাকিয়ানং কুষ্ণিস্বা বাসভ-
খতিয়ায় চ পুত্তস্স চ দিনপরিহারং অচ্ছিন্দিহা দাসদাসীহি
লঙ্কব্বমত্তমেব দাপেসি ।

ততো কতিপাহচ্চয়েন সথা রাজনিবেসনং গন্ত্বা পঞ্ঞন্তা-
সনে নিসীদি । রাজা আগন্ত্বা বন্দিহা—'ভন্তে, তুম্হাকং
কির ঞ্ণাতকেহি দাসিধীতা ময়্হং দিনা, তেনস্সা অহং
সপুত্তায় পরিহারং অচ্ছিন্দিহা দাসদাসীহি লঙ্কব্বমত্তমেব
দাপেসিং'তি আহ । সথা—'অযুত্তং, মহারাজ, সাকিয়োহি

*

*

*

ইহা শূনিয়া বিড়ুড়ভ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—'এরা আমার বসার আসন
দুধজল দিয়া পরিষ্কার করুক । আমি রাজা হইলে ইহাদের গলার রক্ত দিয়া
আমার বসার আসন ধোয়াইব ।' তাহারা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিলে
অমাত্যগণ সমস্ত ঘটনা রাজাকে জানাইল । রাজা 'আমাকে দাসীকন্যা
দিয়াছে' এই বলিয়া শাক্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাসভক্ষিত্রিয়া এবং পুত্রের
জন্য প্রদত্ত রাজকীয় ব্যবস্থা ছিনাইয়া লইয়া দাসদাসীরা যাহা পাইয়া থাকে
তাহাই ব্যবস্থা করিলেন ।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শাস্তা একদিন রাজবাড়ীতে যাইয়া প্রজ্ঞপ্ত
আসনে উপবেশন করিলেন । রাজা আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া
বলিলেন—

'ভন্তে, আপনার জ্ঞাতিরা আমাকে দাসীকন্যা প্রদান করিয়া বঞ্চিত
করিয়াছেন । আমি সপুত্র বাসভক্ষিত্রিয়ার রাজকীয় ব্যবস্থা ছিনাইয়া লইয়া
দাসদাসীরা যাহা পাইয়া থাকে তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছি ।'

শাস্তা বলিলেন—

'মহারাজ, শাক্যরা অন্যায় করিয়াছেন । দিবার ইচ্ছা থাকিলে সমান-

কতং, দদন্তেহি নাম সমানজাতিকা দাতব্বা অস্স, তং পন মহারাজ বদামি, বাসভক্ষিত্তিয়া খত্তিয়রাজধীতা, খত্তিয়-
রঞ্ণেগো গেহে অভিষেকং লভি। বিড়ুড়ভোপি খত্তিয়রাজা-
নমেব পটিচ্চ জাতো, মাতুগোত্তং নাম কিং করিস্সতি,
পিতুগোত্তমেব পমাণং তি। পোরাণকপণ্ডিতা দলিদ্দি-
থিয়া কট্টহারিকায় অগমহেসিট্ঠানং অদংসু, তস্সা চ
কুচ্ছিদ্দিং জাতকুমারো দ্বাদসযোজনিকায় বারাগসিয়া রজ্জং
পত্বা কট্টবাহনরাজা নাম জাতো'তি কট্টহারিজাতকং
কথেসি। রাজা ধম্মকথং সুত্বা, পিতু গোত্তমেব কির
পমাণং'তি তুস্সিহা বাসভক্ষিত্তিয়ায় চ পদুত্তস্স চ পকতি-
পরিহারমেব দাপেসি।

বন্ধুলসেনাপতিস্স পি থো কুসিনারায়ং মল্লরাজধীতা
মল্লিকা নাম ভরিয়া দীঘরত্তং পদুত্তং ন বিজায়ি। অথ
নং বন্ধুলো—‘অত্তনো কুলঘরমেব গচ্ছা’তি উয়োজেসি।

*

*

*

জাতিকাকেই দেওয়া উচিত ছিল। তবে মহারাজ, আপনাকে বলি যে
বাসভক্ষিত্তিয়া কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকন্যা, আবার ক্ষত্রিয় রাজার গৃহেই তাহার
অভিষেক হইয়াছে। বিড়ুড়ভও ক্ষত্রিয় রাজার ঔরসেই জাত। মাতার
গোত্র দিয়া কি হইবে? পিতার গোত্রই তো প্রমাণ। প্রাচীনকালে
পণ্ডিতগণ দরিদ্র কন্যা কাষ্ঠহারিণীকে আনিয়া অগ্রমহিষীর স্থান দিয়া-
ছিলেন। তাহার গর্ভে জাত কুমার দ্বাদশযোজনিক বারাগসী রাজ্য লাভ
করিয়া কাষ্ঠবাহন রাজা নামে পরিচিত হইয়াছিল’—এই বলিয়া কাষ্ঠহারি
জাতককাহিনী বর্ণনা করিলেন। রাজা ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া ‘পিতৃগোত্রই
প্রমাণ’ জানিয়া তুণ্ট হইয়া বাসভক্ষিত্তিয়া এবং তাহার পুত্রকে যথাপূর্বং
রাজকীয় ভোগের ব্যবস্থা করিলেন।

কুশীনগরে বন্ধুল সেনাপতির ভাৰ্যা মল্লরাজ কন্যা মল্লিকা অনেকদিন
পুত্র সন্তানের জন্ম দেন নাই। তখন বন্ধুল তাকে ‘তুমি তোমার পিত্রালয়ে

সা ‘সথারং দিস্বা ব গমিস্সামী’তি জেতবনং পবিসিস্বা
তথাগতং বন্দিহা ঠিতা, ‘কহং গচ্ছসী’তি বদ্বত্তা ‘সামিকো
মং ভন্তে কুলঘরং পেসেসী’তি আহ। ‘কিং কারণা’তি ?
‘বন্ধা কিরস্মি অপদুত্তিকা’তি। ‘যদি এবং, গমনকিচ্চং
নথি, নিবত্তস্স’তি। সা তুট্ঠমানসা সথারং বন্দিহা
নিবেসনং গন্ত্বা ‘কস্মা নিবত্তাসী’তি বদ্বত্তা ‘দসবলেন নিবত্তি-
তাম্হী’তি আহ। বন্ধুলো—‘দিট্ঠং ভবিষসিতি দীঘ-
দস্সিনা কারণং’তি সম্পর্টিচ্ছি। সা ন চিরস্সেব গত্তং
পটিলাভিত্বা উৎপন্নদোহলা ‘দোহলো মে উৎপন্নো’তি
আরোচেসি। ‘কিং দোহলো’তি ? ‘বেসালিনগরে গণ-
রাজকুলানং অভিসেকমঙ্গলপোক্খরণিয়ং ওতরিহ্বা ন্হহ্বা

*

*

*

চলিয়া যাও’ বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা ‘শাস্তাকে দর্শন করিয়া
যাইব’ মনস্থির করিয়া জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে বন্দনা করিয়া
দাঁড়াইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কোথায় যাইতেছ ?’

বলিল : ‘ভন্তে, আমার স্বামী আমাকে পিতৃহালায় প্রেরণ করিতেছেন।’

‘কেন ?’

‘যেহেতু আমি বন্ধ্যা অপদ্রব।’

‘যদি তাহাই হয়, যাইবার প্রয়োজন নাই। ফিরিয়া যাও।’ সে
আনন্দিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পতিগৃহে যাইয়া ‘কেন ফিরিয়া
আসিলে ?’ জিজ্ঞাসা করাতে ‘দশবল বদ্ধ আমাকে ফেরত পাঠাইয়াছেন’ বলাতে
বন্ধুল ভাবিলেন—‘ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা নিশ্চয়ই কোন কারণ দেখিয়াছেন’ তাই
মল্লিকাকে থাকিবার অনুমতি দিলেন। মল্লিকা অচিরেই গর্ভবতী হইয়া
দোহদ উৎপন্ন হইলে বন্ধুলকে জানাইল ‘আমার দোহদ উৎপন্ন হইয়াছে।’

‘কি দোহদ ?’

‘স্বামিন্, বৈশালীনগরে গণরাজকুলদের অভিষেক-মঙ্গল-পদ্পরিণীতে

পানীয়ং পাতুকামাম্‌হি সামী'তি । বন্ধুলো 'সাধু'তি
বহ্না সহস্সথামধনুং গহেত্বা তং রথং আরোপেত্বা সাবাখিতো
নিক্‌খমিত্বা রথং পাজেন্তো মহালিলিচ্ছবিনা দিন্দদারেন
বেসালিং পার্বিসি । মহালিলিচ্ছবিনো চ দ্বারসমীপে এব
নিবেসনং হোতি । সো রথস্স উম্মারে পটিষাতসন্দং সুদ্বাব
'বন্ধুলস্স রথস্সেদো এসো, অজ্জ লিচ্ছবীনং ভয়ং
উম্পািজ্জস্সতী'তি আহ ।

পোক্‌খরণিয়া অন্তো চ বহি চ আরক্‌খা বলবতী,
উপরি লোহজালং পথটং, সকুগানম্পি ওকাসো নখি ।
বন্ধুলসেনাপতি পন রথা ওতিরিত্বা আরক্‌খকে মনুস্সে
বেত্তেন পহরন্তো পলাপেত্বা লোহজালং ছিন্দিত্বা অন্তো-
পোক্‌খরণিয়ং ভরিয়ং ন্‌হাপেত্বা সয়ম্পি ন্‌হত্বা পদন তং
রথং আরোপেত্বা নগরা নিক্‌খমিত্বা আগতমগ্গেনেব
পার্যাসি । তে আরক্‌খমনুস্সা লিচ্ছবিরাজদনং আরো-

*

*

*

নাগিয়া স্নান করিয়া জল পানের ইচ্ছা হইয়াছে ।' বন্ধুল 'বেশ তাহাই
হউক' বলিয়া সহস্রব্যক্তির শক্তির ধন লইয়া মল্লিকাকে রথে আরোহণ
করাইয়া শ্রাবস্তী হইতে বহির্গত হইয়া রথ চালিত করিয়া মহালি লিচ্ছবি-
প্রদত্ত দ্বার দিয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন । মহালি লিচ্ছবির নিবাস ঐ
দ্বারসমীপেই । তিনি চোকাঠে রথের ঘর্ষের শব্দ শুনিয়াই বদ্বিলেন—
'ইহা বন্ধুলেরই রথশব্দ । অদ্য লিচ্ছবীদের ভয়ের কারণ হইতে পারে ।'

সেই পদ্পৃষ্টিগীর অন্তোভাগে এবং বহি'ভাগে প্রহরা বলবতী । উপরে
লোহজাল প্রসারিত । কোন পাখীও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না ।
বন্ধুল সেনাপতি রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রহরী মনুষ্যদের বেত্রাঘাতের
দ্বারা পলায়ন করাইয়া লোহজাল ছিন্ন করিয়া পদ্পৃষ্টিগীর অভ্যন্তরে ভাষাকে
স্নান করাইয়া নিজেও স্নান করিয়া পদনরায় সেই রথে আরোহণ করিয়া
নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আগমন মার্গ ধরিয়াই চলিয়া গেলেন । সেই
প্রহরীরা লিচ্ছবীরাজদের ব্যাপারটা জানাইল । লিচ্ছবীরাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া

চেসদুং । লিচ্ছবিরাজানো কুষ্টিয়া পণ্ড রথসতানি
 আরদুয়্হ ‘বন্ধুলমল্লং গণ্হিস্সামা’তি নিক্খমিৎসু । তং
 পবত্তিৎ মহালিস্স আরোচেসুং । মহালি—‘মা গম্মিথ,
 সো হি বো সবে ঘাতেস্সতী’তি আহ । তেপি—‘ময়ং
 গম্মিস্সাম এবা’তি বদিৎসু । ‘তেন হি তস্স রথচক্কস্স যাব
 নাভিতো পঠবিং পবিট্ঠট্ঠানং দিস্সা নিবত্তেয়্যাথ, ততো
 অনিবত্তন্তা পদুরতো অসনিসন্দং বিয় সুণিস্সথ, তম্হা
 ঠানা নিবত্তেয়্যাথ । ততো অনিবত্তন্তা তুম্হাকং রথধুরেসু
 ছিন্দং পস্সিস্সথ, তম্হা ঠানা নিবত্তেয়্যাথ, পদুরতো মা
 গম্মিথা’তি । তে তস্স বচনেন অনিবত্তিত্তা তং অনু-
 বন্দিৎসু এব । মল্লিকা দিস্সা—‘রথা, সাম্মি, পঞ্-
 ণায়ত্তী’তি আহ । ‘তেন হি একস্সেব রথস্স পঞ্-ঞায়ন-
 কালে মং আরোচেয়্যাসী’তি । সা যদা সবে রথা একো

*

*

*

পাঁচশত রথে আরোহণ করিয়া ‘বন্ধুল মল্লকে বাঁধিয়া আনিব’ বলিয়া
 নিষ্ক্রান্ত হইলেন । সেই ঘটনা মহালিকে জানান হইল । মহালি
 বলিলেন—

‘যাইও না, সে তোমাদের সকলকেই হত্যা করিবে ।’ তাহারা বলিল
 ‘আমরা যাইবই’ ।

‘তাহা হইলে, যখন দেখিবে তাঁহার রথচক্র নাভিস্থান হইতে মাটীতে
 প্রবেশ করিয়াছে তাহা হইলে ফিরিয়া আসিও ! তাও যদি প্রত্যাবর্তন না
 কর তাহা হইলে সম্মুখে অশনিশব্দর মত শব্দ শুনিলে ফিরিয়া আসিও ।
 তাও যদি প্রত্যাবর্তন না কর তাহা হইলে তোমাদের রথধুরে ছিদ্র দেখিয়া
 ফিরিয়া আসিও, আর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইও না ।’

তাহারা তাঁহার কথায় কণ্ঠপাত না করিয়া বন্ধুলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে
 লাগিল । মল্লিকা দেখিয়া বলিলেন—

‘স্বামিন্, অনেকগুণি রথ ধাবিত হইতেছে মনে হয় ।’ ‘তাহা হইলে

বিয় হুত্বা পণ্ড্ৰায়ংসু, তদা 'একমেব, সামি, রথসীসং
পণ্ড্ৰায়তী'তি আহ।

বন্ধুলো—'তেন হি ইমা রস্মিয়ো গণ্হাহী'তি তস্সা
রস্মিয়ো দত্তা রথে ঠিতো ব ধনুং আরোপেসি, রথচক্রং
যাব নাভিতো পঠবিং পার্বিসি।

লিচ্ছবিনো তং ঠানং দিস্সা পি ন নিবত্তিৎসু। ইতরো
থোকং গম্ব্বা জিয়ং পোথেসি, অসনিসন্দো বিয় অহোসি।
তে ততো পি ন নিবত্তিৎসু, অনুবন্ধস্তা গচ্ছন্তে ব।
বন্ধুলো রথে ঠিতকো ব একসরং থিপি, সো পণ্ডন্নং
রথসতানং রথসীসে ছিন্দং কত্তা পণ্ড রাজসতানি পরিকর-
বন্ধনট্ঠানে বিনিবিস্সিত্ত্বা পঠবিং পার্বিসি। তে অন্তনো
পবিন্ধুভাবং অজানিত্ত্বা—'তিট্ঠ রে, তিট্ঠ রে'তি বদন্তা
অনুবন্ধিৎসু এব। বন্ধুলো রথং ঠপেত্তা—'তুম্হে

*

*

*

একটি রথও যদি তুমি দেখ তাহা হইলে আমাকে জানাইবে।' যখন সমস্ত
রথ তাঁহার নিকট একটি রথ বলিয়া প্রতিভাত হইল তখন মল্লিকা
বলিলেন—

'স্বামিন্ একটি মাত্র রথের মাথা দেখা যাইতেছে।' বন্ধুল 'তাহা হইলে
এই রথরজ্জু ধর' বলিয়া রথরজ্জু তাহার হাতে দিয়া রথে দাঁড়াইয়া ধনুতে
জ্যা আরোপণ করিলেন। নাভিস্থল হইতে রথচক্র মাটিতে প্রোথিত হইল।
লিচ্ছবিরা ইহা দেখিয়াও প্রত্যাবর্তন করিল না। বন্ধুল তখন কিয়দ্ দূর
অগ্রসর হইয়া ধনুর্গুণ টানিয়া শব্দ করিলেন। এই শব্দ অশনিশব্দের
ন্যায় মনে হইল। লিচ্ছবিরা তথাপি প্রত্যাবর্তন করিল না, অনুসরণ
করিয়াই চলিল। বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়া একটি শর নিক্ষেপ করিলেন।
সেই শর পাঁচশত রথশীর্ষ ভেদ করিয়া পাঁচশত লিচ্ছবির কোমরবন্ধস্থানে
বিন্ধ করিয়া মাটিতে প্রবেশ করিল। লিচ্ছবিরা নিজেরা শরবিন্ধ হইয়াছে
বুঝিতে না পারিয়া 'দাঁড়া রে দাঁড়া' বলিতে বলিতে যেন পশ্চাৎদ্রাবণ করিল।
বন্ধুল তাঁহার রথ থামাইয়া বলিলেন—

মতকা, মতকেহি সন্ধিং ময়্‌হং যুদ্ধং নাম নখী'তি আহ ।
 'মতকা নাম অম্‌হাদিসা ন হোস্তী'তি । 'তেন হি সম্ব-
 পচ্ছিমস্স পরিকরং মোচেথা'তি । তে মোচায়িৎসু । সো
 মত্তমত্তে এব মরিত্তা পতিতো । অথ তে সম্বেপি 'তুম্‌হে
 এবরুপা, অন্তনো ঘরানি গন্ত্বা সংবিধাতব্বং, সংবিদহিত্তা
 পত্তদারং অনুসাসিত্তা সন্নাহং মোচেথা'তি আহ । তে
 তথা কত্তা সম্বেপি জীবিতক্‌খয়ং পত্তা । বন্ধুলো পি
 মল্লিকং সাবখিৎ আনেসি । সা সোলসক্‌খত্তুং যমকে
 যমকে পত্তে বিজায়ি । সম্বেপি সুদা থামসম্পন্ন
 অহেসুং, সম্বাসিপ্পানং নিপ্‌ফত্তিং পাপদুগিৎসু । একেকস্স
 পুরিসসহস্সং পরিবারো অহোসি । পিতরা সন্ধিং রাজনি-
 বেসনং গচ্ছন্তেহি তেহেব রাজঙ্গণং পরিপুদ্রি ।
 অথেকদিবসং বিনিচ্ছয়ে কুট্টপরাজিতা মনুস্সা বন্ধুলং

*

*

*

'তোমরা মৃত । মৃতদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না ।'

'আমাদের কি মৃত বলিয়া মনে হইতেছে ?'

'তাহা হইলে তোমাদের সকলের পুরোভাগ (পাঠান্তরে : পশ্চাদ্‌ভাগে)
 যে আছে তাহার কোমরবন্ধ খুলিয়া দাও ।' তাহারা তাহাই করিল ।
 কোমরবন্ধ খুলিবামাত্রই সেই লিচ্ছবির মৃতদেহ ভূপতিত হইল । বন্ধুল
 তাহাদের সকলকে বলিলেন—'তোমরা সকলেই এইরূপ মৃত । ঘরে
 ফিরিয়া যাও, যথাকর্তব্য সম্পাদন করি স্ত্রী পুত্রদের উপদেশ দিয়া বর্ম
 খুলিয়া ফেল ।' তাহারা তাহাই করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের
 মৃতদেহ ভূপতিত হইল । বন্ধুলও মল্লিকাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া আসিলেন ।
 মল্লিকা বোলবার যমজ সন্তানের জন্ম দিলেন । সকল পুত্রই শূর, বলবীৰ্য-
 সম্পন্ন হইল এবং সমস্ত প্রকার শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করিল । একেক
 জনের অধীনে পুরুষ সহস্র পরিবার ছিল । পিতার সঙ্গে রাজবাড়ীতে
 যাইলে তাহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যাইত ।

অনন্তর একদিন বিচারালয়ে মিথ্যাভাবে পরাজিত মনুষ্যগণ বন্ধুলকে

আগচ্ছন্তুং দিস্বা মহাবিরবং বিবরস্তা বিনিচ্ছয়অমচ্চানং
 কুট্টকরণং তস্স আরোচেসদুং । সো বিনিচ্ছয়ং গন্ত্বা তং
 অটুং তীরেত্বা সামিকমেব সামিকং অকাসি । মহাজনো
 মহাসন্দেশন সাধুকারং পবত্তেসি । রাজা ‘কিং ইদং’তি
 পদচ্ছিত্বা, তমথং সদুত্বা তুসিস্ত্বা সম্বেপি তে অমচ্চে হারেত্বা
 বন্ধুলস্বেব বিনিচ্ছয়ং নিষ্যাদেসি । সো ততো পট্ঠায়
 সম্মা বিনিচ্ছয়ি । ততো তে পোরাণকবিনিচ্ছয়িকা অমচ্চা
 কিণ্ড লণ্ডং অলভস্তা অম্পলাভা হুত্বা বন্ধুলো রজ্জং
 পথেতীতি রাজকুলে পরিভিন্দিংসু । রাজা তেসং কথং
 সন্দহিত্বা চিত্তং নিগ্গহেতুং নাসক্খি । ‘ইমস্মিং ইধেব
 ঘাতিয়মানে গরহা মে উম্পজ্জিস্সতী’তি পদন চিন্তেত্বা
 পযদন্তপদ্বিরসেহি পচ্চন্তুং পহারাপেত্বা বন্ধুলং পক্কোসাপেত্বা
 —‘পচ্চন্তো কির কুপিতো, তব পদন্তেহি সন্ধিং গন্ত্বা চোরে

*

*

*

আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিল যে বিচারকেরা
 মিথ্যাভাবে তাহাদের পরাজিত করিয়াছে । বন্ধুল বিচারালয়ে যাইয়া এমন
 সুস্থভাবে মৰ্ম্মমাংসা করিলেন যে, যথার্থ মালিকানা যথার্থ ব্যক্তির উপরই
 ন্যস্ত হইল । মহান জনতা মহাশব্দে সাধুবাদ প্রদান করিল । রাজা
 ‘ব্যাপার কি ?’ জিজ্ঞাসা করার সেই ঘটনা জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সকল
 বিচারককে পদচ্যুত করিয়া বন্ধুলকে বিচারক করিলেন । ইহার পর হইতে
 বন্ধুল সুস্থভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন ।

পূর্বের বিচারকগণ উৎকোচ লাভে বশিত হইয়া লাভসংকার শূন্য হইয়া
 (প্রতিহিংসাবশতঃ) ‘বন্ধুল রাজ্য দখল করিতে চায়’ বলিয়া রাজকুলে বিভেদ
 সৃষ্টি করিল । রাজা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্ত
 হইলেন । চিন্তা করিলেন—‘ইহাদের যদি এখানে হত্যা করাই, লোকে
 আমার নিন্দা করিবে ।’ তারপর কিছু লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা
 প্রত্যস্তপ্রদেশে অশান্তি সৃষ্টি করাইয়া বন্ধুলকে বলিলেন—‘প্রত্যস্তপ্রদেশ
 কুপিত হইয়াছে । তুমি তোমাদের ছেলেদের সঙ্গে লইয়া দস্যুদের ধরিয়া

গণ্‌হাহী'তি পহিণিত্বা—‘এথেবস্স দ্বিত্তিংসায় পদুত্তেহি সন্ধিং সীসং ছিন্দিহা আহরথা’তি তেহি সন্ধিং অঞ্‌ঞে পি সমথে মহাষোধে পেসেসি । তস্মিং পচ্চত্তং গচ্ছন্তেয়েব —‘সেনাপতি কির আগচ্ছতী’তি পযদুত্তোরা পলায়িংসু । সো তং পদেসং আবাসাপেহা সণ্ঠাপেহা নিবত্তি ।

অথস্স নগরতো অবিদুরে ঠানে তে যোধা পদুত্তেহি সন্ধিং সীসং ছিন্দিংসু । তং দিবসং মল্লিকায় পণ্ণহি ভিক্‌খু-সতেহি সন্ধিং বে অঙ্গসাবকা নিমন্তিতা হোন্তি । অথস্সা পদুব্বণ্‌হে এব, ‘সামিকস্স তে সন্ধিং পদুত্তেহি সীসং ছিন্‌’তি পল্লং আহরিহা অদংসু । সা তং পবত্তিং এত্তা কস্সচি কিণ্ণ অবহা পল্লং উচ্ছ্‌ ঠপেহা ভিক্‌খুসঙ্ঘমেব পরিবসি । অথস্সা পরিচারিকায়ো ভিক্‌খুদনং ভত্তং দহা সস্পিচাটিং আহরন্তিয়ো থেরানং পদুরতো সস্পিচাটিং

*

*

*

লইয়া আইস ।’ এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন । তারপর সমর্থবান অন্য মহাষোদ্ধাদের সঙ্গে পাঠাইয়া তাহাদের বলিলেন—‘যাও বন্ধুল এবং তাহার বস্ত্রশজন পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া আইস ।’ বন্ধুল প্রত্যন্তপ্রদেশে যাইতে না যাইতে ‘সেনাপতি আসিতেছেন’ জানিয়া নিষ্কৃত ব্যক্তিগণ পলায়ন করিল । বন্ধুল প্রত্যন্তপ্রদেশে শাস্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন ।

পাঠিমধ্যে নগরের অনতিদূরে সেই নিষ্কৃত মহাষোদ্ধাগণ পুত্রদের সঙ্গে বন্ধুলের শিরচ্ছেদ করিল । সেই দিবসেই মল্লিকাদেবী পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত দুই অগ্রশ্রাবককে (শারিপুত্র এবং মহামৌদগল্যায়ন) তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । পূর্বাঙ্কেই তাঁহার হস্তে একটি পত্র দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইল যে তাঁহার স্বামী, পুত্র সকলের শিরচ্ছেদ করা হইয়াছে । মল্লিকা সেই ঘটনা জানিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পত্রখানি কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন পরিবেশন করিলেন । তাঁহার পরিচারিকারা ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন দিয়া ঘৃত পরিবেশন করিবার সময় ভিক্ষুদের

ভিন্দিংসু। ধম্মসেনাপতি—‘ভেদনধম্মং ভিন্নং, ন চিন্তিত্বং’তি আহ। সা উচ্ছস্তু পল্লং নীহরিয়া ‘বত্তিংসায় পদুত্তোহি সন্ধিং পিতুসীসং ছিন্নং’তি মে ইমং পল্লং আহরিংসু, অহং ইদং সুহ্মা পি ন চিন্তেমি, সপ্পিচাটিয়া ভিন্নায় কিং চিন্তিয়িস্সামি ভন্তে’তি আহ। ধম্মসেনাপতি—‘অনিমিত্ত-মনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধ জীবিতং’তি আদীনি বহ্মা ধম্মং দেসেহা উট্ঠায়াসনা বিহারং অগমাসি। সাপি বত্তিংস সুদ্বিগ্গিসায়ো পক্কোসাপেহা—‘তুম্হাকং সামিকা নিরপরাধা অন্তনো পদুরিমকম্মফলং লভিংসু, তুম্হে মা সোচয়িথ, মা পরিদেবিথ, রঞ্ঞো উপরি মনোপদোসং মা করিথা’তি ওবদি।

রঞ্ঞো চরপদুরিসা তং কথং সুহ্মা গন্ত্বা তেসং নিন্দোস-ভাবং রঞ্ঞো কথয়িংসু। রাজা সংবেগপ্পত্তো তস্সা

*

*

*

সম্মুখেই ঘটপাত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ধর্মসেনাপতি (শারিপুত্র) বলিলেন ‘যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিবেই, চিন্তার কারণ নাই।’ মল্লিকা কোমর হইতে সেই পত্রখানি বাহির করিয়া ‘বত্রিশজন পুত্রের সহিত আমার স্বামীর মন্তক ছেদন করা হইয়াছে’ এই খবরেও আমি চিন্তিত হই নাই। ভন্তে, ঘটপাত্র ভগ্ন হইলে আমি চিন্তা করিব কেন?’

ধর্মসেনাপতি—‘মরণশীল ব্যক্তিদের জীবন অনিমিত্ত এবং অজ্ঞাত।’—ইত্যাদি বলিয়া ধর্মদেশনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। মল্লিকাও বত্রিশজন পুত্রবধূকে ডাকাইয়া উপদেশ দিলেন—

‘তোমাদের স্বামীর নিরপরাধ হইয়াও পূর্বজন্মকর্মফলের কারণে এইভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তোমরা শোক করিও না। পরিদেবনা করিও না। রাজার উপরও মনপ্রদোষ (রুদ্টিচন্ত) করিও না।’

রাজার চরপদুরূষণ সেই কথা শুনিয়া যাইয়া তাঁহাদের নির্দোষভাবের কথা রাজাকে জানাইল। রাজা সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া (বন্ধুল সেনাপতির

নিবেসনং গন্ত্বা মল্লিকঞ্চ সুগ্ণিসায়ো চক্ষুসা খমাপেত্বা
মল্লিকায় বরং অদাসি । সা—‘বরো গহিতো মে হোতু’তি
বত্বা তস্মিং গতে মতকভক্তং দত্বা নহত্বা রাজানং উপ-
সংকমিত্বা বন্দিত্বা—‘দেব তুম্হেহি ময়্হং বরো দিম্নো,
ময়্হঞ্চ অণ্ড্রোণেন অথো নথি, দ্বিত্বংসায় মে সুগ্ণিসানং
মমঞ্চ কুলঘরগমনং অনুজানাতা’তি আহ । রাজা
সম্পটিচ্ছি । সা দ্বিত্বংস সুগ্ণিসায়ো যথাসকানি কুলানি
পেসেসি, সয়স্পি কুসিনারানগরে অন্তনো কুলঘরং
অগমাসি ।

রাজা পি বন্ধুলসেনাপতিনো ভাগিনেয্যস্স দীঘকারায়নস্স
নাম সেনাপতিট্ঠানং অদাসি । সো পন ‘মাতুলো মে
ইমিনা মারিতো’তি রণ্ডোণো ওতারং গবেসন্তো বিচরতি ।
রাজা পি নিরপরাধস্স বন্ধুলস্স মারিতকালতো পট্ঠায়

*

*

*

গৃহে) যাইয়া মল্লিকাদেবী এবং পুত্রবধূদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া
মল্লিকাকে একটি বর দিতে চাইলেন । মল্লিকা ‘আমি সেই বর গ্রহণ করিলাম’
বলিয়া রাজা চলিয়া গেলে মৃতদের উদ্দেশ্যে মতক ভক্ত প্রদান করিলেন
(অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিলেন) এবং স্নান করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া
বলিলেন, ‘মহারাজ আপনি আমাকে বর দিয়াছেন । আমাদের অন্য কিছুর
প্রয়োজন নাই । আমার বর্গিশজন পুত্রবধূ এবং আমার পিত্রালয়ে গমনের
অনুমতি দিন ।’ রাজা সম্মতি প্রদান করিলেন । মল্লিকা তাঁহার পুত্র-
বধূদের নিজ নিজ পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন । স্বয়ং কুশীনগরে নিজ
পিত্রালয়ে গমন করিলেন ।

রাজাও বন্ধুলসেনাপতির ভাগিনা দীঘকারায়ণকে সেনাপতিপদে
অভিষিক্ত করিলেন । তিনিও ‘আমার মাতুলকে ইনিই হত্যা করিয়াছেন’
জানিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিলেন রাজাকে হত্যা করার জন্য । রাজাও
নিরপরাধ বন্ধুলকে হত্যা করাইবার পর হইতে মমাহত হইয়া মনের শাস্তি

বিম্পটিসারী হুত্বা চিত্তস্সাদং ন লভতি, রজ্জসুখং নান্দ-
ভোতি । তদা সথা সন্ধ্যাং মেদালদুপং নাম নিগমং
উপনিম্সায় বিহরতি । রাজা তথ গন্ডা আরামতো
অবিদুরে খন্ধাবারং নিবাসেত্বা ‘মন্দেন পরিবারেন সথারং
বন্দিম্সামী’তি বিহারং গন্ডা পণ্ডরাজককুধভাডানি
দীঘকারায়নস্স দত্বা এককো ব গন্ধকুটিং পার্বিসি । সৰ্বং
‘ধম্মচেতিয়সুত্ত’-নিয়ামেন দীপেতব্বং । তস্মিং গন্ধকুটিং
পবিট্টে দীঘকারায়নো তানি পণ্ড রাজককুধভাডানি গহেত্বা
বিড়ুড়ভং রাজানং কত্বা রঞ্বেঞা একং অস্সং একণ্ড
উপট্ঠানকারিকং মাতুগামং ঠপেত্বা নিবত্তেত্বা সাৰথিং
অগমাসি ।

রাজা সথারা সন্ধিং পিয়কথং কথেত্বা সথারং বন্দিত্বা
নিক্খন্তো সেনং অদিম্বা তং মাতুগামং পুচ্ছিত্বা তং
পবত্তি সত্বা, ‘অহং ভাগিনেয়্যং আদায় গন্ডা বিড়ুড়ভং

*

*

*

হারাইয়া ফেলিলেন । রাজ্যসুখও ভোগ করিতে অক্ষম হইলেন । শাস্ত্রা
তখন শ্যাক্যদেব মেদলদুপ নামক নিগমের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন ।
রাজা সেখানে ষাইয়া আরামের অবিদুরে ছাউনি করিয়া সামান্য লোকজন
লইয়া ‘শাস্ত্রাকে বন্দনা করিব’ বলিয়া পণ্ড রাজককুধ দ্রব্য দীঘকারায়ণকে
দিয়া একাকী গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিলেন । [ইহার পর সমস্ত ঘটনা
মজ্জিমনিকায়ের ‘ধম্মচেতিয়’ সূত্রানুসারে বর্ণনা করিতে হইবে] রাজা
গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিলে দীঘকারায়ণ সেই পণ্ড রাজককুধ দ্রব্য (রাজার
পাঁচটি রাজকীয় নিদর্শন) লইয়া বিড়ুড়ভকে রাজা করিলেন এবং রাজার
জন্য একটি অশ্ব ও একজন সেবাদাসী রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া
আসিলেন ।

রাজা শাস্ত্রার সঙ্গে অনেক প্রিয়কথা বলিয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া
নিষ্ক্রান্ত হইয়া সৈন্যদের না দেখিয়া সেই সেবাদাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত
ঘটনা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন—‘আমি ভাগিনেয়কে লইয়া বিড়ুড়ভকে

গহেস্সামী'তি রাজগহনগরং গচ্ছন্তো বিকালে দ্বারেস্দু
পিদহিতেস্দু নগরং পত্বা একিস্সা সালায় নিপজ্জিহ্বা
বাতাতপেহি কিলন্তো রত্তিভাগে তথৈব কালমকাসি।
বিভাতায় রত্তিয়া—‘দেব, কোসলনারিন্দ, অনাতো জাতো-
সী’তি বিম্পলপন্তিয়া তস্সা ইথিয়া সন্দং স্দুত্বা রঞ্ণেণো
আরোচেস্দং। সো মাতুলস্স মহন্তেন সন্ধারেণ সরীর-
কিচ্চং কারেসি।

বিড়ুড়ভো পি রজ্জং লভিত্বা তং বেরং সরিত্বা—‘সবেব
পি সাকিয়ে মারেস্সামী’তি মহতিয়া সেনায় নিক্খমি।
তং দিবসং সত্থা পচ্ছদুসকালে লোকং বোলোকেন্তো ঐতি-
সম্বস্স বিনাসং দিম্বা—‘ঐতিসম্বহং কাতুং বটুতী’তি
চিস্তেত্বা পুৰ্ব্ববহুসময়ে পিণ্ডায় চরিত্বা পিণ্ডপাতপটিক্কন্তো
গন্ধকুটিয়ং সীহেসেয়্যং কম্পেত্বা সায়হুসময়ে আকাসেন গন্ত্বা
কপিপলবত্থুসামন্তে একস্মিং কবরচ্ছায়ে রুদ্ধক্খম্ভুলে নিসীদি।

*

*

*

ধরিব’ এবং রাজগহনগরে যাইতে যাইতে বিকালে সমস্ত নগরদ্বার বন্ধ হইয়া
গেল। রাজা একটি শালায় শয়ন করিয়া বাতাতপের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া
রাত্রিবেলায় সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে
‘মহারাজ, কোশলেন্দ্র, আপনি অনাত হইয়া গিয়াছেন’ এইভাবে বিলাপরতা
স্ত্রীলোকের শব্দ শুনিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করা হইল। রাজা মাতুলের
মহাসৎকার করিয়া শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

বিড়ুড়ভও রাজা হইয়া সেই বৈরিতার কথা স্মরণ করিলেন। ‘সমস্ত
শাক্যদের হত্যা করিব’ বলিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
সেই দিন শান্তা প্রত্যুষসময়ে জগত অবলোকন করিয়া জ্ঞাতিসম্বের বিনাশ
দেখিয়া জ্ঞাতিদের রক্ষা করিতে হইবে’ মনস্থ করিয়া পূর্বাঙ্গে পিণ্ডাচরণ করিয়া
পিণ্ডপাত শেষ করিয়া গন্ধকুটিতে সিংহশয্যায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন সময়ে
আকাশপথে যাইয়া কপিপলবত্থু রাজ্যের সীমান্তে একটি অল্পছায়াযুক্ত

ততো বিড়ুড়ভস্স রজ্জসীমায় মহন্তো সন্দচ্ছায়ো নিগ্রোধো
 অর্থি । বিড়ুড়ভো সথারং দিস্সা উপসঙ্কমিত্তা বন্দিহা—
 ‘ভন্তে কিং কারণা এবরুপায় উগ্গ্হবেলায় ইমস্মিং কবরচ্ছায়ে
 রুন্ধম্মূলে নিসীদথ, এতস্মিং সন্দচ্ছায়ে নিগ্রোধম্মূলে
 নিসীদথ ভন্তে’তি বহ্বা, ‘হোতু মহারাজ, ঐগাতকানং ছায়া
 নাম সীতলা’তি বদন্তে ‘ঐগাতকানুরন্ধনথায় সথা আগতো
 ভবিম্সতী’তি চিন্তেহা সথারং বন্দিহা নিবন্তিহা সাবর্থিং
 য়েব পচ্চাগমি । সথাপি উম্পতিহা জেতবনমেব গতো ।
 রাজা সাকিয়ানং দোসং সরিহা দূতীয়ম্পি নিক্খমিত্তা
 তথেব সথারং পম্সিত্তা পুন নিবন্তি । ততীয়বারেপি
 নিক্খমিত্তা তথেব সথারং পম্সিত্তা পুন নিবন্তি । চতুর্থ-
 বারে পন তস্মিং নিক্খন্তে সথা সাকিয়ানং পুণ্ণবকস্মং
 ওলোকেহা তেসং একদিবসং নদিয়ং বিসপক্খিপন-

*

*

*

বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । এদিকে বিড়ুড়ভের রাজ্যসীমায় বহু
 ছায়াযুক্ত একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বর্তমান । বিড়ুড়ভ শাস্তাকে দেখিয়া কাছে
 যাইয়া বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, এইরূপ প্রচণ্ড গরমের সময় আপনি
 অম্পছায়াযুক্ত বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন কেন ? এদিকে অনেক ছায়াযুক্ত
 ন্যগ্রোধবৃক্ষ রহিয়াছে ।’

‘হউক মহারাজ, কিন্তু জ্ঞাতিদের ছায়া শীতল’ । ‘শাস্তা তাহা হইলে
 জ্ঞাতিদের রক্ষা করার জন্যই আসিয়াছেন’ চিন্তা করিয়া বিড়ুড়ভ শাস্তাকে
 বন্দনা করিয়া ফিরিয়া শ্রাবস্তীতেই চলিয়া গেলেন । শাস্তাও আকাশপথে
 জেতবনে চলিয়া গেলেন ।

রাজা শাক্যদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া দ্বিতীয়বার নিষ্ক্রান্ত হইয়া
 শাস্তাকে তদ্রূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় চলিয়া আসিলেন ।
 তৃতীয়বারও নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুরূপভাবে শাস্তাকে দেখিয়া ফিরিয়া
 আসিলেন । চতুর্থবার যখন বিড়ুড়ভ নিষ্ক্রান্ত হইলেন শাস্তা তখন শাক্যদের
 পূর্ব এক জন্ম অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা নদীর জলে বিম্ব

পাপকম্মস্স অপিটিবাহিয়ভাবং ঞ্জহা চতুথবারে নাগম্মাসি ।
 বিড়ুড়ভো ‘সাকিয়ে ঘাতেস্সামী’তি মহন্তেন বলকায়েন
 নিক্খমি । সম্মাসম্বুদ্ধস্স পন ঞ্জাতকা অসত্তঘাতকা
 নাম, অন্তনা মরন্তা পি পরেসং জীবিতং ন বোরোপেত্তি ।
 তে চিস্তয়িংসু—‘মরং সুসিক্খিতা কতহথা কতুপাসনা
 মহিস্সাসা, ন থো পন সন্ধা অম্হেহি পরং জীবিতা
 বোরোপেতুং, অন্তনো কম্মং দস্সেহা পলাপেস্সামা’তি ।
 তে কতসন্নাহা নিক্খমিহা যুদ্ধং আরভিংসু । তেহি
 ষ্ঠিতা সরা বিড়ুড়ভস্স পুরিসানং অন্তরন্তরেন গচ্ছন্তি,
 ফলকন্তরকল্লিহিন্দন্তরাদীহি নিক্খমন্তি । বিড়ুড়ভো
 দিস্সা ননু ভণে, ‘সাকিয়া অসত্তঘাতকাম্হা’তি বদন্তি,
 অথ চ পন মে পুরিসে নাসেত্তী’তি ।

অথ নং একো পুরিসো আহ—‘কিং সামি, নিবত্তিহা

*

*

*

মিশাইয়া দিয়াছিল । সেই পাপেরই পরিণাম এই জন্মে ফলবে চিন্তা করিয়া
 চতুর্থবার শাস্তা আর শাক্যদের রক্ষা করিতে গেলেন না । বিড়ুড়ভও
 ‘শাক্যদের হত্যা করিব’ বলিয়া মহা বলকায় লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।
 সম্যক্সম্বুদ্ধের জ্ঞাতিগণ শস্ত্রঘাতক নহেন, নিজের মৃত্যু হইলেও অন্যদের
 তাঁহারা হত্যা করেন না । তাঁহারা চিন্তা করিলেন—

‘আমরা সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ, কৃতোপাসনা এবং মহাধনুর্ধর । কিন্তু
 আমরা অন্যদের হত্যা করিতে পারি না । নিজেদের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন
 করিয়া তাহাদের পলায়ন করিতে বাধ্য করিব ।’ তাই তাঁহারা বর্ম পরিধান
 করিয়া বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের ক্ষিপ্ত শর
 বিড়ুড়ভের লোকদের মধ্যস্থান দিয়া চলিয়া গেল, ফলকের (= ঢালের) মধ্য
 দিয়া, কণ্ঠছিন্নের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল । ইহা দেখিয়া বিড়ুড়ভ বলিলেন—
 ‘শাক্যরা শস্ত্রঘাত করেন না বলিয়া থাকেন । অথচ দেখিতেছি তাঁহারা
 আমার লোকদের বিনাশ করিতেছেন ।’

এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল—‘প্রভু, আপনি ফিরিয়া ফিরিয়া কি

ওলোকেসী'তি? 'সাকিয়া মে পদুরিসে নাসেস্তু'তি। 'তুম্হাকং কোচি পদুরিসো মতো নাম নথি। ইচ্ছ তে গণাপেথা'তি। গণাপেন্তো একস্সপি খয়ং ন পস্সি। সো ততো নিবত্তিহা—'যে যে পন ভণে 'সাকিয়ম্হা'তি ভণন্তি, সবেব মাৱেথ, মাতামহস্স পন মহানামসক্কস্স সন্তিকে ঠিতানং জীবিতং দেথা'তি আহ। সাকিয়া গহে-
তব্বগহণং অপস্সন্তা একচে তিণং ডংসিহা, একচে নলং গহেহা অট্ঠংসু। 'তুম্হে সাকিয়া, নো'তি পদুচ্ছিতা, যস্মা তে মৱন্তা পি মদুসাবাদং ন ভণন্তি, তস্মা তিণং ডংসিহা ঠিতা—'নো সাকো, তিণং'তি বদন্তি। নলং গহেহা ঠিতা 'নো সাকো, নলো'তি বদন্তি। যে চ মহানামস্স সন্তিকে ঠিতা, তে চ জীবিতং লভিৎসু। তেসু তিণং ডংসিহা ঠিতা তিণসাকিয়া নাম, নলং গহেহা ঠিতা

*

*

*

দেখিতেছেন?' 'শাক্যরা আমার লোকদের বিনাশ করিতেছে।' 'আপনার একজন ব্যক্তিও হত হয় নাই। আপনি গণনা করিয়া দেখিতে পারেন।' গণনা করাইয়া বিড়ুড়ভ দেখিলেন যে একজনও হত হয় নাই। তথাপি বিড়ুড়ভ আদেশ করিলেন, "যাঁহারা বলিবেন 'আমরা শাক্য' তাঁহাদের সকলকে হত্যা করিবে। মাতামহ মহানাম শাক্যের নিকট যাঁহারা থাকিবেন তাঁহাদের জীবন দান করিবে।" শাক্যরা গ্রহণযোগ্য কিছুর না পাইয়া কেহ বা দাঁতে তৃণ কেহ বা নল গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

'আপনারা কি শাক্য' জিজ্ঞাসিত হইলে যেহেতু শাক্যরা প্রাণ যাইলেও মিথ্যাকথা বলেন না। তাই যাঁহারা দাঁতে তৃণ চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন, 'শাক নহে, তৃণ'। যাঁহারা নল ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া-
ছিলেন তাঁহারা বলিলেন—'শাক নহে, নল'। যাঁহারা মহানাম শাক্যের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন দান করা হইল। আর যাঁহারা দাঁতে তৃণ চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই 'তৃণশাক্য' এবং যাঁহারা নল ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা 'নলশাক্য' ইহা মনে করিয়া

নলসাকিয়া নাম জাতা তি, বিড়ুড়ভো অবসেসে খীরপকে-
পি দারকে অবিস্সজেহা ঘাতাপেন্তো লোহিতনাং
পবন্তেহা তেসং গললোহিতেন ফলকং ধোবাপেসি । এবং
সাকিয়বংসো বিড়ুড়ভেন উপচ্ছিনো ।

সো মহানামসকং গাহাপেহা নিবন্তো—‘পাতরাসবেলায়
পাতরাসং করিস্সামী’তি একস্মিং ঠানে ওতিরহা ভোজনে
উপনীতে, ‘একতো ব ভুঞ্জিস্সামা’তি অয়্যকং পক্কোসাপেসি ।
খন্তিয়া পন জীবিতং বজন্তা পি দাসিপদুত্তেহি সন্ধিং ন
ভুঞ্জন্তি । তস্মা মহানামো একং সরং ওলোকেহা—
‘কিলিট্ঠগত্তোম্হি, ন্হায়িস্সামি তাতা’তি আহ ।
‘সাধু অয়্যক ন্হায়থা’তি । সো—‘অয়ং মং একতো
অভুঞ্জন্তং ঘাতেস্সতি, সয়মেব মে মতং সেয়্যো’তি কেসে

*

*

*

বিড়ুড়ভ সকলকে হত্যা করিলেন, এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও বাদ দেন
নাই । এইভাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া তাঁহাদের গলার রক্ত দিয়া সেই
ফলক (যেখানে বিড়ুড়ভ বসিয়াছিলেন) যাহাকে দুগ্ধজল দ্বারা ধোয়া
হইয়াছিল) ধোওয়াইলেন । এইভাবে বিড়ুড়ভের দ্বারা শাক্যবংশ ধ্বংস
হইল ।

তিনি মহানাম শাক্যকে লইয়া ফিরিতেছিলেন । ‘প্রাতরাশের সময়
প্রাতরাশ করিব’ বলিয়া একস্থানে নামিয়া ভোজন উপস্থিত হইলে ‘একত্রে
ভোজন করিব’ বলিয়া মাতামহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । ক্ষত্রিয়রা জীবন
গেলেও দাসীপদ্বয়ের সঙ্গে একত্রে ভোজন করেন না । তাই মহানাম একটি
সরোবর দেখিয়া বলিলেন—‘বৎস, আমার গায়ে ভীষণ ময়লা, স্নান করিয়া
আসি ।’

‘বেশ, মাতামহ, যান, স্নান করুন ।’

তিনি চিন্তা করিলেন—

‘একসঙ্গে আহার না করিলে এ আমাকে হত্যা করিবে । আমার জাত্মহত্যা
করাই শ্রেয়ঃ’—ইহা ভাবিয়া তিনি চুল খুলিয়া অগ্রভাগে গ্রন্থি (= গিঁট)

মুদ্রিত্বা অণ্ণে গণ্ঠং কহ্বা কেসেসু পাদঙ্গুট্টকে পবেসেহ্বা উদকে নিমুজ্জি । তস্স গুণতেজেন নাগভবনং উণ্ণহা-
 কারং দস্সেসি । নাগরাজা—‘কিং নু থো’তি উপধারেত্তো
 তং ঞ্জহ্বা তস্স সন্তিকং আগম্ভ্বা তং অন্তনো ফণে নিসীদা-
 পেহ্বা নাগভবনং পবেসেসি । সো দ্বাদস বস্সানি তথৈব
 বসি । বিড়ুড়ভো পি ‘ময়্‌হং অয়্যকো ইদানি আগমিস্সতি,
 ইদানি আগমিস্সতী’ তি আগময়মানো ব নিসীদি । তস্মিং
 অতিচিরায়ন্তে সরং বিচিনাপেহ্বা দীপালোকেন পুরি-
 সবত্তরানি পি ওলোকেহ্বা অদিম্বা ‘গতো ভবিস্সতী’তি
 পক্কামি । সো রত্তিভাগে অচিরবতিং পহ্বা খন্ধাবারং
 নিবাসেসি । একস্চে অন্তোনদিয়ং বালুকাপদুলিনে
 নিপজ্জিৎসু, একস্চে বহিথলে, অন্তোনিপন্থেসুপি পদুবে
 অকতপাপকম্মা অথি, বহিনিপন্থেসুপি পদুবে কতপাপ-

*

*

*

বাঁধিয়া কেশরাশির মধ্যে পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া জলে
 নিমজ্জিত হইলেন । তাঁহার গুণতেজের দ্বারা নাগভবন উদ্ভূত হইল ।
 নাগরাজ ‘কি হইল’ চিন্তা করিয়া ষটনা জানিয়া মহানামের নিকট
 উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের ফণার উপর বসাইয়া নাগভবনে প্রবেশ
 করিলেন । তিনি দ্বাদশ বৎসর সেখানেই বাস করিলেন । বিড়ুড়ভও
 আমার মাতামহ’ এখনই আসিবেন, এখনই আসিবেন’ মনে করিয়া তাঁহার
 প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেন । তিনি বিলম্ব করাতে সরোবর দীপালোকের
 দ্বারা খোঁজ করাইয়া, তাঁহার অন্যান্য সহচরদের অভ্যন্তরে খোঁজ করাইয়া
 না পাইয়া ‘নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছেন’ এই মনে করিয়া নিজেও চলিয়া
 আসিলেন । রাত্রিভাগে তিনি অচিরবতী নদীর তীরে শিবির খাটাইলেন ।
 কেহ কেহ নদীর কাছাকাছি বালুকাপদুলিনে শুইয়া পড়িল । কেহ বা
 বাহিরে স্থলভাগে । এখন যাহারা নদীর বালুকাতে শুইয়াছিল তাহাদের
 মধ্যেও অনেকে ছিল যাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন পাপকর্ম সম্পাদন করে
 নাই । আবার যাহারা স্থলভাগে শুইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব-

কম্মা অস্থি, তেসং নিপন্নট্ঠানেসু কিপিপল্লিকা উট্ঠ-
হিংসু। তে ‘ময়্হং নিপন্নট্ঠানে কিপিপল্লিকা, ময়্হং
নিপন্নট্ঠানে কিপিপল্লিকা’তি উট্ঠহিহ্বা অকতপাপকম্মা
উত্তরিহ্বা থলে নিপজ্জংসু, কতপাপকম্মা ওত্তরিহ্বা
বাল্লুকাপদলিনে নিপজ্জংসু। তস্মিং থণে মহামেঘো
উট্ঠহিহ্বা ঘনবস্সং বস্সি। নদিয়া ওঘো আগন্হা
বিড়ুড়ভং সন্ধিং পরিসায় সমুদুদমেব পাপেসি। সবেব তথ
মচ্ছকচ্ছপভক্খা অহেসুং।

মহাজনো কথং সমুট্ঠাপেসি,—‘সাকিয়ানং মরণং অযুত্তং
এবং নাম কোট্টেহ্বা কোট্টেহ্বা সাকিয়া মারেতস্বাপীত
অননুচ্ছবিকমেতং’তি। সথা তং কথং সুহ্বা—‘ভিক্খবে
ইমস্মিং অন্তভাবে কিণ্ঠাপি সাকিয়ানং এবং মরণং অযুত্তং,
পদুবেব কতপাপকম্মবসেন পন যুত্তমেবেত্টিহ লঙ্কং’তি

*

*

*

পূর্ব জন্মে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা যেখানে শুইয়াছিল
তাহার অধোভাগ হইতে পিপীলিকা উঠিতে লাগিল। তাহারা ‘আমাদের
শয়নস্থানে পিপীলিকা, আমাদের শয়নস্থানে পিপীলিকা’ বলিয়া উঠিয়া
পড়িল এবং যাহারা অকৃতপাপকর্ম তাহারা উঠিয়া স্থলে শয়ন করিল, আর
যাহারা কৃতপাপকর্ম তাহারা নামিয়া বাল্লুকাপদলিনে শয়ন করিল। সেই
সময় মহামেঘ উঠিয়া ভীষণ বৃষ্টিপাত করিল। নদীর ঢেউ আসিয়া সপার্বদ
বিড়ুড়ভকে সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সমুদ্রে তাহারা মৎস্য-কচ্ছপের
ভক্ষ্য হইলেন।

বহু লোকেরা এই কথা উঠাইলেন—‘শাক্যদের হত্যা অযৌক্তিক হইয়াছে।
প্রহার করিয়া প্রহার করিয়া শাক্যদের মারিতে হইবে ইহা অনর্চিত
হইয়াছে।’

শাস্তা তাহাদের কথা শনিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, এই জন্মে শাক্যদের মৃত্যু যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কিন্তু
পূর্বকৃত পাপকর্মবশে ইহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।’

আহ । ‘কিং পন ভন্তে, এতে পদুস্বে অকংসু’তি । ‘সস্বে একতো হুত্বা নদিয়ং বিসং পক্খিপংসু’তি । পদুনেকদিবসং ধম্মসভায়ং ভিক্ষু কথং সমুট্ঠাপেসদুং, ‘বিড়ুড়ভো এত্তকে সাকিয়ে মারেত্বা আগচ্ছন্তো অন্তনো মনোরথে মথকং অস্পত্তে য়েব এত্তকং জনং আদায় মহাসমুদ্রে মচ্ছকচ্ছপ-ভক্খো জাতো’তি । সথা আগত্বা—‘কায় নুথ ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্নিহিতা’তি পদুচ্ছিত্বা ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে, ‘ইমেসং সত্তানং মনোরথে মথকং অস্পত্তে-য়েব মচ্ছুরাজা সুত্তং গামং অজ্জ্বাতথরন্তো মহোঘো বিয় জীবিতিন্দ্রিয়ং ছিন্দিত্বা চতুসু অপায়সমুদ্রেসু নিমুজ্জাপেতী’তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

“পদুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তম্নসং নরং ।
সুত্তং গামং মহোঘো’ব মচ্ছু আদায় গচ্ছতী’তি ।”

ধম্মপদ, গাথা ॥ ৪৭ ॥

*

*

*

‘ভন্তে, তাহারা পূর্বে কি করিয়াছিলেন ?’

‘সকলে একত্র হইয়া নদীর জলে বিষ মিশাইয়াছিল ।’

পদুনরায় একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুরা কথা উঠাইলেন—

‘বিড়ুড়ভ এতজন শাক্যদের মারিয়া আগমনকালে নিজের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই এতজনকে লইয়া সমুদ্রে মৎস্য-কচ্ছপের তক্ষ্য হইয়াছেন ।’

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ ?’

‘ভন্তে, এই বিষয় লইয়া ।’

‘এই সত্ত্বগণের মনোবাসনা পূর্ণ না হইতেই মৃত্যুরাজ সুপ্ত গ্রামকে যেভাবে মহোঘ ভাসাইয়া লইয়া যায় ঠিক তদ্রূপ জীবননাশ ঘটাইয়া চারিপ্রকার অপায়সমুদ্রে নিমজ্জিত করায় ।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই ভাষা ভাষণ করিলেন—

‘যেমন মহাস্রোত (= বন্যা) কোন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি (কামনারূপ) পদুপ্ফলনকারীর মত রূপাদিতে ব্যাসত্তিস্ত মনুষ্যকে মৃত্যু গ্রাস করিয়া থাকে ।’—ধম্মপদ, শ্লোক ৪৭ ।

তথ্য ‘ব্যাসত্তমসং নরং’তি সম্পত্তে বা অসম্পত্তে বা লগ্গমানসং । ইদং বদন্তং হোতি—যথা মালাকারো পদ্প্ফারামং পৰ্বাসিত্ত্বা ‘পদ্প্ফানি পচিনিস্সামী’তি ততো পদ্প্ফানি গহেত্ত্বা অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং বা গচ্ছং পথেন্তো সকলে পদ্প্ফারামে মনং পেসেতি, ‘ইতো চিতো চ পদ্প্ফানি পচিনিস্সামী’তি ততো পদ্প্ফানি অগ্গহেত্ত্বা অঞ্‌ঞথং মনং পেসেসি, তমেব গচ্ছং পচিনন্তো পমাদ-মাপজ্জতি, এবমেব পদ্প্ফারামসদিসং পণ্ডকামগুণমম্বাং ওতরিত্ত্বা মনোরমং রূপং লভিত্ত্বা মনোরমানং সন্দগন্ধরস-ফোট্টব্বানং অঞ্‌ঞতরং পথেতি । অঞ্‌ঞো তেসদ্বা অঞ্‌ঞতরং লভিত্ত্বা অঞ্‌ঞতরং পথেতি, রূপমেব বা লভিত্ত্বা অঞ্‌ঞং অপথেন্তো তমেব অস্সাদেতি, সন্দাদীসদ্বা অঞ্‌ঞতরং । এসেব নয়ো গোমহিংসদাসিদাসথেত্ত্ব-বত্থুগামনিগমজনপদাদীসদ্বা, পব্বজিতানিস্প পরিবেণবিহার-

*

*

*

তথায় ‘ব্যাসক্তিচিহ্ন মনুষ্যকে’ অর্থাৎ সম্পত্তে বা অসম্পত্তে বা লগ্গমানস মনুষ্যকে । ইহা বলা হইয়া থাকে—

যেমন মালাকার পদ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ‘পদ্পচয়ন করিব’ বলিয়া তথা হইতে কিছু পদ্প আহরণ করিয়া অন্যান্য পদ্পবৃক্ষ কামনা করিয়া সমগ্র পদ্পোদ্যানেই চিন্তকে নিয়োজিত করে । ‘এদিকে সেদিকে পদ্প চয়ন করিব’—অথচ পদ্প চয়ন না করিয়া অন্যত্র মনকে কাজে লাগায় । সেই পদ্পবৃক্ষ হইতে পদ্পচয়ন করিতে যাইয়া প্রমাদগ্রস্ত হয় । এইরূপেই এক একটি পদ্পারামসদৃশ পণ্ডকামগুণমধ্যে অবতরণ করিয়া মনোরম রূপ লাভ করিয়া, মনোরম শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য—প্রত্যেককেই কামনা করে । তাহাদের মধ্যে একটিকে লাভ করিয়া আবার অন্যটিকে কামনা করে, একটি রূপকে লাভ করিয়া অন্য একটিকে কামনা করিয়া তাহাকেই আশ্বাদ করে । শব্দাদির ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ । এই নীতি গো-মহিষ-দাসী-দাস-ক্ষেত্রবস্ত্র-গ্রাম-নিগম-জনপদাদির ক্ষেত্রে, প্রব্রজিতদের ক্ষেত্রে, পরিবেণ-বিহার-পাত্র-

পত্তচীবরাদিসুদতি এবং পণ্ডকামগুণসংস্খাতানি পদপুফানি
এব পচিনন্তং সম্পত্তে বা অসম্পত্তে বা কামগুণে ব্যাসত্ত-
মনসং নরং । 'সুত্তং গামং'তি গামস্স গেহীভিত্তিআদীনং
পন সুপনবসেন সুপনং নাম নথি, সত্তানং পন সুত্তপমত্তং
উপাদায় সুত্তো নাম হোতি । এবং সুত্তং গামং য়ে তীণ
যোজনানি আয়তগম্ভীরো মহোঘো'ব মচ্ছু আদায়
গচ্ছতি । যথা সো মহোঘো ইথিপুদ্রিসগোমহিংস-
কুঙ্কুটাদীসু কিণ্ড অনবসেসেহা সস্বং তং গামং সমুদুদং
পাপেহা মচ্ছকচ্ছপভক্খং করোতি, এবমেব ব্যাসত্তমনসং
নরং মচ্ছু আদায় জীবিতিন্দ্রিয়মস্স ছিন্দিত্বা চতুসু
অপায়সমুদুদেসু নিমুজ্জাপেতী'তি ।

দেসনাবসানে বহুসোতাপত্তিফলাদীন পত্তা, মহাজনস্স
সার্থিকা দেসনা জাতা তি ।

বিড়ুড়ভবথুং ততিয়ং ।

*

*

*

চীবরাদি-বিষয়ে প্রযোজ্য । এই প্রকারে পণ্ডকামগুণ নামক পদস্পর্শাশ চয়ন
করিতে করিতে সম্পত্তে বা অসম্পত্তে বা কামগুণে ব্যাসত্তচিত্ত ব্যক্তিকে ।

'সুপ্ত গ্রামকে' অর্থাৎ গ্রামের গৃহভিত্তি প্রভৃতির সুপ্তি নাই । কিন্তু
সত্ত্বগণের সুপ্তি-প্রমত্ততা আছে বলিয়া সুপ্ত বলা হইয়াছে । 'এইরূপ সুপ্ত
গ্রামকে' দুই-তিন বোজন আয়তগম্ভীর মহাস্রোতের ন্যায় মৃত্যু গ্রাস
করিয়া থাকে । যেমন সেই মহাস্রোত স্ত্রী-পুরুষ-গো-মহিষ-কুঙ্কুটাদির
কিছুই অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত গ্রামকেই সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যায়,
শস্য-কচ্ছপাদির ভক্ষ্য করে, ঠিক তদ্রূপ ব্যাসত্তচিত্ত মনুষ্যকে মৃত্যু গ্রাস
করিয়া তাহার জীবিতেন্দ্রিয় (= প্রাণ) ছিন্ন করিয়া চারিপ্রকার অপায়-
মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিলেন । দেশনা-
জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।

। বিড়ুড়ভের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

পতিগুজিককুমারিবথু । ৪

‘পদুপ্ফানি হেবা’তি ইদং ধম্মদেসনং সথা সাবথিয়ং
বিহরন্তো পতিপদুজকং নাম কুমারিকং আরব্ভ কথেসি ।
বথু তাবতিংসদেবলোকে সমুট্ঠিতং ।

তথ কির মালভারী নাম দেবপদুত্তো অচ্ছরাসহস্সপরিবদুতো
উয্যানং পার্বিসি । পণ্ডসতা দেবধীতরো রুদুখং আরদুযহ
পদুপ্ফানি পাতেন্তি, পণ্ডসতা পতিতানি পদুপ্ফানি গহেত্বা
দেবপদুত্তং অলঙ্করোন্তি । তাসু একা দেবধীতা রুদুখসা-
খায়মেব চুতা, সরীরং দীপিসিথা বিয় নিব্বায়ি । সা
সাবথিয়ং একস্মিং কুলগেহে পটিসন্ধিং গহেত্বা জাতকালে
জাতিস্সরা হুত্বা মালভারীদেবপদুত্তস্স ভরিয়াম্হী’ তি
অনুস্সরন্তী বদুড্টিমব্বায় গন্ধমালাদীহি পদুজং কত্বা

*

*

*

পতিগুজিক কুমারীর উপাখ্যান । ৪ ।

‘পদুপ্পের ন্যায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে
পতিপদুজিকা কুমারীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই
উপাখ্যানের উৎপত্তি ত্রয়সিংগ দেবলোক ।

তথায় মালভারী নামক দেবপদুত্ত অস্সরা সহস্র পরিবৃত্ত হইয়া উদ্যানে
প্রবেশ করিলেন । পণ্ডসত দেবকন্যা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পদুপ্পে পতিত
করিতেছে, পণ্ডসত পতিত পদুপ্পসমূহকে লইয়া দেবপদুত্তকে অলঙ্কৃত
করিতেছে । তাহাদের মধ্যে একজন দেবকন্যা বৃক্ষশাখাতেই চ্যুত হইয়া
দীপিশিখার ন্যায় শরীরকে নিরুদ্দিষ্ট করিল । সে শ্রাবস্তীতে এক কুলগৃহ
প্রতিসন্ধি লইয়া (= মাতৃকুক্ষিতে আসিয়া) জাতকালে জাতিস্মরণ হইয়া
‘আমি মালভারী দেবপদুত্তের ভাষা’ ইহা অনুস্মরণ করিয়া বিষংপ্রাপ্ত হইলে
গন্ধমালাদির দ্বারা পদুজা করিয়া তাহার পদুর্বস্বামী (অর্থাৎ মালভারী

সামিকস্স সন্তিকে অভিনিব্বত্তি পথেসি । সা সোল্‌স-
বস্সকালে পরকুলং গতাপি সলাকভত্ত-পক্‌খিকভত্ত-
বস্সাবাসিকাদীনি দত্তা ‘অয়ং মে সামিকস্স সন্তিকে নিব্ব-
ত্তনথায় পচ্ছয়ো হোতু’তি বদতি । অথস্সা ভিক্‌খু ‘অয়ং
কুমারিকা উট্‌ঠায় সমুট্‌ঠায় পতিমেব পথেতীতি পতি-
পূজিকা’তি নামং করিৎসু । সা পি নিবদ্ধং আসনসালাং
পটিজ্জগতি, পানীয়ং উপট্‌ঠপেতি, আসনানি পঞ্‌ঞ-
পেতি । অঞ্‌ঞে পি মনুস্সা সলাকভত্তাদীনি দাতুকামা
‘অম্ম ইমানিপি ভিক্‌খুসঙ্ঘস্স পটিপাদেষ্যাসী’তি বত্তা
আহরিষা দেন্তি । সাপি এতেন নিয়ামেন আগচ্ছন্তী
গচ্ছন্তী একপদবারে ছপঞ্‌ঞাসকুসলধম্মে পটিলভতি ।
তস্সা কুচ্ছিয়ং গবেভা পতিট্‌ঠাহি । সা দসমাসচ্চয়েন
পুত্তং বিজায়ি । তস্স পদসা গমনকালে অঞ্‌ঞম্পি অঞ্‌-
ঞম্পীতি চত্তারো পুত্তে পটিলভি ।

*

*

*

দেবপুত্র) নিকট জন্মগ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল । ষোড়শ বৎসর
বয়সকালে পরকুলে যাইয়াও শলাক ভক্ত, পার্শ্বিক ভক্ত, বর্ষাবাসিক চীবর
ইত্যাদি দান করিয়া ‘ইহা আমার (পূর্বজন্মের) স্বামীর নিকট জন্মগ্রহণ
করিবার হেতু হউক’ বলিয়া প্রার্থনা করিল । তখন ভিক্ষুগণ ‘এই
কুমারিকা উঠিতে বসিতে (পূর্বজন্মের) পতিকে প্রার্থনা করিতেছে’ এই
চিন্তা করিয়া তাহার নাম রাখিলেন পতিপূজিকা । সে প্রত্যহ সভাগৃহ
পরিষ্কার করিত, পানীয় জল রাখিত, আসন সমূহ বিছাইয়া রাখিত ।
অন্যান্য লোকেরা শলাক-আহারাদি দিতে ইচ্ছুক হইয়া ‘মা এইগুদিলিও
ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিবে’ বলিয়া তাহার নিকট আনিয়া দিত । সেও
এইভাবে যাইতে যাইতে আসিতে আসিতে একবারেই ছাম্পান্ন প্রকার কুশল-
কর্ম অর্জন করিত । সে একদিন গর্ভবতী হইল । দশ মাস পরে পুত্রের
জন্ম দিল । পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল তখন সে আর একটি পুত্রের জন্ম
দিল । এইভাবে চারিপুত্রের জন্ম দিল ।

সা একদিবসং দানং দত্ত্বা পূজং কত্ত্বা ধম্মং সত্ত্বা সিক্খা-
পদানি রক্খিহ্বা দিবসপরিয়োসানে তং খণং নিব্বত্তেন
কেনচি রোগেন কালং কত্ত্বা অন্তনো সামিকস্সেব সন্তিকে
নিব্বত্তি । ইতরাপি এত্তকং কালং দেবপুত্তং অলঙ্করোন্তি
এব । দেবপুত্তো তং দিম্বা—‘ত্বং পাতোব পট্ঠায় ন
দিম্বসিস, কুহিং গতাসী’তি আহ । ‘চুতাম্হা সামী’তি ।
‘কিং বদেসী’তি ? ‘এবমেতং সামী’তি । ‘কুহিং নিবত্তা-
সী’তি ? ‘সাবথিয়ং কুলগেহে’তি । কিত্তকং কালং তথ
ঠিতাসী’তি ? ‘দসমাসচ্চয়েন মাতু কুচ্ছিতো নিক্খমিহ্বা
সোলসবস্সকালে পরকুলং গন্ত্বা চত্তারো পুত্তে বিজায়িহ্বা
দানাদীনি পুণ্ড্ৰেণানি কত্ত্বা তুম্হে পথেহ্বা আগন্ত্বা তুম্-
হাকমেব সন্তিকে নিব্বত্তাম্হি সামী’তি । ‘মনদুস্সানং
কিত্তকং আয়ু’তি ? ‘বস্সসতমত্তং’তি । ‘এত্তকমেবা’তি ?
‘আম সামী’তি । ‘এত্তকং আয়ুং গহেহ্বা নিব্বত্তমন্দুস্সা

*

*

*

সে একদিন দান দিয়া পূজা করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিয়া শিক্ষাপদসমূহ
(= শীল) রক্ষা করিয়া দিনের শেষে হঠাৎ এক রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই
মুহূর্তেই কালগত হইয়া নিজের (পূর্বজন্মের) স্বামীর নিকট জন্মগ্রহণ
করিল । তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য অস্পরাগণ ঐ দেবপুত্রকে অলঙ্কৃত
করিয়াছে । দেবপুত্র তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘সকাল হইতে
তোমাকে দেখিতেছি না । কোথায় গিয়াছিলে ?’

‘স্বামিন্, আমি (দেবলোক হইতে) চ্যুত হইয়াছিলাম ।’ ‘কি বলিতেছ ?’
‘হ্যাঁ স্বামিন্, তাহাই ।’ ‘কোথায় জন্ম নিয়াছিলে ?’ ‘শ্রাবস্তীতে এক
কুলগৃহে ।’ ‘সেখানে কত দিন ছিলে ?’

‘দশ মাস পরে মাতৃকৃষ্ণি হইতে নিগত হইয়া ষোড়শ বৎসর বয়সকালে
পরকুলে ঘাইয়া চারিটি পুত্রের জন্ম দিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া
আপনাকেই প্রার্থনা করিয়া আপনার নিকটই পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি,
স্বামিন্ ।’ ‘মনুষ্যদের আয়ু কত ?’ ‘মাত্র একশত বৎসর ।’ ‘এইটুকু মাত্র ?’
‘হ্যাঁ স্বামিন্ ।’

কিং নু খো সত্তপমত্তা কালং অতিক্খামেত্তি, উদাহু
 দানাদীনি পুণ্ণাণি করোন্তী'তি ? কিং বদেথ সামি,
 অসংখ্যাং আয়ুং গহেত্বা নিব্বত্তা বিয় অজরামরা বিয় চ
 নিচ্চং পমত্তা মনুস্সা'তি । মালভারীদেবপুত্তস্স মহা-
 সংবেগো উদপাদি—‘বস্সসত্তমত্তমায়ুং গহেত্বা নিব্বত্তমনুস্সা
 কির পমত্তা নিপজ্জিত্বা নিদ্দায়ন্তি, কদা নু খো দুরুত্থা
 মুরুচ্চিস্সন্তী'তি । মনুস্সানং পন বস্সসত্তং তাবতিংসানং
 দেবানং একো রত্তিন্দিবো, তায় রত্তিয়া তিৎসরত্তিয়ো মাসো,
 তেন মাসেন দ্বাদসমাসিকো সংবচ্ছরো, তেন সংবচ্ছরেন দিব্ব-
 বস্সসহস্সং আয়ুস্সমাণং, তং মনুস্সগণনায় তিস্সো বস্স-
 কোটিয়ো, সট্ঠি চ বস্সসত্তসহস্সানি হোন্তি । তস্সা তস্স
 দেবপুত্তস্স একদিবসো পি নাতিক্কন্তো মুহুত্তস্সদিসো

*

*

*

‘এতটুকু আয়ু লইয়া জন্ম লইয়া মনুষ্যেরা সত্তপ প্রমত্ত হইয়াই দিন
 কাটায় না দানাদি পুণ্ণকর্ম ও সম্পাদন করে ?’

‘স্বামিন্, কি বলিতেছেন ? মনুষ্যেরা সদাই প্রমত্ত যেন তাহারা অসংখ্য
 বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছে, যেন তাহারা অজর, অমর ।’

ইহা শুনিয়া মালভারী দেবপুত্রের সংবেগ উৎপন্ন হইল । ‘একশত বৎসর
 আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যেরা নাকি প্রমত্ত হইয়া শূন্য
 ঘুমাইয়া দিন কাটায় । তাহারা কবে দুরুত্ব হইতে মুরু হইবে ?’ মনুষ্যগণের
 একশত বৎসর ত্রয়স্রিংশ দেবলোক একটি দিব্যরাত্রি ; এইভাবে ত্রিশ
 রাত্রিতে একমাস, দ্বাদশ মাসে এক বৎসর ; এইরূপ দিব্য সহস্র বৎসর
 ত্রয়স্রিংশ দেবলোকে আয়ু । মনুষ্য গণনায় ত্রিশ কোটি ষষ্টি লক্ষ বৎসর ।
 অতএব সেই দেবপুত্রের একদিনও অতিবাহিত হয় নাই, মুহূর্ত্তসদৃশ
 হইতেছে কাল । [এই সময়ের মধ্যে পতিপুজিকা মনুষ্যলোকে জন্ম লইয়া
 বড় হইয়া চারি সন্তানের জন্ম দিয়া অনেক দানধর্ম করিয়া আবার দেবলোকে
 জন্ম লইয়াছে । তাই মালভারী দেবপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কালো অহোসি । এবং অম্পায়দুকমনুসানং পমাদো
নাম অতিবিয় অযুত্তোতি ।

পদনদিবসে ভিক্খু গামং পবিট্ঠা আসনসালং অপটি-
জপিংগতং, আসনানি অপঞ্জত্তানি, পানীয়ং অনুট্ঠ-
পিতং দিস্বা—‘কহং পতিপূজিকা’তি আহংসু । ‘ভন্তে,
কহং তুম্হে তং দক্খিহসথ, হিষ্যো অয্যোসু ভুজ্জিহ্বা
গত্তেসু সায়ন্থসময়ে মতা’তি । তং সুহ্বা পুথুজ্জনা
ভিক্খু তস্সা উপকারং সরন্তা অস্সদনি সন্ধারেতুং নাসক্-
খিংসু । খীণাসবানং ধম্মসংবেগো উদপাদি । তে ভত্তিকিচ্চং
কহ্বা বিহারং গন্ত্বা সথারং বন্দিহ্বা পুচ্ছিংসু—‘ভন্তে, পতি-
পূজিকা নাম উপাসিকা উট্ঠায় সমুট্ঠায় নানপ্পকারাণি
পুঞ্জাণি কহ্বা সামিকমেব পথেসি, সা ইদানি মতা, কহং
নু থো নিব্বত্তা’তি । ‘অত্তনো সামিকস্সেব সন্তিকে

*

*

**

‘সকাল হইতে তোমাকে দেখিতেছি না । তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?’]
এইরূপ অম্পায়দুক মনুষ্যদের প্রমত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ।

পরের দিন ভিক্কুরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের বসার ঘর
অপরিচ্ছন্ন, আসন বিছানো হয় নাই, জল রাখা হয় নাই । ইহা দেখিয়া
তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘পতিপূজিকা কোথায় ?’

‘ভন্তে, কি করিয়া আপনারা তাহাকে দেখিবেন ? গতকল্য আপনাদের
ভোজন করাইয়া যাইয়া সন্ধ্যার সময় কালগত হইয়াছে ।’

ইহা শুনিয়া সাধারণ ভিক্কুরা তাহার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া
অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না । অহং ভিক্কুদের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন
হইল । তাঁহারা আহাঃস্তে বিহারে যাইয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘ভন্তে, পতিপূজিকা নামক উপাসিকা উঠিতে বসিতে নানা প্রকার
পূজা করিয়া (পূর্ব জন্মের) স্বামীকেই প্রার্থনা করিয়াছে । সে এখন
মৃত । সে কোথায় জন্ম লইয়াছে ?’

ভিক্খবে’তি । ‘নস্থি ভন্তে সামিকস্স সন্তিকে’তি । ‘ন
সা ভিক্খবে এতং সামিকং পথেতি, তাবতিংসভবনে তস্সা
মালভারীদেবপদুত্তো নাম সামিকো, সা তস্স পদ্পৃফপি-
লন্ধনট্টানতো চবিহ্বা পদুন গন্হা তস্সেব সন্তিকে
নিম্বত্তা’তি । ‘এবং কির ভন্তে’তি ? ‘আম ভিক্খবে’তি ।
‘অহো পরিত্তং ভন্তে, সত্তানং জীবিতং, পাতোব অম্হে
পারিবিহিসহা সায়াং উপ্পন্নব্য্যাধিনা মতা’তি । সথা—‘আম
ভিক্খবে, পরিত্তং সত্তানং জীবিতং নাম, তেনেব ইমে সন্তে
বথ্ধকামেহি চেব কিলেসকামেহি চ অতিত্তে এব অন্তকো
অন্তনো বসে বত্তেহা কন্দন্তে পরিদেবন্তে গহেহা গচ্ছতী’তি
বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘পদ্পৃফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং ।

অতিত্তং য়েব কামেস্দু অন্তকো কুরুতে বসং’তি ॥ ৪৮ ॥

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, নিজের (পূর্বজন্মের) স্বামীর নিকটই জন্ম লইয়াছে ।’

‘না ভন্তে, সে তাহার স্বামীর কাছে নাই ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, সে এই জন্মের স্বামীকে প্রার্থনা করে নাই । ঋগ্‌স্মিৎশ
দেবলোকে মালভারী দেবপদুত্ৰই তাহার স্বামী । সে তাহাকে পদ্পৃপাদির
দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে করিতে চ্যুত হইয়া পদুনরায় ষাইয়া সেই স্বামীর
নিকটই জন্ম লইয়াছে । ‘তাহাই কি, ভন্তে ?’ ‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, তাহাই ।’

‘অহো ! সত্ত্বগণের আয়ু কত অল্প ? সকালে আমাদের খাদ্য
পরিবেশন করিয়া সন্ধ্যায় উৎপন্ন ব্যাধির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিল ?’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের আয়ু স্বল্পই । সেইজন্য বস্তুকাম এবং
ক্লেশকামের দ্বারা অতৃপ্ত এই সকল সত্ত্বগণকে অন্তক (মৃত্যু) নিজের
বশীভূত করিয়া ক্রন্দন, রোদন, পরিদেবন করিলেও তাহাদিগকে লইয়া যায় ।’
এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অন্তক রূপাদিতে ব্যাসত্তিচিত্ত মনুষ্যকে (কামনারূপ) পদ্পৃচয়নকারীর
মত বাসনা তৃপ্ত না হইতেই, বশীভূত করিয়া থাকে ।’—ধ্বম্পদ, শ্লোক ৪৮ ।

তথ ‘পদ্প্ফানি হেব পচিনন্তং’ তি পদ্প্ফারামে মালাকারো
 নানাপদ্প্ফানি বিয় অন্তভাবপটিবদ্ধানি চেব উপকরণ-
 পটিবদ্ধানি চ কামগদূগপদ্প্ফানি ওচিনন্তমেব । ‘ব্যাসন্ত-
 মনসং’ নরং তি অসম্পত্তেসদু পথনাবসেন, সম্পত্তেসদু গেধ-
 বসেন বিবিধেনাকারেন আসত্তিচত্তং । ‘অতিত্তং য়েব
 কামেসদু’তি বথদুকামকিলেসকামেসদু পরিয়েসনেনপি পটি-
 লাভেনপি পরিভোগেনপি নিধানেনপি অতিত্তং এব
 সমানং । ‘অন্তকো কুরদুতে বসং’তি মরগসন্তাতো অন্তকো
 কন্দন্তং পরিদেবন্তং গহেত্বা গচ্ছন্তো অন্তনো বসং পাপেতী
 তি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পত্তা, দেসনা
 মহাজনস্স সাথিকা জাতাতি ।

পতিপদ্যিককুমারিবথু চতুথং ।

*

*

*

তথায় ‘পদ্পচয়নকারীর মত’—পদ্পারামে মালাকার যেমন নানাপ্রকরা
 পদ্প চয়ন করে তদ্রূপ মনুষ্য আত্মভাব প্রতিবদ্ধ (অর্থাৎ জীবনের প্রতি
 অনুরক্ত), উপকরণ প্রতিবদ্ধ (অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি অনুরক্ত)
 হইয়া কামগদূগরূপ পদ্পসমূহ চয়ন করিয়া থাকে । ‘ব্যাসন্তচিত্ত মনুষ্যকে’,
 প্রার্থনাবশে অসম্প্রাপ্ত (বিষয়সমূহে) এবং লোভবশে সম্প্রাপ্ত (বিষয়
 সমূহে) বিবিধাকারে ব্যাসন্তচিত্ত মনুষ্যকে । ‘বাসনা তৃপ্ত না হইতেই বন্তু-
 কাম ও ক্রেশকামের পশ্চাতে ছুটিয়া প্রতिलाভ, পরিভোগ এবং সঞ্চয়ের দ্বারা
 অতৃপ্ত । ‘অন্তক বশীভূত করিয়া থাকে’ মৃত্যু নামক অন্তক ক্রন্দনপর,
 রোদনপর ব্যক্তিকে লইয়া যাইয়া নিজের বশীভূত করে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিয়াছে । দেশনা
 জনগণের সার্থক হইয়াছিল ।

। পতিপদ্যিক কুমারীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

মচ্ছরিয়কোসিয়সেট্ঠিবথু । ৫

‘যথাপি ভমরো পদুপফং’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সাবাখিয়ং
বিহরন্তো মচ্ছরিয়কোসিয়সেট্ঠিং আরব্ভ কথেসি । তস্স
বথু রাজগহে সমুট্ঠিতং ।

রাজগহনগরস্স কির অবিদুরে সঙ্কারং নাম নিগমো
অহোসি । তথেকো মচ্ছরিয়কোসিয়ো নাম সেট্ঠি
অসীতিকোটিবিভবো পটিবসতি, সো তিণ্ণেন তেল-
বিন্দুস্পি পরেসং ন দোতি, ন অন্তনা পরিভুজ্জতি । ইতিস্স
তং বিভবজাতং নেব পদুত্তদারাদীনং, ন সমণব্রাহ্মণানং অথং
অনুভোতি, রক্কসপরিগ্গাহিতা পোক্কখরণী বিয় অপরি-
ভোগং তিট্ঠতি । সথা একদিবসং পচ্চুসসময়ে মহা-
করুণাসম্মাপত্তিতো বদুট্ঠায় সকললোকধাতুয়ং বোধিনেয্য-

*

*

*

কুপণ কোসিয়শ্রেষ্ঠির উগাখ্যান । ৫ ।

‘ভমর ভেমন পদুপ্পের’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে
কুপণ কোসিয়শ্রেষ্ঠির উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন । ইহার উৎপত্তিস্থল
রাজগৃহ ।

রাজগৃহ নগরের অবিদুরে সঙ্কার (পাঠান্তর : সন্ধর এবং সঙ্কর)
নামক একটি শহর ছিল । সেখানে কুপণ কোসিয় নামে অশীতি কোটি
সম্পদশালী একজন শ্রেষ্ঠি বাস করিতেন । তিনি তৃণাগ্রে তৈলবিন্দুও
অন্যদের দিতেন না, নিজেও ভোগ করিতেন না । এইভাবে তাহার বৈভব
না স্ত্রীপুত্রদের, না শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে আসিত, রাক্কস পরিগৃহীত
পদুষ্করিণীর ন্যায় অপরিভোগ্য হইয়াই ছিল । একদিন শাস্ত্রা প্রত্নবসময়ে
মহাকরুণাসম্মাপত্তি হইতে উঠিয়া সকল লোকধাতুতে বোধিনেয্য (অর্থাৎ

বন্ধবে ওলোকেন্তো পণ্ডচতালীসযোজনমথকে বসন্তস্স
সেট্ঠিনো সপজাপতিকস্স সোতাপত্তিফলস্স উপনিস্সয়ং
অন্দস । ততো পদুরিমদিবসে পন সো রাজানং উপট্ঠাতুং
রাজগেহং গন্ত্বা রাজপট্ঠানং কহ্বা আগচ্ছন্তো একং
ছাত্ত্বাত্তং জনপদমনুস্সং কুম্মাসপদুরং কপল্লকপদ্বং খাদন্তং
দিস্সা তথ পিপাসং উপ্পাদেহ্বা অন্তনো ঘরং গন্ত্বা চিস্তেসি,
'সচাহং কপল্লকপদ্বং খাদিতুকামোম্হী'তি বক্খামি, বহু
মনুস্সা ময়া সন্ধিং খাদিতুকামা ভবিস্সন্তি, এবং মে বহুনি
তিলত'ডুলস'পিফাণিতাদীনি পরিক্খয়ং গমিস্সন্তি, ন
কস্সচি কথেস্সামী'তি তণ্হং অধিবাসেন্তো চরতি । সো
গচ্ছন্তে, গচ্ছন্তে কালে উপ্প'ডুপ'ডুকজাতো ধম্মিনসহত-
গন্তো জাতো । ততো তণ্হং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো
গব্ভং পবিসিহ্বা মণ্ডকে উপগদ্বীহ্বা নিপজ্জি । এবং গতৌপি
ধনহানিভয়েন ন কস্সচি কিণ্ণ কথেসি ।

*

*

*

বোধিতে নেষ্য, বোধিতে নিয়ে আসার উপযুক্ত, বোধি বা জ্ঞান লাভের
উপযুক্ত) বান্ধবদের অবলোকন করিতে করিতে প'য়তাল্লিশ যোজনের
মাথায় বসবাসকারী শ্রেষ্টির সপরিবার স্রোতাপত্তি ফল লাভের উপনিশ্রয়
দেখিতে পাইলেন । ইহার আগের দিন শ্রেষ্টি রাজসেবার জন্য রাজগৃহে
যাইয়া রাজার সেবা করিয়া আসিবার সময় একজন ক্ষুধাত জনপদমনুষ্যকে
সুমধুর রসযুক্ত পিষ্টক খাইতে দেখিয়া তাঁহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল । তিনি
গৃহে ফিরিয়া চিন্তা করিলেন—

'যদি আমি পিষ্টক খাইতে ইচ্ছুক বলি, গৃহের অনেক লোকজন খাইতে
ইচ্ছা করিবে । ইহাতে আমার বহু তিল-ত'ডুল-মৃত-গুড়াদি দিনষ্ট হইবে,
অতএব কাহাকেও বলিব না ।'—বলিয়া তৃষ্ণা বৃকে রাখিয়া থাকিলেন ।
ফলে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার শরীর পাণ্ডুর ও বিবর্ণ হইল,
শরীরে শিরা-উপশিরা প্রকট হইল । উক্ত তৃষ্ণাকে বৃকে ধারণ করিয়া
রাখিতে অসমর্থ হইয়া প্রকোষ্ঠে যাইয়া শয়নমণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া
(= জড়াইয়া ধরিয়া) শুইয়া পড়িলেন । এইরূপ অবস্থা হইলেও ধনহানির
ভয়ে কাহাকেও কিছু বলেন নাই ।

অথ নং ভরিয়া উপসঙ্কমিত্বা পিট্ঠিং পরিমজ্জিত্বা—‘কিং
 তে সামি অফাসদুকং জাতং’তি পদুচ্ছি। ‘ন মে কিঞ্চ
 অফাসদুকং অথী’তি। কিং ন্দু থো তে রাজা কুপিতো’তি।
 ‘রাজা পি মে ন কুস্পতী’তি। ‘অথ কিং তে পদুত্তধীতাহি
 বা দাসকম্মকরাদীহি বা কিঞ্চি অমনাপং কতং অথী’তি।
 ‘এবরুপম্পি নথী’তি। ‘কিস্মিঞ্চি পন তে তণ্হা
 অথী’তি। এবং বদুত্তে পি ধনহানিভয়েন কিঞ্চি অবস্থা
 নিস্সন্দোব নিপজ্জি। অথ নং ভরিয়া—‘কথোহি সামি,
 কিস্মিঞ্চি তে তণ্হা অথী’তি আহ। সো বচনং পরি-
 গিলন্তো বিয়—‘অথি মে তণ্হা’তি আহ। ‘কিং তণ্হা
 সামী’তি ? ‘কপল্লকপদুবেং খাদিতুকামোম্হী’তি। ‘অথ
 কিমথং মে ন কথেসি, কিং ত্বং দলিন্দোদাসি, ইদানি সকল-
 নিগমবাসীনং পহোনকে কপল্লকপদুবে পচিস্সামী’তি।

*

*

*

একদিন তাঁহার ভাষা আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জন করিতে
 করিতে বলিলেন—‘স্বামিন্, আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে ?’

‘না, আমার কোন অসুখ করে নাই।’

‘রাজা কি আপনার উপর কুপিত হইয়াছেন ?’

‘না, রাজাও কুপিত হন নাই।’

‘তাহা হইলে কি আপনার পুত্র-কন্যারা বা দাসকর্মকর ব্যক্তির আপনার
 অপ্রিয় কোন কাজ করিয়াছে ?’ ‘না, তাহাও নহে।’

‘কোন কিছুর প্রতি কি আপনার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে ?’

ইহা উক্ত হইলে ধনহানির ভয়ে নিঃশব্দে শব্দইয়া থাকিলেন। তখন ভাষা
 তাঁহাকে বলিলেন, ‘বলুন স্বামিন্, কোন কিছুর প্রতি কি আপনার তৃষ্ণা
 উৎপন্ন হইয়াছে ?’ তিনি কথা গলাধঃকরণের ন্যায় বলিলেন—

‘হ্যাঁ আমার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছে।’ ‘প্রভু, কিসের জন্য ?’ ‘আমি পিণ্ডক
 খাইতে ইচ্ছা করি।’ ‘আমাকে আগে বলেন নাই কেন ? আপনি কি দরিদ্র ?
 আমি সকল শহরবাসীদের খাইবার উপযুক্ত পিণ্ডক তৈয়ার করিব।’

‘কিং তে এতেহি, অন্তনো কস্মং কত্বা খাদিস্সসন্তী’তি ।
 ‘তেন হি একরট্ঠবাসীনং পহোনকে পচিস্সামী’তি ।
 ‘জ্ঞানামহং তব মহদ্ধনভাবং’তি । ‘ইমস্মিং গেহসামন্তে
 সন্বেসং পহোনকং কত্বা পচামী’তি । ‘জ্ঞানামহং তব মহদ্ধা-
 সন্নভাবং’তি । ‘তেন হি তে পদুত্তদারমত্তস্সেব পহোনকং
 কত্বা পচামী’তি । ‘কিং তে এতেহী’তি ? ‘কিং পন
 তুষংহণ্ড মযংহণ্ড পহোনকং কত্বা পচামী’তি । ‘ত্বং কিং
 করিস্সসী’তি ? ‘তেন হি এককস্সেব তে পহোনকং কত্বা
 পচামী’তি । ‘ইমস্সিং ঠানে পচমানে বহু পচাসীসন্তি,
 সকলতংডুলে ঠপেত্বা ভিন্নতংডুলে চ উদ্ধনকপল্লানি চ আদায়
 থোকাং খীরসপ্পিমধুফাণিতণ্ড গহেত্বা সত্তভূমিকস্স
 পাসাদস্স উপরিমতলাং আরুয়ংহ পচ, তথাহং এককোব
 নিসীদিত্বা খাদিস্সামী’তি । সা ‘সাধু’তি পটিস্সদ্বিগত্বা,

*

*

*

‘তাহারা কেন ? তাহারা নিজের কর্মের দ্বারা রোজগার করিয়া খাইবে ।’

‘তাহা হইলে শূদ্ধ প্রতিবেশীদের খাইবার উপযুক্ত পিষ্টক তৈয়ার করিব ।’

‘আমি জানি. তোমার খুব টাকার গরম ।’

‘তাহা হইলে, এই গৃহের সকলের জন্য (পাঠান্তর : এই গৃহের
 চতুর্দিকের লোকজনের জন্য) তৈয়ার করিব ।’

‘আমি জানি তুমি খুব অমিতব্যয়ী ।’

‘তাহা হইলে আপনার স্ত্রীপুত্রকন্যাদের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ার
 করিব ।’ ‘কেন, ইহারা সকলে খাইবে কেন ?’ ‘তাহা হইলে, আপনার আর
 আমার জন্য তৈয়ার করি ।’ ‘তুমি খাইবে কেন ?’ ‘বেশ, শূদ্ধ আপনার
 জন্যই পিষ্টক তৈয়ার করিব ।’ ‘কিন্তু এখানে পিষ্টক তৈয়ার করিলে
 আশেপাশের লোকেরা বৃদ্ধিতে পারিবে । তুমি ভাল চাউল রাখিয়া, ভাঙ্গা
 ভাঙ্গা চাউল, রন্ধনের সাজ-সরঞ্জাম, অল্প দুধ, ঘি, মধু, গুড় সঙ্গে নাও
 এবং এই সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলে পিঠা প্রস্তুত কর, সেখানে আমি
 একাকী বসিয়া খাইব ।’

গহেত্তব্বং গাহাপেত্বা পাসাদং অভিৰুহ্ণ দাসিয়ো
বিস্সম্ভেজত্বা সেট্ঠিং পক্কোসাপেসি। সো আদিতো
পট্ঠায় দ্বারানি পিদহন্তো সত্ত্বদ্বারেসদ্দ সচ্চিঘটিকং দত্ত্বা
সত্তমতলং অভিৰুহিষ্বা তথাপি দ্বারং পিদহিষ্বা নিসীদি।
ভরিয়াপিস্স উদ্ধনে অঙ্গিং জালেত্বা কপল্লং আরোপেত্বা
পদবে পচিছুং আরভি।

অথ সখা পাতোব মহামোঙ্গল্লানথেরং আমন্তেসি—‘এসো,
মোঙ্গল্লান, রাজগহস্স অবিদুরে সঙ্কারনিগমে মচ্ছারিয়সেট্ঠি
‘কপল্লকপদবে খাদিস্সামী’তি অঞ্ঞেসং দস্সনভয়েন সত্ত-
ভূমিকে পাসাদে কপল্লকপদবে পচাপেতি, স্বং তথ গন্ত্বা
সেট্ঠিং দমেত্বা নিব্বিসেবনং কত্ত্বা উভোপি জায়ম্পতিকে
পদবে চ খীরসম্পিমধুফাণিতানি চ গাহাপেত্বা অন্তনো
বলেন জেতবনং আনেহি, অঙ্জাহং পণ্ণহি ভিক্কুদসতেহি
সন্ধিং বিহারে এব নিসীদিস্সামি, পদবেহেব ভত্তিকচ্চং
করিস্সামী’তি।

*

*

*

ভাষা ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া
প্রাসাদের উপরিতলে উঠিয়া দাসীদের বিদায় দিয়া শ্রেষ্ঠিকে ডাকিলেন। তিনি
প্রথম তল হইতে শূরু করিয়া সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া, দরজায় খিল দিয়া ক্রমশঃ
সপ্ততলে আরোহণ করিয়া দরজায় খিল দিয়া বসিলেন। তাহার ভাষাও চুল্লিতে
আগুন জ্বালিয়া তাহাতে চাটু চাপাইয়া পিষ্টক তৈয়ার করিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্ত্র প্রাতঃকালেই মহামোদ্গল্যায়ন স্থবিরকে ডাকিয়া বলিলেন
—মোদ্গল্যায়ন, দেখ রাজগৃহের নিকটে সঙ্কার নামক শহরে কুপণশ্রেষ্ঠি
‘পিষ্টক খাইব’ বলিয়া অন্যদের দর্শনভয়ে সপ্তভূমিক প্রাসাদে (প্রাসাদের উপরি
তলে) পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছে। তুমি সেখানে যাইয়া শ্রেষ্ঠিকে দমিত করিয়া
ও শাস্ত করিয়া দুধ-ঘি-মধু-গুড় সহ পিষ্টক সমুদ্র এবং জায়পতি উভয়কে
লইয়া নিজের স্বাক্ষিপ্ৰভাবে জেতবনে লইয়া আইস। অদ্য আমি পণ্ডিত ভিক্ষুদের
সঙ্গে এই বিহারে বসিয়া পিষ্টকের দ্বারা আহার কৃত্য সম্পাদন করিব।’

থেরো ‘সাধু ভন্তে’তি সখু বচনং সম্পর্টিচ্ছ্বা তাবদেব ইন্ধিবলেন তং নিগমং গন্ত্বা তস্ম পাসাদস্ম সীহপঞ্জরদ্বারে সূনিবথো সুপারুতো আকাশে এব মণিরূপকং বিয় অট্ঠাসি । মহাসেট্ঠিনো থেরং দিম্বা ব হৃদয়মংসং কম্পি । সো ‘অহং এবরূপানং য়েব দস্মনভয়েন ইয়ং ঠান-মাগতো, অয়ং চ ভিক্খু আকাশেনাগন্ত্বা বাতপানদ্বারে ঠিতো’তি । সো গহেতব্বগহণং অপস্মন্তো অপিগম্হি পক্খিত্তলোণসক্খরা বিয় দোসেন তটতটায়ন্তো এবমাহ— ‘সমগ, আকাশে ঠত্বাপি কিং লভিস্সসি, আকাশে অপদে পদং দস্মেত্বা চংকমন্তোপি নেব লভিস্সসী’তি । থেরো তস্মিং এব ঠানে অপরাপরং চংকমি । সেট্ঠি—‘চংকমন্তো কিং লভিস্সসি, আকাশে পল্লঙ্কেন নিসীদন্তো পি ন

*

*

*

স্থবির ‘ভন্তে, তাহাই হউক’ বলিয়া শাস্তার বচনে সম্মতি প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে সেই শহরে যাইয়া সেই প্রাসাদের গবাক্ষদ্বারে অন্তর্বাস ওর্বাহিবাস সুপরিহিত হইয়া দাঁড়াইলেন যেন আকাশে একটি মণিময় মূর্তি দণ্ডায়মান । স্থবিরকে দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠির বন্ধু কাঁপিতে লাগিল । তিনি চিন্তাকরিলেন—

‘আমি ইহাঁদের দর্শন ভয়ে এখানে আসিয়াছি । আর এই ভিক্ষু আকাশ পথে আসিয়া গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে !’ তিনি জানেন না যে ঐ ভিক্ষু যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা অবশ্যই পাইবেন । আগুনে প্রাক্ষিপ্ত হইতে লবণ শর্করাদির যে তট্ তট্ শব্দ হয় সেইরূপ ক্রোধে গজ্ গজ্ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠি তাঁহাকে বলিলেন—‘হে শ্রমণ, আকাশে স্থিত হইয়াই বা তুমি কি পাইবে ? আকাশে অপদে পদ দর্শাইয়া এদিকে ওদিকে চংক্রমণ করিয়াই বা তুমি কি পাইবে ?’ স্থবির ঐ স্থানেই চংক্রমণ করিতে লাগিলেন । শ্রেষ্ঠি বলিলেন, ‘চংক্রমণ করিয়া তুমি কি লাভ করিবে ? আকাশে পৰ্বংকাবদ্ধ (পদ্মাসনে বসিয়া) হইয়া বসিয়া থাকিলেও তুমি

লভিস্সিসি য়েবা’তি আহ। থেরো পল্লঙ্কং আভুজিহ্বা
 নিসীদি। অথ নং—‘আকাসে নিসিন্নো কিং লভিস্সিসি,
 আগন্হা বাতপানস্স উম্মারে ঠিতো পি ন লভিস্সিসী’তি
 আহ। থেরো উম্মারে ঠিতো। ‘উম্মারে ঠিতো পি কিং
 লভিস্সিসি, ধুমায়েন্তোপি ন লভিস্সিসি য়েবা’তি আহ।
 থেরোপি ধুমায়ে। সকলপাসাদো একধুমো অহোসি।
 সেট্ঠিনো অক্খীণং সূচিয়া বিম্বনকালো বিয় অহোসি,
 গেহম্মায়নভয়েন পন, ‘ত্বং পজ্জলন্তো পি ন লভিস্সিসী’তি
 অবহ্বা, ‘অয়ং সমণো সূট্ঠু লণ্ণো, অলঙ্কা ন গমিস্সতি,
 একমস্স পুবেং দাপেস্সামী’তি ভবিয়ং আহ—‘ভন্দে, একং
 খন্দকপুবেং পচিহ্বা সমণস্স দহ্বা উয্যোজ্জৈহি নং’তি। সা
 থোকং এব পিট্ঠং কপল্লপাতিয়ং পক্খিপি, মহাপুবে
 হুহ্বা সকলপাতিং পুবেহ্বা উক্কমাতো হুহ্বা অট্ঠাসি।

*

*

*

কিছু পাইবে কি?’ স্থবির আকাশে পদ্মাসনে বসিলেন। তখন তাঁহাকে
 শ্রেষ্ঠ বালিলেন—

‘আকাশে বসিয়া থাকিয়াই বা কি পাইবে? জানালায় চোকাঠে
 দাঁড়াইয়াই বা কি পাইবে?’ স্থবির জানালায় চোকাঠে দাঁড়াইলেন।

‘তুমি চোকাঠে দাঁড়াইয়াই বা কি পাইবে? চতুর্দিকে ধূমায়িত করিলেই
 বা কি পাইবে?’

স্থবির ধূমায়িত করিলেন। সমস্ত প্রাসাদ ধূমায়িত হইল। শ্রেষ্ঠর
 চোখে যেন সূঁচ বিদ্ধ হইতেছে। তিনি তখন প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হইবে
 ভাবিয়া ‘তুমি প্রজ্বলিত হইয়াই বা কি পাইবে?’ ইহা না বলিয়া
 ভাবিলেন—‘এই শ্রমণ তো নাছোড়বান্দা, না লইয়া যাইবে না। তাহাকে
 একটি পিষ্টক দেওয়াইব।’ ইহা ভাবিয়া ভাষাকে বালিলেন—‘ভদ্রে, শ্রমণকে
 একটি ক্ষুদ্র পিষ্টক বানাইয়া দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দাও।’ ভাষা সামান্য
 মাত্র পিষ্টকের গোলা চাটুতে দিল। [কিন্তু কি অদ্ভুত] পিষ্টক
 বিশালাকার ধারণ করিয়া চাটু পূর্ণ করিয়া উপছাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেট্টি তং দিম্বা—‘বহুং তয়া পিট্ঠং গহিতং ভবিষ্যতী’-
 তি, সয়মেব দিম্বিকেন্নে ত্বোকং পিট্ঠং গহেত্বা পক্খিপি ।
 পূবো পূরিমপূবতো মহন্ততরো জাতো । এবং যং যং
 পচতি, সো সো মহন্তমহন্তো ব হোতি । সো নিম্বিন্নো
 ভরিয়ং আহ—‘ভন্দে, ইমস্স একং পূবং দেহী’তি । তস্সা
 পচ্ছিতো একং পূবং গণ্হন্তিয়া সস্বে একাবদ্ধা
 অল্লীয়াংসু । সা সেট্টিং আহ—‘সামি সস্বে পূবা
 একতো লঙ্গা, বিসুং কাতুং ন সঙ্কোমী’তি । ‘অহং
 করিস্সামী’তি, সোপি কাতুং নাসক্খি । উভোপি জনা
 কোটিয়ং গহেত্বা কড্ঢন্তাপি বিয়োজেতুং নাসক্খিংসু
 এব । অথস্স পূর্বোহি সন্ধিং বায়মন্তস্সেব সরীরতো সেদা
 মুচ্ছিংসু । পিপাসা উপচ্ছিজ্জি । ততো ভরিয়ং আহ—
 ‘ভন্দে ন মে পূর্বোহি অথো, পচ্ছিয়া সন্ধিং য়েব ইমস্স

*

*

*

ইহা দেখিয়া শ্রেষ্ঠি ‘তুমি নিশ্চয়ই বেশী গোলা দিয়া ফেলিয়াছ’ বলিয়া
 স্বয়ং দর্বাণের দ্বারা (হাতা দ্বারা) সামান্য পিষ্টক-গোলা চাটুতে নিক্ষেপ
 করিলেন । পিষ্টক পূর্বাপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়া ফুলিয়া উঠিল । তারপর
 আরও কম দিলেও পূর্বাপেক্ষা আরও বৃহত্তর হইল—এইভাবে চলিতেই থাকে ।
 ইহাতে হতাশ হইয়া শ্রেষ্ঠি ভাষাকে বলিলেন—

‘ইহাকে একটি পিষ্টক দাও ।’

ভাষা পাত্র হইতে একটি পিষ্টক লইতে গিয়া দেখিল যে সমস্ত পিষ্টক
 গায়ে গায়ে লাগিয়া একটি পিষ্টকে পরিণত হইয়াছে । সে তখন শ্রেষ্ঠিকে
 বলিল—‘প্রভু, সমস্ত পিষ্টক একটিতে পরিণত হইয়াছে । আলাদা আলাদা
 করিতে পারিতোঁছ না ।’ শ্রেষ্ঠি ‘দাও, আমি করিব’ বলিয়া চেষ্টা করিয়াও
 পারিলেন না । উভয়ে তখন পিষ্টকের এক একটি কোণ ধরিয়া টানাটানি
 করিয়াও পিষ্টকের জট ছাড়াইতে পারিলেন না । পিষ্টকের সহিত যুদ্ধ
 করিতে করিতে তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ঝরিল এবং তাঁহার তৃষ্ণা দূর
 হইল । তিনি তখন ভাষাকে বলিলেন—

‘ভদ্রে, আমার আর পিষ্টকের প্রয়োজন নাই ।’

দেহী'তি । সা পচ্ছিং আদায় থেরং উপসংকমিত্বা অদাসি ।
থেরো উভিন্নম্পি ধম্মং দেসেসি, তিন্নং রতনানং গুণং
কথেসি । 'অথি দিন্নং, অথি য়িট্ঠং'তি দিন্নদানাদীনং
ফলং গগণতলে পদ্বল্লচন্দং বিয় দসেসি ।

তং সদ্বা পসন্নচিন্তো হুত্বা সেট্ঠি—'ভন্তে, আগন্ত্বা
ইমস্মিং পল্লঙ্কে নিসীদিত্বা পরিভুঞ্জথা'তি আহ । থেরো—
'মহাসেট্ঠি, সম্মাসম্বুদ্ধো 'পদবে খাদিস্সামী'তি পণ্ডিহি
ভিক্খুসতেহি সন্ধিং বিহারে নিসিন্নো, তুম্মাকং রুচিয়া
সতি অহং বো নেস্সামি, সেট্ঠিভরিয়ং পদবে চ খীরাদীন
চ গণ্হাপেথ, সখদ্দ সন্তিকং গমিস্সামা'তি আহ । 'কহং
পন ভন্তে এতরহি সথা'তি ? 'ইতো পণ্ডচত্তালীস-
যোজনমথকে জেতবনবিহারে মহাসেট্ঠী'তি । 'ভন্তে, কালং
অনতিক্রমিত্বা এত্তকং অন্ধানং কথং গমিস্সামা'তি । 'মহা-

*

*

*

'তুমি চুপিড়িশুদ্ধ পিষ্টক ইহাকে প্রদান কর ।' ভাষা চুপিড়িশুদ্ধ পিষ্টক
আনিয়া স্থবিরকে প্রদান করিল । স্থবির তখন উভয়ের নিকট ধর্মদেশনা
করিলেন । ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা করিলেন । বলিলেন—'দেখ দান আছে,
দানের ফলও আছে' এই বলিয়া প্রদত্ত দানাদির ফল গগনতলে পদ্বল্লচন্দ্রের
ন্যায় তাহাদিগকে দর্শন করাইলেন ।

তাহা শ্রুনিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠি বলিলেন—'ভন্তে, ভিতরে আসিয়া
এই পালংকে বসিয়া আহার করুন ।'

'হে মহাশ্রেষ্ঠি, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ 'পিষ্টক খাইব' বলিয়া পণ্ডশত ভিক্ষুসহ
বিহারে অপেক্ষা করিতেছেন । আপনারাও যদি যাইতে ইচ্ছুক হন তাহা
হইলে আমি লইয়া যাইব । শ্রেষ্ঠিভাষাকে পিষ্টকাদি এবং ক্ষীর প্রভৃতিকে
সঙ্গে লইতে বলুন । আমরা শাস্ত্রার নিকট যাইব ।' 'ভন্তে, এখন শাস্ত্রা
কোথায় আছেন ?' 'মহাশ্রেষ্ঠি, এখান হইতে পয়তাল্লিশ যোজনের মাথায়
জেতবনবিহারে আছেন ।' 'ভন্তে, কাল বিলম্ব না করিয়াও এত দীর্ঘপথ
আমরা কিভাবে অতিক্রম করিব ?'

সেট্ঠি, তুম্‌হাকং রুচিয়া সতি অহং বো অন্তনো ইন্ধিবলেন
নেস্সামি, তুম্‌হাকং পাসাদে সোপানসীসং অন্তনো ঠানে এব
ভবিষ্সতি, সোপানপরিয়োসানং পন বো জেতবনদ্বার-
কোট্ঠকে ভবিষ্সতি, উপরিপাসাদা হেট্ঠাপাসাদং ওতরণ-
কালমত্তেনেব জেতবনং নেস্সামী'তি । সো 'সাধু ভন্তে'তি
সম্পটিচ্ছি ।

থেরো সোপানসীসং তথ্বেব কহ্মা 'সোপানপাদমূলং জেত-
বনদ্বারকোট্ঠকে হোতু'তি অধিট্ঠাসি । তথ্বেব অহোসি ।
ইতি থেরো সেট্ঠিং ৮ সেট্ঠিভরিয়ং ৮ উপরিপাসাদা
হেট্ঠাপাসাদং ওতরণকালতো খিম্পতরং জেতবনং
সম্পাপেসি । তে উভোপি সথারং উপসঙ্কমিত্ত্বা কালং
আরোচেসুং । সথা ভত্তঙ্গং পবিসিত্ত্বা পঞ্ঞত্তবরবুদ্ধা-
সনে নিসীদি সন্ধিং ভিক্‌খুসঙ্ঘেন । মহাসেট্ঠি বুদ্ধম্প-
মুখস্স ভিক্‌খুসঙ্ঘস্স দক্‌খিণোদকং অদাসি । ভরিয়া

*

*

*

‘মহাশ্রেষ্ঠি, যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমি আমার
ঈন্ধিবলে লইয়া যাইব । আপনাদের প্রাসাদে সোপানের অগ্রভাগ নিজস্থানেই
থাকিবে, শেষভাগ জেতবনদ্বার কোষ্ঠকে হইবে । প্রাসাদের উপরিভাগ
হইতে নিম্নে অবতরণে যে সময় ঐ সময় মধ্যেই জেতবনে লইয়া যাইব ।’
মহাশ্রেষ্ঠি 'সাধু ভন্তে' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন ।

স্ববির সোপানশীর্ষকে তদ্রূপ করিয়া 'সোপানপাদমূল জেতবনদ্বার
কোষ্ঠকে হউক' বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন । তাহাই হইল । এইভাবে
স্ববির শ্রেষ্ঠিকে এবং শ্রেষ্ঠিভাষাকে প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নে
অবতরণে যে সময় লাগে তদপেক্ষাও ক্ষিপ্ৰগতিতে জেতবনে লইয়া গেলেন ।
তাহারা উভয়ে শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে আহারের সময়
ইয়াছে । শাস্ত্রা ভোজনালয়ে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত প্রজ্ঞপ্তশ্রেষ্ঠ
বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন । মহাশ্রেষ্ঠি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে হাত
ধুইবার জল দিলেন । শ্রেষ্ঠিভাষা তথাগতের পাত্রে পিষ্টক প্রদান করিলেন ।

পিস্স তপাগতস্স পত্তে পুবং পতিট্ঠাপেসি । সথা অন্তনো
 যাপনমত্তং গণ্হি । পণ্ডসতা ভিক্খুপি যাপনমত্তং
 গণ্হিংসু । সেট্ঠি খীরস্পিমধুসক্খরাদীনি দদমানো
 ন খয়ং অগম্মাসি । সথা পণ্ণহি ভিক্খুসতেহি সন্ধিং
 ভত্তিকচ্চং নিট্ঠাপেসি । মহাসেট্ঠি পি সন্ধিং ভরিয়ায়
 যাবদথং খাদি । পুবাণং পরিয়োসানমেব ন পঞ্ঞায়তি ।
 সকলবিহারে ভিক্খুনণ্ড বিঘাসাদানণ্ড দিম্বেসু পি
 পরিয়ন্তো ন পঞ্ঞায়তেব । ‘ভন্তে, পুবা পরিক্খয়ং
 ন গচ্ছন্তী’তি ভগবতো আরোচেসুং । ‘তেন হি জেতবন-
 দ্বারকোট্ঠকে ছুড্ধেথা’তি । অথ নে দ্বারকোট্ঠকস্স
 অবিদুরে পবভারট্ঠানে ছুড্ধিয়িসু । যাবজ্জতনাপি তং
 ঠানং ‘কপল্লকপুপবভারন্তেব’ পঞ্ঞায়তি । মহাসেট্ঠি
 সহ ভরিয়ায় ভগবন্তং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা একমন্তং
 অট্ঠাসি । ভগবা অনুরোধনমকাসি ।

*

*

•

শাস্তা নিজের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিলেন ; পণ্ডশত ভিক্ষুও নিজেদের
 প্রয়োজনমত গ্রহণ করিলেন । শ্রেষ্ঠি দুধ-ঘি-মধু-গুড়াদি দিতে দিতেও
 শেষ করিতে পারিলেন না । শাস্তা পণ্ডশত ভিক্ষুর সহিত ভোজনকৃত্য
 সম্পাদন করিলেন । মহাশ্রেষ্ঠিও ভাষার সহিত যথেষ্ট খাইলেন । পিষ্টক
 শেষ হইবার কোন চিহ্নই দেখা গেল না । বিহারস্থ অন্যান্য সকল ভিক্ষুদের
 এবং বিহারস্থ ভুক্তাবশিষ্টভোজীদের দিয়াও পিষ্টক শেষ করা গেল না ।
 ভগবানকে জানানো হইল—

‘ভন্তে, পিষ্টক শেষ হইতেছে না ।’

‘তাহা হইলে জেতবনদ্বারকোষ্ঠকে ফেলিয়া দাও ।’

তখন দ্বারকোষ্ঠকের অবিদুরে গৃহস্থানে পিষ্টকগুদিকে ফেলিয়া দেওয়া
 হইল । অদ্যাপি সেই স্থান ‘পিষ্টকগুহা’ বলিয়া পরিচিত হয় । মহাশ্রেষ্ঠি
 ভাষার সহিত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া
 একপার্শ্বে বসিলেন । ভগবান দান অনুরোধন করিলেন । অনুরোধনা-

অনুমোদনাবসানে উভোপি সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠায়
সথারং বন্দিহা দ্বারকোট্ঠকে সোপানং আরুহ্য অন্তনো
পাসাদেযেব পতিট্ঠাহিংসু ।

ততো পট্ঠায় সেট্ঠি অসীতিকোটিধনং বুদ্ধসাসনেষেব
বিক্কিরি । পুনদিবসে সায়ন্থসময়ে ধম্মসভায়ং সন্নিসিন্ধা
ভিক্খু—‘পস্সথাবুসো মহামোংগল্লানথেরস্স আনুভাবং ।
অনুপহচ্চ নাম সঙ্কং, অনুপহচ্চ ভোগে মচ্ছরিয়সেট্ঠিং
মুহুত্তেনেব দমেহা নিম্বিসেবনং কহা পুবে গাহাপেহা
জেতবনং আনেহা সথু সন্মুখং কহা সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠাপেসি । অহো মহানুভাবো থেরো’তি থেরস্স
গুণং কথেন্তা নিসীদিংসু । সথা দিব্বায় সোতধাতুয়া
কথং সুহা আগচ্ছা—‘কায় নুথ ভিক্খবে, এতরহি কথায়
সন্নিসিন্ধা’তি পুচ্ছিহা, ‘ইমায় নামা’তি বুদ্ধে, ‘ভিক্খবে

*

*

*

বসানে উভয়ে সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া
দ্বারকোষ্ঠকে সোপানে আরোহণ করিয়া নিজের প্রাসাদের উপরিতলে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ।

তাহার পর হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহার অশীতিকোটি ধন বুদ্ধসাসনেই দান
করিলেন । পরের দিন সন্ধ্যায় ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় সম্মিলিত হইয়া
মৌদগল্যায়ন স্থবিরের গুণের কথা আলোচনা করিতেছিলেন—

‘বন্ধুগণ, দেখুন, মহামৌদগল্যায়ন স্থবিরের কি প্রভাব ! বিশ্বাস এবং
ভোগ কোনটাই নষ্ট না করিয়া কিভাবে তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে কুপণ শ্রেষ্ঠিকে
দমিত করিয়া, শাস্ত করিয়া পিষ্টকারি সহ লইয়া জেতবনে আনিয়া শাস্তার
সন্মুখস্থ করিয়া সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । অহো ! স্থবিরের
কি অসাধারণ প্রভাব !’ শাস্তা দিব্যকর্ণে তাঁহাদের কথা শুনিয়া আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমার কি বিষয় আলোচনার জন্য এখানে সম্মিলিত
হইয়াছ ?’

কুলদমকেন নাম ভিক্ষুনা অনুপহচ্চ সন্ধং, অনুপহচ্চ
ভোগে, কুলং অকিলমেহা অবিহেঠেহা পদুপ্ফতো রেণুং
গণ্হন্তেন ভমরেন বিয় উপসঙ্কমিস্বা বুদ্ধগুণং জানা-
পেতব্বং, তাদিসো মম পদুত্তো মোঙ্গল্লানো'তি থেরং
পসংসিস্বা ইমং গাথমাহ--

‘যথাপি ভমরো পদুপ্ফং বগ্গগন্ধমহেঠয়ং ।

পলেতি রসমাদায় এবং গামে মদুনী চরে’ ॥ ৪৯ ॥

তথ ‘ভমরো’ তি যা কাচি মধুকরজাতি । ‘পদুপ্ফং’ তি
পদুপ্ফারামে চরন্তো পদুপ্ফণ্ড বগ্গণ্ড গন্ধণ্ড অহেঠয়ন্তো
অবিনাসেন্তো বিচরতী'তি অথো । ‘পলেতী'তি’ এবং
চরিত্বা যাবদত্থং রসং পিবিষ্বা অপরম্পি মধুকরগথায়
আদায় পলেতি, সো এবং বনগহনং অজ্জোগাহেহা একস্মিং
রুদ্ধসদুসিরে তং রজমিস্সকং রসং ঠপেহা অনুপদুস্বেন

*

*

*

‘এই বিষয়ে ভস্তে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ কুলদমনকারী ভিক্ষু এইভাবে বিশ্বাস ও ধন কোনটাই নষ্ট
না করিয়া ভ্রমর যেমন পদুপ্পের বর্ণ-গন্ধ নষ্ট না করিয়া রেণু (এ স্থলে মধু)
লইয়া চলিয়া যায় তদ্রূপ কুলকে উপদ্রুত ও অপমানিত না করিয়া উপস্থিত
হইয়া বুদ্ধগুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, আমার পুত্র মোদ্গল্যায়ন ঠিক তদ্রূপ ।’
—এই কথা বলিয়া স্থবিরের প্রশংসা করিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ভ্রমর যেমন পদুপ্পের বর্ণ কিংবা গন্ধ নষ্ট না করিয়া কেবল মধু আহরণ
করিয়া পলাইয়া যায়, মদুনিগণও গ্রামমধ্যে (লোকালয়ে) সেইরূপভাবে
বিচরণ করেন ।’—ধ্মপদ, শ্লোক ৪৯ ।

তথায় ‘ভ্রমর’ অর্থাৎ যে কোন মধুকরজাতি । ‘পদুপ্পকে’ পদুপ্পোদ্যানে
বিচরণকালে পদুপ্পের বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট না করিয়া বিচরণ করে এই অর্থ ।
‘পলাইয়া যায়’ অর্থাৎ এইভাবে বিচরণ করিয়া যথেষ্ট রস পান করিয়া মধু
ভোজ্য করিবার জন্য পলাইয়া পদুপ্পান্তরে গমন করে । সেই ভ্রমর এইভাবে
গহন বনে প্রবেশ করিয়া কোন বৃক্ষকোটে উক্ত রজমিশ্রিত রস রাখিয়া ক্রমশঃ

মধুররসং মধুং করোতি, ন তস্স পদ্প্ফারামে বিচারিত-
 পচয়া পদ্প্ফং বা বগ্গগন্ধং বাস্স বিগচ্ছতি, অথ থো সম্বং
 পার্কতিকমেব হোতি । ‘এবং গামে মদুনী চরে’তি এবং
 সেখাসেখভেদো অনাগারিয়মদুনি কুলপটিপাটিয়া গামে
 ভিক্খং গণ্হন্তো বিচরতী’তি অথো । ন হি তস্স গামে
 চরণপচয়া কুলানং সদ্ধাহানি বা ভোগহানি বা হোন্তি ।
 সদ্ধাপি ভোগাপি পার্কতিকা ব হোন্তি । এবং চরিয়া চ
 পন নিক্খমিহা সেখমদুনি তাব বহিগামে উদকফাসদুকট্-
 ঠানে সঙ্ঘাটিং পঞ্ঞাপেহা নিসিন্নো অক্খভজনবণপটি-
 চ্ছাদনপদুত্তমংসুপমাদিবসেন পচ্চবেক্খন্তো পিণ্ডপাতং
 পরিভ্জিহা তথারূপং বনসংডং অনুপবিসিহা অস্বাত্তিক-
 কম্মট্ঠানং সম্মসন্তো চত্তারো মণ্ণে, চত্তারি চ সামঞ্ঞ-
 ফলানি হথগতানেব করোতি । অসেখমদুনি পন দিট্ঠ-
 ধম্মসুখবিহারমনুযুজ্জতি । অয়মস্স ভমরেন সন্ধিং মধু-
 করণসরিক্খতা বেদিতম্বা । ইধ পন খীণাসবো ব
 অধিস্পেতো ।

*

*

*

মধুররসযুক্ত মধু উৎপন্ন করে । সে পদুপ্পাদ্যানে বিচরণ করা কালে পদুপ্পের
 বর্ণগন্ধ বিনষ্ট হয় না । সমস্তই স্বাভাবিক থাকে । ‘সেইরূপভাবে মদুনিগণ
 গ্রামে বিচরণ করেন’ এইভাবে শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্যভেদে অনাগারিকমদুনি কুলানুক্রমে
 (অর্থাৎ কোন গৃহ বাদ না দিয়া) গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিয়া থাকেন । তাঁহার
 গ্রামে বিচরণকালে কোন কুলের শ্রদ্ধাহানি বা ভোগহানি হয় না । শ্রদ্ধা এবং
 ভোগ স্বাভাবিকই থাকে । এইভাবে বিচরণ করিয়া (গ্রাম হইতে) নিষ্কান্ত
 হইয়া শৈক্ষ্যমদুনি গ্রামের বাহিরে উদকসলভস্থানে সঙ্ঘাটি বিছাইয়া উপবেশন
 করিয়া অক্ষভজন-ব্রণপ্রতিচ্ছাদন-পদুত্তমাংসোপমাদিবশে প্রত্যবেক্ষণ করতঃ
 পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া অনুরূপভাবে বনসংডে প্রবেশ করিয়া আধ্যাত্মিক-
 কর্মস্থানকে সংমর্শন করিতে করিতে চারিমাগ ও এবং চারি শ্রামণ্যফল হস্তগত
 করিয়া থাকেন । অশৈক্ষ্যমদুনি ইহজন্মেই নির্বাণসুখ উপভোগ করিয়া
 থাকেন । এইভাবে ভ্রমরের সহিত মধুকরণসাদৃশ্য জানিতে হইবে । আলোচ্য-
 স্থলে ক্ষীণাস্রব (অহং)-ই অভিপ্রেত ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংস্ তি ।
 সখা ইমং ধম্মদেশনং বহু উত্তরিপি থেরস্স গুণং পকাসেতুং
 —‘ন ভিক্ষবে, ইদানেব মোঙ্গল্লানেন মচ্ছরিয়সেট্ঠি
 দমিতো, পুৰ্বেপি নং দমেহা কম্মফলসম্বন্ধং জানাপেসি
 এবা’তি বহু ইমমথং পকাসেন্তো অতীতংআহরিহা—

‘উভো খঞ্জা উভো কুণী, উভো বিসমচক্কদুকা ।

উভিন্নং পিলকা জাতা, নাহং পস্সামি ইল্লিসং’তি ॥

ইমং ‘ইল্লিসজাতকং কথেসী’তি ।

। মচ্ছরিয়কোসিয়সেট্ঠিবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিলেন । শাস্তা এই
 ধর্মদেশনা ভাষণ-করিয়া (মোদগল্যায়ন) স্থবিরের আরও গুণের প্রশংসা
 করিবার জন্য ‘হে ভিক্ষুগণ এইজন্মে মোদগল্যায়ন কৃপণশ্রেষ্ঠিকে দমিত
 করিয়াছে । পূর্বেও দমন করিয়া কর্মফলসম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন’
 বলিয়া এই ঘটনা প্রকাশ করিতে অতীতবস্তু আহরণ করিয়া ইল্লিশজাতক
 (জাতক নং ৭৮)

বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

‘উভয়েই খঞ্জ, উভয়েই কুণী, উভয়েই বিষমচক্ষু, উভয়েরই জড়ুল উৎপন্ন
 হইয়াছে, আমি ত ইল্লিসকে দেখিতেছি না ॥’

। কৃপণকোসিয়শ্রেষ্ঠির উপাখ্যান সমাপ্ত ।

গাবেয়্যাকাজীবক বখ, । ৬

‘ন পরেসং বিলোমানী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সার্বাথিয়ং বিহরন্তো পাবেয়্যং নাম আজীবকং আরভ্ত কথেসি ।

সার্বাথিয়ং কিরেকা গহপতানী পদুত্তট্টানে ঠপেত্বা পাবেয়্যং নাম আজীবকং পটিজ্জঙ্গি । তস্সানন্তরঘরেসু মনুস্সা সথু ধম্মদেসনং সুত্বা আগন্ত্বা—‘অহো অচ্ছরিয়া বুদ্ধানং ধম্মদেসনা’তি নানপকারেহি বুদ্ধগুণে বস্সেত্তি । সা বুদ্ধানং গুণকথং সুত্বা বিহারং গন্ত্বা ধম্মং সোতুকামা আজীবকস্স এতমথং কথেত্বা—‘গচ্ছিস্সামি অহং বুদ্ধ-সন্তিকং অয্যা’তি আহ । সো ‘মা গচ্ছাহী’তি নিবারেত্বা তে পদুনপদুনং যাচমানম্পি নিবারেসি এব । সা—‘অস্সং

*

*

*

গাবেয়্যক আজীবকের উপাখ্যান । ৬ ।

‘অন্যের দোষদর্শী হইও না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা শ্রাবস্তীতে অবস্থান-কালে পাবেয়্য (পাঠান্তর : পাঠিক) নামক আজীবককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে জনৈকা গৃহপত্নী পাবেয়্য নামক আজীবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছিলেন । তাঁহার নিকট প্রতিবেশী মনুষ্যগণ শাস্ত্রার ধর্মদেশনা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া ‘অহো ! বুদ্ধগণের ধর্মদেশনা অশ্রুত’ ইত্যাদি নানাভাবে বুদ্ধগণের কথা বলিতেছিলেন । গৃহপত্নী বুদ্ধগণের গুণকথা শুনিয়া বিহারে যাইয়া ধর্মপ্রবণে ইচ্ছুক হইলেন এবং আজীবককে এই কথা জানাইলেন—

‘আমি, আমি বুদ্ধের নিকট যাইব ।’

‘না, যাইবেন না’ । গৃহপত্নী বারবার যাইবার কথা জানাইলে আজীবক বারবার নিষেধ করিলেন । তখন গৃহপত্নী চিন্তা করিলেন—

মমবিহারং গন্ত্বা ধম্মং সোতুং ন দেতি, সথারং নিমন্তেহা
 ইথেব ধম্মং সর্দাণস্সামী’তি সায়ন্থসময়ে পদন্তুং পক্কোসিস্বা
 —‘গচ্ছ তাত, স্বাতনায় সথারং নিমন্তেহী’তি পেসেসি ।
 সো গচ্ছন্তো পঠমতরং আজীবকস্স বসনট্ঠানং গন্ত্বা তং
 বন্দিস্বা নিসীদি । অথ নং সো—‘কহং গচ্ছসী’তি আহ ।
 ‘মাতু বচনেন সথারং নিমন্তেতুং গচ্ছামী’তি আহ । ‘মা
 তস্স সন্তিকং গচ্ছাহী’তি । ‘অলং অয্য, মম মাতু ভায়ামি,
 গচ্ছিস্সামহং’তি । ‘এতস্স কতসক্কারং উভোপি খাদিস্সাম,
 মা গচ্ছাহী’তি । ‘অলং অয্য, মাতা মে তজ্জেস্সতী’তি ।
 ‘তেন হি গচ্ছ, গন্ত্বা পন নিমন্তেহা ‘অম্‌হাকং গেহং
 অস্দুকট্ঠানে বা অস্দুকবীথিয়ং বা অস্দুকমণ্ণেন বা
 গন্ত্ববং’তি মা আচিকখি । সন্তিকে ঠিতো বিয় অণ্ণেণ
 মণ্ণেন গচ্ছন্তো বিয় পলায়িত্বা এহী’তি । সো আজীবকস্স

*

*

*

‘ইনি আমাকে বিহারে যাইয়া ধর্ম শুনিতে দিবেন না । আমি শাস্তাকে
 গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিব ।’—এই চিন্তা করিয়া সায়ান্থসময়ে
 পদন্তুকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘যাও বাছা, আগামীকালের জন্য আমাদের বাড়ীতে
 বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস ।’ সে যাইবার সময় আজীবকের বাসস্থানে
 যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বসিল । আজীবক তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—‘কোথায় যাইতেছ ?’ ‘মায়ের কথামত বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিতে
 যাইতেছি ।’ ‘তাহার নিকট যাইও না ।’ ‘না আর্ষ, আমি মাকে ভয় করি ।
 আমি যাইব ।’ ‘এর জন্য (=বুদ্ধের জন্য) যা খাদ্য ভোজ্য তৈয়ার হইবে
 আমরা দুইজনে খাইব । তুমি যাইয়ো না ।’ ‘না আর্ষ, মা আমাকে তর্জন
 করিবেন ।’ “তাহলে যাও, যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া ‘আমাদের বাড়ী অম্লক
 জায়গায়, অম্লক রাস্তায় বা অম্লক রাস্তা দিয়া যাইতে হয়’ বলিয়া দিবে
 না । তুমি এমন ভাব দেখাইবে যে তোমরা যেন নিকটেই থাক । তারপর
 অন্য রাস্তা ধরিয়া পলাইয়া আসিবে ।”

বচনং সদ্ভা সখদ্ সন্তিকং গন্ডা নিমন্তেহা আজীবকেন
বদন্তনিয়ামেনেব সৰ্বং কহা তস্স সন্তিকং গন্ডা —‘কিং তে
কতং’তি পদুট্ঠো—‘সৰ্বং কতং অয্যা’তি আহ। ‘ভদ্দকং
তে কতং, তস্স মক্কারং উভোপি খাদিস্সামা’তি বহা পদন
দিবসে আজীবকো পাতোব তং গেহং অগমাসি। তং
গহেহা পচ্ছাগৰ্বেভ নিসীদাপেসদুং।

পটিবিহস্সকমনুস্সা তং গেহং অল্লগোময়েন উপলিম্পিত্বা
লাজপণ্ডমানি পদুপ্ফানি বিকিরিত্বা সখদ্ নিসীদনথায়
মহারহং আসনং পঞ্ণাপেসদুং। বুদ্ধোহি সদ্ধিং
অপরিচিতমনুস্সা হি আসনপঞ্ণপ্তিং ন জানন্তি, বুদ্ধানণ্ড
মগ্গদেসকেন কিচ্ছং নাম নথি, বোধিমূলে দসসহস্সিলোক-
ধাতুং কম্পেহা সম্বেধিং পত্তিদিবসে য়েব হি নেসং, ‘অয়ং
মগ্গো নিরয়ং গচ্ছতি, অয়ং তিরচ্ছানযোনিং, অয়ং পেত্তি-

*

*

*

সে আজীবকের কথা শুনিয়া শান্তার নিকট যাইয়া নিমন্ত্ৰণ করিয়া
আজীবক যেইভাবে বলিয়াছেন সেইভাবে সব করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া
‘তুমি কি করিয়াছ’ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল ‘আর্য সমস্তই করিয়াছি।’

‘তুমি ভালই করিয়াছ। তাঁহার জন্য যাহা প্রস্তুত করা হইবে আমরা
দুইজনেই খাইব।’—বলিয়া আজীবক পরের দিন সকালেই তাঁহার বাড়ী
গিয়া উপস্থিত। (গৃহপত্নীর) পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ দিকের প্রকোষ্ঠে
নীরবে বসিয়া থাকিল।

প্রতিবেশী মনুষ্যগণ তাঁহার গৃহ গোবর জলের দ্বারা লেপন করিয়া
লাজ (খই) প্ৰভৃতি পাঁচ প্রকার পদুপ ছড়াইয়া শান্তার উপবেশনের জন্য
মহার্য্য আসন প্রজ্জপ্ত করিলেন। যাঁহারা বুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত নহেন তাঁহারা
আসন প্রজ্জপ্ত (অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধগণের আসন প্রজ্জপ্ত করিতে হয়) জানেন
না। বুদ্ধগণের মার্গ প্রদর্শকের প্রয়োজন নাই। বোধিমূলে দশসহস্রী-
লোকধাতু প্রকম্পিত করিয়া সম্বেধিপ্ৰাপ্তির দিবসেই তাঁহাদের ‘এই মার্গ
নরকে যাইতেছে, এই মার্গ তিৰ্ব্বক্‌যোনিতে, এই মার্গ প্রেতলোকে, এই মার্গ

বিসয়ং, অয়ং মনুস্সলোকং, অয়ং দেবলোকং, অয়ং অমৃত-
মহানিৰ্ব্বানং'তি সৰ্বেষে মগ্গা আবিভূতা, গামানিগম্মাদীনং
পন মগ্গে বত্তব্বমেব নথি। তস্সা সথা পাতোব পত্ত-
চীবরমাদায় মহাউপাসিকায় গেহদ্বারং গতো। সা গেহা
নিক্খমিদ্দা সথারং পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিদ্বা অন্তোনিবেসনং
পবেসেদ্বা আসনে নিসীদাপেদ্বা দক্খিণোদকং দত্ত্বা পণীতেন
খাদনীয়েন ভোজনীয়েন পরিবিসি। উপাসিকা কতভত্ত-
কিচ্চস্স সথান্নো অনন্মোদনং কারেতুকামা পত্তং গণ্হি।
সথা মধুরস্সরেন অনন্মোদন ধম্মকথং আরভি। উপাসিকা
'সাধু সাধু'তি সাধুকারং দ্দমানা ধম্মং সুদণি।
আজীবকো পি পচ্ছাগম্বে নিসিন্নো ব তস্সা সাধুকারং
দত্ত্বা ধম্মং সুদণিস্তয়া সন্দং সুদত্ত্বা সন্ধারেতুং নাসক্খি।
'ন ইদানেসা ময়্হং'তি নিক্খমিদ্দা, 'নট্ঠা'সি কালকর্ণি
এতস্স এবং সন্ধারং করোতী'তি নানস্পকারেন উপাসিকণ্ড

*

*

*

মনুস্যলোকে, এই মার্গ দেবলোকে, এই মার্গ অমৃতময় মহানিবাণে এইভাবে
সমস্ত মার্গ প্রকট হইয়াছে। গ্রাম-নিগমের মার্গের তো কথাই নাই। সেই
জন্য শাস্তা প্রাতঃকালেই পাত্র চীবর লইয়া মহাউপাসিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত
হইলেন। উপাসিকা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাস্তাকে পণ্ডাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
করিয়া বন্দনা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া আসনে উপবেশন করাইয়া
দক্ষিণহস্ত উদকের দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া উত্তম খাদ্য ভোজ্য পরিবেশন
করিলেন। উপাসিকা শাস্তার আহারকৃত্য সম্পন্ন হইলে দানানন্মোদন
করাইবার জন্য শাস্তার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে
দানানন্মোদনের জন্য ধর্মকথা ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপাসিকা
'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ দিতে দিতে ধর্ম শ্রবণ করিলেন। আজীবকও
গৃহের পশ্চাৎকক্ষে বসিয়া সাধুবাদ দিয়া ধর্ম শ্রবণকারিণীর শব্দ শুনিয়া
সহ্য করিতে পারিল না। 'এখন তো এই উপাসিকা আমার থাকিতেছে না'
চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া 'হে কালকর্ণি, তুমি এই ব্যক্তির সংকার করিয়া
বিনষ্টা হইয়াছ' ইত্যাদি নানা প্রকারে উপাসিকা এবং শাস্তাকে তিরস্কার

সথারণ অক্সোসন্তো পলায়ি । উপাসিকা তস্স কথায় লজ্জিতা অঞ্‌ঞথত্তং গতং চিত্তং দেসনান্দুসারেন ঞ্ণাণং পেসেতুং নাসক্খি । অথ নং সথা—‘কিং উপাসিকে চিত্তং দেসনান্দুগতং কাতুং ন সক্সোসী’তি । ‘ভন্তে, এতস্স মে কথায় চিত্তং অঞ্‌ঞথত্তং উপগতং’তি । সথা—‘এবরুপস্স বিসভাগজনস্স কথিতং কথং নাম আবজ্জিতুং ন বট্টিতি, এবরুপং অসমন্নাহরিত্বা অন্তনো কতাকতমেব ওলোকেতুং বট্টিতী’তি বত্তা ইমং গাথম্মাহ—

‘ন পরেসং বিলোম্মানি ন পরেসং কতাকতং ।

অন্তনো’ব অবেক্খেয়্য, কতানি অকতানি চ’ । ৫০ ।

তথ ‘ন পরেসং বিলোম্মানী’তি পরেসং বিলোম্মানি ফরুদুসানি মংসেহ্‌দকবচনানি ন মনসিকাতব্বানি । ‘ন পরেসং কতাকতং’তি ‘অসুদু কো উপাসকো অস্সদু কো অস্পসনো, নাপিস্স গেহে কট্‌চ্ছদ্‌ভিক্‌খাদীনি দিয়্যান্তি, ন সলাক-ভত্তাদীনি ন চীবরাদিপচ্চয়দানং এতস্স অথি, তথা অসুদু কা

*

*

*

করিয়া পলায়ন করিল । উপাসিকা তাহার কথায় লজ্জিত হইয়া বিচলিত-চিত্ত হইয়া বুদ্ধের ধর্মদেশনায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না । তখন শাস্তা তাঁহাকে বলিলেন—‘হে উপাসিকে, মনকে দেশনান্দুগত করিতে পারিতেছ না, নয় কি ?’

‘ভন্তে, ইহার (আজীবকের) কথায় আমার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে ।’

শাস্তা—‘এইরূপ বিপরীতধর্মী ব্যক্তির কথা মনে বারবার জল্পনা করা উচিত নহে । এইরূপ বিপরীত কথা মনে জল্পনা না করিয়া নিজের কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম অবলোকন করা উচিত ।’

এই বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অন্যের দোষদর্শী হইবে না । অন্যের কৃত এবং অকৃতকে দেখিবে না । নিজেরই কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম দেখা উচিত ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৫০ ।

তথায় ‘অন্যের দোষদর্শী হইবে না’ অর্থাৎ অন্যদের ককর্শ মর্মচ্ছেদী কথা মনে আনিবে না । ‘অন্যদের কৃত এবং অকৃতকে’ অর্থাৎ ‘ঐ উপাসক অশ্রদ্ধ, অপ্রাণ, তাহার গৃহে এক চামচ ভিক্ষাও দেয় না, শলাকাহারাদি দেয় না, চীবরাদি-প্রত্যয়দান দেয় না । তেমনই ঐ উপাসিকা অশ্রদ্ধাবতী,

উপাসিকা অস্ফা অস্পসমা নাপিস্সা গেহে কটচ্ছ-
 ভিক্ষাদীনি দিয্যন্তি, ন সলাকভত্তাদীনি ন চীবরাদি-
 পচ্চয়দানং এতিস্সা অথি, তথা অসুকো ভিক্ষু অস্ফো
 অস্পসমো, নাপি উপাধ্যায়বত্তং কেরোতি, ন আচারিয়বত্তং,
 ন আগন্তুকবত্তং, ন গমিকবত্তং, ন চেতিয়ঙ্গবত্তং, ন
 উপোসথাগারবত্তং, ন ভোজনশালাবত্তং, ন জন্তাঘরবত্তাদীনি
 নাপিস্স কিঞ্চিৎ ধৃতং অথি, ন ভাবনারামতায় উস্সাহ-
 মত্তস্পীতি এবং পরেসং কতাকতং নাম ন ওলোকে-
 তব্বং। ‘অন্তুনো’ব অবেকথেয্যাতি’ ‘কথংভূতস্স মে
 রত্তিন্দিবা বীতিবত্তন্তীতি পব্বজিতেন অভিগ্গং পচ্চবে-
 ক্খিতব্বং’তি ইমং ওবাদং অনুসরন্তো সন্ধাপব্বজিতো
 কুলপদত্তো “কিং নু থো অহং ‘অনিচ্ছং দুক্খং অনত্তা’তি
 তিলক্খং আরোপেহা যোগে কস্সং কাতুং সাক্খং,
 নাসক্খং’তি এবং অন্তুনো কতাকতানি ওলোকেয্যাতি।

দেসনাবসানে সা উপাসিকা সোতাপত্তিফলে পতি-
 ট্ঠিতা, দেসনা মহাজনস্স সাথিকা জাতাতি।

। পাবেয়্যকাজীবকবত্তং ছট্ঠং।

*

*

*

অপ্রসন্ন; তাহার গৃহে এক চামচ ভিক্ষাও দেয়না। শলাকাহারাদি
 দেয়না, চীবরাদি প্রত্যয়-দান দেয় না। তেমনই ঐ ভিক্ষু অশ্রদ্ধ, অপ্রসন্ন,
 উপাধ্যায়বত্তও করে না, আচার্যবত্তও করে না, আগন্তুকবত্ত, গন্তুকবত্ত,
 চেতিয়ঙ্গবত্ত, উপোসথাগারবত্ত, ভোজনশালাবত্ত, স্নানঘরবত্তাদি পালন
 করে না। তাহার ধৃত্যও নাই, ভাবনায় উৎসাহমাত্রও নাই।—এইভাবে
 অন্যদের কৃত এবং অকৃতবিষয়ে নজর দিবে না।

‘নিজেরই...দেখা উচিত’ অর্থাৎ ‘কিভাবে আমার দ্বারার অতিবাহিত
 হইতেছে’ প্রব্রজিতকে সর্বদা তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই উপদেশ
 অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত কুলপদত্ত ‘আমি কি অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এই
 ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া ধ্যানযোগে কর্ম করিতে সক্ষম হইয়াছি’—
 এইভাবে নিজের কৃত-অকৃত অবলোকন (= প্রত্যবেক্ষণ) করিবে।

দেসনাবসানে সেই উপাসিকা সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।
 দেশনা জনগণের সার্থক হইয়াছিল।

। পাবেয়্যক আজীবকের উপাখ্যান সমাপ্ত।

ছত্রপাণিউপাসক বখু । ৭

‘যথাপি রুচিরং পদ্পুং’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সার্বাথিয়ং
বিহরন্তো ছত্রপাণিউপাসকং আরব্ভ কথেসি ।

সার্বাথিয়ং হি ছত্রপাণি নাম উপাসকো তিপিটকধরো
অনাগামী, সো পাতো ব উপোসথিকো হুত্ত্বা সথু উপট-
ঠানং অগমাসি । অনাগামিঅরিয়সাবকানং হি সমাদান-
বসেন উপোসথকম্মং নাম নথি, মণ্ণেনেব তেসং ব্রহ্মচারিয়ণ
একভত্তিকণ আগতং । তেনেবাহ—‘ঘটিকারো, খো
মহারাজ, কুম্ভকারো একভত্তিকো ব্রহ্মচারী সীলবা কল্যাণ-
ধম্মো’তি । এবং অনাগামিনো পকতিয়া ব একভত্তিকা
চ ব্রহ্মচারিনো চ হোন্তি । সো পি তথেব উপোসথিকো
হুত্ত্বা সথারং উপসংকমিত্বা বন্দিত্বা ধম্মকথং সুগন্তো

*

*

*

ছত্রপাণি উপাসকের উপাখ্যান । ৭ ।

‘যেমন সুন্দর পদ্পু’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র প্রাবল্লীতে অবস্থানকালে
ছত্রপাণি উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

প্রাবল্লীতে ছত্রপাণি নামক উপাসক ত্রিপিটকধর এবং অনাগামী ছিলেন ।
তিনি প্রাতঃকালেই উপোসথিক হইয়া শাস্ত্রের সেবায় চলিয়া যাইতেন ।
অনাগামী আর্ষশ্রাবকদের সমাদানবশে (অর্থাৎ পদবেই তাঁহারা উপোসথ-
কম্মাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন এইজন্য) উপোসথকম্ নাই । (স্নোতাপত্তি
ইত্যাদি) মার্গের দ্বারাই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য, একাহারিক ইত্যাদি নিষ্পন্ন
হইয়াছে । তাই বলা হইয়াছে—‘মহারাজ, ঘটিকার কুম্ভকার একাহারিক,
ব্রহ্মচারী, শীলবান, কল্যাণধর্মী ।’ এইভাবে অনাগামীরাও স্বাভাবিকভাবেই
একাহারিক এবং ব্রহ্মচারী । তিনিও তদ্রূপ উপোসথিক হইয়া শাস্ত্রের
নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করিবার জন্য উপবেশন

নিসীদি । তস্মিং সময়ে রাজা পসেনাদি কোসলো সথু
 উপট্ঠানং অগমাসি । ছত্তপাণি উপাসকো তং আগচ্ছন্তং
 দিম্বা, ‘উট্ঠাতন্সং নু থো, নো’তি চিন্তেত্বা, ‘অহং অঙ্গ-
 রাজস্স সন্তিকে নিসিন্নো, তস্স মে পদেসরাজানং দিম্বা
 উট্ঠাতুং ন যুত্তং, রাজা থো পন মে অনুট্ঠহন্তস্স
 কুষ্টিস্সতি, এতস্মিং কুষ্টিভ্যন্তে পি নেব উট্ঠহিস্সামি ।
 রাজানং দিম্বা উট্ঠহন্তেন হি রাজা গরুদ্ধকতো হোতি, নো
 সথা । নেব উট্ঠহিস্সামী’তি ন উট্ঠহি । পণ্ডিত-
 পুরীসো নাম গরুতরানং সন্তিকে নিসীদিত্বা অনুট্ঠহন্তং
 দিম্বা ন কুষ্টিভ্যন্তি । রাজা পন তং অনুট্ঠহন্তং দিম্বা
 কুপিতমানসো সথারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি । সথা
 কুপিতভাবং ঞ্জিয়া—‘মহারাজ, অয়ং ছত্তপাণি উপাসকো
 পণ্ডিতো দিট্ঠধম্মো তিপিটকধরো অথানথকুসলো’তি

*

*

*

করিয়াছেন । সেই সময়ে রাজা পসেনাদি কোশল শাস্ত্রার সেবার জন্য
 উপস্থিত হইয়াছেন । ছত্রপাণি উপাসক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ‘আমাকে
 উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে কি ?’ চিন্তা করিয়া ‘আমি রাজাধিরাজ বুদ্ধের
 নিকট বসিয়া আছি । অতএব প্রদেশরাজকে (অর্থাৎ বুদ্ধ যদি রাজ্যের রাজা
 হন তাহা হইলে পসেনাদি সেই তুলনায় অবশ্যই প্রদেশরাজ) দেখিয়া উঠিয়া
 পড়া যুক্তিযুক্ত হইবে না । হয়ত আমি উঠিয়া না দাঁড়াইলে রাজা ক্রুদ্ধ
 হইবেন । কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও আমি উঠিব না । রাজাকে দেখিয়া
 উঠিয়া দাঁড়াইলে রাজা সম্মানিত হইবেন, বুদ্ধ নহেন । অতএব আমি
 উঠিব না ।’ —এই ভাবিয়া উঠিলেন না । পণ্ডিতব্যক্তিগণ অধিক সম্মানিত
 ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তি উঠিয়া না দাঁড়াইলে ক্রুদ্ধ হন না । রাজা
 কিন্তু তাঁহাকে উঠিতে না দেখিয়া কোপিতমানস হইয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা
 করিয়া একপাশে বসিলেন । শাস্ত্রা তাঁহার কোপিতভাব দেখিয়া বলিলেন—

‘মহারাজ, এই ছত্রপাণি উপাসক পণ্ডিত, দৃষ্টধর্ম (অর্থাৎ যিনি
 সত্যকে জানিয়াছেন), ত্রিপিটকধর মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে কুশলী’—এই বলিয়া

উপাসকস্স গুণং কথোসি । রও্ণো তস্স গুণকথং
সদুণন্তস্সেব চিন্তং মদুদুকং জাতং ।

অথেকদিবসং রাজা উপরিপাসাদে ঠিতো ছত্রপাণিং
উপাসকং কতভত্তিকিচ্চং ছত্তমাদায় উপাহনমারুয়্হ
রাজঙ্গণেন গচ্ছন্তং দিস্সা পক্কোসাপেসি । সো ছত্তুপাহনং
অপনেহা রাজাসমুপসংকমিস্সা বন্দিহা একমন্তং অট্ঠাসি ।
অথ নং রাজা আহ—‘ভো উপাসক, কিং তে ছত্তুপাহনং
অপনীতং’তি ? ‘রাজা পক্কোসতী’তি সদুহা অপনেহা
আগতোম্হী’তি । ‘অজ্জ অম্হাকং রাজাভাবো তুম্হেহি
এতো ভবিস্সতী’তি । ‘সদা পি ময়ং দেব, তুম্হাকং
রাজভাবং জানামা’তি । ‘যদি এবং, কস্মা পুৱরিমদিবসে
সথু সন্তিকে নিসিন্নো মং দিস্সা ন উট্ঠহী’তি ? ‘মহারাজ,
অহং অপ্পরাজস্স সন্তিকে নিসিন্নো পদেসরাজানং দিস্সা
উট্ঠহন্তো সথরি অগারবং পবেদেয্যাং, তস্মা ন উট্ঠ-

*

*

*

উপাসকের গুণগাণ করিলেন । তাঁহার গুণকথা শুনিয়া রাজার চিত্ত
কিছুটা প্রসন্ন হইল ।

একদিন রাজা উপরি প্রাসাদে দাঁড়াইয়া দেখিলেন ছত্রপাণি উপাসক
আহারান্তে ছাতা মাথায় দিয়া জুতা পায়ে দিয়া রাজাঙ্গণ দিয়া ষাইতেছেন ।
রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । তিনি তখন ছাতা এবং জুতা একদিকে
রাখিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন ।
রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে উপাসক, আপনি ছাতা আর জুতা অপসারিত করিলেন কেন ?’

‘রাজা ডাকিতেছেন শুনিয়া দূরে রাখিয়া আসিয়াছি ।’

‘অদ্য আপনি আমার রাজাভাব জানিলেন ?’

‘মহারাজ, সর্বদাই আপনার রাজাভাব আমি জানি ।’

‘যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেইদিন কেন আপনি শাস্ত্রের নিকট
উপবিষ্ট থাকিয়া আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন না ?’

‘মহারাজ, রাজাধিরাজের নিকট বসিয়া প্রদেশরাজকে দেখিয়া উঠিয়া
দাঁড়াইলে শাস্ত্রকে অবমাননা করা হইত, তাই উঠি নাই ।’

হিং'তি । 'হোতু ভো, তিট্ঠতেতং । তুম্হে কির দিট্ঠ-
 ধম্মিকসম্পরায়িকানং অথানথানং কুসলা তিপিটকধরা
 অম্হাকং অন্তেপদুরে ধম্মং বাচেথা'তি । 'ন সঙ্কোমি,
 দেবা'তি । 'কিং কারণা'তি 'রাজগহং নাম মহাসাবজ্জং,
 দদুষুসদুষুত্তকানি গরুদকানেথ দেবা'তি ? 'মা এবং বদেথ
 'পদুরিমদিবসে, মং দিম্বা ন উট্ঠিতোম্হী'তি মা কুরুচ্চং
 করোথা'তি । 'দেব, গিহীনং বিচরণট্ঠানং নাম মহাসাবজ্জং,
 একং পস্বজিতং পক্কোসাপেত্তা ধম্মং বাচাপেমা'তি । রাজা
 —'সাধু ভো, গচ্ছথ তুম্হে'তি তং উষ্যোজেত্তা, সথু
 সন্তিকং গম্বা সথারং যাচি—'ভন্তে, মল্লিকা চ দেবী,
 বাসভক্ষগ্রিয়া চ ধম্মং পরিয়াপদুণিস্সামা'তি বদন্তি, পণ্ঠহি
 ভিক্খুসতেহি সন্ধিং নিবন্ধং মম গেহং গম্বা তাসং ধম্মং

*

*

*

'বেশ, তাহাই মানিয়া লইলাম । আপনি নাকি ইহলোক পরলোকের
 মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে কুশলী, ত্রিপিটকধর, আমার অন্তঃপদুরে ধর্মদেশনা করুন ।'

'মহারাজ, পারিব না ।'

'কেন ?'

'মহারাজ রাজবাড়ী অনেক দোষের । এখানে ভাল এবং মন্দ সমস্তই
 গুরুতর ব্যাপার ।'

'এইরূপ বলিবেন না । আগের দিন আমাকে দেখিয়াও না উঠিবার
 সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । এখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন না ।'

'মহারাজ গৃহীদের বিচরণস্থানই দোষসঙ্কুল । একজন প্রব্রাজিতকে
 ডাকাইয়া ধর্ম শ্রবণ করুন ।'

'সাধু, আপনি যান'—এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া শান্তার নিকট
 যাইয়া প্রার্থনা করিলেন—

'ভন্তে, মল্লিকাদেবী এবং বাসভক্ষগ্রিয়া ধর্মকথা শুনিতে ইচ্ছুক । পণ্ডিত
 ভিক্ষুর সহিত যাইয়া প্রতাহ আমার রাজবাড়ীতে তাঁহাদের ধর্মদেশনা
 করুন ।'

উদ্দিসথা'তি । 'বুদ্ধানং নিবন্ধং একট্ঠানগমনং নাম নখি
মহারাজা'তি । 'তেন হি ভন্তে, অঞ্‌ঞং একং ভিক্ষুং
দেথা'তি । সথা আনন্দথেরস্স ভারমকাসি । থেরো
নিবন্ধং গন্ত্বা তাসং উদ্দেশং উদ্দেশতি । তাস্দ মল্লিকা
সক্কচ্চং গহেত্বা সঙ্ঘায়িত্বা উদ্দেশং পটিচ্ছাপেসি । বাস-
ভখতিয়া পন নেব সক্কচ্চং গণ্হাতি, ন সঙ্ঘায়তি, ন
উদ্দেশং পটিচ্ছাপেতুং সঙ্কোতি ।

অথেকদিবসং সথা থেরং পুচ্ছি—'কিমানন্দ উপাসিকা
ধম্মং পরিয়াপুণ্ণন্তী'তি ? 'আম ভন্তে'তি । 'কা সক্কচ্চং
গণ্হাতী'তি ? 'মল্লিকা ভন্তে, সক্কচ্চং গণ্হাতি, সক্কচ্চং
সঙ্ঘায়তি, সক্কচ্চং উদ্দেশং পটিচ্ছাপেতুং সঙ্কোতি ।
তুম্হাকং পন এত্তিধীতা নেব সক্কচ্চং গণ্হাতি, ন
সঙ্ঘায়তি, ন উদ্দেশং পটিচ্ছাপেতুং সঙ্কোতী'তি । সথা

*

*

*

'মহারাজ, বুদ্ধগণ প্রত্যহ একস্থানে গমন করেন না ।'

'ভস্কে, তাহা হইলে অন্য একজন ভিক্ষুকে দিন ।'

শাস্তা আনন্দস্থবিরের উপর ভারাপণ করিলেন ।

স্থবির প্রত্যহ ঘাইয়া তাঁহাদের ধর্মকথা শ্রবণ করান ।

তাহাদের মধ্যে মল্লিকা সাদরে ধর্মশ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া
আয়ত্ত করিয়াছেন । কিন্তু বাসভক্ষগ্রিয়া সাদরে শ্রবণও করেন নাই । হৃদয়ে
ধারণও করেন নাই । আয়ত্তও করেন নাই ।

একদিন শাস্তা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আনন্দ, উপাসিকারা ধর্মশিক্ষা করিতেছেন কি ?'

'হ'্যা ভস্কে ।'

'সাদরে কে গ্রহণ করিতেছে ?'

'ভস্কে, মল্লিকা সাদরে গ্রহণ, ধারণ এবং আয়ত্ত করিতে সমর্থ । কিন্তু
আপনার জ্ঞাতিকন্যা সাদরে গ্রহণও করেন না, ধারণও করেন না এবং আয়ত্ত
করিতে অসমর্থ ।

থেরস্স বচনং সুত্তা—‘আনন্দ, ময়া কথিতধম্মো নাম
সক্কচ্চমসুদগ্গতস্স অঙ্গগ্হন্তস্স অসঙ্খায়ন্তস্স অদে-
সেত্তস্স বগ্গাসম্পন্নং অগন্ধকপদ্মপুং বিয় অফলো হোতি,
সক্কচ্চং পন সবনাদীনি করোন্তস্স মহপ্ফলো হোতি
মহানিসংসোর্তি বহ্ম ইমা দ্বে গাথা অভাসি—

‘যথাপি রুচিরং পদ্মপুং, বগ্গবন্তং অগন্ধকং ।

এবং সুভাসিতা বাচা, অফলা হোতি অকুস্বতো । ৫১ ।

যথাপি রুচিরং পদ্মপুং, বগ্গবন্তং সগন্ধকং ।

এবং সুভাসিতা বাচা, সফলা হোতি সকুস্বতো’তি । ৫২ ।

তথ ‘রুচিরং’তি সোভনং । ‘বগ্গবন্তং’তি বগ্গসংস্থানসম্পন্নং ।

‘অগন্ধকং’তি গন্ধবিরিহিতং পালিভদ্দকর্গিরিকর্গিকজয়-

*

*

*

শাস্তা স্থবিরের কথা শুনিয়া—

‘আনন্দ, আমার কথিত ধর্ম সাদরে না শুনিলে, গ্রহণ না করিলে, ধারণ
না করিলে, স্বয়ং দেশনা না করিতে পারিলে তাহা বর্ণসম্পন্ন অথচ
অগন্ধক পদ্মের ন্যায় নিষ্ফল হয় । আর সাদরে শ্রবণাদি করিলে
তাহার মহাফল হয়, মহানিশংস হয় ।’ এই কথা বলিয়া এই দুইটি গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর পদ্ম গন্ধহীন হইলে নিষ্ফল হয়,
তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য কার্যে পরিণত না হইলে (গন্ধহীন সুন্দর বর্ণযুক্ত
পদ্মের ন্যায়) নিষ্ফল হয় ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ৫১ ।

‘যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর পদ্ম সুগন্ধযুক্ত হইলে তাহা সফল
হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলেই সফল হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক, ৫২ ।

তথায় ‘মনোহর’ শোভন । ‘বর্ণযুক্ত’ বর্ণসংস্থানসম্পন্ন । ‘অগন্ধক’
গন্ধবিরিহিত কিংশুদ্ধ, গিরিকর্গিকা, জয়সুমনপদ্মের (=চীনা লাল

সুমনাদিভেদং । ‘এবং সুভাসিতা বাচা’তি সুভাসিতা বাচা নাম তেপিটকং বুদ্ধবচনং, তং বহুসংস্থানসম্পন্নং অগন্ধ-কপ্পপ্ফসদিদং । যথা পন অগন্ধকপ্পপ্ফং যো নং ধারেতি, তস্স সরীরে গন্ধং ন ফরতি, এবং এতম্পি যো নং সন্ধচ্চং সবনাদীহি ন সমাচরতি, তস্স সন্ধচ্চং অসমাচরন্তস্স ষং তথ কত্ত্বং, তং অকুস্বতো সুতগন্ধং বাচাগন্ধং পটিপত্তি-গন্ধং ন আবহতি অফলা হোতি । তেন বুদ্ধং ‘এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুস্বতো’তি । ‘সুগন্ধকং’ তি চম্পকনীলপ্পলাদিভেদং । ‘এবং’তি যথা তং প্পপ্ফং ধারন্তস্স সরীরে গন্ধো ফরতি । এবং তেপিটকবুদ্ধ-বচনসংখ্যাতা সুভাসিতা বাচাপি । ‘কুস্বতো’তি যো সন্ধচ্চং সবনাদীহি তথ কত্ত্বং কেরোতি, সা অস্স প্পপ্ফ-লস্স সফলা হোতি, সুতগন্ধবাচাগন্ধপটিপত্তিগন্ধানং

*

*

*

গোলাপের) ন্যায় সুগন্ধবিহীন । ‘তদ্দ্রুপ সুভাষিত বাক্য’ সুভাষিত বাক্য এই স্থলে ত্রিপিটকের বুদ্ধবচন । ইহাও বহুসংস্থানসম্পন্ন অগন্ধপ্প-সদৃশ । অগন্ধপ্পকে যেমন যে ধারণ করে তাহার শরীর হইতে সুগন্ধ স্ফূর্তিত হয় না, তদ্দ্রুপ এই সুভাষিত বাক্যকেও যে সাদরে শ্রবণাদির দ্বারা গ্রহণ করে না, তাহার সাদরে অগ্রহণহেতু যাহা সেখান কতব্য, তাহা করা হয় না ; ফলত শ্রুতগন্ধ, বাক্য প্রতিপত্তি গন্ধ প্রবাহিত হয় না বলিয়া অফলা হয় । তাই বলা হইয়াছে—‘এইরূপে সুভাষিত বাক্য কার্ষে পরিণত না হইলে নিষ্ফল হয় ।’ ‘সুগন্ধযুক্ত’ অর্থাৎ চম্পক-নীলোৎপলাদির সুগন্ধের ন্যায় । ‘তদ্দ্রুপ’ যেমন সেই প্পপ্পকে ধারণ করিলে শরীর হইতে সুগন্ধ স্ফূর্তিত হয় । তদ্দ্রুপ ত্রিপিটক বুদ্ধবচন নামক সুভাষিত বাক্যও । ‘প্রতিপালিত হইলে’ যে শ্রবণাদির দ্বারা সাদরে সেখানে কতব্য করে, সেই ব্যক্তির নিকট এই সুভাষিত বাক্য সফল হয় ।

আবহনতো মহপ্ফলা হোতি, মহানিসংসা তি অথো ।
 দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পত্তা, দেসনা
 মহাজনস্স সাথিকা জাতাতি ।

। ছত্তপাণিউপাসকবথু সত্তমং ।

*

*

*

শ্রুতগন্ধ, বাক্গন্ধ, প্রতিপত্তিগন্ধসমূহ প্রবাহিত হয় বলিয়া মহাফলদায়ী
 হয়, মহানিশংস হয় ।

দেশনাবসানে বহুলোক স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন । দেশনা
 জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল ।

। ছত্তপাণি উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



বিসাখাবথু । ৮

‘যথাপি পদ্পুফরাসিম্হা’ তি ইমং ধম্মদেসনং সথা সাব-
থিয়ং উপনিম্সায় পদ্ব্বারামে বিহরন্তো বিসাখং উপাসিকং
আরম্ভ কথেসি ।

সা কির অঙ্গরট্টে ভন্দিয়নগরে মেণ্ডকসেট্ঠিপদ্ব্বন্তস্স
ধনঞ্জয়সেট্ঠিনো অগ্গমহেসিয়া সন্মনাদেবীয়া কুচ্ছিম্মিং
নিম্বত্তি । তস্সা সত্তবাস্সিককালে সথা সেলব্রাক্সণাদীনং
বোধনেয্যবন্ধবানং উপনিম্সয়সম্পত্তিং দিম্বা মহাভিক্খু-
সম্বপরিবারো চারিকং চরমানো তং নগরং পাপদ্ব্দিগি ।

তস্মিং ৮ সময়ে মেণ্ডকো গহপতি তস্মিং নগরে পণ্ডগ্গং
মহাপদ্ব্বণ্ড্ণানং জেট্ঠকো হদ্ব্বা সেট্ঠিট্ঠানং করোতি ।
পণ্ড মহাপদ্ব্বণ্ড্ণা নাম মেণ্ডকো সেট্ঠি, চন্দ্রপদ্ব্বমা নাম
তস্সেব জেট্ঠকভরিয়া, তস্সেব জেট্ঠকপদ্ব্বন্তো ধনঞ্জয়ো

*

*

*

বিশাখার উপাখ্যান । ৮ ।

‘যেমন পদ্পুরাশি হইতে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা শ্রাবস্তীর নিকট
পদ্ব্বারামে অবস্থানকালে উপাসিকা বিশাখাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

তিনি (বিশাখা) অঙ্গরাষ্ট্রে ভন্দিয়নগরে মেণ্ডকশ্রেষ্ঠির পদ্ব্ব ধনঞ্জয়-
শ্রেষ্ঠির অগ্রমহিষী সন্মনাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার
সপ্তবর্ষবয়সকালে শাস্তা শৈলব্রাক্সণাদির এবং তাঁহার জ্ঞাতীদের মার্গফল-
লাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া মহাভিক্কুসম্বপরিবৃত্ত হইয়া ঘূরিতে ঘূরিতে সেই
নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

সেই সময়ে মেণ্ডক গহপতি সেই নগরে পাঁচজন মহাপদ্ব্ব্যবান ব্যক্তিদের
মধ্যে জ্যেষ্ঠক হইয়া শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছিলেন । পাঁচজন মহাপদ্ব্ব্যবান
হইতেছেন : ১। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠ, ২। চন্দ্রপদ্ব্বমা নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠা
ভাষা, ৩। তাঁহার জ্যেষ্ঠপদ্ব্ব ধনঞ্জয়, ৪। তাঁহার (ধনঞ্জয়ের) ভাষা

নাম, তস্স ভরিয়া সন্মনাদেবী নাম, মেণ্ডকসেট্ঠিনো দাসো
 পদুগ্নো নামাতি । ন কেবলং মেণ্ডকসেট্ঠি য়েব, বিম্বিসার-
 রঞ্জেণো পন বিজিতে পণ্ড অমিতভোগা নাম অহেসদুং—
 জোতিয়ো জটিলো মেণ্ডকো পদুগ্নকো কাকবলিয়ো’তি ।
 তেসদু অয়ং মেণ্ডকসেট্ঠি দসবলস্স অন্তনো সম্পত্তিভাবং
 ঞ্জহ্বা পদুত্তস্স ধনঞ্জয়সেট্ঠিনো ধীতরং বিসাখং দারিকং
 পক্কোসাপেহ্বা আহ—‘অস্ম, তুয়হম্পি মঙ্গলং, অমহাকম্পি
 মঙ্গলং তব পরিবারোহি পণ্ডহি দারিকাসতোহি সন্ধিং পণ্ড
 রথসতানি আরদুয়হ পণ্ডহি দাসীসতোহি পরিবদুতা দস-
 বলস্স পচ্ছদুগমনং করোহী’তি । সা ‘সাধু’তি পটিস্সদুগিত্তা
 তথা অকাসি । কারণাকারণেসদু পন কুসলন্তা যাবতিকা
 যানস্স ভূমি যানেন গন্ত্বা, যানা পচ্ছোরোহিত্ত্বা পত্তিকা ব
 সথারং উপসংকমিত্ত্বা বন্দিহ্বা একমন্তং অট্ঠাসি । অথস্সা
 চরিয়াবসেন সথা ধম্মং দেসেসি । সা দেসনাবসানে পণ্ডহি

*

*

*

সন্মনাদেবী এবং ৫ । মেণ্ডকশ্রেষ্ঠির পদুগ্ন নামক দাস । শব্দমাত্র মেণ্ডক
 শ্রেষ্ঠিই নহেন রাজা বিম্বিসারের রাজ্যে পাঁচজন অমিতভোগশালী ছিলেন :
 ১ । জ্যোতিয়, ২ । জটিল, ৩ । মেণ্ডক, ৪ । পদুগ্নক এবং ৫ । কাকবলিয় ।
 তাহাদের মধ্যে এই মেণ্ডকশ্রেষ্ঠি নিজেদের নগরে দশবল বদ্ধ আঁসিয়াছেন
 শুনিয়া পদুগ্ন ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠির কন্যা কুমারী বিশাখাকে ডাকিয়া বলিলেন—

‘মা, তোমারও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল । তোমার পণ্ডশত কুমারী-
 পরিবারকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডশত রথে আরোহণ করিয়া পণ্ডশত দাসীগণের
 দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া দশবল বদ্ধকের প্রত্যুদগমন কর ।’

সেও ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাই করিল ।
 করণীয় এবং অকরণীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশাখা যতটা দরুণ রথে যাওয়া যায়
 ততটা রথে যাইয়া তারপর রথ হইতে অবতরণ করিয়া পায়ে হাঁটিয়া শাস্ত্রার
 নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইল । শাস্ত্রা বিশাখার চরিত্রভেদে
 ধর্মদেশনা করিলেন । বিশাখা দেশনাবসানে পণ্ডশত কুমারীদের সহিত

দারিকাসতোহি সন্ধিং সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠাহি । মেণ্ডক-
সেট্ঠি পি থো সথারম্মপসঙ্কমিহ্বা ধম্মকথং সদ্ধা সোতা-
পত্তিফলে পতিট্ঠায় স্বাতনায় নিমন্তেহ্বা পুনদিবসে
অন্তনো নিবেসনে পণীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন বুদ্ধপ্প-
মুখং ভিক্খুসঙ্ঘং পরিবিসিহ্বা এতেনেব উপায়েন অড্ঢ-
মাসং মহাদানমদাসি । সথা ভদ্দিয়নগরে যথাভিরত্তং
বিহরিত্বা পক্কামি ।

তেন থো পন সময়েন বিম্বিসারো চ পসেনদি কোসলো চ
অণ্ড্ৰমণ্ড্ৰং ভীগিনিপতিকা হোন্তি । অথেকদিবসং
কোসলরাজা চিন্তেসি, ‘বিম্বিসারস্স বিজিতে পণ্ড অমিত-
ভোগা মহাপদুণ্ড্ৰ্য বসন্তি, ময়্হং বিজিতে একো পি
তাদিসো নথি যন্ননাহং বিম্বিসারস্স সন্তিকং গন্ত্বা এবং

*

*

*

স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল । মেণ্ডকশ্রেষ্ঠিও শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া
ধর্মকথা শুনিয়া স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তায়ে নিমন্ত্রণ করিয়া
পরদিবসে নিজ নিবেসনে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্যের দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে
পরিবেশন করিয়া এই উপায়ে অর্থমাস মহাদান দিলেন । শাস্তা ভদ্দিয়নগরে
যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া চলিয়া গেলেন ।

সেই সময়ে বিম্বিসার এবং পসেনদি কোশল পরস্পরের ভগ্নীপতি
ছিলেন । একদিন কোশলরাজ চিন্তা করিলেন—

‘বিম্বিসারের রাজ্যে পাঁচজন অমিতভোগশালী মহাপদুণ্যবান ব্যক্তি বাস
করেন, আমার রাজ্যে সেই রকম একজনও নাই, অতএব আমি অবশ্যই
বিম্বিসারের নিকট যাইয়া একজন মহাপদুণ্যবানকে যাচ্ঞা করিব ।’

তিনি (পসেনদি) সেখানে যাইয়া রাজার দ্বারা সংকৃত হইয়া ‘কি কারণে
আসিয়াছেন ?’ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন—

‘আপনার রাজ্যে পাঁচজন অমিতভোগশালী মহাপদুণ্যবান ব্যক্তি আছেন ।
তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি । তাহাদের
একজনকে আমাকে দিন ।’

মহাপদ্মপুত্রং যাচেয্যামি”তি । সো তথ গন্ত্বা রত্নপুত্রো
কতপটিসংহারো “কিং কারণা আগতোসী”তি পদট্টো,
‘তুম্হাকং বিজিতে পণ্ড অমিতভোগা মহাপদ্মপুত্রো বসন্তি,
ততো একং গহেহু গমিস্সামী”তি আগতোম্হি, তেসু মে
একং দেথা”তি আহ । ‘মহাকুলানি অম্হেহি চালেতুং ন
সক্কা”তি আহ । ‘অহং অলঙ্কা ন গমিস্সামী”তি আহ ।
রাজা অমচ্চেহি সন্ধিং মন্তেহু ‘জ্যোতিয়াদীনং মহাকুলানং
চালনং নাম পঠবিয়া চালনসদিংসং মে’ডকমহাসেট্ঠিস্স
পদন্তো ধনঞ্জয়সেট্ঠি নাম অথি, তেন সন্ধিং মন্তেহু ব
পটিবচনং তে দস্সামী”তি বহু তং পক্কোসাপেহু, ‘তাত,
কোসলরাজা ‘একং ধনসেট্ঠিং গহেহু গমিস্সামী”তি বদতি,
হুং তেন সন্ধিং গচ্ছাহী”তি । ‘তুম্হেসু পহিগন্তেসু

*

*

*

‘এই সব মহাকুলদের চালিত করা অসম্ভব’ ।

‘আমি না নিয়া যাইব না ।’

রাজা তখন অমাত্যদের সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং দেখিলেন—

‘জ্যোতিয় প্রভৃতি মহাকুলকে চালিত করা অথ’ পৃথিবীকে চালিত করা ।
মে’ডক মহাপ্রের্ষিতর পদ্র ধনঞ্জয়প্রের্ষিত আছেন । তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া
প্রতিবচন দিব’—এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—

‘বৎস, কোশলরাজ একজন ধনপ্রের্ষিকে লইয়া যাইবেন বলিতেছেন ।
তুমি তাঁহার সঙ্গে যাও ।’

‘মহারাজ আপনি পাঠাইলে নিশ্চয়ই যাইব ।’

‘বৎস, তাহা হইলে প্রস্তুতি লইয়া যাও ।’

তিনি (ধনঞ্জয়প্রের্ষিত) নিজের কতব্যকৃত্য সম্পন্ন করিলেন । রাজাও
মহা সংকার করিয়া ‘এঁকে লইয়া যান’ বলিয়া রাজা পসেনাদিকে বিদায়
দিলেন । পসেনাদি ধনঞ্জয়প্রের্ষিকে লইয়া পৃথিমধ্যে একরাতি বাস করিয়া
যাইতে যাইতে একটি সুখকর স্থান পাইয়া সেখানে অবস্থান করিলেন ।
তখন ধনঞ্জয়প্রের্ষিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গমিস্সামি দেবা'তি । 'তেন হি পরিবচ্ছঃ কহ্বা গচ্ছ
তাতা'তি । সো অন্তনো কত্তব্বযদুত্তকমকাসি । রাজাপিস্স
মহন্তং সন্ধারং কহ্বা 'ইমং আদায় গচ্ছথা'তি পসেনদি-
রাজানং উষ্যোজ্জেসি । সো তং আদায় সৰ্ব্বথ একরত্তি-বাসেন
গচ্ছন্তো একং ফাসদুকট্টানং পত্তা নিবাসং গণ্হি । অথ
নং ধনঞ্জয়সেট্ঠি পদুচ্ছি—'ইদং কস্স বিজিতং'তি । 'ময়্হং
সেট্ঠী'তি । 'কীব দুরো ইতো সাবথী'তি । 'সত্তষোজন-
মথকে'তি । 'অন্তোনগরং সম্বাধং, অম্হাকং পরিজনো
মহন্তো, সচে রোচেথ, ইধেব বসেয্যাম দেবা'তি । রাজা
'সাধু'তি সম্পটিচ্ছিহ্বা, তস্মিং ঠানে নগরং মাপেহ্বা তস্স
দহ্বা অগম্মাসি । তস্মিং পদেসে সয়ং বসনট্টানস্স
গহিতত্তা নগরস্স সাকেতেন্দ্ৰব নামং অহোসি ।

সাবাখিয়ম্পি থো মিগারসেট্ঠিনো পদুন্তো পদুগ্গবড্ঢনকুমারো
নাম বয়স্পত্তো অহোসি । অথ নং মাতাপিতরো বদিংসু

*

*

*

'এটা কাহার রাজ্য ?'

'হে শ্রেষ্ঠি, এটা আমার ।'

'এখান হইতে প্রাবন্তী কত দূরে ?'

'সাত যোজনের মাথায় ।'

'মহারাজ, নগরের অভ্যন্তরে অনেক বাধা-বিপত্তি । আমাদের পরিজনও
বেশ বড় । যদি আপনার অনন্মতি থাকে, তাহা হইলে এখানেই
বাস করিব ।'

রাজা 'বেশ তাহাই' হউক বলিয়া অনন্মতি দিয়া সেইস্থানে নগর পত্তন
করিয়া ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠিকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন । সেই স্থানে সায়ংকালে
বাস করা হেতু নগরের নাম রাখা হইল সাকেত ।

প্রাবন্তীতেও মিগারশ্রেষ্ঠির পুত্র পদুর্গবর্ধনকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন ।
তখন মাতাপিতা তাহাকে বলিলেন—

—‘তাত, তব রদ্ধচনট্টানে একং দারিকং উপধারেহী’তি ।
 ‘ময়্হং এবরুপায় ভরিয়ায় কিচ্চং নখী’তি । ‘পদ্ম, মা
 এবং করি, কুলং নাম অপদ্মকং ন তিট্ঠতী’তি । সো
 পদ্মপ্পদ্বনং বুদ্ধমানো—‘তেন হি পণ্ডকল্যাণসমগ্গাতং
 দারিকং লভমানো তুম্হাকং বচনং করিস্সামী’তি আহ ।
 ‘কানি পনেতানি পণ্ড কল্যাণানি নাম তাতা’তি । ‘কেস-
 কল্যাণং, মংসকল্যাণং, অট্ঠিকল্যাণং, ছবিকল্যাণং, বয়-
 কল্যাণং’তি । মহাপদ্মেয়্যে হি ইথিয়া কেসা মোর-
 কলাপসাদিসা হুত্বা মূৰ্দ্ধিগ্গত্বা বিস্সট্ঠা নিবাসনন্তং পহরিত্বা
 নিবত্তিত্বা উদ্ধগ্গা তিট্ঠন্তি, ইদং কেসকল্যাণং নাম ; দন্তা-
 বরণং বিম্বফলসাদিসং বগ্গসম্পপ্পং সমং সুফুদিসিতং হোতি,
 ইদং মংসকল্যাণং নাম ; দন্তা সদ্ধা সমা অবিরলা
 উম্মাপেত্বা ঠপিতবজিরপন্তি বিয় সমচ্ছিন্নসংখপন্তি বিয় চ

*

*

*

‘বৎস, তোমার পছন্দমত স্থানে একটি কন্যা দেখ ।’

‘আমার এইরূপ ভাষার প্রয়োজন নাই ।’

‘পদ্ম, এইরূপ করিয়োনা । অপদ্মক কুল থাকে না ।’ বারবার তাঁহাকে
 বলাতে তিনি বলিলেন—

‘তাহা হইলে পণ্ডকল্যাণসম্পন্ন কন্যা পাইলে আমি আপনাদের কথা
 রাখিব ।’

‘বৎস, সেই পণ্ড কল্যাণ কি কি ?’

‘কেশকল্যাণ, মাংসকল্যাণ, অস্থিকল্যাণ, ত্বক্কল্যাণ এবং বয়ঃকল্যাণ ।’

মহাপদ্যবতী রমণীদের কেশ ময়ূরকলাপসদৃশ । খোঁপা খুলিয়া
 দিলে অধোদিকে ছড়াইয়া নিবাসান্তকে স্পর্শ করিয়া ঘূরিয়া উর্ধ্বগ হইয়া
 অবস্থান করে । ইহারই নাম কেশকল্যাণ । দস্তাবরণ বিম্বফলসদৃশ, সুন্দর,
 সমান এবং সুখস্পর্শকর । ইহারই নাম মাংসকল্যাণ । দন্তসমূহ শব্দ,
 সমান, অবিরল, হীরকপংক্তির ন্যায় ও সমাচ্ছিন্ন শঙ্খপত্রের ন্যায় যেন

সোভন্তি, ইদং অট্ঠিকল্যাণং নাম ; কালিয়া বল্পকাদীহি
 অবিলম্বো এব ছবিবল্লো সিন্ধিকো নীলদুপ্পলদামসাদিসো
 হোতি, ওদাতা চ কণিকারপদুপ্পদামসাদিসো হোতি, ইদং
 ছবিকল্যাণং নাম ; দসক্খত্তুং বিজাতাপি থো পন সাকিং
 বিজাতা বিয় অবিগতষোষ্বনায়েব হোতি, ইদং বয়কল্যাণং
 নাম হোতি । অথস্স মাতাপিতরো অট্ঠত্তরসত্তরান্নগে
 নিমন্তেহা ভোজেহা—‘পণ্ডকল্যাণসম্মাগতা ইথিয়ো নাম
 হোন্তী’তি পুচ্ছিংসু । ‘আম হোন্তী’তি । ‘তেন হি
 এবরুপং দারিকং পরিয়েসিতুং অট্ঠ জনা গচ্ছন্তু’তি বহুং
 ধনং দহ্বা, ‘আগতকালে বো কত্ত্বং জানিহস্সাম, গচ্ছথ,
 এবরুপং দারিকং পরিয়েসথ, দিট্ঠকালে চ ইমং পিলন্ধনং
 দদেয়্যাথা’তি সতসহস্সগ্ঘনিকং সুবল্লমালং দহ্বা উয্যো-
 জেসুং ।

তে মহন্তমহন্তানি নগরানি গন্ত্বা পরিয়েসমানা পণ্ড-

*

*

*

সুসজ্জিত এবং শোভমান । ইহারই নাম অস্থিকল্যাণ । গাত্রবর্ণে কোথাও
 কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন নাই এবং নীলোৎপলদামসদৃশ, স্নিগ্ধ কণিকার পদুপ্পদামসদৃশ
 শুল্ক । ইহারই নাম স্বক্কল্যাণ । দশ সন্তানের জন্ম দান করিয়াও
 একবার মাত্র সন্তানের জন্ম দিয়াছেন মনে হইবে—এইরূপ অবিগতষোবনা ।
 ইহারই নাম বয়ঃকল্যাণ । তখন তাহার মাতাপিতা অষ্টোত্তরশত ব্রাহ্মণকে
 নিমন্ত্ৰণ করিয়া ভোজন করাইয়া বলিলেন—

‘পণ্ডকল্যাণসম্পন্ন মেয়ে পাওয়া যায় কি ?’

‘হ্যাঁ পাওয়া যায় ।’

‘তাহা হইলে এইরূপ মেয়ে খোঁজার জন্য আপনাদের মধ্যে আটজন
 যান’—এই বলিয়া তাঁহাদের বহু ধন দিয়া ‘আগতকালে কতব্যকৃত্য জানিব ;
 যান এইরূপ মেয়ের খোঁজ করুন । যদি পান তাহা হইলে ইহা পরিধান
 করাইবেন’ বলিয়া লক্ষ মূল্যের সোনার হার দিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন ।

তাঁহারা বড় বড় নগরে ঘাইয়া খোঁজ করিয়া পণ্ডকল্যাণ সম্ভাগত মেয়ে

কল্যাণসমনাগতং দারিকং অদিম্বা নিবর্তিত্বা আগচ্ছন্তা
 বিবটনক্খত্তাদিবসে সাকেতং অনুপ্পত্তা—‘অজ্জ অম্‌হাকং
 কম্মং নিম্পিঞ্জিস্সতী’তি চিন্তয়িৎসু। তস্মিং পন নগরে
 অনুসংবচ্ছরং বিবটনক্খত্তং নাম হোতি। তদা বহি
 অনিক্খম্নকুলানি পি পরিবারেন সন্ধিং গেহা নিক্খমিত্বা
 অপ্পটিচ্ছেন্নে সরীরেন পদসাব নদীতীরং গচ্ছন্তি। তস্মিং
 দিবসে খত্তিয়ম্মহাসালাদীনং পুত্তাপি—‘অত্তনো সমান-
 জাতিকং মনাপং কুলদারিকং দিম্বা মালাগদুলেন পরি-
 ক্খিপিস্সামা’তি তং তং মগ্গং নিম্মসায় তিট্ঠন্তি। তেপি
 খো ব্রাহ্মণা নদীতীরে একং সালাং পবিসিত্বা অট্ঠৎসু।
 তস্মিং খণে বিসাখা পন্নরসসোলসবস্সন্দেসিকা হুত্বা
 সম্বাভরণপটিম্মিডতা পণ্ণহি কুমারিকাসতেহি পরিবৃত্তা
 নদিং গম্বা, ‘ন্থারিস্সামী’তি তং পদেসং পত্তা। অথ খো
 মেঘো উট্ঠহিত্বা পাবসিসি। পণ্ণসতা কুমারিকায়ো বেগেন

*

*

*

না দেখিয়া প্রত্যাবর্তনকালে এক বাৎসরিক উৎসবের দিনে সাকেতনগরে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ‘অদ্যই আমাদের কর্মের সমাপ্তি ঘটিবে’ এই
 চিন্তা করিলেন। সেই নগরে প্রতি বৎসরেই এই রকম উৎসব হয়। তখন
 যে সমস্ত পরিবারের মেয়েরা সাধারণতঃ ঘরের বাহিরে যায় না, তাহারাও
 গৃহ হইতে নিস্ত্রান্ত হইয়া অপ্রতিচ্ছন্ন শরীরে পায়ে হাঁটিয়া নদীতীরে যায়।
 সেইদিন প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়ের পুত্রেরাও নিজের সমজাতিয়া সুন্দরী কুল-
 কন্যা দেখিলে তাহাদের মস্তকে ‘এই পুষ্কমাল্য নিক্ষেপ করিব মনে করিয়া
 রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণগণও নদীতীরে একটি হলঘরে প্রবেশ
 করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মূহুর্তে পণ্ডশ-ষোড়শবর্ষীয়া
 বিশাখা সমস্ত প্রকার আভরণে প্রতিম্মিডত হইয়া পণ্ণত কুমারীদের দ্বারা
 পরিবৃত্ত হইয়া নদীতে যাইয়া ‘স্নান করিব’ চিন্তা করিয়া সেই স্থানে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। তখন হঠাৎ মেঘ করিয়া ভীষণ বারিষর্ষণ হইল।
 পণ্ণত কুমারী দৌড়াইয়া হলঘরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের

গন্ধা সালং পার্বিসংস্। ব্রাহ্মণা ওলোকেস্তা তাস্
একম্পি পঞ্চকল্যাণসমন্নাগতং ন পস্মিসংস্। অথ বিসাখা
পকতিগমনেনেব সালং পার্বিস, বখাভরণানি তেম্মিসংস্।
ব্রাহ্মণা তস্মা চত্ভারি কল্যাণানি দিস্বা দন্তে পস্মিতুকামা
—‘অলসজাতিকা অম্‌হাকং ধীতা, এতিস্মা সামিকো
কঞ্জিকমত্তম্পি ন লভিস্সতি মএৎ‌এৎ‌’তি অএৎ‌‌এৎ‌‌এৎ‌‌এৎ‌‌
কথয়িসংস্। অথ নে বিসাখা আহ—‘কিং বদেথ তুম্‌হে’তি।
‘তং কথেম অম্মা’তি। মধুরো হি তস্মা সন্দো
কংসতালসরো বিয় নিচ্ছরতি। অথ নে পদন
মধুরসন্দেন—‘কিং কারণা ভণথা’তি পদচ্ছি। ‘তব
পরিবারিখিয়ো বখালঙ্কারে অতেমেহা বেগেন সালং
পবিট্‌ঠা, তুয়্‌হং এত্তকং ঠানং বেগেন আগমনমত্তম্পি নথি,
বখাভরণানি তেমেহা আগতাসি, তস্মা কথেম অম্মা’তি।

*

*

*

একজনকেও পঞ্চকল্যাণসম্পন্না দেখিলেন না। অনন্তর বিশাখা তাঁহার
স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটিয়া হলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রালংকার-
সমূহ সিন্ধু হইল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মধ্যে চারিকল্যাণ দেখিয়া দম্ব দেখিতে
উৎসুক হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—

‘আমাদের এই কন্যাটি বড়ই অলস। এর স্বামী কঞ্জিকমাত্রও
পাইবে না।’ তখন বিশাখা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আপনারা কি বলিতেছেন?’

‘মা, তোমার কথাই বলিতেছি।’ বিশাখার মধুর শব্দ কংসতালস্বরের
ন্যায় নির্গত হইল। তারপর পদনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘কেন বলিতেছেন?’

‘তোমার পরিবারের মেয়েরা বস্ত্রালংকার সিন্ধু না করিয়া হলে প্রবেশ
করিয়াছে। আর তুমি এইটুকু দূর দৌড়াইয়া আসিতে পারিলে না?
বস্ত্রালংকার সিন্ধু করিয়া আসিয়াছ। মা, তাহাই বলিতেছিলাম।’

‘তাতা, এবং মা বদেথ, অহং এতাহি বলবতরা, কারণং পন সল্লক্খেন্হা জবেন নাগতাম্হী’তি । ‘কিং অম্মা’তি । ‘তাতা, চত্তারো জনা জবমানা ন সোভন্তি, অপরম্পি কারণং অথী’তি । ‘কতমে চত্তারো জনা জবমানা ন সোভন্তি অম্মা’তি । ‘তাতা, অভিসত্তরাজা তাব সম্বাভরণপটিমন্ডিতো কচ্ছং বন্দিয়া রাজঙ্গণে জবমানো ন সোভতি, ‘কিং অয়ং রাজা গহপতিকো বিয় ধাবতী’তি অঞ্ঞদথুদু গরহং লভতি, সণিকং গচ্ছন্তোব সোভতি । রঞ্ঞো মঙ্গলহথী’পি অলঙ্কতো জবমানো ন সোভতি, বারণলীলায় গচ্ছন্তোব সোভতি । পম্বজিতো জবমানো ন সোভতি— ‘কিং অয়ং সমণো গিহী বিয় ধাবতী’তি কেবলং গরহমেব লভতি, সমিতগমনেন পন সোভতি । ইথী জবমানা ন সোভতি, ‘কিং এসা ইথী পুরিসো বিয় ধাবতী’তি

*

*

*

‘মহাশয়গণ, এইরূপ বলিবেন না । আমি ইহাদের অপেক্ষাও বড় কারণ থাকাতে ছুটিয়া আসি নাই ।’

‘মা, কি কারণ ?’

‘মহাশয়গণ, চারি প্রকার ব্যক্তির ছুটিয়া আসিলে শোভা পায় না, অন্য কারণও আছে ।’

‘মা, কোন চারি প্রকার ব্যক্তি ছুটিয়া আসিলে শোভা পায় না ?’

‘মহাশয়গণ, অভিষিক্ত রাজা সর্বাভরণমন্ডিত হইয়া কোমর বাঁধিয়া রাজাঙ্গণে দৌড়াইলে শোভা পায় না । রাজা কেন গৃহীর মত দৌড়াইতেছে বলিয়া লোকে নিন্দা করিবে । ধীরে ধীরে গমন করিলেই শোভা পায় ।

‘রাজার মঙ্গলহস্তীও অলঙ্কৃত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইলে শোভা পায় না । হস্তীর স্বাভাবিক লীলায় গমন করিলেই শোভা পায় । প্রব্রজিত ব্যক্তি ছুটিলে শোভা পায় না । ‘কেন এই শ্রমণ গৃহীর ন্যায় ছুটিতেছে’ বলিয়া সকলের নিকট নিন্দাহঁ হন, শাস্তভাবে গমন করিলেই শোভা পায় ।

‘নারী ছুটিলে শোভা পায় না । ‘কেন এই নারী পুরুষের মত দৌড়াইতেছে’ বলিয়া নিন্দনীয়ই হয় ।

গরিহিতস্থা ব হোতি । ইমে চত্তারো জনা জবমানা ন সোভন্তি তাতা'তি । 'কতমং পন অপরং কারণং অস্মা'তি । 'তাতা, মাতাপিতরো নাম ধীতরং অঙ্গশচঙ্গানি সগঠাপেত্বা পোসেন্তি । ময়ং হি বিক্ৰিণ্যেভ্য'ভ'ডং নাম, অম্‌হে পর-কুলপেসনথায় পোসেন্তি । সচে জবমানানং নিবথদুস্-কণ্ণে বা অক্ৰমিহা ভূমিয়ং বা পক্‌খলিহা পতিতকালে হথো বা পাদো বা ভিজেজ্য, কুলসেসব ভারো ভবেয্য, পসাধনভ'ডং পন মে তেমেত্বা সু'সিস্সতি, ইমং কারণং সল্লক্‌থেহা ন ধাবিতাম্‌হ তাতা'তি ।

ব্রাহ্মণা তস্সা কথনকালে দন্তসম্পত্তিং দিস্সা, 'এবরূপা নো দন্তসম্পত্তি ন দিট্‌ঠপদু'ত্‌তি তস্সা সাধু'কারং দত্বা— 'অস্ম তুয়'হমেবেসো অনুচ্ছবিকা'তি বত্বা তং সুব'গ্গমালং পিলন্ধ্যিংসু । অথ নে পদু'চ্ছ—'কত্তরনগরতো আগতা'থ

*

*

*

'মহাশয়গণ, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি দৌড়াইলে শোভা পায় না ।'

'মা, অন্য কি কারণ ?'

'মহাশয়গণ, মাতাপিতা কন্যাকে সঠিকভাবে রক্ষা করিয়াই পোষণ করেন । কারণ আমরা হইলাম বিক্রয়ের পণ্যমাত্র । পরকূলে পাঠাইবার জন্যই আমাদের পোষণ করেন । যদি ছুটিতে ঘাইয়া পরিহিত বস্ত্রপ্রাপ্ত দলিত করিয়া বা ভূমিতে পদস্থলন করিয়া পতিত হইলে হস্ত বা পদ ভগ্ন হইবে । ফলে আমরা সংসারের বোঝা হইয়াই থাকিব । প্রসাধনদ্রব্যাদি সিন্ত হইলে তো শূন্যইবে । এই কারণেই আমি ছুটিয়া আসি নাই ।'

ব্রাহ্মণগণ বিশাখা কথা বলিবার সময় তাহার দন্তসম্পত্তি দেখিয়া 'এইরূপ দন্তসম্পত্তি তো ইতিপূর্বে দেখি নাই' বলিয়া সাধুবাদ দিয়া 'মা, ইহা তোমারই উপযুক্ত' বলিয়া সেই সোনার হার তাহাকে পরাইয়া দিলেন । তখন বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'মহাশয়েরা কোন্‌ নগর হইতে আসিতেছেন ?'

'মা, শ্রাবস্তী হইতে ।'

তাতা'তি। 'সাবাখিতো অম্মা'তি। 'সেট্ঠিকুলং কতরং নামা'তি। 'মিগারসেট্ঠি নাম অম্মা'তি। 'অম্মাপদন্তো কো নামা'তি। 'পদ্বল্লবড্টনকুমারো নাম অম্মা'তি। সা সমানজাতিকং নো কুলং'তি অধিবাসেত্তা পিতু সাসনং পহিণি, 'অম্মহাকং রথং পেসেতদ্'তি। কিণ্ণাপি হি সা আগমনকালে পদসা আগতা, সুবল্লমালায় পন পিলন্ধন-কালতো পট্ঠায় তথা গন্তুং ন লভতি, ইম্মসরদারিকা রথাদীহি গচ্ছন্তি, ইতরা পকতিযানকং বা অভিরুহন্তি, ছত্তং বা তালপন্নং বা উপরি করোন্তি, তস্মিম্পি অসতি নিবত্তসাটকস্স দসত্তং উক্খিপিত্তা অংসে থিপত্তা গচ্ছন্তি এব। তস্সা পন পিতা পণ্ড রথসতানি পেসেসি। সা সপরিবারা রথং আরুহ্ণ গতা। ব্রাহ্মণা পি একতো ব অগমংসু। অথ নে সেট্ঠি পদ্বিচ্ছি—'কুতো আগতাখা'তি ?

*

*

*

'শ্রেষ্ঠিকুলের নাম কি ?'

'মা, মিগারশ্রেষ্ঠি।'

'আৰ্ঘ'পদ্বের নাম কি ?'

'মা, পদ্বল্লব'নকুমার।'

বিশাখা 'আমাদের সমান জাতিক' বলিয়া অনুমোদন করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আমাদের জন্য রথ পাঠান।' আগমনকালে তিনি পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু সুবর্ণমালা পরিধানের পর হইতে সেইভাবে যাওয়া শোভা পায় না। সম্ভ্রান্ত মেয়েরা রথাদিতেই যান। অন্যরা পায়ে হাঁটিয়া যান। ছত্র বা তালপত্র মাথায় দেন, তাহাও না থাকিলে পরিহিত বস্ত্রের আঁচল মাথায় দিয়া কাঁধে ফেলিয়া যান। বিশাখার পিতা পাঁচশত রথ পাঠাইলেন। বিশাখা সপরিবারে রথে আরোহণ করিয়াই গেলেন। ব্রাহ্মণগণও একটি রথে করিয়া গেলেন। তখন শ্রেষ্ঠি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

‘সাবথিতো মহাসেট্ঠী’তি । ‘সেট্ঠি কতরো নামা’তি ?
 ‘মিগারসেট্ঠি নামা’তি । ‘পদ্ভো কো নামা’তি ?
 ‘পদ্মবড্ঢনকুমারো নাম মহাসেট্ঠী’তি । ‘ধনং কিত্তকং’
 তি ? ‘চত্তালীসকোট্টয়ো মহাসেট্ঠী’তি । ‘ধনং তাব
 অম্হাকং ধনং উপাদায় কাকণিকমত্তং, দারিকায় পন
 আরক্খমত্তায় লদ্ধকালতো পট্ঠায় কিং অঞ্ঞেন
 কারণেনা’তি অধিবাসেসি । সো তেসং সদ্ধারং কত্তা
 একাহদ্বীহং বসাপেত্তা উয্যোজেসি । তে সাবথিং গন্ত্বা
 মিগারসেট্ঠিস্স—‘লদ্ধা নো দারিকা’তি আরোচয়িংসু ।
 ‘কস্স ধীতা’তি ? ‘ধনঞ্জয়সেট্ঠিনো’তি । সো মহাকুলস্স
 মে দারিকা লদ্ধা, থিম্পমেব নং আনেতুং বট্টতী’তি তথ
 গমনথং রঞ্ঞো আরোচেসি । রাজা—‘মহাকুলং এতং

*

*

*

‘হে মহাশ্রেষ্ঠি, শ্রাবস্তী হইতে ।’

‘আপনাদের শ্রেষ্ঠির নাম কি ?’

‘মিগার শ্রেষ্ঠিই তাঁহার নাম ।’

‘পদ্মের নাম কি ?’

‘হে মহাশ্রেষ্ঠি, তাহার নাম পদ্মবর্ধনকুমার ।’

‘ধনের পরিমাণ কত ?’

‘মহাশ্রেষ্ঠি, চল্লিশ কোটি ।’

‘ধন তো আমাদের তুলনায় খুবই সামান্য । মেয়ের জন্য যখন একজন
 বন্ধক পাওয়া গিয়াছে, অন্য কিছুর আমার প্রয়োজন নাই ।’ বলিয়া অনুমতি
 দিলেন । মহাশ্রেষ্ঠি ব্রাহ্মণদের সংকার করিয়া এক-দুইদিন রাখিয়া বিদায়
 দিলেন । তাঁহারা শ্রাবস্তীতে যাইয়া মিগার শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—

‘মেয়ে পাওয়া গিয়াছে ।’

‘কাহার মেয়ে ?’

‘ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠির ।’

তিনি ‘মহাকুলের মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, শীঘ্রই লইয়া আসিতে হইবে’ বলিয়া
 সেখানে ষাইবার কথা রাজাকে জানাইলেন । রাজা বলিলেন—

ময়া বিম্বিসারস্স সন্তিকা আনেহা সাকেতে নিবেসিতং,
 তস্স সম্মানং কাতুং বট্টতী'তি অহম্পি আগমিস্সামী'তি
 আহ। সো 'সাধু দেবা'তি বহা ধনঞ্জয়সেট্ঠিনো সাসনং
 পেসেসি—'ময়ি আগচ্ছন্তে রাজা পি আগমিস্সতি, মহন্তং
 রাজবলং এত্তকস্স জনস্স কত্ত্বযদুত্তকং কাতুং সন্ধিস্সামি,
 ন সন্ধিস্সামী'তি। ইতরোপি—'সচে দস রাজানো
 আগচ্ছন্তি, আগচ্ছন্তু'তি পটিসাসনং পেসেসি। মিগার-
 সেট্ঠি তাব মহন্তে নগরে গেহগোপকমত্তং ঠপেহা সেসজনং
 আদায় গম্ভা অড্ঢযোজনমত্তে ঠানে ঠহা 'আগতাম্হা'তি
 সাসনং পহিণি। ধনঞ্জয়সেট্ঠি বহুপল্লাকারং পেসেহা ধীতরা
 সন্ধিং মন্তেসি—'অম্ম, সসুরো কির তে কোসলরএ'এণ
 সন্ধিং আগতো, তস্স কতরং গেহং পটিজপিগতব্বং,
 রএ'এণ কতরং, উপরাজাদীনং কতরানী'তি। পণ্ডিতা

*

*

*

‘এই মহাকুলকে আমি রাজা বিম্বিসারের নিকট হইতে আনিয়া সাকেতে
 বসাইয়াছি। তাঁহার সম্মান করা উচিত। আমিও যাইব। তিনি ‘বেশ
 মহারাজ, তাহাই হউক।’ বলিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—

‘আমাদের সঙ্গে রাজাও আসিবেন। রাজার তো বলবাহন অনেক।
 ইহাদের যথাকর্তব্য করিতে পারিবেন তো?’ ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠি প্রত্যুত্তর
 পাঠাইলেন—

‘যদি দশজন রাজাও আসেন, আসিতে পারেন।’ তখন মিগারশ্রেষ্ঠি
 সেই মহা (শ্রাবস্তী) নগরে শূদ্ধমাত্র গৃহরক্ষী একজনমাত্র রাখিয়া প্রত্যেক
 গৃহ হইতে সমস্ত লোকজন লইয়া (সাকেত হইতে) অর্ধযোজনমাত্র দূরত্বে
 থাকিয়া ‘আমরা আসিয়াছি’ বলিয়া খবর পাঠাইলেন। ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠি তাঁহাদের
 জন্য বহু উপহারাদি পাঠাইয়া মেয়ের সঙ্গে মন্ত্রণা করিলেন—

‘মা, তোমার শ্বশুর নাকি কোশলরাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। তোমার
 শ্বশুরের জন্য কোন ঘর, রাজার জন্য কোন ঘর এবং উপরাজাদের জন্য
 কোন কোন ঘরের ব্যবস্থা করিবে?’

সেট্ঠিধীতা বজিরগতিখিণঞাণা কম্পসতসহসং পখিত-
পথনা অভিনীহারসম্পন্না—‘সসুদরস্স মে অসুদকগেহং
পটিজঙ্গথ, রঞ্ঞো অসুদকগেহং, উপরাজাদীনং অসুদকানী’
তি সংবিদহিহা দাসকম্মকরে পক্কোসাপেহা—‘এতকা
রঞ্ঞো কত্ত্বকিচ্চং করোথ, এতকা উপরাজাদীনং,
হিথিঅস্সাদয়ো পি তুম্হেয়েব পটিজঙ্গথ, অস্সবন্ধাদয়ো
পি আগন্তা মঙ্গলছণং অনুভবিস্সন্তী’তি সংবিদহি । কিং
কারণা ? ‘ময়ং বিসাখায় মঙ্গলট্ঠানং গন্ত্বা ন কিঞ্চি
লভিম্হ অস্সরক্খণাদীনি করোন্তা সুখং ন বিচরিম্হা’তি
কেচি বত্তুং মা লভিৎসু’তি ।

তং দিবসমেব বিসাখায় পিতা পণ্ডসতে সুবল্লকারে
পক্কোসাপেহা—‘ধীতু মে মহালতাপসাধনং নাম করোথা’তি

*

*

*

শ্রেষ্ঠিকন্যা পণ্ডিত, বজ্রাগ্রভীক্ষুজ্ঞানসম্পন্না, শতসহস্র কম্প প্রার্থিত-
প্রার্থনা এবং সৎকল্পবদ্ধা । তাই ‘আমার শ্বশুরের জন্য অমুক ঘর ব্যবস্থা
কর, রাজার জন্য অমুক ঘর এবং উপরাজাদের জন্য অমুক অমুক ঘরের
ব্যবস্থা কর’ বলিয়া বিধান দিয়া দাসকর্মকর পুরুষদের ডাকিয়া
বলিলেন—

‘তোমরা এই কয়জন রাজার সেবাসুশ্রুষা করিবে । এই কয়জন উপরাজ-
দের । হস্তী অশ্বাদির সেবাষড়্ভু তোমরাই করিবে । কারণ হস্তী অশ্বাদির
রক্ষকেরাও আসিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবে ।’—এইভাবে বিশাখা
সব ব্যবস্থা করিলেন । কেন ? ‘আমরা বিশাখার বিবাহোৎসবে ষাইক্স
কিছুই পাইলাম না । অশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতেই সময়
কাটিয়া গেল, একটুও সুখ পাইলাম না’—এইরূপ যেন কেহ বলিতে না
পারে ।

সেই দিনই বিশাখার পিতা পণ্ডিত স্বর্ণকারকে ডাকিয়া ‘আমার মেয়ের
জন্য মহালতাপ্রসাধন (এক প্রকার বিশেষ অলঙ্কার) প্রস্তুত কর’ এই বলিয়া

রক্তসুবর্ণসং নিক্খসহস্সং তদনুরূপানি চ রজতমণিমুত্তা-
 পবালবজ্জিরাদীনি দাপেসি। রাজা কতিপাহং বসিদ্ধাব
 ধনঞ্জয়সেট্ঠিস্স সাসনং পহিণি,—‘ন সন্ধা সেট্ঠিনা
 অম্হাকং চিরং পোসনং নাম কাতুং, দানি দারিকায় গমন-
 কালাং জানাতু’তি। সো পি রঞ্ণেণ সাসনং পেসেসি,
 ‘ইদানি বস্সকালো আগতো, ন সন্ধা চতুমাংসং বিচারিতুং,
 তুম্হাকং বলকায়স্স যং যং লদ্ধুং বট্ঠতি, সস্বং তং মম
 ভারো, ময়া পেসিতকালে দেবো গমিস্সতী’তি। ততো
 পট্ঠায় সাকেতনগরং নিচ্চনক্খত্তং বিয় অহোসি। রাজা-
 নং আদিং কস্সা সস্বেসং মালাগন্ধবত্থাদীনি পটিযত্তানেব
 হোন্তি। ততো তে জনা চিন্তয়িৎসু—‘সেট্ঠি অম্হা-
 কমেব সন্ধারং করোতী’তি, এবং তয়ো মাসা অতিক্কন্তা,
 পসাধনং পন তাব ন নিট্ঠাতি। কস্সন্তাধিট্ঠায়কা

*

*

*

রক্তসুবর্ণের সহস্র নিষ্ক (বড় স্বর্ণমুদ্রা), তদনুরূপ রজত-মণি-মুত্তা-প্রবাল-
 হীরকাদি দিলেন। রাজা কিছুদিন থাকিয়া ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠির নিকট খবর
 পাঠাইলেন।

‘শ্রেষ্ঠি আর বেশীদিন আমাদের ভরণপোষণ করিতে পারিবেন না।
 মেয়ে কখন যাইবে আমাদের জানান।’ ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠিও রাজার নিকট খবর
 পাঠাইলেন—

‘এখন বর্ষাকাল সমুপস্থিত। এই চারিমাস বিচরণ করা সম্ভব নয়।
 আপনার বলবাহনের যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্তই আমার দায়িত্ব। আমি যখন
 পাঠাইব মহারাজ তখন যাইবেন।’

ইহার পর হইতে সাকেতনগরে নিত্য উৎসব লাগিয়া রহিল। রাজা
 হইতে সুরুর করিয়া প্রত্যেকের জন্য মালা-গন্ধ-বস্ত্রাদির সূব্যবস্থা করা
 হইয়াছে। (অর্থাৎ) সকলেই চিন্তা করিলেন—

‘শ্রেষ্ঠি যেন আমারই সংকার করিতেছেন’। এইভাবে তিনমাস কাটিয়া
 গেল। কিন্তু সেই ‘প্রসাধন’ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বিভিন্ন কাজের তত্ত্বা-

আগন্ত্বা সেট্ঠিনো আরোচেস্দং—‘অঞ্ঞং অসন্তং নাম
নখি, বলকায়স্স পন ভত্তপচনদারুনি নম্পহোন্তী’তি ।

‘গচ্ছথ তাতা, ইমস্মিং নগরে পরিজিহ্না হিথিসালাদয়ো চেব
পরিজিহ্নকানি চ গেহানি গহেহ্বা পচথা’তি । এবং পচন্তা-
নম্পি অড্ঢমাসো অতিক্কন্তো । ততো প্দুনিপি ‘দারুনি
নখী’তি আরোচয়িংস্দ । ‘ইমস্মিং কালে ন সন্ধা দারুনি
লন্ধুং, দ্দুস্কোট্ঠাগারানি বিবরিহ্বা থ্দলসাটকেহি
বট্ঠিয়ো কহ্বা তেলচাটীস্দ তেমেহ্বা ভত্তং পচথা’তি । তে
অড্ঢমাসং তথা অকংস্দ । এবং চত্তারো মাসা অতিক্কন্তা,
পসাধনম্পি নিট্ঠিতং ।

তস্মিং পসাধনে চতস্সো বজিরনালিয়ো উপযোগং অগমংস্দ,
মুত্তানং একাদস নালিয়ো, পবালস্স বাবীসতি নালিয়ো
মণীনং তেত্তিংস নালিয়ো । ইতি এত্ঠেহি চ অঞ্ঞেহি চ

*

*

*

বধায়কগণ আসিয়া শ্রেষ্ঠিকে জানাইলেন—‘আমাদের কোন কিছুই অভাব
নাই । শৃদ্ধ বলবাহনের রন্ধনের জন্য জ্ঞানালানিকাঠের অভাব হইয়াছে ।’

শ্রেষ্ঠি বলিলেন—

‘যাও, এই নগরে পরিজীর্ণ হস্তীশালাদি আছে, পরিজীর্ণ ঘরবাড়ী
আছে । সেইগুলি আনিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা কর ।’ এইভাবে আরও
পক্ষকাল কাটিয়া গেল । তারপর আবার জানানো হইল ‘জ্ঞানালানি নাই ।’

শ্রেষ্ঠি বলিলেন—

‘এই সময় (অর্থাৎ বর্ষাকালে) জ্ঞানালানি পাওয়া যাইবে না । কাপড়ের
গুদামগুলি খুলিয়া মোটা মোটা কাপড়ের বর্ত (পলিতা—সলিতা)
বানাইয়া তৈলপাত্রে ভিজাইয়া অন্নপাক কর ।’ —এইভাবে তাহারা আরও
অর্ধমাস কাটাইল । ক্রমে চারিমাস অতিক্রান্ত হইল । প্রসাধনও
প্রস্তুত হইল ।

সেই প্রসাধন নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে চারি হীরক নালী, একাদশ মৃন্ডা
নালী, দ্বাবিংশতি প্রবাল নালী, ষষ্টিংশ মণি নালী । এইগুলি এবং আরও

রতনেহি নিট্ঠানং অগম্যসি । অসুদুঃস্বপ্নং পসাদনং রজতেন
 স্নাত্ত্বিকচ্ছং করিস্বদ । তং সীসে পটিম্বদং পাদপিট্ঠিৎ
 গচ্ছতি । তস্মিৎ তস্মিৎ ঠানে মৃদুদিকা যোজ্যেতা কতা
 সুবর্ণময়া গণিষ্ঠকা হোস্তি, রজতময়া পাসকা, মস্তকমস্ত্বে
 একা মৃদুদিকা, দ্বীস্বদ কলপিট্ঠীস্বদে, গলবাটকে একা,
 দ্বীস্বদ জন্মস্বদে, দ্বীস্বদ কম্পরেস্বদে, দ্বীস্বদ কটিপদ্মেস্বদে
 ত্বেতি । তস্মিৎ খো পন পসাদনে একং মোরং করিস্বদ,
 তস্ম দক্ষিণপক্ষে রত্নসুবর্ণময়ানি পঞ্চ পদ্মসত্তানি
 অহেস্বদং, বামপক্ষে পঞ্চ পদ্মসত্তানি, তুণ্ডং পবালময়ং,
 অক্ষীনি মণিময়ানি, তথা গীবা চ পিঞ্জানি চ,
 পদ্মশালিযো রজতময়া, তথা জঙ্ঘাযো । সো বিসাত্ম্য
 মস্তকমস্ত্বে পর্বতকূটে ঠিত্বা নন্দনময়ূরো বিস্ব খায়তি ।
 পদ্মশালিসহস্রস্স সন্দো দিব্যসঙ্গীতং বিস্ব পঞ্চ-
 স্তিকতদুরিয়ঘোসো বিস্ব চ পবর্ততি । সন্তিকং উপগতায়ৈব

*

*

*

অন্যান্য রত্নের দ্বারা কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে । সুতার বিনিময়ে রজতের
 দ্বারা সুতার কাজ করা হইয়াছে । শীর্ষস্থান হইতে পাদদেশ পর্যন্ত এই
 সুতার দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে ।

স্থানে স্থানে মৃদুদিকা বস্ত্র করিয়া সুবর্ণময় গ্রীষ্মকা, রজতময় পাশ,
 শীর্ষদেশে একটি মৃদুদিকা, দুই কর্ণপৃষ্ঠে দুই, গলবাটকে এক, দুই
 জন্মদেশে দুই, দুই কন্মুইতে দুই এবং দুই কটিপার্শ্বে দুইটি মৃদুদিকা প্রদত্ত
 হইয়াছে । সমগ্র প্রসাধন একটি ময়ূরের রূপ ধারণ করিয়াছে । ইহার
 দক্ষিণ পক্ষে রত্নসুবর্ণময় পঞ্চশত পত্র আছে, বামপক্ষে পঞ্চশত পত্র আছে,
 তুণ্ড প্রবালময়, অক্ষিষ্মদগল মণিময়, তদুপ গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ । রজতময়
 পদ্মশালী, তথা জঙ্ঘা । ইহা বিসাত্ম্য মস্তকশীর্ষে পর্বতকূটে স্থিত নৃত্যরত
 ময়ূরের ন্যায় মনে হইতেছে । সহস্র পদ্মশালীর শব্দ দিব্যসঙ্গীতের ন্যায়
 এবং পঞ্চাস্তিকতদুরিয়ঘোষের ন্যায় মনে হইতেছে । নিকটে গেলে মনে হয় যে

তস্স অম্মোরভাবং জানাস্তি । পসাধনং নবকোটিঅশ্বনকং
অহোসি, সতসহস্সং হথকম্মমূলং দীয়িথ ।

কিস্স পন নিস্সন্দেন তারেতং পসাধনং লঙ্কাস্তি ? সা কির
কম্মপসম্মাসম্বুদ্ধকালে বীসতিয়া ভিক্কুসহস্সানং চীবর-
সাটকং দত্ত্বা সুত্তুস্পি সুচিয়োপি রজ্জনস্পি অন্তনো সম্ভকমেব
অদাসি । তস্স চীবরদানস্স নিস্সন্দেন ইমং মহালতাপ-
সাধনং লভি । ইথীনং হি চীবরদানং মহালতাপসাধন-
ভণ্ডেন মথকং পম্পোতি, পুৱিসানং ইন্ধিময়পত্তচীবরেনা’
তি । এবং মহাসেট্ঠি চতুহি মাসেহি ধীতু পরিবচ্ছং কত্ত্বা
তস্সা দেয্যধম্মং দদমানো কহাপণপুৱানি পণ্ড সকেটসতানি
অদাসি, সুবর্ণভাজনপুৱানি পণ্ড, রজতভাজনপুৱাণি পণ্ড,
তাম্রভাজনপুৱানি পণ্ড, পত্তোৱণবস্ত্রকোসেয্যবস্ত্রপুৱানি পণ্ড,
সম্পিপুৱানি পণ্ড, তেলপুৱানি পণ্ড, সালিতডুল-
পুৱানি পণ্ড, লঙ্কলফালাদি-উপকরণপুৱাণি পণ্ড-

*

*

*

ইহা সত্যাকারের ময়ূর নহে । প্রসাধনের মূল্য নয় কোটি । ইহা তৈয়ার
করার পারিশ্রমিক এক লক্ষ ।

কোন পুণ্যের প্রভাবে বিশাখা এত গুল্যবান প্রসাধন লাভ করিলেন ?
তিনি কাশ্যপ সম্যক্সম্বুদ্ধের সময়ে বিংশতি ভিক্কুসহস্রকে চীবরবস্ত্র দান
করিয়াছিলেন এবং নিজের নিকট হইতে সুতা, সুঁচ এবং রং দিয়াছিলেন ।
সেই চীবরদানের ফলে এই জন্মে মহালতাপ্রসাধন লাভ করিয়াছেন । শ্রীজাতি
চীবরদানের ফলস্বরূপ মহালতাপ্রসাধন লাভ করে, পুৱুষজাতি চীবর দানের
ফলস্বরূপ ঋদ্ধিময় পাণ্ডচীবর লাভ করে । এইভাবে মহাশ্রেষ্ঠি চারিমাসে
কন্যার প্রসাধনপর্ব সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে যৌতুক স্বরূপ দিলেন—কাষাপণ-
পূর্ণ পঞ্চশত শকট, সুবর্ণভাজনপূর্ণ শঞ্চশত, রজতভাজনপূর্ণ পঞ্চশত
তাম্রভাজনপূর্ণ পঞ্চশত, পত্তোৱণবস্ত্র-কোষ্যবস্ত্রপূর্ণ পঞ্চশত, ঘৃতপূর্ণ পঞ্চশত,
তেলপূর্ণ পঞ্চশত, সালিতডুলপূর্ণ পঞ্চশত, লঙ্কলফালাদিপূর্ণ শঞ্চশত

সকটসতানি অদাসি। এবং কিরস্স অহোসি—‘মম ধীতু গতট্ঠানে ‘অসদুকেন নাম মে অথো’তি মা পরস্স গেহদ্বারং পহিণী’তি। তস্সা সম্বদপকরণানি দাপেসি। একেকস্মিং রথে সম্বালঙ্কারপটিমণ্ডিতা তিস্সো তিস্সো বল্পদাসিয়ো ঠপেত্বা পণ্ড রথসতানি অদাসি। ‘এতং ন্হাপেত্তিয়ো ভোজেষ্টিয়ো অলঙ্ক-রোন্তিয়ো বিচরথা’তি দিয়ড্ঢসহস্সপরিচারিকায়ো অদাসি। অথস্স এতদহোসি—‘মম ধীতু গাবো দস্সামী’তি। সো পুৱিসে আগাপেসি—‘গচ্ছথ ভণে, চুলবজস্স দ্বারং বিবরিহ্বা তীসদ্ গাবদুতেসদ্ তিস্সো ভেরিয়ো গহেহ্বা তিট্ঠথ, পদ্বলতো উসভমত্তে ঠানে উভোসদ্ পস্সেসদ্ তিট্ঠথ, গাবীনং ততো পরংগত্তুং মা অদথ, এবং ঠিতকালে ভেরিসঞ্ঞং কৰেষ্যাথা’তি। তে তথা অকংসদ্। তে গাবীনং বজতো নিক্খমিহ্বা গাবদুতং গতকালে ভেরিসঞ্ঞং

*

*

*

শকট। কারণ তাঁহার এই চিন্তা হইয়াছিল—আমার কন্যা যেখানে যাইতেছে, সেখানে ‘আমার অমুক জিনিসের প্রয়োজন’ বলিয়া যেন অন্যের গৃহদ্বারে লোক পাঠাইতে না হয়। তাই সমস্ত উপকরণ দিয়াছিলেন। এক একটি রথে সর্বালংকারভূষিতা তিনজন তিনজন বর্ণদাসী রাখিয়া পণ্ডশত রথ দিয়াছিলেন। ‘আমাকে মেয়েকে স্নান করাইবে, ভোজন করাইবে এবং অলঙ্কৃত করিবে’ এইজন্য দেড় হাজার পরিচারিকা দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল—‘আমার মেয়েকে গরু দিব’। তিনি লোকদের আদেশ করিলেন—‘ওহে তোমরা যাও। ক্ষুদ্রব্রজের দ্বার খুলিয়া তিন গব্দ্যতি (=আনুমানিক দুই মাইল পরিমিত স্থান) স্থানে তিনটি ভেরী লইয়া দাঁড়াও। চণ্ডায় বৃষভমাগ্ন স্থানে (=১৪০ হস্ত পরিমিত স্থান) উভয় পার্শ্বে দাঁড়াও। ইহার বাহিরে (গরুদের) যাইতে দিও না।

এইভাবে দাঁড়াইয়া ভেরীশব্দ করিবে। তাহারা তাহাই করিল। তাহারা গরুগুলিকে ব্রজ হইতে বাহির করিয়া এক গব্দ্যতি স্থানে গেলে

অকংস্ৱ, পদ্বন অড্‌চযোজনং গতকালে অকংস্ৱ । পদ্বনপি তিগাবদ্বতং গতকালে ভেরিসঞ্‌ঞ্‌ অকংস্ৱ, পদ্বথদ্বলতো গমনঞ্‌ নিবারেস্ৱং । এবং দীঘতো তিগাবদ্বতে, পদ্বথদ্বলতো উসভমন্তে ঠানে গাবিয়ো অঞ্‌ঞ্‌মঞ্‌ঞ্‌ নিঘংসন্তিয়ো অট্‌টংস্ৱ ।

মহাসেট্‌টি—‘মম ধীতু এতকা গাবো অলং, দ্বারং পিদ-
হথা’তি বজদ্বারং পিদহাপেসি । দ্বারস্মিং পিদহিতে
বিশাখার পদ্বঞ্‌ঞ্‌বলেন বলবগাবো চ ধেনদ্বয়ো চ উপ্তিত্বা
উপ্তিত্বা নিক্‌খমিংস্ৱ । মন্বস্সানং বারেন্তানং বারেন্তা-
নমেব সট্‌ঠিসহস্সা বলবগাবো চ সট্‌ঠিসহস্সা ধেনদ্বয়ো চ
নিক্‌খন্তা, তন্তকা বলববচ্ছা তাসং ধেনদ্বং উসভা উপ্তিত্বা
অনুবন্ধা অহেস্ৱং । কিস্স পন নিস্সন্দেন এবং গাবো
গতাতি ? নিবারেন্তানং নিবারেন্তানং দিন্দদানস্স । সা
কির কস্সপসম্মাসম্বদ্বকালে কিকিস্স রঞ্‌ঞ্‌ সত্ত্বং

*

*

*

ভেরীশব্দ করিল । পদ্বনরায় অর্ধযোজন গেলে ভেরীশব্দ করিল । পদ্বনরায়
তিন গব্‌য়তি স্থান গেলে ভেরীশব্দ করিল । চওড়ার দিকেও গমন নিবারিত
করিল । এইভাবে দৈর্ঘ্য তিন গব্‌য়তি এবং প্রস্থে বৃষভমাগ্ন স্থানে গরুদ্বালি
পরস্পরের গা ঘেঁঁসিয়া দাঁড়াইল ।

মহাপ্রের্ষি ‘আমার মেয়ের জন্য এতগদ্বলি গরু যথেষ্ট । দরজা বন্ধ
করিয়া দাও’ বলিয়া বজদ্বার রুদ্ধ করাইলেন । দ্বার রুদ্ধ হইলেও বিশাখার
পদ্ব্যবলে বলবান বৃষ ও ধেনুদ্বালি বেড়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া বাহিরে
আসিল । লোকেরা নিবারিত করিলেও ষাট হাজার বলবান বৃষ এবং ষাট
হাজার ধেনু বহির্গত হইল । সেই সকল ধেনুদের বলবান বাছুরগদ্বলিও
ধেনুদের অনুগামী হইল । বিশাখার কোন্‌ পদ্ব্যের প্রভাবে এতগদ্বলি গরু
নিবারিত করা সত্ত্বেও বহির্গত হইয়াছিল ?

বিশাখা কাশ্যপ সম্যক্সম্বদ্বকালে রাজা কৃকির সপ্ত কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা

ধীতানং কনিট্ঠা সঙ্ঘদাসী নাম হুত্তা বীসতিয়া ভিক্খু-
সহস্সানং পণ্ডগোরসদানং দদমানা থেরানণ্ণ দহরানণ্ণ
সামণেরানণ্ণ পত্তং পিদিহিত্তা—‘অলং অলং’তি নিবারেন্তা-
নম্পি—‘ইদং মধুরং, ইদং মনাপং’তি অদাসি । এবং তস্স
নিস্সন্দেন বারিয়মানা পি গাবো নিক্খমিংসু । সেট্ঠিনা
এত্তকস্স ধনস্স দিন্নকালে সেট্ঠিভরিয়া আহ—‘তুম্হেহি
ময়্হং ধীতু সৰ্বং সংবিদহিতং বেয্যাবচ্চকরা পন দাস-
দাসিয়ো ন সংবিদহিতা, কিং কারণা’তি ? ‘মম ধীতির
সসিনেহ’নিস্সিনেহানং জাননথং । অহং হি তায় সন্ধিং
অগচ্ছমানকে গীবায় গহেত্তা ন পহিণামি ; যানং আরুয়্হ
গমনকালে যেব এতায় সন্ধিং গন্তুকামা গচ্ছন্তু, মা অগন্তু-
কামা’তি বক্খামী’তি আহ ।

অথ ‘স্বে মম ধীতা গমিস্সতী’তি গম্ভে নিসিন্নো ধীতরং

*

*

*

হইয়াছিলেন । তাঁহার নাম ছিল সঙ্ঘদাসী । তিনি বিংশতি সহস্র ভিক্ষুদের
পণ্ড গোরস প্রদান কালে স্থবির ভিক্ষুগণ এবং তরুণ শ্রামণেরগণ—ভিক্ষা-পাত্র
ঢাকিয়া ‘আর দিবেন না আর দিবেন না’ বলিয়া বারণ করা সত্ত্বেও ‘এটা
মধুর, এটা ভাল’ বলে তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন । সেই পদ্যের ফলে এই
জন্মে নিবারিত করা সত্ত্বেও অতসংখ্যক অতিরিক্ত গরু তাঁহার জন্য নিষ্কান্ত
হইয়াছিল । শ্রেষ্ঠি যখন মেয়েকে এত ধন দিতেছিলেন তখন শ্রেষ্ঠিভাষা
বলিলেন—

‘তুমি আমার মেয়েকে সমস্তই দিয়াছ । কিন্তু আমার মেয়ের সেবার
জন্য দাসদাসী কর্মকর লোকদের দাও নাই । কেন ?

‘আমার মেয়েকে কারা ভালবাসে, কারা ভালবাসেনা তাহা জানার জন্য ।
আমার মেয়ের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের আমি গলা ধাক্কা দিয়া
পাঠাইব না । আমার মেয়ে রথে করিয়া যাইবার সময় যাহাদের ইচ্ছা
তাহারা তাহার সঙ্গে যাইবে । যাহাদের ইচ্ছা নয় তাহারা যাইবে না ।’

অনন্তর ‘আগামীকাল আমার মেয়েকে চলিয়া যাইবে’ ইহা চিন্তা করিয়া
গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—

সমীপে নিসীদাপেত্ৰা—‘অম্ম, পতিকুলে বসন্তিয়া নাম ইমণ্ড ইমণ্ড আচারং রক্খিতুং বটুতী’তি ওবাদমদাসি। অয়ম্পি মিগারসেট্ঠি অনন্তরগন্তে নিসিন্নো ধনঞ্জয়-সেট্ঠিনো ওবাদং অস্পেসিসি। সোপি সেট্ঠি ধীতরং এব ওবাদি—

‘অম্ম সসদুরকুলে বসন্তিয়া নাম অন্তো অগ্নি বহি ন নীহরিতম্বো, বহি অগ্নি অন্তো ন পবেসেতম্বো, দদন্তস্সেব দাতম্বং অদদন্তস্স ন দাতম্বং, দদন্তস্সাপি অদদন্তস্সাপি দাতম্বং, সদ্ধং নিসীদিদতম্বং, সদ্ধং ভুঞ্জিতম্বং, সদ্ধং নিপজ্জিতম্বং, অগ্নি পরিচারিতম্বো, অন্তো-দেবতা নমস্সিতম্বা’তি।’

ইমং দসবিধং ওবাদং দত্বা পদ্বনদবসে সিম্বা সেনিয়ো সন্নিপাতেত্বা রাজসেনায় মজ্জে অট্ঠ কুটুম্বিকে পাটিভোগে গহেত্বা—‘সচে মে গতট্ঠানে ধীতু দোসো উম্পজ্জতি,

*

*

*

‘মা, পতিকুলে বাস করাকালে এই সকল আচার রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।’—এই বলিয়া মেয়েকে কিছু উপদেশ দিলেন। মিগারশ্রেষ্ঠিও গৃহপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠির উপদেশ শুনিতে পাইলেন। তিনিও শ্রেষ্ঠিকন্যাকে উপদেশ দিলেন—

‘মা, শ্বশুরকুলে বাস করিতে হইলে ঘরের আগুন বাহিরে নিবে না। বাহিরের আগুন ঘরে আনিবে না। যে দেয় তাহাকে দিবে। যে দেয় না তাহাকে দিবে না। যে দেয় তাহাকেও দিবে, যে দেয় না তাহাকেও দিবে। সদ্ধে বসিবে। সদ্ধে ভোজন করিবে। সদ্ধে শয়ন করিবে। অগ্নির পরিচর্যা করিবে। গৃহদেবতাকে নমস্কার করিবে।’

এই দশবিধ উপদেশ দিয়া পরের দিন সকল শ্রেণিকদের সম্মিলিত করিয়া রাজসেনার মধ্যে আটজন কুটুম্বিকে জামিনম্বরূপ নির্বাচিত করিয়া বলিলেন—‘যদি শ্বশুরালয়ে আমার মেয়ের কোন দোষ ধরা পড়ে, তোমরা

তুম্হেহি সোধেতম্বো'তি বহ্না নবকোটিঅগ্ঘনকেন
মহালতাপসাধনেন ধীতরং পসাথেহা ন্হানচুন্মমূলকং চতুপল্লা-
সকোটিধনং দহ্বা যানং আরোপেহা সাকেতস্স সামন্তা
অন্তুনো সন্তকেসদ্ অনুরোধপদুরমন্তেসদ্ চুন্দসসদ্ ভত্তগামেসদ্
ভেরিং চরাপেসি—‘মম ধীতিরাসন্ধিং গন্তুকামা গচ্ছন্তদ্’তি ।
তে সন্দং সদ্হা ব ‘অম্হাকং অয্যায় গমনকালে কিং
অম্হাকং ইধা’তি চুন্দস গামকা কিঞ্চি অসেসেহা নিক্খ-
মিংসদ্ । ধনঞ্জয়সেট্ঠি পি রঞ্ণেঞা চ মিগারসেট্ঠিনো চ
সক্কারং কহ্বা থোকং অন্দগন্হা তেহি সন্ধিং ধীতরং
উয্যোজেসি ।

মিগারসেট্ঠি পি সৰ্বপচ্ছতো যানকে নিসীদিহা গচ্ছন্তো
বলকায়ং দিম্বা—‘কে নামেতে’তি পদুচ্ছি । ‘সদুণিসায় বো
বেয্যাবচ্চকরা দাসিদাসা’তি । ‘এত্তকে কো পোসেস্সতি,

*

*

*

শুদ্ধ করিয়া দিও ।’ এই বলিয়া নয়কোটিমূল্যের লতাপ্রসাধনের দ্বারা মেয়েকে
সাজাইয়া মেয়ের স্নানচূর্ণমূল্যস্বরূপ চুয়ান্নকোটি ধন দিয়া রথে উঠাইয়া
সাকেতনগরের চতুর্দিকে নিজের অধিকারে বর্তমান অনুরোধপদুর পর্যন্ত
চৌদ্দটি সামন্তগ্রামে ভেরীবাদন করাইয়া বলিলেন—‘আমার মেয়ের সঙ্গে
মহারাজা যাইতে ইচ্ছুক তাহারা যাক ।’ তাহারা এই শব্দ শুনিয়া ‘আমাদের
আর্ষা-মা চলিয়া যাইতেছেন, আমাদের এখানে থাকিয়া লাভ কি ?’ এই
বলিয়া চৌদ্দটি গ্রামকে শূন্য করিয়া সকলেই নিষ্কান্ত হইল । ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠিও
রাজা এবং মিগারশ্রেষ্ঠির সৎকার করিয়া কিছুদূর অনঙ্গমন করিয়া তাহাদের
সহিত মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন ।

মিগারশ্রেষ্ঠিও সকলের শেষের রথে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে
জনতার বিশাল বাহিনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘এটা কি ?’

‘আপনার বধুমাতার সেবা করার লোকজন ।’

পোথেহা তে পলাপেথ, অপলায়ন্তে ইতো দন্ডং করোথা’
 তি । বিসাখা পন—‘অপেথ, মা বারেথ, বলমেব বলস্স
 ভত্তং দস্সতী’তি আহ । সেট্ঠি এবং বদুত্তে পি—‘অস্সম,
 নথি অম্হাকং এতৌহি অথো, কো এতে পোসেস্সতী’তি
 লেড্‌ডুদন্ডাদীহি পোথেহা পলাপেহা সেসকে—‘অলং
 অম্হাকং এত্তকেহী’তি গহেহা পায়্যাসি । অথ বিসাখা
 সার্বাথিনগরদ্বারং সম্পত্তকালে চিন্তেস্সি—‘পটিচ্ছন্নযানস্সিৎ
 ন্দু থো নিসীদিহা পবিসিস্সামি, উদাসদ্‌ রথে ঠহা’তি ।
 অথস্সা এতদহোসি—‘পটিচ্ছন্নযানেন মে পবিসন্তিয়া
 মহালতাপসাধনস্স বিসেসো ন পঞ্‌ঞায়িস্সতী’তি ।
 সা সকলনগরস্স অন্তানং দস্সেন্তী রথে ঠহা নগরং
 পাবিসি । সার্বাথিবাসিনো বিসাখায় সম্পত্তিং দিম্বা—
 ‘এসা কির বিসাখা নাম, এবরুপা অয়ং সম্পত্তি এতিস্সাব

*

*

*

‘কে ইহাদের ভরণপোষণ করিবে ? ইহাদের মারিয়া তাড়াও । না
 গেলে দন্ড প্রহার কর ।’

বিশাখা বলিলেন—‘আৰ্ঘ, উহাদের তাড়াইবে না । এক বলকায় অন্য
 বলকায়ের অন্ন জোগাইবে ।’ এইরূপ উক্ত হইলে শ্রেষ্ঠি বলিলেন—

‘মা, আমাদের তো এত লোকের প্রয়োজন নাই । কে ইহাদের পোষণ
 করিবে ।’—এই বলিয়া ঢিল, লাঠির দ্বারা মারিয়া বহুজনকে বিতাড়িত
 করিয়া অবশিষ্টদের লইয়া ‘আমাদের ইহাতেই চলিবে’ বলিয়া তাহাদের
 লইয়া চলিলেন । অনন্তর বিশাখা শ্রাবস্তীর নগরদ্বারে উপনীত হইলে চিন্তা
 করিলেন—‘প্রতিচ্ছন্ন রথে বসিয়া থাকিই নগরে প্রবেশ করিব, না রথে
 দাঁড়াইয়া ?’ তারপর চিন্তা করিলেন—

‘প্রতিচ্ছন্ন রথে বসিয়া (নগরে) প্রবেশ করিলে মহালতাপ্রসাধনেয়
 বৈশিষ্ট্য লোকে বৃদ্ধিবে না ।’ তাই তিনি সকল নগরবাসীর নিকট নিজেকে
 প্রদর্শিত করিয়া রথে দাঁড়াইয়াই নগরে প্রবেশ করিলেন । শ্রাবস্তীবাসীরা
 বিশাখার (অলংকার) সম্পত্তি দেখিয়া বলিল—

‘ইনিই তাহা হইলে বিশাখা ! এই সম্পত্তি তাহারই উপযুক্ত ।’

অননুচ্ছবিকা'তি আহংস্। ইতি সা মহাসম্পত্তিয্যা
সেট্ঠিনো গেহং পার্বসি। গতিদিবসে চ'স্সা সকলনগর-
বাসিনো—‘অম্‌হাকং ধনঞ্জয়সেট্ঠি অন্তনো নগরং সম্পত্তা-
নং মহাসক্কারং অকাসী'তি যথাসত্তি যথাবলং পল্লাকারং
পরিহিৎস্। বিসাখা পরিহিতপরিহিতং পল্লাকারং তস্মিংসেব
নগরে অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞেস্ কুলেস্ সৰ্বথকমেব দাপেসি।
ইতি সা—‘ইদং ময়্‌হং মাতু দেথ, ইদং ময়্‌হং পিতু দেথ,
ইদং ময়্‌হং ভাতু দেথ, ইদং ময়্‌হং ভগিনিয়া দেথা'তি
তেসং তেসং বয়ানরূপং পিয়বচনং বহ্বা পল্লাকারং পেসেন্তী
সকলনগরবাসিনো ঞ্জাতকে বিয় অকাসি। অথস্সা রত্তি-
ভাগসমনন্তরে আজঞ্‌ঞবলবায় গম্ভবদুট্ঠানং অহোসি।
সা দাসীহি দ'ডদীপিকা গহাপেত্তা তথ গম্ভা বলবং উণ্-
হোদকেন হাপেত্তা তেলেন মক্‌থাপেত্তা অন্তনো বসনট্ঠান-
মেব অগমাসি।

*

*

*

এইরূপ মহা জাঁকজমক সহকারে বিশাখা শ্রেষ্ঠির গৃহে প্রবেশ করিলেন।
গতিদিবসে সকল নগরবাসী ‘আমাদের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠি তাঁহার নগরে উপস্থিত
সকলকে গহাসংকার করিয়াছেন’ চিন্তা করিয়া যথাসত্তি যথাবল উপহার
পাঠাইলেন। বিশাখা সেই সকল উপহার সেই নগরেই বিভিন্ন পরিবারে
সর্বত্র প্রদান করিলেন। তিনি ‘ইহা আমার মাকে দিও, ইহা আমার বাবাকে
দিও, ইহা আমার ভাইকে দিও, ইহা আমার বোনকে দিও’ এই ভাবে তাহাদের
বয়স অনুরূপে প্রিয়বচনের দ্বারা উপহার পাঠাইয়া সকল নগরবাসীকে
নিজের জ্ঞাতি বানাইয়া ফেলিলেন।

সেদিনই মধ্যরাত্রে বিশাখার সুদর্শিনী ঘোটকী বাচ্চা প্রসব করিল।
তিনি দাসীদের সঙ্গে লইয়া দ'ডপ্রদীপ হস্তে (অশ্বশালায়) মাইয়া
ঘোটকীকে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া তৈল মর্দন করিয়া নিজের বাসস্থানে
ফিরিয়া আসিলেন।

মিগারসেট্ঠিপি পদুম্পস আবাহমঙ্গলং করোন্তো ধূরবিহারে
 বসন্তম্পি তথাগতং অমনসিকরিষ্বা দীঘরত্তং নঙ্গসমগকেসু
 পতিট্ঠিতেন পেমেন চোদিয়মানে—‘ময়্হং অয্যানম্পি
 সঙ্কারং করিস্সামী’তি একদিবসং অনেকসতেসু নবভাজনেসু
 নিরুদকপায়াসং পচাপেত্বা পণ্ডসতে অচেলকে নিমন্তাপেত্বা
 অন্তোগেহং পবেসেত্বা—‘আগচ্ছতু মে সুদগিসা, অরহন্তে
 বন্দতু’তি বিসাখায় সাসনং পহিণি । সা ‘অরহন্তো’তি
 বচনং সুত্বা সোতাপন্ন্য আরিয়সাবিকা হট্ঠতুট্ঠা হুত্বা
 তেসং ভোজনট্ঠানং আগন্ত্বা তে ওলোকেত্বা—‘এবরুপা
 হিরোত্তম্পবিবরিহিতা অরহন্তা নাম ন হোন্তি, কস্মা মং
 সসুরো পক্কোসাপেসী’তি—‘ধী ধী’তি সেট্ঠিং গরহিষ্বা
 অন্তনো বসনট্ঠানমেব গতা । অচেলকা তং দিম্বা সম্বে
 একম্পহারেনেব সেট্ঠিং গরহিৎসু—‘কিং ত্বং গহপতি,
 অঞ্ৎৎ নালথ, সমগস্স গোতমস্স সাবিকং মহাকালকল্লিং

*

*

*

মিগার শ্রেষ্ঠিও পুত্রের বিবাহোৎসব উদ্‌যাপন করা কালে নিকটস্থ
 বিহারে বর্তমান তথাগতকে উপেক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল নিগ্রহ জৈনশ্রমণদের
 প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকাতে চিন্তা করিলেন ‘আমি আমার পুজনীয় শ্রমণদের
 সংহার করিব’ । একদিন অনেক শত নতুনপাত্রের নিরুদক পায়স রন্ধন
 করাইয়া পণ্ডিত নিগ্রহদের নিমন্ত্ৰণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া
 বিশাখাকে সংবাদ পাঠাইলেন—‘আমার বধুমাতা এখানে আসিয়া অহংদের
 বন্দনা করুক ।’ বিশাখা স্রোতাপন্ন্য আর্যপ্রাবিকা । তাই ‘অহংগণ’ এই
 কথা শুনিয়া হ্রষ্ট তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের ভোজনস্থানে আসিয়া ঐ দৃশ্য অব-
 লোকন করিয়া—‘এইরূপ লাজলজ্জাবিহীন ব্যক্তির আবার অহং হয় ?
 আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন কেন ?’ ‘ছি ছি’
 বলিয়া শ্রেষ্ঠির নিন্দা করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন । নিগ্রহগণ
 সম্মুখে শ্রেষ্ঠির নিন্দা করিয়া বলিলেন—

‘গৃহপতি, আপনি আর মেয়ে পাইলেন না । শ্রমণ গৌতমের প্রাবিকা

ইধ পবেসেসি, বেগেন নং ইম্মমা গেহা নিক্কড্ঢাপেহী’তি ।
সো ‘ন সন্ধা ময়া ইমেসং বচনমত্তেনেব নিক্কড্ঢাপেতুং, মহা-
কুলস্স সা ধীতা’তি চিন্তেহা—‘অয্যা, দহরা নাম জানিহ্বা
বা অজানিহ্বা বা করেয়দ্যং, তুম্হে তুণ্হী হোথা’তি তে
উয্যোজেহ্বা সয়ং মহারহে আসনে নিসীদিহ্বা সদ্বল্লপাতিয়ং
নিরুদকং মধুপায়াসং পরিভুঞ্জি ।

তস্মিং সময়ে একো পিণ্ডপাতিকথেরো পিণ্ডায় চরন্তো তং
নিবেসনং পার্বিসি । বিসাখা সসদুরং বীজয়মানা ঠিতা তং
দিস্বা—‘সসদুরস্স আচিক্খিতুং অযদত্তং’তি যথা সো থেরং
পস্সতি এবং অপগন্হা অট্ঠাসি । সো পন বালো থেরং
দিস্বা পি অপস্সন্তো বিয় হুহ্বা অধোমুখো ভুঞ্জতে
ব । বিসাখা—‘থেরং দিস্বাপি মে সসদুরো সঞ্ঞং ন
করোতী’তি ঞ্জহ্বা—‘অতিচ্ছথ ভন্তে ময়ংহং সসদুরো পদুরাণং

*

*

*

কালকর্ণীকে ঘরে আনিয়াছেন ? ইহাকে শীঘ্রই গৃহ হইতে বহিষ্কার করুন ।’

শ্রেষ্ঠি—‘বলামাত্তই ইহাকে বহিষ্কার করিতে পারিব না । ইনি বড়বংশের
মেয়ে ।’ ইহা চিন্তা করিয়া নিগ্রহদের বলিলেন—‘মহাশয়গণ, যুবতী
মেয়েরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল করিয়াই থাকে । আপনারা শাস্ত
হউন’ বলিয়া তাঁহাদের বিদায় দিয়া স্বয়ং মহাঘর্ষ আসনে বসিয়া সোনার
থালায় নিরুদক (মধুপায়স) ভোজন করিতে লাগিলেন ।

সেই সময় একজন পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠি-
গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । বিশাখা তখন ভোজনরত শ্বশুর
মহাশয়কে ব্যজন করিতেছিলেন । তিনি ‘শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া দেওয়া
ঠিক হইবে না (স্বয়ং দেখুক)’ এই ভাবিয়া আড়ালে দাঁড়াইলেন । কিন্তু
অবোধ শ্রেষ্ঠি ভিক্ষুকে দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া মাথা নীচু করিয়া
ভোজন করিতে লাগিলেন ।

বিশাখা ‘ভিক্ষুকে দেখিয়াও আমার শ্বশুর মহাশয় না দেখার ভাণ
করিতেছেন দেখিয়া’ বলিলেন—‘ভস্তু, অন্যত্র যান, আমার শ্বশুর মহাশয়

খাদতী'তি আহ । সো নিগণ্ঠে'হি কথিতকালে অধিবাসেত্বা
 পি 'পদুরাণং খাদতী'তি বদন্তক্খণেয়েব হথং অপনেত্বা—'ইমং
 পায়াসং ইতো নীহরথ, এতং ইমস্মা গেহা নিক্কড্ঢথ, অয়ং
 মং এবরূপে মঙ্গলকালে অসদ্দাখাদকং নাম করোতী'তি'
 আহ । তস্মিং থো পন নিবেসনে সস্বেপি দাসকম্মকরা
 বিসাখায় সন্তকাব কো নং হথে বা পাদে বা গণ্ঠিসসতি,
 মূখেন কথেতুং সমথো পি নথি । বিসাখা সসদুরস্স কথং
 সদ্বা আহ—'তাত, ন এত্তকেনেব ময়ং নিক্খমাম, নাহং
 তুম্হে'হি উদকতিথতো কুম্ভদাসী বিয় আনীতা, ধরমানক-
 মাতাপিতুনং ধীতরো নাম ন এত্তকেনেব নিক্খমস্ন্তি,
 এতেনেব মে কারণেন পিতা ইধাগমনকালে অট্ঠ কুট্টম্বিকে
 পক্কোসাপেত্বা—সচে মে ধীতু দোসো উম্পজ্জতি, সোধে-
 য়াথা'তি বত্বা মং তেসং হথে ঠপেসি, তে পক্কোসাপেত্বা
 ময়ং হং দোসাদোসং সোধাপেথা'তি । সেট্ঠি—'কল্যাণং এসা

*

*

*

বাসি খাইতেছেন ।' তিনি নিগ্রহেরা বলা সত্ত্বেও বিশাখাকে ক্ষমা
 করিয়াছিলেন । কিন্তু এখন 'বাসি খাইতেছেন' শোনামাত্রই পাত্র হইতে
 হাত সরাইয়া বলিলেন—'এই পায়স এখান হইতে সরাত আর ইহাকে এই
 বাড়ী হইতে বহিস্কার কর । এইরূপ শব্দভ্রমহুত' ও আমাকে অশদ্দা-
 খাদক বানাইল ।' সেই সময় ঘরে বাহারা ছিল সকলেই বিশাখার দাস-
 কর্ম'কর ব্যক্তি । কে তাঁহার হাতে-পায়ে ধরিবে ? মূখে বলার সাহস তো
 কাহারও নাই । বিশাখা শব্দব্রূরের কথা শুনিয়া বলিলেন—

“বাবা আমি তো অত সহজে যাইব না । আপনি আমাকে কোন স্নান-
 ঘাট হইতে আনা কুম্ভদাসী বলিয়া মনে করেন ? আমার মা-বাবা এখনও
 জীবিত আছেন । বাহির করিয়া দিলেই হইল ? এই সব ভাবিয়াই আমার
 বাবা আমি এখানে আসিবার সময় আটজন কুট্টম্বিক ডাকিয়া 'যদি আমার
 মেয়ের কোন দোষ উৎপন্ন হয় তোমরা শোধন করিয়া দিবে' বলিয়া আমাকে
 তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন । তাঁহাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন

কথিতীতি অট্ট কুটুম্বিকে পকোসাপেহা—‘অয়ং দারিকা
মঙ্গলকালে নিসীদিদ্বা সদ্বল্লপাতিয়ং নিরুদকপায়াসং পরি-
ভুঞ্জন্তং মং ‘অসদুচিখাদকো’তি বদতী’তি আহ, ইমিস্সা
দোসং আরোপেহা ইমং গেহতো নিকড্ঢথা’তি। ‘এবং কির
অস্মা’তি। ‘নাহং এবং বদামি, একস্মিং পন পিণ্ডপাতি-
কথেরে ঘরদ্বারে ঠিতে সসুরো মে অস্পাদকং মধুপায়াসং
পরিভুঞ্জন্তো তং ন মনসি করোতি, অহং ‘ময়্হং সসুরো
ইমস্মিং অন্তভাবে পদুঞ্ঞং ন করোতি, পুরাণপদুঞ্ঞমেব
খাদতী’তি চিন্তেহা ‘অতিচ্ছথ ভন্তে, ময়্হং সসুরো
পুরাণং খাদতী’তি অবচং, এথ মে কো দোসো’তি? ‘অযা,
ইধ দোসো নথি, অম্হাকং ধীতা যদুত্তং কথোতি, ত্বং কস্মা
কুত্ত্বসী’তি। ‘অযা, এস তাব দোসো মা হোতু, অয়ং পন

*

*

*

আমার কোন অপরাধ হইয়াছে কিনা।” শ্রেষ্ঠ চিন্তা করিলেন—‘এ ভাল
কথাই বলিয়াছে’—তিনি ঐ আটজন কুটুম্বিককে ডাকিয়া বলিলেন—

‘উৎসব কালে গৃহে বসিয়া সোনার থালায় নিরুদক পায়স আমি
খাইতেছিলাম। আর এই মেয়ে বলিল আমি নাকি বাসি খাইতেছি।
ইহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এখনই গৃহ হইতে বহিস্কার করুন।’

‘মা, তুমি কি তাহাই বলিয়াছ?’

‘না, আমি ঠিক এই অর্থে এইরূপ বলি নাই। একজন পিণ্ডপাতিক
ভিক্ষু ঘরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন আমার শ্বশুর মহাশয়
নিরুদক মধুপায়স ভোজন করিতেছিলেন। তিনি ভিক্ষু দেখিয়াও না
দেখিবার ভাণ করিতে ‘আমার শ্বশুর মহাশয় এই জন্মে পুণ্য করিতেছেন
না। আগের আগের জন্মের পুণ্যই খাইতেছেন’ চিন্তা করিয়া বলিয়াছি
‘ভ্রষ্ট, অন্যত্র চলিয়া যান। আমার শ্বশুর মহাশয় বাসি খাইতেছেন।’
ইহাতে আমার অপরাধ কোথায়?’

‘মহাশয় ইহাতে দোষ হয় নাই। আমাদের মেয়ে উপযুক্ত কথাই
বলিয়াছে। আপনি রাগ করিতেছেন কেন?’

‘মহাশয়গণ, ধরিয়া লইলাম ইহাতে তাহার অপরাধ হয় নাই। কিন্তু

একদিবসং মন্দিরময়ামে দাসীপরিবৃত্তা পচ্ছাগেহং অগমাসী'
 তি । 'এবং কির অম্মা'তি । 'তাতা, নাহং অণ্ণেণ
 কারণেণ গতাম্, ইমস্মিণ্ পন গেহে আজ্ঞানেয্যবলবায়
 বিজাতায় সণ্ণেণপি অকত্তা নিসীদিতুং নাম অযত্তং'তি
 দণ্ডদীপিকা গাহাপেত্তা উণ্ণোদকাদীনিপি গাহাপেত্তা
 দাসীহি সন্ধিগ্ণ গত্ত্বা বলবায় বিজাতপরিহায়ং কারাপেসিং
 এথ মে কো দোসো'তি ? 'অয্য ইধ দোসো নথি, অম্মহাকং
 ধীতা তব গেহে দাসীহিপি অকত্তবযত্তকং কম্মং করোতি,
 ত্বং কিং এথ দোসং পস্সসী'তি । 'অয্যা, ইধাপি তাব
 দোসো মা হোতু, ইমিস্সা পন পিতা ইধাগমনকালে ইমং
 ওবদন্তো গুয়্হে পটিচ্ছন্নে দস ওবাদে অদাসি, তেসং অথং
 ন জানামি, তেসং মে অথং কথেষু । ইমিস্সা পন পিতা
 'অন্তো অপিগ বহি ন নীহরিতবেবা'তি আহ, সন্ধা নু থো

*

*

*

একদিন মধ্যরাত্রে দাসীদের (পাঠান্তর : দাসদাসীদের) সঙ্গে লইয়া গৃহের
 পশ্চাতে কেন গিয়াছিল ?

'মা তাহাই কি করিয়াছ ?'

'পিতৃগণ, আমি অন্য কারণে যাই নাই । এই গৃহে (মধ্যরাত্রে)
 সুশিক্ষিত ঘোটকী প্রসববেদনায় কষ্ট পাইতেছিল । ঐ করুণশব্দ শুনিয়া
 তো চুপচাপ বসিয়া থাকা যায় না ! তাই আমি দণ্ডপ্রদীপ গরমজল
 প্রভৃতি লইয়া দাসীদের সঙ্গে যাইয়া ঘোটকীকে প্রসব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত
 করিয়াছি । ইহাতে আমার অপরাধ কোথায় ?'

'মহাশয়, ইহাতেও দোষ হয় নাই । আপনার গৃহে দাসীরা যে কাজ
 করিবেনা, আমাদের মেয়ে সেই কাজই করিয়াছে । আপনি এখানে তাহার
 দোষ দেখিতেছেন ?'

'মহাশয়গণ, বেশ এখানেই তাহার দোষ হয় নাই মানিয়া লইলাম !
 কিন্তু তাহার পিতা এখানে তাহার আগমনকালে দশটি গৃহ্য উপদেশ
 দিয়াছিলেন । সেইগুলির অর্থ আমি জানিনা । সেইগুলির অর্থ আমাকে

অম্‌হেহি উভতো পটিবিম্বসকগেহানং অগ্নিং অদত্তা বসি-
তুং'তি । 'এবং কির অম্মা'তি । 'তাতা, ময়্‌হং পিতা ন
এতং সন্ধ্যায় কথেসি । ইদং পন সন্ধ্যায় কথেসি—

'অম্ম, তব সস্সদুসসদুরসামিকানং অগদুণং দিম্বা বহি তস্মিং
তস্মিং গেহে ঠত্তা মা কথেসি । এবরুপো হি অগ্নিসাদিসো
অগ্নি নাম নথী'তি ।

'অয্যা, এতং তাব এবং হোতু, ইমিস্সা পন পিতা 'বাহিরতো
অগ্নি ন অন্তো পবেসেতম্বো'তি আহ, কিং সন্ধা অম্‌হেহি
অন্তো অগ্নিম্‌হি নিম্বদুতে বাহিরতো অগ্নিং অনাহরিতুং'
তি । 'এবং কির অম্মা'তি । 'তাতা, ময়্‌হং পিতা ন
এতং সন্ধ্যায় কথেসি, ইদং পন সন্ধ্যায় কথেসি—'সচে
পটিবিম্বসকগেহেসদু ইথিয়ো বা পদুরিসা বা সস্সদুসসদুর-
সামিকানং অগদুণং কথেন্তি, তেহি কথিতং আহরিত্তা

*

*

*

বলদন । ইহার পিতা বলিয়াছেন 'ঘরের আগদন বাহিরে নিও না'।
কিন্তু আত্মীয় প্রতিবেশীদের আগদন না দিয়া পারা যায় কি ?

'মা, তোমার পিতা তাহাই বলিয়াছেন কি ?'

'হ্যাঁ পিতৃগণ, আমার বাবা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলেন নাই'।
তিনি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন—

'মা, তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীর কোন দোষ দেখিলে তাহা
বাড়ীর বাহিরে যত্র তত্র বলিবে না । কারণ এইরকম অগ্নিসদৃশ অগ্নি আর
নাই ।'

'মহাশয়গণ, বেশ তাহাই না হয় হইল । কিন্তু তাহার পিতা আরও
বলিয়াছেন 'বাহিরের আগদন ঘরে আনিও না' । কিন্তু ঘরের আগদন যদি
নিভিয়া যায়, বাহির হইতে আগদন আনিতে হইবে না কি ?'

'কি মা, তোমার পিতা তাহাই বলিয়াছেন কি ?'

'পিতৃগণ, আমার পিতা এই উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলেন নাই । তাহার
বলার উদ্দেশ্য 'যদি আত্মীয় প্রতিবেশীর ঘরে কোন স্ত্রী বা পুরুষ তোমার
শ্বশুর শাশুড়ী বা স্বামীর দোষকীর্তন করে সেইগুণি বাড়ীতে আসিয়া

‘অস্নকো নাম তুম্‌হাকং এবণ্ণ অগ্গুণং কথেষী’তি পদ্বন মা কথেষ্যাসি । এতেন হি অগ্গিনা সদিমসো অগ্গি নাম নথী’তি । এবং ইমস্মিম্পি কারণে সা নিম্বেদাসা’ব অহোসি । যথা চ এথ, এবং সেসেসদ্পি । তেসদ্ব পন অয়মধিপ্পায়ো—যম্পি হি তস্সা পিতরা—‘যে দদন্তি, তেসং য়েব দাতব্বং’তি বদন্তং । তং ‘যাচিতকং উপকরণং গহেহ্বা য়ে পটিদেন্তি, তেসং ঞ্চ ঞ্চ দাতব্বং’তি সন্ধ্যায় বদন্তং ।

‘যে ন দেন্তি, তেসং ন দাতব্বং’তি ইদম্পি য়ে যাচিতকং গহেহ্বা ন পটিদেন্তি, তেসং ন দাতব্বং তি সন্ধ্যায় বদন্তং ।

‘দদন্তস্সাপি অদদন্তস্সাপি দাতব্বং’তি ইদং পন দলিম্বেদসদ্ব ঞ্চাতিমিত্তেসদ্ব সম্পত্তেসদ্ব তে পটিদাতুং সঙ্কোন্তদ্ব বা মা বা, তেসদ্ব দাতব্বমেব বটুতী’তি সন্ধ্যায় বদন্তং ।

‘সদ্বখং নিসীদিতব্বং’তি ইদম্পি সস্সদ্বসদ্বরসামিকে দিম্বা

*

*

*

‘অম্বকে আপনাদের এইরকম বদনাম করিতেছে’ এই কথা কাহাকেও বলিবে না । কারণ এইরকম অগ্নিসদৃশ অগ্নি আর নাই ।” এইভাবে ইহাতেও তো বিশাখার কোন দোষ প্রমাণিত হইল না । এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বদ্বিতে হইবে । এইগদ্বলির এই অভিপ্রায় । তাহার পিতা য়ে বলিয়াছেন ‘যে দেয়, তাহাকে দিবে’ অর্থাৎ ধার লইয়া য়ে ফেরত দেয় তাহাকে আবার দিবে । ইহাই অভিপ্রায় । ‘যে দেয় না তাহাকে দিবে না’ অর্থাৎ য়ে ধার লইয়া আর ফেরত দেয় না তাহাকে আর দিবে না ইহাই অভিপ্রায় । ‘যে দেয় তাহাকেও দিবে, য়ে দেয় না তাহাকেও দিবে’ অর্থাৎ দরিদ্র জ্ঞাতিমিত্রগণ—কিছদ্ব লইয়া ফেরত দিতে পারদ্ব বা না পারদ্ব তাহাকে দিবে ইহাই অভিপ্রায় ।

‘সদ্বখে বসিবে’ অর্থাৎ শ্বশদ্বর, শাশদ্বড়ী বা শ্বামীকে দেখিয়া যদি উঠিয়া দাঁড়াইতে হয় সেই রকম জায়গায় বসা উচিত নহে—ইহাই বলার উদ্দেশ্য ।

‘সদ্বখে ভোজন করিবে’ অর্থাৎ শ্বশদ্বর, শাশদ্বড়ী এবং শ্বামীর পূর্বে

বট্টঠাতব্বট্টানে নিসীদিতুং ন বট্টতী’তি সন্ধ্যায় বদন্তুং ।
 ‘সুখং ভুঞ্জিতব্বং’তি ইদং পন সস্সদুসসুরসামিকেহি
 পুরেতরং অভুঞ্জিত্বা তে পরিবিসিত্বা সবেবহি যথালঙ্কং এত্বা
 পচ্ছা সয়ং ভুঞ্জিতুং বট্টতী’তি সন্ধ্যায় বদন্তুং ।

‘সুখং নিপজ্জিতব্বং’তি ইদম্পি সস্সদুসসুরসামিকেহি
 পুরেতরং সয়নং আরুয়হ্ ন নিপজ্জিতব্বং, তেসং কত্তব্ব-
 যত্তকং বত্তপটিবত্তং কত্ত্বা পচ্ছা সয়ং নিপজ্জিতুং যত্তন্তি
 সন্ধ্যায় বদন্তুং ।

‘অগ্নি পরিচারিতবেবা’তি ইদং পন সস্সদুম্পি সসুরম্পি
 সামিকম্পি অগ্নিক্খন্ধং বিয় উরগরাজানং বিয় চ কত্ত্বা
 পস্সিতুং বট্টতী’তি সন্ধ্যায় বদন্তুং ।

‘অন্তোদেবতা নমস্সিতব্বা’তি ইদম্পি সস্সদুগু সসুরগু
 সামিকগু দেবতা বিয় কত্ত্বা দট্টুং বট্টতী’তি সন্ধ্যায় বদন্তুং ।’
 এবং সেটটি ইমেসং দসওবাদানং অথং সুত্তা পটিবচনং
 অপস্সন্তো অধোমুখো নিসীদি ।

*

*

*

ভোজন না করিয়া তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া, সকলেই কে কি খাইল
 না খাইল জানিয়া সর্বশেষে নিজে ভোজন করা উচিত । ইহাই বলার
 উদ্দেশ্য ।

‘সুখে শয়ন করিবে’ অর্থাৎ শব্দর, শাশুড়ী ও স্বামীর শয়নের পূর্বে
 শয়ন করা উচিত নহে’ তাহাদের যথাকর্তব্য এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়া
 সকলের শেষে নিজে শয়ন করা উচিত । ইহাই বলার উদ্দেশ্য ।

‘অগ্নির পরিচর্যা করিবে’ অর্থাৎ শব্দর, শাশুড়ী এবং স্বামীকে অগ্নি-
 স্কন্ধের ন্যায় এবং সপ’রাজের ন্যায় জানিতে হইবে । ইহাই বলার উদ্দেশ্য ।

‘গৃহদেবতাকে নমস্কার করিবে’ অর্থাৎ শব্দর, শাশুড়ী এবং স্বামীকে
 দেবতার মত জানিতে হইবে । ইহাই বলার উদ্দেশ্য । এইভাবে শ্রোষ্ট
 দশ উপদেশের অর্থ শুনিয়া প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া (অধোবদন) হইয়া
 অবস্থান করিলেন । তখন কুটুম্বিকগণ তাহাকে বলিলেন—

অথ নং কুটুম্বিকা—‘কিং সেট্টি অঞঞোপি অম্হাকং
ধীতু দোসো অথী’তি পদ্বিচ্ছিংসদ্। ‘নথি অয্যা’তি। ‘অথ
কস্মা নং নিন্দোসং অকারণেন গেহা নিক্ৰড্ঢাপেসীতি ?
এবং বদন্তে বিসাখ আহ—‘তাতা, কিণ্ণাপি ময়্হং সসদ্বরস
বচনেন পঠমেব গমনং ন যদন্তং, পিতা পন মে আগমনকালে
দোসসোধনথায় ঃং তুম্হাকং হথে ঠপেসি, তুম্হেহি চ মে
নিন্দোসভাবো ঞ্ণাতো, ইদানিং ময়্হং গন্তুং যদন্তং’তি,
দাসীদাসে—‘যানাদীহি সজ্জাপেথা’ তি আণাপেসি। অথ
নং সেট্টি কুটুম্বিকে গহেত্বা—‘অস্ম, ময়া অজানিত্বাব
কথিতং, খম্মাহি মে’তি আহ। ‘তাত, তুম্হাকং খমিতস্বং
তাব খম্মামি, অহং পন বদ্বক্সাসনে অবেচ্চম্পসন্নস কুলস
ধীতা, ন ময়ং বিনা ভিক্খুসঙ্ঘেন বত্তাম, সচে মম রুচিয়া

*

*

*

‘কি শ্রেষ্ঠি, আমাদের মেয়ের অন্য কোন দোষ আছে কি ?’

‘মহাশয়গণ, নাই।

‘তাহা হইলে নিরপরাধা ইহাকে বিনা কারণে কেন বিতাড়িত করিবেন ?’

এইরূপ উক্ত হইলে বিশাখা বলিলেন—

‘পিতৃগণ, প্রথমে আমার শ্বশুর মহাশয়ের কথাতে আমি চলিয়া যাওয়া
যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। আগমনকালে আমার পিতৃদেব আমার দোষ
শোধন করিবার জন্য আমাকে আপনাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনারা
জানিলেন যে আমি নির্দোষ। এখন আমি চলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে
করিতেছি।’ তিনি দাসদাসীদের আদেশ দিলেন রথাদিকে প্রস্তুত
করিবার জন্য। তখন শ্রেষ্ঠি কুটুম্বিকাদিগকে থামাইলেন এবং বিশাখাকে
বলিলেন—

‘মা, আমি না জানিয়া বলিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর।’

‘পিতঃ, আপনাকে আমি সকল সময়েই ক্ষমা করিতে পারি। আমি
বদ্বক্সাসনে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলের কন্যা। আমরা ভিক্ষুসঙ্ঘ ব্যতিরেকে
থাকিতে পারি না। যদি আমার ইচ্ছামতো ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করিবার
সুযোগ পাই, আমি এখানে থাকিব।’

ভিক্ষুসঙ্ঘং পটিজ্জপিগতুং লভামি, বসিস্সামী’তি । ‘অম্ম, ত্বং যথারুচিয়া তব সমণে পটিজ্জগা’তি আহ ।

বিসাখা দসবলং নিমন্তাপেহা পুনদিবসে নিবেসনং পবে-
সেসি । নঙ্গসমণাপি সখু মিগারসেট্ঠিনো গেহং গমনভাবং
সুহা গন্তা গেহং পরিবারেহা নিসীদিংসু । বিসাখা
দক্খিণোদকং দহা—‘সম্বো সঙ্কারো পটিয়াদিতো, সসুরো
মে আগন্তা দসবলং পরিবিসতু’তি সাসনং পেসেসি ।
অথ নং গন্তুকামং আজীবকা—‘মা থো ত্বং গহপতি সমণস্স
গোতমস্স সন্তিকং গচ্ছা’তি নিবারেসুং । সো—‘সুগ্গহা মে
সয়মেব পরিবিসতু’তি সাসনং পহিণি । সা বুদ্ধপ্পমুখং
ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিত্বা নিট্ঠিতে ভত্তিকিছে পুন সাসনং
পেসেসি—‘সসুরো মে আগন্তা ধম্মকথং সুগাতু’তি । অথ
নং—‘ইদানি অগমনং নাম অতিবয় অয়ত্তুং’তি ধম্মং

*

*

*

‘মা, তোমার যথারুচি শ্রমণদের (ভিক্ষুসঙ্ঘকে) সেবা কর ।’ বিশাখা
দশবল বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন । নিগ্রহ শ্রমণেরাও
শান্তা মিগার শ্রেষ্ঠির গৃহে যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার গৃহ পরিবৃত্ত করিয়া
বসিয়া থাকিলেন । বিশাখা (শান্তাকে) হাত ধুইবার জল দিয়া ‘দানের
সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত । আমার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেশন
করুন ।’ বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন । অজীবকগণ তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিকে)
যাইতে দেখিয়া ‘হে গৃহপতি, শ্রমণ গোতমের নিকট যাইবেন না ।’ বলিয়া
নিবারণ করিলেন । তিনি (শ্রেষ্ঠি) তখন খবর পাঠাইলেন—

‘আমার পুত্রবধূই পরিবেশন করুক ।’

বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিলেন । তাঁহাদের
আহারকৃত্য সম্পন্ন হইলে বিশাখা আবার খবর পাঠাইলেন—

‘আমার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া ধর্মশ্রবণ করুন ।’ তখন আজীবকগণ
চিন্তা করিলেন,—‘এখন শ্রেষ্ঠি না যাইলে ঠিক হইবে না’ এবং ধর্মশ্রবণেচ্ছ
শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—

সোতুকামতায় গচ্ছন্তং পদ্বন তে আহংসু—‘তেন হি, সমগম্স
গোতমস্স ধম্মং সঙ্গন্তো বহিসানিয়া নিসীদিহা সঙ্গা-
হী’তি পদ্বরেতরমেবস্স গন্ত্বা সাণিং পরিক্খাপিংসু ।
সো গন্ত্বা বহিসাণিয়ং নিসীদি । সথা—‘ত্বং বহিসাণিয়ং
বা নিসীদি, পরকুণ্ডে বা পরসেলে বা পরচক্রবালে বা
পন নিসীদি, অহং বুদ্ধো নাম সঙ্কোমি তং মম সন্দং
সাবেতুং’তি মহাজম্বুং খন্ধে গহেত্বা চালেন্তো বিয় অমতবস্সং
বস্সেস্তো বিয় চ ধম্মং দেসেতুং অনুপদ্বিৎ কথং আরভি ।

সম্মাসম্বুদ্ধে চ পন ধম্মং দেসেন্তে পদ্বরতো ঠিতা পি
পচ্ছতো ঠিতা পি চক্রবালসতং চক্রবালসহস্সং অতিকম্বিত্বা
ঠিতা পি অকনিট্ঠভবনে ঠিতা পি, ‘সথা মমএৎঞেব
ওলোকেতি, ময়্হমেব ধম্মং দেসেতী’তি বদন্তি । সথা হি
তং তং ওলোকেন্তো বিয় তেন তেন সন্ধিং সল্লপন্তো বিয়

*

*

*

‘যদি শ্রমণ গোতমের ধর্ম’ শুনিতে হয়, তাহা হইলে পদার আড়ালে
বসিয়া শুনিবেন । তাঁহারা আগেভাগে যাইয়া নিজেরাই পর্দা খাটাইয়া দিলেন ।
শ্রোষ্ঠি যাইয়া পদার বাহিরে বসিলেন । শাস্তা ‘আপনি পদার আড়ালেই
বসুন, দেওয়ালের পশ্চাতে বসুন বা পর্বতের আড়ালে বা চক্রবালের আড়ালে
যেখানেই বসুন না কেন আমি বুদ্ধ, যে কোন স্থানে আমার শব্দ শ্রবণ করাইতে
পারি ।’—ইহা মনে মনে বলিয়া মহাজম্বুবৃক্ষকে স্কন্ধে লইয়া চালনা
করার ন্যায় অমৃতবর্ষণের ন্যায় বর্ষণ করিয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে
আনুপূর্বিক কথা আরম্ভ করিলেন ।

সম্যকসম্বুদ্ধ যখন ধর্মদেশনা করেন সম্মুখে স্থিত ব্যক্তি, কি পশ্চাতে
স্থিত ব্যক্তি, কি চক্রবালশত বা চক্রবালসহস্র অতিক্রম করিয়া স্থিত ব্যক্তি, কি
অকনিষ্ঠভবনে স্থিত ব্যক্তি মনে করেন ‘শাস্তা আমাকেই দেখিতেছেন ।
আমাকেই ধর্মদেশনা করিতেছেন ।’ শাস্তা যেন তাঁহাদের মদুখপানেই
তাকাইয়া আছেন এবং তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেছেন । বুদ্ধগণ

চ অহোসি । চন্দসমা কির বুদ্ধা । যথা চন্দো গগনমণ্ডে
 ঠিতো—ময়্‌হং উপরি চন্দো, ময়্‌হং উপরি চন্দো’তি সম্ব-
 সত্তানং খায়তি, এবমেব যথ কথ্যচি ঠিতানং অভিমুখে
 ঠিতা বিয় খায়ন্তি । ইদং কির তেসং অলঙ্কতসীসং ছিন্দিহা
 অঞ্জিতঅক্‌খীনি উম্পাটেহা হদয়মংসং উম্পাটেহা পরস্স
 দাসথায় জালিসদিসে পদন্তে কণ্‌হাজিনাসদিসা ধীতরো
 মন্দীসদিসা পজাপতিয়ো পরিচ্চজিহা দিন্নদানস্স ফলং ।
 মিগারসেট্‌ঠি পি থো তথাগতে ধম্মদেসনং বিনিবত্তেত্তে
 বহিসাগিয়ং নিসিন্নোব সহস্সনয়পটিমন্ডিতে সোতাপত্তি-
 ফলে পতিট্‌ঠায় অচলায় সদ্ধায় সমন্নাগতো তীসদ্‌ রতনেসদ্‌
 নিক্কণ্‌থো হহা সাগিকল্পং উক্‌খিপহা আগন্‌হা সদুণ্‌হায়
 থনং মদুথেন গহেহা—হং মে অম্‌জতো পট্‌ঠায় মাতা’তি
 তং মাতুট্‌ঠানে ঠপেসি । ততো পট্‌ঠায় মিগারমাতা নাম

*

*

*

হইতেছেন চন্দ্রসম । চন্দ্র যেমন গগনমণ্ডে স্থিত হইলে সকলেই মনে করে
 ‘আমার মাথার উপরেই চন্দ্র, আমার মাথার উপরেই চন্দ্র ।’ ঠিক তদ্রূপ যে
 যেখানেই থাকুক না কেন, বুদ্ধগণ তাঁহাদের সম্মুখেই বর্তমান বলিয়া
 প্রতিভাত হয় । তিনি যে পূর্বপূর্ব জন্মে অলঙ্কৃত মস্তক স্বহস্তে ছেদন
 করিয়া দিয়াছেন । অঞ্জিত অক্ষিষ্মগল উৎপাটন করিয়া দিয়াছেন । হৃদয়মাংস
 উৎপাটন করিয়া দিয়াছেন, পরের দাসবৃত্তি করিবার জন্য ‘জালি’র ন্যায়
 পুত্রদের ‘ক্ಷমাজনা’র ন্যায় কন্যাদের ‘মাদ্রী’সদৃশা ভাষাকে দান করিয়াছেন
 ইহা তাঁহার সেই দানেরই ফল । মিগারশ্রেষ্ঠিও পদার আড়ালে বসিয়া
 থাকিলেও যেহেতু বুদ্ধের ধর্মদেশনার প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন সেই
 কারণে সহস্রনয়প্রতিমন্ডিত স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অচলশ্রদ্ধায়ুত
 হইয়া ত্রিভূতের প্রতি নিঃসংশয় হইয়া পদা উঠাইয়া আসিয়া পুত্রবধূর স্তন্য
 মূখে ধরিয়া ‘অদ্য হইতে তুমি আমার মা’ বলিয়া বিশাখাকে মাতৃস্থানে
 স্থাপিত করিলেন । ইহার পর হইতে বিশাখার নাম হয় ‘মিগারমাতা’ ।

জাতা । পছাভাগে পুত্রং লভিত্বা পি মিগারোতিস্স
নামমকাসি ।

মহাসেট্ঠি সন্নাহায় থনং বিন্সজেজ্জা গত্ত্বা ভগবতো দ্বীসু
পাদেসু সিরসা নিপতিত্বা পাদে পাণীহি চ পরিসম্বাহন্তো
মুথেন চ পরিচুম্বন্তো—‘মিগারো অহং ভন্তে, মিগারো অহং
ভন্তে’তি তিক্খত্তুং নামং সাবেত্তা—‘অহং ভন্তে, এত্তকং
কালং যথ নাম দিনং মহপ্ফলংতি ন জানামি,
ইদানি চ মে সন্নিগসং নিস্সায় এত্তাতং, সম্বা অপায়দুখা
মুত্তোম্হি, সন্নিগসা মে ইমং গেহং আগচ্ছন্তী মম অথায়
হিতায় সন্নাহায় আগতা’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘সোহং অজ্জ পজানামি, যথ দিনং মহপ্ফলং ।

অথায় বত মে ভদ্দা, সন্নিগসা ঘরমাগতা’তি ॥

বিসাখা পুনদিবসথায়পি সথারং নিমন্তেসি । অথস্স
পুনদিবসে পি সস্সু সোতাপত্তিফলং পত্তা । ততো

*

*

*

পরে পুত্রসন্তান লাভ করিয়াও বিশাখা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন ‘মিগার’ ।

মহাশ্রেষ্ঠি পুত্রবধুর স্তন ছাড়িয়া ভগবানের পদযুগলে মাথা ঠেকাইয়া,
পদযুগল দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া এবং পদযুগলকে মুখে চুম্বন করিয়া—
‘ভন্তে, আমি মিগার, ভন্তে আমি মিগার’ বলিয়া তিনবার নিজের নাম শ্রবণ
করাইয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, আমি এতকাল জানিতাম না, কোথায় দান করিলে মহাফল হয় ।
এখন আমি আমার পুত্রবধুর কারণে তাহা জানিয়াছি । আমি এখন সকল
অপায়দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছি । আমার পুত্রবধু আমার গৃহে আগমনকালে
আমারই মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য আসিয়াছে’ বলিয়া এই কথা বলিলেন—

‘আমি অদ্য জানিয়াছি, কোথায় দান করিলে মহাফল হয় । আমারই
মঙ্গলের জন্য এই ভদ্রা পুত্রবধু আমার গৃহে আসিয়াছে ।’

বিশাখা পরের দিনের জন্যও শান্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । পরের দিন
তাঁহার শাশুড়ীও স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন । সেই দিন হইতে শ্রেষ্ঠি

পট্টায় তং গেহং সাসনম্ভস বিবটদ্বারং অহোসি । ততো
 সেট্ঠি চিন্তেসি—‘বহুপকারা মে সর্দ্বিগসা পসন্নাকারম্ভসসা
 করিম্ভসামি, এতিম্ভসা ভারিয়ং পসাধনং নিচ্চকালং পসাধেতুং
 ন সন্ধা, সল্লহুদকম্ভসসা দিবা চ রত্তো চ সৰ্ব্বইরিয়াপথেসু
 পসাধনযোগং পসাধনং কারেম্ভসামী’তি সতসহম্ভসম্ভনকং
 ঘনমট্টকং নাম পসাধনং কারেত্বা তস্মিং নিট্ঠিতে বুদ্ধম্প-
 মদুখং ভিক্কুসঙ্ঘং নিমন্তেতা সন্ধচ্চং ভোজেত্বা বিসাখং
 সোলসিহি গম্ভোদকঘটেহি ন্হাপেত্বা সখু সম্মুখে ঠপেত্বা
 পসাধেত্বা সখারং বন্দাপেসি । সখা অনন্মোদনং কত্বা
 বিহারমেব গতো । বিসাখা পি ততো পট্টায় দানাদীনি
 পুণ্ড্রাণি করোন্তী সখু সন্তিকা অট্ট বরে লভিত্বা
 গগনতলে চন্দলেখা বিয় পুণ্ড্রায়মানা পুত্তধীতাহি
 বড্ডিং পাপর্দ্বিগ । তস্সা কির দস পুত্তা দস ধীতরো চ

*

*

*

গৃহ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য অব্যাহতদ্বার হইল । তখন শ্রেষ্ঠ চিন্তা
 করিলেন—‘আমার পুত্রবধু আমার অনেক উপকারিণী । তাহাকে একটি
 উপহার দিতে হইবে । তাহার সেই ভারী লতাপ্রসাধন সর্বক্ষণ পরিধান
 করিতে পারে না । অতএব তাহার জন্য দিবারাত্র সকল অবস্থাতেই
 পরিধানযোগ্য লঘু একটি প্রসাধন নির্মাণ করাইব । ইহা চিন্তা করিয়া এক
 লক্ষ মূল্যের ‘ঘনমট্টক’ (= ঘন একং মসৃণ স্বর্ণালংকার) নামক অলংকার
 নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে ভোজন করাইয়া
 বিশাখাকে ষোড়শকলসপূর্ণ গম্ভোদকের দ্বারা স্নান করাইয়া শান্তার সম্মুখে
 বসাইয়া ঐ অলংকার দ্বারা সজ্জিত করিয়া শান্তাকে বন্দনা করাইলেন ।
 শান্তা দানানন্মোদন করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন । বিশাখাও তাহার পর
 হইতে দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়া শান্তার নিকট হইতে আটটি বর লাভ করিয়া
 সপুত্রকন্যা আকাশে চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তমতী হইয়া বুদ্ধপ্রাপ্ত হইলেন ।
 তাহার ছিল দশপুত্র এবং দশকন্যা । তাহাদের প্রত্যেকের আবার দশ দশ

অহেসদুং । তেসদু একেকস্স দস দস পদুত্তা দস দস ধীতরো
 অহেসদুং । তেসদু তেসদু পি একেকস্স দস দস পদুত্তা দস
 দস ধীতরো চাতি এবমস্সা পদুত্তনত্তপনত্তসন্তানবসেন
 পবত্তানি বীসাধিকানি চত্তারি সতানি অট্ট ৮ পাণসহস্সানি
 অহেসদুং । তেনাহদু পোরাণা—

বিসাখা বীসতি পদুত্তা, নত্তা ৮ চতুরো সতা ।

পনত্তা অট্ট সহস্সা, জম্বদুদীপে সুদপাকটাত্তি ॥

আয়দু বীসবস্সসতং অহোসি, সীসে একম্পি পলিতং নাম
 নাহোসি, নিচ্চং সোলসবস্সসুন্দেসিকা বিয় অহোসি ।
 তং পদুত্তনত্তপনত্তাপরিবারং বিহারং গচ্ছন্তিৎ দিস্বা—‘কতমা
 এসা বিসাখাত্তি পরিপদুচ্ছিতারো হোস্তি । যে নং গচ্ছন্তিৎ
 পস্সন্তি, —‘ইদানি থোকং গচ্ছতু, গচ্ছমানাব নো অয্যা সোভ-
 তী’তি চিন্তেস্তি । যে নং ঠিতং নিসিন্নং নিপন্নং পস্সন্তি,
 ‘ইদানি থোকং নিপজ্জতু, নিপন্নাব নো অয্যা সোভতী’তি

*

*

*

পদুত্ত এবং দশ দশ কন্যা এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে বিশাখার পদুত্ত-পোত্ত
 প্রপোত্তের সংখ্যা হইয়াছিল আট হাজার চারিশত বিশ (= ৮৪২০ সংখ্যক) ।
 তাই বলা হইয়াছে—

‘বিশাখার পদুত্তকন্যা বিংশতি পোত্ত চারিশত ।

প্রপোত্ত অষ্টসহস্র জম্বদুদীপে সুপ্রসিদ্ধ ।’

বিশাখার বয়স হইয়াছিল একশত কুড়ি বৎসর । কিন্তু মাথায় একটিও
 পাকা চুল ছিল না । তখনও মনে হইত যেন একজন ষোড়শী যুবতী ।
 তিনি যখন পদুত্ত-পোত্ত-প্রপোত্তদের সঙ্গে লইয়া বিহারে যাইতেন লোকেরা
 পরস্পর বলাবলি করিত—‘এখানে বিশাখা কোথায়?’ যখন তাহারা
 বিশাখাকে আসিতে দেখিত তাহারা চিন্তা করিত—‘তিনি আর একটু
 হাঁটিয়া চলুন । চলমান অবস্থায় তাঁহাকে খুব সুন্দর দেখায় ।’ যাহারা
 তাহাকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় দেখিতেন

‘তেন থো পন সময়েন সাবখিয়ং উস্সবো হোতি, মনুস্সা
 অলঙ্কতপটিয়ত্তা আরামং গচ্ছন্তি, বিসাখা পি মিগারমাতা
 অলঙ্কতপটিয়ত্তা বিহারং গচ্ছতি । অথ থো বিসাখা
 মিগারমাতা আভরণানি ওম্মদুগ্গহা উত্তরাসঙ্গেন ভণ্ডিকং
 বন্ধিহ্বা দাসিয়া অদাসি—‘হন্দ জে, ইমং ভণ্ডিকং গণ্হা-
 হী’তি । সা কির বিহারং গচ্ছন্তী চিত্তেসি—‘এবরুপং
 মহগ্গং পসাধনং সীসে পটিমুঙ্কং যাব পাদপিট্ঠি
 অলঙ্কারং অলঙ্কারিত্তা বিহারং পবিসিতুং অযুত্তং’তি নং
 ভণ্ডিকং কহ্বা অন্তনো পুণ্ণেনেব নিব্বত্তায় পণ্ণহিথিতাম-
 ধরায় দাসিয়া হথে অদাসি । সা এব কির তং গণ্হিতুং
 সঙ্কোতি । তেন নং আহ—‘অম্ম, ইমং পসাধনং গণ্হ,
 সখুদুসন্তিকা নিবত্তনকালে পসাধেস্সামি নং’তি’ তং পন
 দহ্বা ঘনমট্ঠকং পসাধনং পসাধেহ্বা সথারং উপসঙ্কমিত্তা

*

*

*

‘একদিন শ্রাবস্তীতে উৎসব ছিল । লোকজনেরা সাজিয়া-গুজিয়া বিহারে
 যাইতেছেন । মিগারমাতা বিশাখাও অলঙ্কৃত হইয়া বিহারে গেলেন ।
 অনন্তর মিগারমাতা বিশাখা আভরণসমূহ খুলিয়া একটি গাত্রবস্ত্রের দ্বারা
 পট্টলি বাঁধিয়া দাসীকে দিয়া বলিলেন—‘ওরে, এই পট্টলিটা রাখ ।’

কারণ বিশাখা বিহারে গমনকালে চিন্তা করিয়াছিলেন—‘এইরূপ আপাদ-
 মস্তক অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিহারে প্রবেশ করা উচিত হইবে না’—এই
 চিন্তা করিয়া অলঙ্কারগুলি খুলিয়া পট্টলি বাঁধিয়া এমন একজন দাসীকে
 রাখিতে দিলেন যে পণ্ণহস্তীর বল ধারণ করে এবং বিশাখা পূর্বজন্মের
 স্মৃতির ফলে তাহাকে পাইয়াছেন । একমাত্র সেই বিশাখার লতাপ্রসাধন ধরিয়া
 রাখিবার মত শক্তিশালিনী । তাই বিশাখা তাহাকে বলিলেন—‘মা, এই
 প্রসাধন ধর । শান্তার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার পরিধান করিব ।’
 —এই বলিয়া তাহা ঐ দাসীকে দিয়া স্বয়ং (শব্দরূপদত্ত) ‘ঘনমট্ঠক’
 অলঙ্কার পরিহিত হইয়া শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ

ধম্মং অস্বেসাসি, ধম্মস্সবনাবসানে ভগবন্তং বন্দিহা উট্ঠায়
পক্কামি । সাপিহস্সা দাসী তং পসাদনং পমুট্ঠা । ধম্মং
সদুহা পন পক্কন্তায় পরিসায় সচে কিণ্ড পমুট্ঠং হোতি,
তং আনন্দথেরো পটিসামেতি । ইতি সো তং দিবসং
মহালতাপসাদনং দিম্বা সথু আরোচেসি । ‘ভন্তে,
বিসাখা পসাদনং পমুট্ঠস্সহা গতা’তি । ‘একমন্তং ঠপেহি
আনন্দা’তি । থেরো তং উক্খিপিত্বা সোপানপস্সে
লগ্গেহা ঠপেসি ।

বিসাখাপি সদ্দুপ্পয়ায় সন্ধিং—‘আগন্তুকগমিকগিলানাদীনং
কন্তুস্বষুত্তকং জানিস্সামী’তি অন্তোবিহারে বিচারি । তা
পন উপাসিকায়ো অন্তোবিহারে দিম্বা সপিমমধুতেলাদীহি
অথিকা পকতিয়াব দহরা চ সামণেরা চ থালকাদীন
গহেহা উপসংকমন্তি । তস্সিমপি দিবসে তথৈব করিংসু ।

●

*

●

করিলেন । ধর্মশ্রবণের শেষে ভগবানকে বন্দনা করিয়া উঠিয়া প্রস্থান
করিলেন । তাঁহার দাসী সেই লতাপ্রসাদনের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার
সঙ্গেই চলিয়া আসিলেন । ধর্মশ্রবণ করিয়া লোকজন চলিয়া গেলে আয়ুস্মান
আনন্দ দেখেন হলে কেহ কিছুর ফেলিয়া গিয়াছে কিনা । তিনি তাহা
সামলাইয়া রাখেন । সেদিন মহালতাপ্রসাদন পরিত্যক্ত দেখিয়া তিনি শান্ত্রাকে
বলিলেন—‘ভন্তে, বিশাখা প্রসাদন ভুলিয়া চলিয়া গিয়াছে ।’ ‘আনন্দ,
একপাশে রাখিয়া দাও ।’ স্থবির তাহা লইয়া সোপানপার্শ্বে টাঙাইয়া
রাখিলেন ।

বিশাখাও সদ্দুপ্রিয়াদেবীর সহিত ‘আগন্তুক এবং গমিক ভিক্ষুদের কি কি
প্রয়োজন, অসদৃশ ভিক্ষুদের কি কি রোগীর পথ্যের প্রয়োজন তাহা জানিবার
জন্য বিহারাভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন । সেই দুইজন উপাসিকাকে
বিহারাভ্যন্তরে দেখিয়া ঘৃত-মধু-তৈলাদির প্রয়োজনে তরুণ শ্রামণেরগণ
থালাদি লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয় । সেইদিনও তাঁহারা তাহাই

অথেকং গিলানং ভিক্ষুং দিস্বা সন্নিপিয়া—‘কেনথো
অয্যস্সা’তি পদচ্ছিত্তা ‘পটিচ্ছাদনীয়েনা’তি বদন্তে—‘হোতু
অয্য, পেসেস্সামী’তি দত্তিয়দিবসে কস্পিয়মংসং অলভন্তী
অন্তনো উরুমাংসেন কত্ত্বকিচ্চং কত্ত্বা পদন সর্থারি পসাদেন
পাকতিকসরীরাব অহোসি । বিসাখা পি গিলানে চ দহরে
চ সামণেরে চ ওলোকেত্ত্বা অঞ্ঞেন দ্বারেন নিক্খমিত্ত্বা
বিহারুপচারে ঠিতা—‘অম্ম, পসাধনং আহর, পসাধেস্সা-
মী’তি আহ । তস্মিং থণে সা দাসী পমদুস্সিত্ত্বা নিক্খন্ত-
ভাবং ওত্ত্বা—‘অয্যে, পমদুট্ঠাম্হী’তি আহ । ‘তেন হি
গন্ত্বা গণ্হিত্ত্বা এহি, সচে পন ময়্হং অয্যোন আনন্দথেরেন
উক্খাপিত্ত্বা অঞ্ঞেস্সিং ঠানে ঠপিতং হোতি, মা আহরে-
য্যাসি, অয্যস্সেব তং ময়া পরিচ্ছত্তং’তি । জানাতি কির

*

*

*

করিলেন । একজন অসুস্থ ভিক্ষুকে দেখিয়া সন্নিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘ইহার কি প্রয়োজন ?’

‘ইহার প্রয়োজন মাংসের ঝোল ।’

‘ভন্তে, ঠিক আছে । আগামীকল্য পাঠাইয়া দিব ।’ কিন্তু পরের দিন
(বাজারে) বিধিসম্মত মাংস না পাইয়া নিজের উরুমাংস রন্ধন করিয়া
ভিক্ষুর জন্য পাঠাইয়াছিলেন । কিন্তু শাস্তার প্রতি তাহার (অগাধ) শ্রদ্ধা
থাকাতে সন্নিপিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলেন । [বিশাখা এই সমস্ত কিছই
জানেন না]

বিশাখাও অসুস্থ ও তরুণ শ্রামণেরগণকে দর্শন করিয়া অন্য দ্বার দিয়া
নিষ্কান্ত হইয়া বিহারের নিকট দাঁড়াইয়া (দাসীকে) বলিলেন—‘মা, আমার
প্রসাধন লইয়া আইস, আমি পরিধান করিব ।’ সেই মদহর্তে প্রসাধন
ফেলিয়া আসিয়াছে মনে পড়াতে বলিল—‘আর্ষে, আমি ভুলিয়া গিয়াছি ।’

‘তাহা হইলে যাও, লইয়া আইস । যদি দেখ যে আর্ষ আনন্দ স্থবির
সরাইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইলে আনিও না । আমি আর্ষ আনন্দকেই
তাহা দান করিব ।’ বিশাখা জানেন যে যদি কেহ নিজেদের জিনিস ভুলে
ফেলিয়া যায়, স্থবির তাহা সামলাইয়া রাখেন । সেইজন্যই ঐরূপ
বলিয়াছেন । স্থবিরও দাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

সা ‘কুলমনুস্‌সানং পমুট্‌ঠভণ্ডকং থেরো পটিসামেতী’তি ।
তস্মা এবমাহ । থেরোপি তং দাসিং দিস্বাব—‘কিমথং
আগতাসী’তি পদুচ্ছিত্বা—‘অয্যায় মে পসাধনং পমুট্‌সিত্ত্বা
আগতাম্‌হী’তি বদুত্তে, এতস্মিং মে সোপানপস্‌সে ঠপিতং
গচ্ছ নং গণ্‌হাহী’তি আহ । সা—‘অয্য, তুম্‌হাকং হথেন
আমট্‌ঠভণ্ডকং ময়্‌হং অয্যায় অনাহারিয়ং কতং’তি বত্তা
তুচ্ছহথা ব গন্ত্বা—‘কিং অস্মা’তি বিসাখায় পদুট্‌ঠা তমথং
আরোচেসি । ‘অস্ম, নাহং মম অয্যোন আমট্‌ঠভণ্ডং
পিলন্দিস্সামি, পরিচ্ছত্তং ময়া । অয্যানং পন পটিজ্‌গিতুং
দুদুক্ষং, তং বিস্সজ্জিত্বা কস্পিয়ভণ্ডং উপনেস্সামি, গচ্ছ তং
আহরাহী’তি । সা গন্ত্বা আহরি । বিসাখা তং অপিলন্দি-
ত্বাব কস্মারে পক্কোসাপেত্তা অগ্‌ঘাপেসি । তেহি—‘নব
কোটিয়ো অগ্‌ঘতি, হথকারাপণিয়ং পনস্স সতসহস্সং’তি

*

*

*

‘কেন আসিয়াছ ?’ দাসী কারণ বলিলে শ্রবির বলিলেন—‘এই সোপানের
পাশে রাখিয়াছি । যাও, লইয়া যাও ।’

দাসী বলিল—‘আৰ্ঘ, আপনি যাহা স্পর্শ করিয়াছেন আমার আৰ্ঘ্য তাহা
আর লইবেন না ।’

এই কথা বলিয়া খালি হাতেই যাইলে ‘কি মা, কি হইল ?’ এই কথা
বিশাখা জিজ্ঞাসা করাতে দাসী ঘটনা বলিল । বিশাখা বলিলেন—

‘মা, আৰ্ঘ্য যাহা স্পর্শ করিয়াছেন তাহা আমি পরিধান করিব না । তাহা
আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিও । আৰ্ঘ্যদের (ভিক্ষুদের) সেবা
করা দুষ্টকর । তাহা বিক্রয় করিয়া ভিক্ষুদের জন্য উপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া
যাইব । যাও, প্রসাধন লইয়া আইস ।’ দাসী যাইয়া তাহা লইয়া আসিল ।
বিশাখা তাহা পরিধান না করিয়াই স্বর্ণকারদের ডাকিয়া ইহার মূল্য
জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহারা বলিল—

‘ইহার মূল্য নয় কোটি । বানাইবার মজদুরী একলক্ষ ।’ ইহা শ্রুনিয়া
প্রসাধনকে রথে তুলিয়া বলিলেন—‘তাহা হইলে ইহাকে বিক্রয় কর ।’ কিন্তু

বুদ্ধে পসাদনং যানে ঠপাপেহা—‘তেন হি তং বিক্কিণথা’তি
 আহ। তত্তকং ধনং দত্তা গণ্হিতুং ন কোচি সচ্ছিস্সতি।
 তএহি পসাদনং পসাধেতুং অনুদ্ধবিকা ইথিয়ো নাম
 দল্লভা। পঠবিম্ভলস্মিং হি তিস্সো ব ইথিয়ো মহাল-
 তাপসাদনং লভিস্স—বিসাখা মহাউপাসিকা, বন্ধুলমল্ল-
 সেনাপতিস্স ভরিয়া মল্লিকা, বারাণসীসেট্ঠিনো ধীতা’তি।
 তস্মা বিসাখা সয়মেব তস্স মূলং দত্তা সতসহস্সাধিকা নব
 কোটিয়ো সকেটে আরোপেহা বিহারং নেহা সথারং বন্দিহা
 —‘ভন্তে ময়্হং অযোন আনন্দথেরেন মম পসাদনং হথেন
 আমট্ঠং, তেন আমট্ঠকালতো পট্ঠায় ন সন্না তং ময়া
 পিলন্ধিতুং। তং পন বিস্সজ্জেক্কা কস্পিয়ং উপনেস্সামী’তি
 বিক্কিণাপেন্তী অএং তং গণ্হিতুং সমথং অদিস্সা অহমেব
 তস্স মূলং গাহাপেহা আগতা, চত্বেস্স পচ্চয়েস্স কতর-
 পচ্চয়েন উপনেস্সামি ভন্তে’তি। ‘পাচীনদ্বারে সঙ্ঘস্স

অত মূল্য দিয়া কেহ কিনিতে পারিবে না। সেই প্রসাদনকে পরিধান
 করিবার মত নারীও দুল্লভ। এই পৃথিবীতে তিনজনমাত্র মহালতাপ্রসাদন
 লাভ করিয়াছিলেন—বিশাখা মহা উপাসিকা, মল্লসেনাপতি বন্ধুলের ভাৰ্যা
 মল্লিকা এবং বারাণসী-শ্রোষ্ঠির কন্যা।

তাই বিশাখা নিজেই তাহার মূল্য দিয়া নয় কোটি এক লক্ষ মূদ্রা শকেটে
 চাপাইয়া বিহারে লইয়া যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—

‘ভন্তে, আৰ্য আনন্দস্তুবির আমার লতাপ্রসাদন স্পর্শ করার সময় ইহাতে
 আমি ইহা আর পরিধান করি নাই। তাহা বিক্রয় করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য
 উপযুক্ত দ্রব্য আনয়ন করিব ভাবিয়া তাহা বিক্রয় করিতে যাইয়া কেহ ইহাকে
 কিনিতে সমর্থ না হওয়ায় আমিই তাহার মূল্য লইয়া আসিয়াছি।
 আপনাদের চতুর্প্রত্যয়ের মধ্যে, ভন্তে, কোন প্রত্যয় লইয়া আসিব?’

‘বিশাখে, তোমার উচিত পূর্বদ্বারে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য বাসস্থান তৈয়ার
 করিয়া দেওয়া।’

বসনট্ঠানং কাতুং তে যদুত্তং বিসাথে'তি । 'যদুত্তং ভন্তে'তি ।
বিসাখা তুট্ঠমানসা নবকোটীহি ভূমিমেব গণ্হি । অপরাহি
নবকোটীহি বিহারং কাতুং আরাভি ।

অথেকদিবসং সখা পচ্চদুসসময়ে লোকং বোলোকেন্তো
দেবলোকা চবিদ্বা ভন্দিয়নগরে সেট্ঠিকুলে নিব্বত্তস্স
ভন্দিয়স্স নাম সেট্ঠিপদুত্তস্স উপনিস্সয়সম্পত্তিং দিস্সা
অনার্থপিণ্ডিকস্স গেহে ভত্তিকিচ্চং কহ্বা উত্তরদ্বারাভিমুখো
অহোসি । পকতিয়া হি সখা বিসাখায় গেহে ভিক্খং
গণ্হিহ্বা দক্খিণদ্বারেন নিক্খমিহ্বা জেতবনে বসতি ।
অনার্থপিণ্ডিকস্স গেহে ভিক্খং গহেহ্বা পাচীনদ্বারেন
নিক্খমিহ্বা পদুস্সারামে বসতি । উত্তরদ্বারং সন্ধ্যয় গচ্ছন্তং
যেব ভগবন্তং দিস্সা—'চারিকং পক্কমিস্সতী'তি জানন্তি ।
বিসাখা পি তং দিবসং—'সখা উত্তরদ্বারাভিমুখো গতো'তি
সদ্বা বেগেন গন্ত্বা বন্দিহ্বা আহ—'চারিকং গম্মুকামথ,

*

*

*

'ভন্তে তাহাই হউক ।' বিশাখা সন্তুষ্টি হইয়া নয় কোটি ধন দিয়া জমিই
ক্রয় করিলেন । আরও নয় কোটি খরচ করিয়া বিহার তৈয়ার করিতে আরম্ভ
করিলেন ।

একদিন শান্তা প্রত্যুষকালে পৃথিবী অবলোকন করা কালে দেবলোক
হইতে চ্যুত হইয়া ভন্দিয়নগরে শ্রেষ্ঠিকুলে জাত ভন্দিয় শ্রেষ্ঠিপদুত্তের উপনি-
শ্রয়সম্পত্তি দেখিয়া অনার্থপিণ্ডকের গৃহে ভোজন সমাপন করিয়া উত্তরা-
ভিমুখ হইয়া যাইতেছিলেন । সাধারণতঃ শান্তা বিশাখার গৃহে ভিক্ষা লইয়া
দক্ষিণদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া জেতবনে যান । অনার্থপিণ্ডকের গৃহে
ভিক্ষান্ন লইয়া পূর্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পদুস্সারামে যান । কিন্তু
ভগবানকে উত্তরদ্বার দিয়া যাইতে দেখিলে 'চারিকায় যাইবেন' বলিয়া সকলেই
জানে । বিশাখাও সেদিন ভগবান 'উত্তরদ্বারাভিমুখে গিয়াছেন' শ্রুতিয়া দ্রুত
যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান কি চারিকায়
যাইতেছেন ?'

ভস্বে'তি । 'আম বিসাথে'তি । 'ভস্বে এতুং ধনং পরিচ্ছজিত্বা
তুম্হাকং বিহারং কারেমি, নিবন্তথ ভস্বে'তি । 'অনিবন্ত-
গমনং ইদং বিসাথে'তি । সা—'অন্ধা হেতুসম্পন্নং কণ্ঠ
পস্মিস্সতি ভগবা'তি চিস্তেহা—'তেন হি ভস্বে, ময়্হং
কতাকৃতবিজাননকং একং ভিক্খুং নিবন্তেহা গচ্ছথা'তি
আহ । 'য়ং রুদ্ধসি তস্স পত্তং গণ্হ বিসাথে'তি আহ ।
সা 'কিণ্ণাপি আনন্দথেরং পিয়ায়তি, মহামোংগল্লানথেরো
ইন্ধিমা, এতং মে নিম্মসায় কস্মং লহুং নিপ্ফজ্জিস্সতী'তি
পন চিস্তেহা থেরস্স পত্তং গণ্হি । থেরো সথারং ওলো-
কেসি । সথা—'তব পরিবারে পণ্ডসতে ভিক্খু গহেহা
নিবন্ত মোংগল্লানা'তি আহ । সো তথা অকাসি । তস্সানু-
ভাবেন পঞ্ঞাসসট্ঠিযোজনানিপি রুদ্ধখথায় চ পাসাণ-

*

*

*

‘হ্যাঁ বিসাথে’ ।

‘ভস্বে, আমি এত অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাদের জন্য বিহার করিতেছি ।
আপনি ফিরিয়া আসুন, ভস্বে ।’

‘বিসাথে, আমার পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভব নহে ।’

বিশাখা ভাবিলেন—‘ভগবান নিশ্চয়ই হেতুসম্পন্ন (অর্থাৎ মার্গফল
লাভযোগ্য) কাহাকেও দেখিয়া থাকিবেন ।’ তাই ভগবানকে বলিলেন—

‘ভস্বে, তাহা হইলে আমার কৃতাকৃতজ্ঞাতা কোন একজন ভিক্ষুকে নিষৃত্ত
করিয়া যান ।’

‘বিসাথে, তোমার যাহাকে পছন্দ তাহার পাত্র গ্রহণ কর ।’

বিশাখা ‘ষদিও আনন্দস্থবির আমার প্রিয়, তথাপি মহামোদ্-
গল্যায়ন স্থবির ঋদ্ধিমান্ । তিনি থাকিলে আমার বিহার নির্মাণের
কাজ তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন হইবে ।’ ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারই
পাত্র গ্রহণ করিলেন । স্থবির ভগবানের মধুপানে চাহিয়া রহিলেন ।
শান্তা বলিলেন—‘হে মোদ্গল্যায়ন, তোমার পরিবারের পাঁচশত ভিক্ষু
লইয়া তুমি ফিরিয়া যাও । স্থবির তাহাই করিলেন । তাঁহার প্রভাবে
পঞ্চাশ-ষাট্ঠোজন দূরত্বে বৃক্ষ এবং পাষাণের জন্য গত মনুষ্যেরা বিশাল

থায় চ গতা মনুস্সা মহন্তে মহন্তে রুদ্ধখে চ পাসাণে চ গহেহ্বা তং দিবসমেব আগচ্ছন্তি, নেব সকেটে রুদ্ধখপাসাণে আরোপেত্তা কিলমন্তি, ন অক্থো ভিজ্জতি । নচিরস্বেব বেভুমিকং পাসাদং করিংসু । হেট্ঠাভূমিয়ং পণ্ড গব্ভসতানি উগরিভূমিয়ং পণ্ড গব্ভসতানীতি গব্ভসহস্সপটিম্ভিতো পাসাদো অহোসি । অট্ঠকরীসে পরিসুদ্ধে ভূমিভাগে পাসাদং কারাপেসি, ‘সুদ্ধপাসাদো পন ন সোভতী’তি তং পরিবারেহ্বা পণ্ড পধানবেত্তুগেহসতানি পণ্ড চুলপাসাদসতানি পণ্ড দীঘমালকসতানি কারাপেসি ।

অথ সথা নব মাসেহি চারিকং চারিহ্বা পদ্বন সার্বাথিং অগমাসি । বিসাখায়পি পাসাদে কস্মং নবহি মাসেহি নিট্ঠিতং । পাসাদকূটং ঘনকোটিমরত্তসুবল্লেনেব সট্ঠিউদকঘটগংহনকং কারাপেসি । ‘সথা জেতবনবিহারং গচ্ছতী’তি চ সদ্ধ্বা পচ্ছুংগমনং কহ্বা সথারং অন্তনো বিহারং নেহ্বা

*

*

*

বিশাল বৃক্ষ ও পাষাণ লইয়া সেই দিনেই ফিরিয়া আসে, শকটে বৃক্ষ-পাষাণাদি উঠাইতে যাইয়া তাহারা ক্লান্ত হয় না । শকটাদির অক্ষও ভগ্ন হয় না । অচিরেই দ্বিতল প্রাসাদ নির্মিত হইল । নীচের তলায় পাঁচশত কক্ষ উপরের তলায় পাঁচশত কক্ষ—এইভাবে সহস্রকক্ষপ্রতিম্ভিত প্রাসাদ নির্মিত হইল । অষ্টকরীষ (প্রায় আট একর) পরিশুদ্ধ জমিতে এই প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল । কিন্তু শুদ্ধ প্রাসাদে শোভা পায় না বলিয়া বিশাখা প্রাসাদের চতুর্দিকে পাঁচশত প্রধান বৈগ্গহ, পাঁচশত ছোট প্রাসাদ এবং পাঁচশত দীঘ আড়ক নির্মাণ করাইয়াছিলেন ।

শান্তা নয় মাসের মাথায় তাহার চারিকা সমাপ্ত করিয়া পদ্বনরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন । বিশাখার প্রাসাদও নয় মাসে নির্মিত হইল । প্রাসাদের চুড়া এমন করিয়া নির্মিত হইয়াছে যাহাতে ইহা ঘন, কোটিত, রক্তসুবর্ণ নির্মিত ষাটটি উদককুন্ত ধারণ করিতে পারে । ‘শান্তা জেতবন বিহারে যাইতেছেন’ শুনিয়া বিশাখা প্রত্যাগমন করিয়া শান্তাকে নিজের

পটিঞ্‌ঞং গণ্‌হি—‘ভন্তে, ইমং চতুমাসং ভিক্ষুসঙ্ঘং গহেত্বা ইধেব বসথ, পাসাদমহং করিস্সামী’তি । সত্থা অধিবাসেসি । সা ততো পট্ঠায় বুদ্ধম্পমুখস্স ভিক্ষু-সঙ্ঘস্স বিহারে এব দানং দেতি । অথস্স একা সহায়িকা সতসহস্সগ্‌ঘনকং একং বথং আদায় আগন্হা—‘সহায়িকে, অহং ইমং বথং তব পাসাদে ভূমথরগসথেপেন অথরিতুকামা, অথরগট্ঠানং মে আচিক্‌খথা’তি আহ । “সাধু সহায়িকে, সচে ত্যাহং ‘ওকাসং নথী’তি বক্‌খামি, ত্বং ‘মে ওকাসং অদাতুকামা’তি মঞ্‌ঞস্সসি সয়মেব পাসাদস্স দ্বে ভূমিয়ো গব্‌ভসহস্সগ্‌ ওলোকেত্বা অথরগট্ঠানং জানাহী’তি আহ । সা সতসহস্সগ্‌ঘনকং বথং গহেত্বা তথ তথ বিচরন্তী ততো অম্পতরমূলং বথং অদিম্বা—‘নাহং ইমস্মিং পাসাদে পুঞ্‌ঞভাগং লভামী’তি দোমনস্সম্পত্তা একস্মিং ঠানে রোদন্তী অট্ঠাসি । অথ নং আনন্দথেরো দিম্বা—‘কস্মা

*

*

*

বিহারে আনিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন—‘ভন্তে, এই চতুমাস ভিক্ষুসঙ্ঘকে লইয়া এখানেই অবস্থান করুন । আমি প্রাসাদোৎসব করিব ।’ শান্তা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । তাহার পর হইতে বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ঐ বিহারেই দান দিতে থাকিলেন । একদিন এক উপাসিকা এক লক্ষ মূল্যের একটি বস্ত্র আনিয়া—‘সহায়িকে, আমি এই বস্ত্র আপনার প্রাসাদে ভূন্যাস্তরণ রূপে বিছাইবার জন্য আনিয়াছি । কিন্তু কোথায় বিছাইব আপনি বলিয়া দিন ।’

“সাধু সহায়িকে, যদি আমি আপনাকে বলি ‘জায়গা নাই’ আপনি মনে করিবেন ‘আমি আপনাকে জায়গা দিতে চাহিনা’ । অতএব নিজেই প্রাসাদের উপরে-নীচে এক সহস্র কক্ষ ঘুরিয়া দেখুন কোথায় আপনি বিছাইতে পারেন ।” তিনি ঐ লক্ষ মূল্যের বস্ত্র লইয়া সর্বত্র ঘুরিয়াও তাহা অপেক্ষা কম মূল্যের বস্ত্র না দেখিয়া—‘আমি এই প্রাসাদে পুণ্যাংশ লাভ করিতে পারিলাম না’ বলিয়া খুব দুঃখিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । আনন্দ স্থবির তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

রোদসীর্গিত পদুছি। সা তমথং আরোচেসি। থেরো—‘মা চিত্তয়ি, অহং তে অথরণট্ঠানং আচিক্খিস্সামী’গিত বহ্বা—‘সোপানপাদমূলে পাদধোবনট্ঠানে ইমং পাদপদুজ্জনকং কহ্বা অথরাহি, ভিক্খু পাদে ধোবিহ্বা পঠমং এথ পাদং পদুজ্জহ্বা অন্তো পবিসিস্সন্তি, এবং তে মহপ্ফলং ভবিস্সতী’গিত আহ। বিসাখায় কিরেতং অসল্লক্খিত-ট্ঠানং।

বিসাখা চত্তারো মাসে অন্তোবিহারে বুদ্ধম্পমদুথস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স দানং অদাসি, অবসানদিবসে ভিক্খু-সঙ্ঘস্স চীবরসাটকে অদাসি। সঙ্ঘনবকেন লঙ্কচীবর-সট্ঠকা সহস্সগ্ঘনকা হোন্তি। সবেসং পত্তানি পুরেহ্বা ভেসজ্জং অদাসি। দানপরিচ্চাগে নব কোটিয়ো অগমংসু। ইতি বিহারস্স ভূমিগহণে নব কোটিয়ো বিহারস্স কারাপনে

*

*

*

‘ভূমি কাঁদিতেছে কেন?’

তিনি ঘটনাটি বলিলেন। শ্রুতির তখন বলিলেন—

‘ভূমি চিন্তা করিও না। আমি তোমাকে জায়গা দেখাইতোছি যেখানে ভূমি তোমার ঐ বস্ত্র বিছাইতে পার’ এই বলিয়া বলিলেন—‘সোপানপাদমূলে পাদধোবনস্থানে পা মর্দুছিবার জন্য ইহাকে বিছাইয়া দাও। ভিক্ষুগণ পা ধুইয়া প্রথমে ইহাতে পা মর্দুছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে তোমার মহাফল হইবে।’ বিশাখা এই স্থানটি দেখিতে পান নাই।

বিশাখা চারি মাস যাবত বিহারাভ্যন্তরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলেন। শেষের দিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে চীবরবস্ত্র দান করিলেন। সঙ্ঘ একেবারে নবাগত ভিক্ষুও যে চীবর লাভ করিয়াছেন তাহার মূল্য এক সহস্র সুবর্ণ মদ্রা। ইহা ছাড়া সকলের পাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈষজ্য প্রদান করিলেন। এইভাবে দান করিতে ষাইয়া নয় কোটি ব্যয় হইল। এইভাবে বিহারের ভূমি ক্রয়ের জন্য নয় কোটি, বিহার নির্মাণে নয় কোটি এবং

নব, বিহারমহে নবাতি সৰ্ব্বাপি সন্তবীসতি কোটিয়ো সা
বুদ্ধশাসনে পরিচ্ছজি। ইতিভাবে ঠত্বা মিচ্ছাদিট্ঠিকস্স
গেহে বসমানায় এবরুপো মহাপরিচ্ছাগো নাম অঞ্ণিঞস্স
নথি। সা বিহারমহস্স নিট্ঠিত্তিদবসে বড্‌টমানকচ্ছায়ায়
পুত্তনত্তপনত্তপরিবুত্তা 'যং যং ময়া পুত্তে পথিতং, সৰ্ব-
মেব মথকং পত্তং'তি পাসাদং অনুপরিয়ায়ত্তী পণ্ণহি গাথাহি
মধুরসন্দেন ইমং উদানং উদানেসি—

‘কদাহং পাসাদং রম্মং সুধামান্তিকলেপনং।

বিহারদানং দস্সামি, সঙ্কম্পো ময়্‌হং পুৱিতো ॥

কদাহং মণ্ডপীঠণ্ড, ভিসিবিস্বোহনানি চ।

সেনাসনভণ্ডং দস্সামি, সঙ্কম্পো ময়্‌হং পুৱিতো ॥

কদাহং সলাকভত্তং, সুচিং মংসুপসেচনং।

ভোজনদানং দস্সামি, সঙ্কম্পো ময়্‌হং পুৱিতো ॥

*

*

*

বিহারোৎসবে নয় কোটি—মোট সাতাশ কোটি ধন বিশাখা বুদ্ধশাসনের
জন্য দান করিয়াছেন। নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টিকের
গৃহে থাকিয়া এইরূপ মহাদান অন্য কেহ করিতে পারেন নাই। বিহারোৎ-
সবের শেষের দিন তিনি অপরাহ্নে ছায়া যখন বাড়িতেছিল তখন পুত্র-পৌত্র-
প্রপৌত্রাদির দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া ‘আমি পূৰ্ব পূৰ্ব জন্মে যাহা যাহা প্রার্থনা
করিয়াছি, সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়াছে’—বলিয়া প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরিয়া
ঘুরিয়া মধুর শব্দে এই পণ্ড গাথা গীত করিলেন—

‘কবে আমি সুধা-মুত্তিকালিপ্ত রম্য প্রাসাদ করিয়া

বিহার দান করিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে। ১।

কবে আমি আসবাবপত্রাদি যেমন মণ্ডপীঠ, তোশক, বালিশ,

শয়নাসনাদি দান করিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে। ২।

কবে আমি মাংসোপসিদ্ধিত্ত পরিশুদ্ধ শলাকাহার

ভোজনদান দিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে। ৩।

কদাহং কাসিকং বথং, থোমকম্পাসিকানি চ ।

চীবরদানং দম্‌সামি, সঙ্কম্পো ময়্‌হং পদ্বিরতো ॥

কদাহং সপিপনবনীতং, মধুতেলগু ফাণিতং ।

ভেসজ্জদানং দম্‌সামি, সঙ্কম্পো ময়্‌হং পদ্বিরতো' । তি ।

ভিক্‌খু তম্‌সা সন্দং সত্ত্বা সথু আরোচয়িসু—‘ভন্তে, অম্‌হেহি এত্তকে অদ্ধানে বিসাখায় গায়নং নাম ন দিট্‌ঠ-পদ্বং, সা অজ্জ পদ্বত্তনত্তপনত্তপরিবুতা গায়মানা পাসাদং অনুপরিয়ায়তি, কিং নু থম্‌সা পিত্তং বা কুপিপতং, উদাহু উম্মত্তিকা জাতা’তি । সথা—‘ন ভিক্‌খবে, ময়্‌হং ধীতা গায়তি, অত্তনো পনম্‌সা অম্মাসয়ো পরিপদ্বল্লো, সা ‘পাথিত-পথনা মে মথকং পত্তা’তি তুট্‌ঠমানসা উদানং উদানেত্তী বিচরতী’তি বত্তা—‘কদা পন ভন্তে, তায় পথনা পাথিতা’তি,

*

*

*

কবে আমি কাশিক বস্ত্র এবং ক্ষোম—কাপাসিক বস্ত্রের

চীবর দান করিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে । ৪ ।

করে আমি ঘৃত-নবনীত, মধু, তৈল, গুড় যুক্ত ভৈষজ্য

দান করিব—আমার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে ।’ ৫ ।

ভিক্ষুগণ তাঁহার গীতশব্দ শুনিয়া শান্তাকে জানাইলেন—

‘ভন্তে, আমরা এতকাল যাবত কোনদিন বিশাখার মূখে গান শুনিনাই ।

তিনি অদ্য পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রাসাদ প্রদীক্ষণ করিতেছেন । অদ্য তাঁহার কি পিত্ত কুপিপত হইয়াছে অথবা তিনি উম্মত্তা হইয়াছেন ।’

শান্তা বলিলেন—

“হে ভিক্ষুগণ, আমার কন্যা গানই করিতেছে । তাহার নিজের সমস্ত সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে । সে ‘আমার প্রার্থিত প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে’ বলিয়া তুর্টীচক্রে উদানবাক্য উদ্‌গিরণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে ।”

ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, তিনি কোন্‌ জন্মে কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ?’

‘সুদৃগিস্থ ভিক্ষুবে’তি, ‘সুদৃগিস্থাম ভিক্ষু’তি বদন্তে
অতীতং আহরি—

অতীতে ভিক্ষুবে ইতো কম্পসতসহস্রমথকে পদমুত্তরো
নাম বুদ্ধো লোকে নিব্বত্তি । তস্স বস্সসতসহস্সং আয়ু
অহোসি, খীণাসবানং সতসহস্সপরিবারো, নগরং হংসবতী
নাম, পিতা সুন্দো নাম রাজা, মাতা সুজাতা নাম দেবী,
তস্স অঙ্গউপট্ঠায়িকা একা উপাসিকা অট্ঠ বরে যাচিহ্না
মাতুট্ঠানে ঠহ্না সথারং চতুহি পচ্চয়েহি পটিজ্জগন্তী
সায়ং পাতং উপট্ঠানং গচ্ছতি । তস্সা একা সহায়িকা
তায় সন্ধিং বিহারং নিবন্ধং গচ্ছতি । সা তস্সা সথারা সন্ধিং
বিস্সাসেন কথনং বল্লভভাবং দিম্বা, ‘কিং নু থো কহ্না
এবং বুদ্ধানং বল্লভা হোতী’তি চিন্তেহ্না সথারং পদচ্ছ—

*

*

*

“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি তাহা শুনিতে ইচ্ছা কর ?”

‘হ্যাঁ ভিক্ষু, শুনিব’—ভিক্ষুরা এই কথা বলিলে বুদ্ধ অতীতের ঘটনা
বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

‘হে ভিক্ষুগণ, বহু অতীতে অদ্য হইতে এক লক্ষ কম্পকাল পূর্বে
পদমুত্তর নামক বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহার আয়ু ছিল
এক লক্ষ বৎসর । এক লক্ষ অহং ছিলেন তাঁহার পরিবার । হংসবতী
নগরে তাঁহার জন্ম । পিতার নাম রাজা সুন্দ এবং মাতা সুজাতা দেবী ।
তাঁহার প্রধান উপাসিকাদের মধ্যে একজন শাস্তার নিকট আটটি বর প্রার্থনা
করিয়া মাতৃস্থানে স্থাপিত হইয়া শাস্তাকে চতুপ্রত্যয়ের দ্বারা পরিচর্যা করিয়া
সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার সেবা করিতেন । তাঁহার এক সহায়িকা প্রত্যহ
তাঁহার সহিত বিহারে যাইতেন । তিনি শাস্তার সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ততার
সহিত কথা বলা এবং শাস্তার সঙ্গে তাঁহার বল্লভভাব দেখিয়া চিন্তা করিলেন
‘কি করিলে এইভাবে বুদ্ধগণের বল্লভা হওয়া যায় ?’ পরে শাস্তাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—

‘ভস্তু, এসা ইথী তুম্‌হাকং কিং হোতী’তি ? ‘উপট্ঠায়িকানং অঙ্গা’তি । ‘ভস্তু, কিং কহা উপট্ঠায়িকানং অঙ্গা হোতী’তি ? ‘কম্পসতসহস্সং পথনং পথেহা’তি । ‘ইদানি পথেহা লঙ্কং সন্ধা ভস্তু’তি ? ‘আহ, সন্ধা’তি । ‘তেন হি ভস্তু, ভিক্‌খুসতসহস্সেন সন্ধিং সত্তাহং ময়্‌হং ভিক্‌খং গণ্‌হথা’তি আহ । সথা অধিবাসেসি । সা সত্তাহং দানং দহা ওসানদিবসে চীবরসাটকে দহা সথারং বন্দিহা পাদমূলে নিপজ্জিহা—‘ভস্তু, নাহং ইমস্স দানস্স ফলেন দেবিস্সরিয়াদীনাং অঞ্ঞতরং পথেমি, তুম্‌হাদিসস্স পনেকস্স বুদ্ধস্স সন্তিকে অট্ঠ বরে লভিহা মাতুট্ঠানে ঠহা চতুহি পচ্চয়েহি পটিজ্জিগতুং সমথানং অঙ্গা ভবেয্যং’তি পথনং পট্ঠপেসি । সথা ‘সমিঝ্জিস্সতি নু থো ইমিস্সা পথনা’তি অনাগতং আবজ্জেন্তো কম্পসত-

*

*

*

‘ভস্তু, এই নারী আপনার কে হন ?’

‘আমার উপাসিকাদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়া ।’

‘ভস্তু কি করিলে প্রধানা উপাসিকা হওয়া যায় ?’

‘এক লক্ষ কম্প যাবত প্রার্থনা করিয়া ।’

‘ভস্তু, এখন প্রার্থনা করিলে লাভ করা সম্ভব কি ?’

‘হ্যাঁ সম্ভব ।’

‘ভস্তু, তাহা হইলে একলক্ষ ভিক্ষুর সহিত এক সপ্তাহ যাবত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ।’ শাস্তা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । তিনি সপ্তাহকাল দান দিয়া শেষের দিন চীবরবস্ত্র সকলকে দিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া পাদমূলে বসিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

‘ভস্তু, আমি এই দানের ফলে দৈব ঐশ্বর্যাদি বা অন্য কিছু প্রার্থনা করিতেছি না । ভবিষ্যতে আপনার মত একজন বুদ্ধের নিকট আটটি বর লাভ করিয়া মাতৃস্থানে স্থাপিত হইয়া চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা ভিক্ষুসংঘ সহ শাস্তার সেবাকারিণীদের মধ্যে আমি যেন অগ্রস্থানীয়া হইতে পারি ।’

একতো বর্শটকমালাদিভেদা নানস্পকারা মালাবিকর্তিয়ো ।
 ‘মচ্চেনা’তি মরিতস্বসভাবতায় ‘মচ্চো’তি লঙ্ঘনামেন সন্তেন
 চীবরদানাদিভেদং ‘বহুং কুসলং কন্তুস্বং’ । তথ পদ্পফ-
 রাসিঙ্গহণং বহুপদ্পফদস্পনথং । সচে হি অস্পানি
 পদ্পফানি হোন্তি, মালাকারো চ ছেকো নেব বহু মালাগদুণে
 কাতুং সঙ্কোতি, অছেকো পন অস্পেসদ বহুসদ্পি পদ্প-
 ফেসদ ন সঙ্কোতি য়েব । বহুসদ পন পদ্পফেসদ সতি
 ছেকো মালাকারো দক্থো কুসলো বহু মালাগদুণে করোতি,
 এবমেব সচে একচ্চস্প সন্ধা মন্দা হোতি, ভোগা চ বহু
 সংবিজ্জন্তি, নেব সঙ্কোতি বহুনি কুসলানি কাতুং, মন্দায়
 চ পন সন্ধায় মন্দেশদ চ ভোগেসদ ন সঙ্কোতি য়েব । উলারায়
 চ পন সন্ধায় মন্দেশদ চ ভোগেসদ ন সঙ্কোতি য়েব ।
 উলারায় চ পন সন্ধায় উলারেসদ চ ভোগেসদ সতি সঙ্কোতি ।

*

*

*

নানা প্রকার মালা । ‘মরণশীল ব্যক্তির দ্বারা’ মরিতব্য স্বভাবের জন্য মর্ত্য
 (মরণশীল) বলা হইয়াছে । মরণশীল ব্যক্তিদের দ্বারা চীবরদানাদি বহু
 কুশল কর্ম সম্পাদিত হইতে পারে । তথায় পদ্পরাশি গ্রহণের দ্বারা বহু
 পদ্পদর্শনার্থ বলা হইয়াছে । যদি অস্প পদ্প হয়, মালাকার দক্ষ হইলেও
 বেশী মালা করিতে পারে না । আর মালাকার দক্ষ না হইলে পদ্প অস্প
 হউক বা বেশী হউক, মালা প্রস্তুত করিতে পারে না । বহু পদ্প
 থাকিলে দক্ষ কুশলী মালাকার বহু মালা তৈয়ার করিতে পারে । তদুপ
 যদি কাহারও শ্রদ্ধা মন্দ হয়, বেশী ভোগসম্পদ থাকিলেও সে বেশী পদ্প্যকর্ম
 সম্পাদন করিতে পারে না । আর শ্রদ্ধাও মন্দ, ভোগসম্পদও মন্দ হইলে
 তো প্রস্তুত উঠে না । শ্রদ্ধা যদি উদার হয় ‘মহা’ হয় । কিন্তু ভোগসম্পদ
 না থাকিলে সে পদ্প্য সম্পাদন করিতে পারে না । অন্যদিকে শ্রদ্ধাও উদার
 (অচলা), ভোগসম্পদও উদার (= প্রচুর) থাকিলে বহু পদ্প্য সম্পাদন

তথারূপা চ বিশাখা উপাসিকা । তং সন্ধায়েতং বদন্তং
‘যথাপি—পে...কন্তুং কুসলং বহুং’তি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপনাদয়ো অহেস্ৱং, মহাজনস্স
সাথিকা ধম্মদেশনা জাতা’তি ।

বিশাখাবত্থ অট্ঠমং ।

*

*

*

করিতে পারে । যেমন বিশাখা উপাসিকার ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে । এই
উদ্দেশ্যেই ভগবানের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ‘যেমন...বহু কুশল সম্পাদিত হইতে
পারে ।’

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপন প্রভৃতি হইয়াছিলেন । বহুজনের
নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। বিশাখার উপাখ্যান সমাপ্ত ।



আনন্দথেরগন্ধ্ৰহাবথু । ১

‘ন পদ্প্ফগন্ধো পটিবাতমেতী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা
সাবথিয়ং বিহরন্তো আনন্দথেরস্স পঞ্হং বিস্সজ্জেন্তো
কথোঁস ।

থেরো কির সায়হ্হসময়ে পটিসল্লীনো চিন্তেসি—‘ভগবতা
মূলগন্ধো, সারগন্ধো, পদ্প্ফগন্ধোতি তয়ো উত্তম-
গন্ধা বদন্তা, তেসং অনবাতমেব গন্ধো গচ্ছতি, নো
পটিবাতং । অথি নু থো তং গন্ধজাতং যস্স পটিবাতম্পি
গন্ধো গচ্ছতী’তি । অথস্স এতদহোঁসি—‘কিং ময্হং
অন্তনা বিনিচ্ছিতেন, সথারংয়েব পদ্বিচ্ছিসামী’তি । সো
সথারং উপসস্কমিত্বা পদ্বিচ্ছি । তেন বদন্তং—

“অথ থো আয়স্সা আনন্দো সায়হ্হসময়ে পটিসল্লানা
বদট্ঠিতো যেন ভগবা তেন্দুপসস্কমি, উপসস্কমিত্বা

*

*

*

আনন্দ স্থবিরের প্রশ্নের উগাখ্যান । ১ ।

‘পদ্প্ফগন্ধ বায়ুর প্রতিকূলে যায় না ।’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা
শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে আনন্দস্থবিরের প্রশ্নোত্তর দান প্রসঙ্গে ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

স্থবির (আনন্দ) একদিন সন্ধ্যায় ধ্যান হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন—
‘ভগবান মূলগন্ধ, সারগন্ধ এবং পদ্প্ফগন্ধ এই তিন্ উত্তম গন্ধের কথা
বলিয়াছেন যে সকল গন্ধ বায়ুর অনকূলেই প্রবাহিত হয়, প্রতিকূলে নহে ।
এমন কি কোন গন্ধদ্রব্য আছে যাহার গন্ধ বায়ুর প্রতিকূলেও যায় ?’
তারপর তিনি ভাবিলেন—‘আমি নিজেই কেন, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিব !
শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব !’ তিনি শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিলেন । তাই বলা হইয়াছে—

“অনন্তর আয়দ্বান আনন্দ সায়ংকালে ধ্যান হইতে উঠিয়া ভগবানের

ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং
নিসিন্নো থো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ—

“তীর্ণমানি, ভন্তে গন্ধজাতানি, যেসং অনুবাতমেব
গন্ধো গচ্ছতি, নো পটিবাতং । কতমানি তীর্ণা ? মূল-
গন্ধো, সারগন্ধো, পদ্পফগন্ধো, ইমানি থো, ভন্তে,
তীর্ণা গন্ধজাতানি । যেসং অনুবাতমেব গন্ধো গচ্ছতি,
নো পটিবাতং । অথি নু থো, ভন্তে, কিণ্ড গন্ধজাতং
যস্স অনুবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতি, পটিবাতম্পি গন্ধো
গচ্ছতি, অনুবাতপটিবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতী”তি ?

অথস্স ভগবতা পঞ্হং বিস্সজ্জেন্তো—

‘অথানন্দ, কিণ্ড গন্ধজাতং, যস্স অনুবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতি,
পটিবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতি, অনুবাতপটিবাতম্পি গন্ধো
গচ্ছতী”তি ; ‘কতমং পন তং, ভন্তে, গন্ধজাতং’ ? ‘যস্স
অনুবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতি, পটিবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতি,
অনুবাতপটিবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতী”তি ?

*

*

*

নিকট উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া
একপার্শ্বে বসিলেন । একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়স্মান আনন্দ ভগবানকে
এই কথা বলিলেন—

‘ভন্তে গন্ধদ্রব্য তিন প্রকার যাহাদের গন্ধ বায়ুর অনুকূলেই যায় ।
প্রতিকূলে যায় না । সেই তিনপ্রকার গন্ধদ্রব্য কি কি ?—মূলগন্ধ, সারগন্ধ
এবং পদ্পগন্ধ । ভন্তে এই তিন প্রকার গন্ধদ্রব্য । বায়ুর অনুকূলেই
ইহাদের গন্ধ যায়, প্রতিকূলে নহে । ভন্তে, এমন কোন গন্ধদ্রব্য আছে
যাহার গন্ধ বায়ুর অনুকূলে যায়, বায়ুর প্রতিকূলে যায়, বায়ুর অনুকূলে-
প্রতিকূলে উভয় দিকে যায় ?’

ভগবান আনন্দের প্রশ্নের উত্তরদান করিতে যাইয়া বলিলেন—

‘হ’য়া আনন্দ, এমন গন্ধজাতও আছে যাহার গন্ধ বায়ুর অনুকূলেও যায়,
প্রতিকূলেও যায় এবং অনুকূলে-প্রতিকূলে উভয় দিকেই যায় ।’

‘ভন্তে সেই গন্ধজাত কি...উভয় দিকেই যায় ?’

‘ইধানন্দ, যস্মিং গামে বা নিগমে বা ইথী বা পদুরিসো বা বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো হোতি, সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি, পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি, অদিন্নাদানা পটিবিরতো হোতি, কামেসদুমিচ্ছাচার্য্য পটিবিরতো হোতি, মদুসাবাদা পটিবিরতো হোতি, সদুরা-
মেরয়মজ্জপমাদট্ঠানা পটিবিরতো হোতি, সীলবা হোতি কল্যাণধম্মা বিগতমলমচ্ছেরেন চেতসা অগারং অজ্জাবসতি মদুত্তাগো পয়তপাণি বোঙ্গঙ্গরতো যাচযোগো দান-
সংবিভাগরতো ।

‘তস্স দিসাসু সমণরাক্কণা বগ্গং ভাসন্তি, ‘অমদুকস্মিং নাম গামে বা নিগমে বা ইথী বা পদুরিসো বা বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো হোতি, সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি...পে...দানসংবিভাগরতো’তি ।

‘দেবতাপিস্স বগ্গং ভাসন্তি, ‘অমদুকস্মিং নাম গামে বা

*

*

*

হে আনন্দ, যে গ্রামে বা নিগমে পদুরুষ বা নারী বুদ্ধের শরণাগত হয়, ধর্মের শরণাগত হয়, সঙ্ঘের শরণাগত হয়, যে প্রাণীহত্যা হইতে বিরত থাকে, যে অদত্তদ্রব্য গ্রহণ (চুরি) হইতে বিরত থাকে, যে কামবিষয়ে ব্যাভিচার হইতে বিরত থাকে, যে মদুসাবাদ হইতে বিরত থাকে, যে সদুরা, মৈরয়, মদ্য প্রভৃতি প্রমাদকর বস্তুসেবন হইতে বিরত থাকে, যে শীলবান হয়, কল্যাণধর্মী হয়, যে মান-মাৎসর্য-বিহীন চিত্তের দ্বারা সংসারে বাস করে, যে হয় উদার এবং ত্যাগী, যে (দানে) বিশুদ্ধহস্ত, দান করিতে আনন্দ পায়, যে হবে যাচ্ঞার যোগ্য (অর্থাৎ যাহার নিকট যাচ্ঞা করিলে কিছু পাওয়া যায়) এবং যে দানসংবিভাজনে রত থাকে। চতুর্দিকে শ্রমণরাক্কণগণ তাহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া বেড়ায়—‘ঐ গ্রামে বা নিগমে নারী বা পদুরুষ বুদ্ধের শরণাগত হয়, ধর্মের শরণাগত হয়, সঙ্ঘের শরণাগত হয় দান-
সংবিভাজনে রত ।’

দেবতারাও তাহার এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন—

নিগমে বা ইথী বা পদুরিসো বা বুদ্ধং সরণং গতো হোতি,
 ধম্মং সরণং গতো হোতি, সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি...
 পে...দানসংবিভাগরতো'তি । 'ইদং থো তং, আনন্দ,
 গন্ধজাতং, যস্স অন্দুবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতি, পটিবাতম্পি
 গন্ধো গচ্ছতি, অন্দুবাতপটিবাতম্পি গন্ধো গচ্ছতী'তি
 বহা ইমা গাথা অভাসি—

“ন পদ্প্ফগন্ধো পটিবাতমেতি,
 ন চন্দনং তগরমল্লিকা বা ।

সতপ্প গন্ধো পটিবাতমেতি

সম্বা দিসা সম্পদুরিসো পবাতি । ৫৪ ।

“চন্দনং তগরং বাপি, উপ্পলং অথ বসিসকী ।

এতেসং গন্ধজাতানং, সীলগন্ধো অনন্তরো”তি । ৫৫ ।

তথ ‘ন পদ্প্ফগন্ধো’তি তাবতিংসভবনে পরিচ্ছত্তকরুদ্ধক্খো
 আয়ামতো চ বিখারতো চ যোজনসতিকো, তস্স পদ্পফানং

*

*

*

‘ঐ গ্রামে বা নিগমে নারী বা পদুরুষ বুদ্ধের শরণাগত ধর্মের শরণাগত
 এবং সঙ্ঘের শরণাগত দানসংবিভাজনে রত ।’ হে আনন্দ এই সেই
 গন্ধজাত যাহা বায়ুর অন্দুকূলেও যায়, প্রতিকূলেও যায় এবং অন্দুকূল-
 প্রতিকূল উভয়দিকে যায় । এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ
 করিলেন—

“চন্দন, টগর, মল্লিকা বা অন্য কোন পদ্পের গন্ধ বায়ুর বিপরীত
 দিকে যায় না । কিন্তু সাধুগণের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায়, সৎ
 পদুরুষের যশসৌভ সকল দিকেই প্রবাহিত হয় ।” —ধম্মপদ, শ্লোক, ৫৪ ।

“চন্দন, টগর, উপ্পল কিংবা বার্ষিকী এই সকলের গন্ধ অপেক্ষা
 শীলগন্ধ উত্তম ।” —ধম্মপদ, শ্লোক, ৫৫ ।

তথায় ‘পদ্পগন্ধ যায় না’ গ্রন্থিংশ দেবলোকে পারিচ্ছত্তক বুদ্ধ আছে
 যাহা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ একশত যোজন, ইহার পদ্পসমূহের আভা পঞ্চাশ-

অম্ভা পঞ্‌ঞাস যোজনানি গচ্ছতি, গন্ধো যোজনসতং,
 সোপি অনূবাতমেব গচ্ছতি, পটিবাতং পন অট্টংগুল-
 মত্তম্পি গন্তুং ন সঙ্কোতি, এবরূপোপি ন পদপুষ্ক-
 গন্ধো পটিবাতমেতি । ‘চন্দনন্তি’ চন্দনগন্ধো । ‘তগর-
 মল্লিকা বা’ তি ইমেসম্পি গন্ধো এব অধিপ্পেতো ।
 সারগন্ধানং অঙ্গসস হি লোহিতচন্দনস্সাপি তগরস্সাপি
 মল্লিকায়পি অনূবাতমেব বায়তি, নো পটিবাতং । ‘সতং
 গন্ধোতি’ সম্পদুরিসানং পন বুদ্ধপচ্ছেকবুদ্ধসাবকানং
 সীলগন্ধো পটিবাতমেতি । কিং কারণা ? ‘সব্বা দিসা
 সম্পদুরিসো পবতি’ যস্মা পন সম্পদুরিসো সীলগন্ধেন
 সব্বাপি অম্বেষাথরিদ্বাব গচ্ছতি, তস্মা ‘তস্স গন্ধো ন
 পটিবাতমেতী’ তি ন বত্তম্বেষা । তেন বত্তং ‘পটিবাতমেতী’
 তি । ‘বস্সিকী’তি জাতিসদ্মনা । ‘এতেনন্তি’ ইমেসং চন্দনা-

*

*

*

যোজন শোভিত করে, গন্ধ একশত যোজন, তাহাও বায়ুর অনুকূলেই যায়,
 প্রতিকূলে অষ্টাঙ্গুলমাত্রও যাইতে সক্ষম নহে । এইরকম পারিচ্ছত্তক
 বৃক্ষের পদ্পও বায়ুর প্রতিকূলে যায় না । ‘চন্দন’ চন্দনগন্ধ, ‘টগর বা
 মল্লিকা’ ইহাদের গন্ধই অভিপ্রেত । সারগন্ধসমূহের মধ্যে অগ্রস্থানীয়,
 রক্তচন্দন, টগর, বা মল্লিকা সকলেরই গন্ধ বায়ুর অনুকূলেই প্রবাহিত হয়,
 প্রতিকূলে নহে । ‘সংপদুরুষের গন্ধ অর্থাৎ যশসৌরভ’ সংপদুরুষদের বুদ্ধ-
 প্রত্যেকবুদ্ধ শ্রাবকদের শীলগন্ধ, বায়ুর প্রতিকূলেও যায় । কেন ?
 ‘সংপদুরুষদের যশসৌরভ সকল দিকেই যায়’—যেহেতু সংপদুরুষ শীলগন্ধের
 দ্বারা সকল দিকেই জয় করিয়া যায়, তদ্বৎ তাহার গন্ধ ‘বায়ুর প্রতিকূলে
 যায় না’ এই কথা বলা উচিত নহে । তাই বলা হইয়াছে ‘বায়ুর
 প্রতিকূলে যায়’ । ‘বার্ষিকী’ অর্থাৎ সদ্মনপদ্প । ‘ইহাদেরও’ অর্থাৎ এই

দীনং গন্ধজাতানং গন্ধতো সীলবলতানং সম্পদ্রিসানং
সীলগন্ধেব অনন্তরো অসদিসো অপটিভাগোতি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপ্তিফলাদীনি পত্তা । দেশনা
মহাজনস্স সাথিকা জাতাতি ।

আনন্দথেরপঞ্হাবথু নবমং ।

*

*

*

চন্দনাদির গন্ধ অপেক্ষা শীলবান সৎপদ্রবদের শীলগন্ধই অনন্তর অতুলনীয়
এবং অসদৃশ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপ্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন । বহুজনের
নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ আনন্দস্থবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



মহাক্সসপথেরগিণ্ডগাটদিবসখু । ১০

‘অপ্পমত্তো অয়ং গন্ধোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো মহাক্সসপথেরস্স পিণ্ডপাতদানং আরব্ধ
কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি দিবসে থেরো সত্তাহচ্চয়েন নিরোধা ব্দুট্ঠায়
‘রাজগহে সপদানং পিণ্ডায় চরিস্সামী’তি নিক্খমি ।
তস্মিৎ পন সময়ে সক্সস দেবরঞ্ঞো পরিচারিকা ককুট-
পাদিনিয়ো পণ্ডসতা অচ্ছরায়ো ‘থেরস্স পিণ্ডপাতং
দস্সামা’তি উস্সাহজাতা পণ্ড পিণ্ডপাতসতানি সজ্জহ্বা
আদায় অন্তরামণ্ণে ঠহ্বা, ‘ভন্তে, ইমং পিণ্ডপাতং গণ্হথ,
সজ্জহং নো করোথা’তি বদিংসু । ‘গচ্ছথ তদ্দম্হে,
অহং দুগ্গতানং সজ্জহং করিস্সামী’তি । ‘ভন্তে মা নো
নাসেথ, সজ্জহং নো করোথা’তি । থেরো ঞ্জহ্বা পদ্বন

*

*

*

মহাকাশ্যপ স্থবিরের গিণ্ডগাট দানের উপাখ্যান । ১০ ।

‘অপ্পমাত্র এই গন্ধ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা বেণুবনে অবস্থানকালে
মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত দানকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।
একদিন স্থবির সপ্তাহান্তে নিরোধসমাপ্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া ‘রাজগহে
প্রতি ঘরে ঘরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিব’ বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।
সেই সময় দেবরাজ শত্রের পরিচারিকা কপোত-চরণা (অর্থাৎ কপোতের
চরণের ন্যায় রক্তিম চরণবিশিষ্টা) পণ্ডিত অসুরা ‘স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিব’
মনে করিয়া উৎসাহিত হইয়া পণ্ডিত পিণ্ডপাত সজ্জিত করিয়া লইয়া
পথিপাশেব দাঁড়াইয়া বলিল—‘ভন্তে, এই পিণ্ডপাত গ্রহণ করদ্বন, আমাদের
অনুগৃহীত করদ্বন ।’

‘তোমরা যাও । আমি দুর্গতদেরই অনুকম্পা করি ।’

‘ভন্তে আমাদের নাশ করিবেন না, আমাদের প্রতি অনুকম্পা করদ্বন ।’

পটিক্খিপিহা পুনিপি অপগন্তুং অনিচ্ছমানা যাচন্তিয়ে
 ‘অন্তনো পমাণং ন জানাথ, অপগচ্ছথা’তি অচ্ছরং পহরি ।
 তা থেরস্স অচ্ছরসন্দং সদ্ধা সন্হম্ভিহা সম্মুখা ঠাতুং
 অসক্কোন্তিয়ে পলায়িহা দেবলোকমেব গন্ত্বা, সকেন
 ‘কহং গতাত্থা’তি পদুট্ঠা, “সমাপত্তিতো বদুট্ঠিতস্স
 থেরস্স পিণ্ডপাতং দস্সামা’তি গতাম্হা, দেবা’তি ।
 ‘দিন্নো পন বো’তি ? ‘গণ্হিতুং ন ইচ্ছতী’তি । ‘কিং
 কথেসী’তি ? ‘দুগ্গতানং সগ্গহং করিস্সামী’তি আহ,
 দেবা’তি । ‘তুম্হে কেনাকারেণ গত’তি । ‘ইমিনাব,
 দেবা’তি । সকে ‘তুম্হাদিসিয়ে থেরস্স পিণ্ডপাতং কিং
 দস্সন্তী’তি সয়ং দাতুকামো হুহা, জরাজিহ্নো মহল্লকো

*

*

*

শ্ববির তাহাদের চিনিতে পারিয়া আবার প্রত্যাখ্যান করিলেন । কিন্তু
 তাহারা ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিল ।
 শ্ববির ‘নিজ্জেদের ওজ্জন বোঝ না, পালাও’ বলিয়া তুড়ি মারিলেন । তাহারা
 শ্ববিরের তুড়িশব্দ শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া সেখানে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া
 পলাইয়া দেবলোকে চলিয়া গেল । দেবরাজ শত্রু তাহাদের জিজ্ঞাসা
 করিলেন—

‘তোমরা কোথায় গিয়াছিলে ?’

‘প্রভু, সমাপত্তিধ্যান হইতে উখিত শ্ববিরকে পিণ্ডপাত দিতে গিয়াছিলাম ।’

‘তোমরা দিতে পারিয়াছ কি ?’

‘উনি নিতে চাহিলেন না ।’

‘কি বলিয়াছেন ?’

‘প্রভু, তিনি বলিয়াছেন যে তিনি দুর্গতদের নিকট হইতেই পিণ্ডপাত
 গ্রহণ করেন ।’

‘তোমরা কিভাবে গিয়াছিলে ?’

‘প্রভু, এইভাবেই গিয়াছিলাম ।’

শত্রু ‘তোমরা আর কি করিয়া শ্ববিরকে পিণ্ডপাত দিবে’ । এই ভাবিয়া
 স্বয়ং শ্ববিরকে পিণ্ডপাত দিতে ইচ্ছা করিয়া জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ, পংকদন্ত,

খণ্ডদন্তো পলিতকেসো ওভঙ্গসরীরো মহল্লকতন্তবায়ো
হৃদ্বা সূজম্পি দেবধীতরং তথারূপমেব মহল্লিকং কদ্বা
একং পেসকারবীথিং মাপেদ্বা তন্তং পসারেন্তো অছি ।

থেরোপি ‘দুগ্গতানং সঙ্গহং করিস্সামী’তি নগরাভিমুখো
গচ্ছন্তো বহিনগরে এব তং বীথিং দিম্বা ওলোকেন্তো দ্বে
জনে অন্দস । তস্মিং খণে সঙ্কো তন্তং পসারোতি, সূজা
তসরং বট্টোতি । থেরো চিন্তেসি—‘ইমে মহল্লককালোপি
কম্মং করোন্তিয়েব, ইমস্মিং নগরে ইমেহি দুগ্গততরা নথি
মণ্ড্ৰে, ইমেহি দিন্নং উল্লঙ্কমত্তম্পি সাকমত্তম্পি গহেদ্বা
ইমেসং সঙ্গহং করিস্সামী’তি । সো তেসং গেহাভিমুখো
অহোসি । সঙ্কো তং আগচ্ছন্তং দিম্বা সূজং আহ—
‘ভন্দে, ময়্হং অয়্যো ইতো আগচ্ছতি, ত্বং অপসস্কতী বিয়
তুগ্হী হৃদ্বা নিসীদ, খণেন থেরং বণ্ড্চেদ্বা পিণ্ডপাতং

*

*

*

পলিতকেশ, ন্যাস্জশরীর, বৃদ্ধ তন্তুবায়ের বেশ ধারণ করিয়া দেবকন্যা
সূজাকে তদ্রূপ বৃদ্ধার বেশে লইয়া দৈবপ্রভাবে একটি তন্তুবায়বীথি
নির্মাণ করিয়া পথিপার্শ্বে তাঁত বুনিতেছেন এইরূপ ভাব করিয়া অবস্থান
করিলেন ।

স্থবিরও ‘আমি দুর্গতদেরই অনর্গহীত করিব’ মনে করিয়া নগরাভিমুখে
যাইতে যাইতে নগরের বাহিরে এই বীথি দেখিয়া অবলোকন করিয়া দুই
ব্যক্তিকে দেখিলেন । সেই সময় শত্রু তাঁত প্রসারিত করিতেছিলেন এবং
সূজা মাকু গুটাইতেছিলেন ! স্থবির চিন্তা করিলেন—

‘ইহারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হইয়াও কাজ করিতেছেন । এই নগরে ইহাদের
অপেক্ষা দুর্গত আর কেহ থাকিতে পারে ! ইহারা যদি একহাতা মাত্র
শাকাহার আমাকে দেয় আমি তাহাদের অনর্গহীত করিব ।’ ইহা চিন্তা
করিয়া তিনি ঐ গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন । শত্রু তাহাকে আসিতে
দেখিয়া সূজাকে বলিলেন—‘ভদ্রে, আমাদের আর্ঘ্য (স্থবির) এদিকে
আসিতেছেন । তুমি যেন তাহাকে দেখিতেই পাও নাই এইভাবে চূপচাপ
বসিয়া থাক । এইভাবে কিছুক্ষণ স্থবিরকে বণ্টনা করিয়া পরে পিণ্ডপাত

দঙ্গামা'তি । থেরো আগম্ভা গেহদ্বারে অট্ঠাসি । তেপি
 অপঙ্গন্তা বিয় অন্তনো কঙ্গমেব করোন্তা থোকং
 আগমিংসু । অথ সঙ্কো 'গেহদ্বারে একো থেরো বিয় ঠিতো,
 উপধারেহি তাবা'তি আহ । 'গম্ভা উপধারেথ, সামী'তি ।
 সো গেহা নিক্খমিঙ্গা থেরং পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিঙ্গা
 উভোহি হথোহি জঙ্গুকানি ওলম্বিঙ্গা নিখদুন্তো
 উট্ঠায় 'কতরো থেরো নু থো অয়্যো'তি থোকং ওসক্কিঙ্গা
 'অক্খীনি মে ধুমাঙ্গন্তী'তি বঙ্গা নলাটে হথং ঠপেঙ্গা
 উক্কং ওলোকেঙ্গা 'অহো দুক্খং, অয়্যো নো মহাকঙ্গ-
 পথেয়ো চিরঙ্গং মে কুটিঙ্গারং আগতো, অথি নু থো কিণ্ড
 গেহে'তি আহ । সঙ্গা থোকং আকুলং বিয় হুঙ্গা 'অথি,

*

*

*

দিব ।' স্থবির আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন । তাঁহারা তাঁহাকে না দেখার
 ভাণ করিয়া নিজেদের কাজ করিতে করিতে অজান্তেই যেন স্থবিরের দিকে
 কিছুটা অগ্রসর হইলেন ।

তখন শব্দ বলিলেন—

'গৃহদ্বারে একজন স্থবির দাঁড়াইয়া আছেন মনে হয়, দেখ ত !'

'প্রভু, আপনিই বাইয়া দেখুন ।'

তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থবিরকে পণ্ডাঙ্গ (মস্তক, দুই জানু
 এবং দুই কনুই) প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দনা করিয়া দুই হস্তের দ্বারা স্থবিরের
 জানুদ্বয় স্পর্শ করিয়া গোঙাইত গোঙাইতে বলিলেন—

'আৰ্ঘ, আপনি কোন্ স্থবির ?'—তারপর একটু পিছ হটিয়া 'আমার
 চক্ষুদ্বয় ধুমায়িত হইয়াছে' বলিয়া কপালে হাত দিয়া উর্ধ্ব অবলোকন
 করিয়া বলিলেন—

'হায় ! হায় ! আৰ্ঘ মহাকাশ্যপ স্থবির এতদিন পরে আমার গৃহদ্বারে
 সমুপস্থিত । (সঙ্গাকে ডাকিয়া) ঘরে কিছু আছে তো ?' সঙ্গা যেন
 একটু ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'প্রভু আছে' বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন ।

সামী'তি পটিবচনং অদাসি । সঙ্কো 'ভন্তে, লুখং বা
পণীতং বাতি অচিন্তেহা সঙ্গহং নো করোথা'তি পত্তং
গণ্হি । থেরো 'এতোহি দিনং সাকং বা হোতু কু'ডকমুট্ঠি
বা, সঙ্গহং নেসং করিস্সামী'তি পত্তং অদাসি । সো
অন্তোঘরং পবিসিহা ঘটিওদনং নাম ঘটিয়া উদ্ধারিহা পত্তং
পুৱেহা থেরস্স হথে ঠপেসি । সো অহোসি পি'ডপাতো
অনেকসুপব্যঞ্জনো, সকলং রাজগহনগরং গন্থেন
অঙ্কোথারি ।

তদা থেরো চিন্তেসি—'অয়ং পুৱিসো অম্পেসক্খো, পি'ড-
পাতো মহেসক্খো, সক্কস্স ভোজনসদিসো, কো নু থো
এসো'তি । অথ নং 'সঙ্কো'তি ঞ্জা আহ—'ভারিয়ং তে
কস্মং কতং দুগ্গতানং সম্পত্তিং বিলুপন্তেন, অজ্জ
ময়্হং দানং দহা কোচিদেব দুগ্গতো সেনাপতিট্ঠানং বা
সেট্ঠিট্ঠানং বা লভেয়্যা'তি । 'ময়া দুগ্গততরো নথি,

*

*

●

শত্রু স্থবিরের পাত্র ধরিয়া বলিলেন—

'ভন্তে, রুদ্ধ হউক বা উৎকৃষ্ট হউক যাহা আছে তাহা গ্রহণ করিয়া
আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন ।' স্থবির 'ইহারা যাহাই দিক্ না শাকই
দিক বা এক মুষ্টি খুদই দিক আমি তাহা গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে অনু-
গৃহীত করিব' চিন্তা করিয়া ভিক্ষাপাত্রটি শত্রুর হাতে দিলেন । শত্রু গৃহা-
ভ্যন্তরে যাইয়া ঘটিভাত ঘটির দ্বারা উত্তোলন করিয়া পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া
স্থবিরের হাতে দিলেন । হঠাৎ সেই পি'ডপাত (সুগন্ধযুক্ত) অনেক সুপ-
ব্যঞ্জনযুক্ত হইল । সমগ্র রাজগৃহ নগর ইহার সুগন্ধে ভরপূর হইয়া গেল ।
তখন স্থবির চিন্তা করিলেন—

'এই ব্যক্তি অম্পেশাখ্যা, কিন্তু তাঁহার পি'ডপাত মহেশাখ্যা । দেবরাজ
শত্রুর ভোজনসদৃশ । কে এই ব্যক্তি ?' তারপর শত্রুকে চিনিতে পারিয়া
বলিলেন—

'আপনি দুর্গতদের দানসম্পত্তি নষ্ট করিয়া অন্যায় করিয়াছেন । অদ্য
আমাকে দান দিয়া কোন দুর্গতব্যক্তি সেনাপতিস্থান বা শ্রেষ্ঠস্থান লাভ
করিতে পারিত ।'

ভন্তে’তি । ‘কিং কারণা ত্বং দৃগতো দেবলোকে রত্নজসিরিং
অনুভবন্তে’তি ? ‘ভন্তে, এবং নামেতং, ময়া পন অনুপ্পন্নে
বুদ্ধে কল্যাণকম্মং কতং, বুদ্ধপাদে বত্তমানে কল্যাণকম্মং
কত্ত্বা চুল্লরথদেবপুত্তো মহারথদেবপুত্তো অনেকবল্লদেব-
পুত্তোতি ইমে তয়ো সমানদেবপুত্তো মম আসন্নট্ঠানে
নিষ্বত্তা, ময়া তেজবন্ততরা । অহং হি তেসু দেবপুত্তেসু
‘নক্খত্তং কীলিস্সামা’তি পরিচারিকায়ো গহেত্বা অন্তর-
বীথিং ওতিম্মেসু পলায়িত্বা গেহং পবিসামি, তেসং হি
সরীরতো তেজো মম সরীরং ওথরতি, মম সরীরতো তেজো
তেসং সরীরং ন ওথরতি, কো ময়া দৃগততরো, ভন্তে’
তি । ‘এবং সন্তেপি ইতো পট্ঠায় ময়্‌হং মা এবং বণ্ণেত্বা
দানমদাসী’তি । ‘বণ্ণেত্বা তুম্‌হাকং দানে দিমে ময়্‌হং

*

*

*

‘ভন্তে, আমা অপেক্ষা দৃগত ব্যস্তি আর কেহ নাই ।’

‘আপনি দেবলোকে রাজ্যস্রী ভোগ করিয়াও নিজেকে দৃগত বলিতেছেন
কেন ?’

‘ভন্তে, তাহা হইলে শ্রবণ করুন । এই পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার
পূর্বে আমি অনেক পুণ্যকাজ করিয়াছি । যখন এই পৃথিবীতে বুদ্ধ উৎপন্ন
হইলেন, তখন আমি বর্তমান থাকিতেই তিনজন সমক্ষমতাসম্পন্ন দেবপুত্রের
আবির্ভাব হইয়াছে । তাঁহারা হইলেন ক্ষুদ্ররথদেবপুত্র, মহারথদেবপুত্র এবং
অনেকবর্ণদেবপুত্র । তাঁহারা আমা অপেক্ষাও বেশী তেজস্বী । ঐ তিনজন
দেবপুত্র যদি আসিয়া ‘আমরা উৎসব করিব’ বলিয়া পরিচারিকা (অসুরাদের)
সকলকে লইয়া অন্তরবীথিতে অবতীর্ণ হয়, আমাকে পলায়ন করিয়া গৃহে
প্রবেশ করিতে হয় । তাহাদের শরীর হইতে নির্গত তেজ আমার শরীরকে
অভিভূত করে, কিন্তু আমার শরীর হইতে নির্গত তেজ তাহাদের
শরীরকে অভিভূত করে না । অতএব ভন্তে, আমা অপেক্ষা দৃগত ব্যস্তি
আর কে আছে ?’

‘তাহা হইলেও এইভাবে আমাকে বশ্না করিয়া আর দান দিবেন না ।

অনেকব্যঞ্জনো অনেকরসব্যঞ্জনো । অথ থো আয়স্মতো
মহাকস্সপস্স এতদহোসি—‘কো নু থো অয়ং সন্তো,
যস্সায়ং এবরুপো ইদ্ধানুভাবো’তি । অথ থো আয়স্মতো
মহাকস্সপস্স এতদহোসি —‘সক্কো থো অয়ং দেবানিমিন্দো’
তি বিদিষা সস্কং দেবানিমিন্দং এতদবোচ—‘কতং থো তে
ইদং, কোসিয়, মা পদুনিপি এবরুপমকাসী’তি । ‘অম্হা-
কম্পি, ভন্তে কস্সপ, পুণ্ণেণ অথো, অম্হাকম্পি
পুণ্ণেণ করণীয়’ন্তি ।

‘অথ থো সক্কো দেবানিমিন্দো আয়স্মন্তং মহাকস্সপং
অভিবাদেহা পদক্খিণং কহা বেহাসং অৰুপগন্ধা আকাসে
অন্তলিক্খে তিক্খন্তুং উদানং উদানেসি—‘অহো দানং
পরমদানং কস্সপে সুপ্পতিট্ঠিতং, অহো দানং পরমদানং
কস্সপে সুপ্পতিট্ঠিত’ন্তি ।

অথ থো ভগবা বিহারে ঠিতো এব তস্স তং সন্দং সুহা

*

*

*

অনেকসুপবুত্ত, অনেক ব্যঞ্জনযুক্ত এবং অনেক রসালব্যঞ্জনযুক্ত হইয়া গেল ।
তখন আয়ুস্মান মহাকাশ্যপ চিন্তা করিলেন—‘কে এই সত্ত্ব যাহার এইরূপ
ঋদ্ধিপ্রভাব?’ শেষে তিনি দেবরাজ শক্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—

‘হে কৌসিয়, আপনি এইরূপ করিলেন কেন? পদুনরায় এইরূপ
করিবেন না ।’

‘ভন্তে, আমাদেরও পুণ্যের প্রয়োজন । আমাদেরও পুণ্য করণীয় ।’

অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র আয়ুস্মান মহাকাশ্যপকে অভিবাদন করিয়া প্রদাক্ষণ
করিয়া আকাশে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে তিনবার এই উদান উদগীত
করিলেন—

‘অহো দান মহাদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত ।

অহো দান মহাদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত ।

অহো দান মহাদান কাশ্যপে সুপ্রতিষ্ঠিত ।’

তখন ভগবান বিহারে থাকিয়াই দেবেন্দ্রের সেই শব্দ শুনিয়া ভিক্ষুদের
আহ্বান করিলেন—

ভিক্খু আমন্তেহা—‘পস্সথ, ভিক্খবে, সঙ্ক দেবানিমিন্দং উদানং উদানেহা আকাসেন গচ্ছন্ত’ন্তি আহ। ‘কিং পন তেন কতং, ভন্তে’তি ? ‘বণ্ণেহা তেন ময়্হং পদন্তস্স কস্স-পস্স পিণ্ডপাতো দিন্নো, তং দহা তুট্ঠমানসো উদানং উদানেন্তো গচ্ছতী’তি। ‘থেরস্স পিণ্ডপাতং দাতুং বট্টতী’তি কথং, ভন্তে, তেন ঐতন্তি ? ‘ভিক্খবে মম পদন্তেন সদিদসং নাম পিণ্ডপাতিকং দেবাপি মনুস্সাপি পিহয়ন্তীতি বহা সয়ম্পি উদানং উদানেসি। সদন্তে পন এত্তকমেব আগতং—

‘অস্সেসি থো ভগবা দিব্বায় সোতথাতুরা বিসদ্বাক্কায় অতিকন্তমানুসিকায় সঙ্কস্স দেবানিমিন্দস্স বেহাসং অবভুংগহা আকাসে অন্তলিক্খে তিক্খন্তুং উদানং উদানেন্তস্স ‘অহো দানং পরমদানং কস্সপে সদ্দপ্পট্ঠিতং, অহো দানং পরমদানং কস্সপে সদ্দপ্পতিট্ঠিত’ন্তি।

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, দেখ দেবরাজ শক্ৰ উদান উদ্গীত করিতে করিতে আকাশ-পথে যাইতেছে।’

‘ভন্তে তিনি কি করিয়াছেন ?’

‘আমার পুত্র কাশ্যপকে বণ্ণনা করিয়া সে পিণ্ডপাত দিয়াছে। তাহা দিয়া তুষ্টচিত্তে উদান উদ্গীত করিতে করিতে যাইতেছে।’

‘ভন্তে, স্থবিরকে পিণ্ডপাত দিতে হইবে এই কথা তিনি কিভাবে জানিলেন ?’

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্রসদৃশ পিণ্ডপাতিককে দেবমনুষ্য সকলেই স্পৃহা করেন।’ এই বলিয়া নিজেও একটি উদান উদ্গীত করিলেন। সূত্রে এইটুকুমাত্র অবগত হইয়াছে—

ভগবান দিব্যকর্ণে বিশুদ্ধ অতিমানবিক শ্রোত্রের দ্বারা দেবরাজ শক্ৰের আকাশে উঠিয়া অন্তরীক্ষ-আকাশে তিনবার এই উদান উদ্গীত করিতে শুনিলেন—‘অহো দান শ্রেষ্ঠদান কাশ্যপে সদ্দপ্রতিষ্ঠিত। অহো দান শ্রেষ্ঠদান কাশ্যপে সদ্দপ্রতিষ্ঠিত। অহো দান শ্রেষ্ঠদান কাশ্যপে সদ্দপ্রতিষ্ঠিত।’

অথ খো ভগবা এতমথং বিদিস্বা তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং
উদানেসি—

‘পিণ্ডপাতিকস্স ভিক্খুনো,

অন্তভরস্স অনঞ্ঞপোসিনো ।

দেবা পিহয়ন্তি তাদিনো,

উপসন্তস্স সদা সতীমতো’তি ॥

ইমং পন উদানং উদানেস্বা, ‘ভিক্খবে, সক্কো দেবানমিন্দো
মম পুত্তস্স সীলগন্ধেন আগন্ত্বা পিণ্ডপাতং অদাসী’তি
বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অম্পমন্তো অয়ং গন্ধো, যদায়ং তগরচ্চন্দনং ।

যো চ সীলবতং গন্ধো, বাতি দেবেসু উত্তমো’তি । ৫৬

তথ ‘অম্পমন্তোতি’ পরিসুস্পমাণো । ‘যো চ সীলবতন্তি’
যো পন সীলবন্তানং সীলগন্ধো, সো তগরং বিয় লোহিত-
চ্চন্দনং বিয় চ পরিসুস্কো ন হোতি, অতিবিয় উলারো

*

*

*

অনন্তর ভগবান ইহা জানিয়া সেই সময় এই উদান উদ্‌গীত করিলেন—

‘তাদৃশ আত্মনির্ভরশীল অনন্যপোষী পিণ্ডপাতিক উপশান্ত এবং সদা
স্মৃতিমান ভিক্ষুকে দেবতারাও স্পৃহা করেন ।’

এই উদান উদ্‌গীত করিয়া—

‘হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শত্রু আমার পুত্রের শীলগন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট
হইয়া পিণ্ডপাত প্রদান করিয়াছেন’ বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘টগর কিংবা চন্দনের গন্ধ অল্পমাত্রই । কিন্তু শীলবানদের স্নগন্ধ
দেবগণের মধ্যেও প্রবাহিত হয় ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৫৬ ।

তথায় ‘অল্পমাত্র’ অর্থাৎ সামান্য । ‘যাহা শীলবানদের’ অর্থাৎ যাহা
শীলবানদের শীলগন্ধ তাহা টগরের ন্যায়, রক্তচন্দনের ন্যায় অল্পমাত্র হয় না ।

বিপ্ফারিতো । তেনেব কারণেন ‘বাতি দেবেসু উত্তমোতি’
পবরো সেট্ঠো হুত্তা দেবেসু চ মনুস্সেসু চ সবথমেব
বায়তি, ওথরন্তো গচ্ছতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পত্তা । দেসনা
মহাজনস্স সাথিকা জাতীতি ।

মহাকস্সপথেরপিণ্ডপাতদিনবথু দসমং ।

*

*

*

অনেক বেশী হয় । সেই কারণে ‘উত্তমগন্ধ দেবলোকেও প্রবাহিত হয়’
অর্থাৎ প্রবর শ্রেষ্ঠ হইয়া দেবলোকে মনুষ্যলোকে সর্বত্রই প্রবাহিত হয় ।
সমস্ত কিছুরূপে অভিভূত করিয়া প্রবাহিত হয় ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছেন । এই দেশনা
বহুজনের নিকট সার্থক হইয়াছিল ।

“

। মহাকাশ্যপ স্থবিরের পিণ্ডপাত দানের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

গোধিকথেরগরিণিবানবথু । ১১

‘তেসং সম্পন্নসীলানন্তি’ ইমং ধর্মদেসনং সখা রাজগহং উপনিষ্যায় বেলদুবনে বিহরন্তো গোধিকথেরস্স পরিণিব্বানং আরব্ভ কথোসি ।

সো হি আয়স্মা ইসিগিলিপস্সে কালসিলায়ং বিহরন্তো অস্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো সামায়িকং চেতোবিমুত্তি ফুসিস্বা একস্স অনুস্সায়িকস্স রোগস্স বসেন ততো পরিহায়ি । সো দত্তিয়ম্পি তত্তিয়ম্পি ছক্খত্তুং ঝানং নিব্বত্তেহা পরিহীনো, সত্তমে বারে উম্পাদেহা চিত্তেসি— ‘অহং ছক্খত্তুং ঝানা পরিহীনো, পরিহীনম্ভানস্স থো পন অনিয়তা গতি, ইদানেব সখং আহরিস্সামী’তি কেসোরো-পনসখকং গহেহা গলনালিং ছিন্দিত্তুং মণ্ডকে নিপম্ভিজ্জ । মারো তস্স চিত্তং ঐহা ‘অয়ং ভিক্খু সখং আহরিতুকামো,

*

*

*

গোধিক স্থবিরের গরিণিবানের উপাখ্যান । ১১ ।

‘সেই শীলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা রাজগৃহের নিকট বেগদুবনে অবস্থানকালে গোধিক স্থবিরের পরিণিবান উপলক্ষে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই (গোধিক) আয়ুস্মান ইসিগিলি পর্বতপার্শ্বে কালশিলায় অবস্থান-কালে অপ্রমত্ত, উৎসাহী, দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ সামায়িক চেতোবিমুত্তি লাভ করিয়া কোন এক পুরাতন রোগের কারণে তাহা হইতে চ্যুত হন । তিনি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এমন কি ছয়বার ধ্যান উৎপন্ন করিয়া তথা হইতে চ্যুত হন । সপ্তমবার ধ্যান উৎপন্ন করিয়া চিন্তা করিলেন—‘আমি ছয়বার ধ্যান হইতে চ্যুত হইয়াছি । ধ্যানহীন ব্যক্তির অনিয়তা গতি । অতএব এখনই শস্ত্রের দ্বারা জীবন শেষ করিব’—এই চিন্তা করিয়া কেশচ্ছেদনকারী ক্ষুর লইয়া গলনাড়ী ছেদন করিতে মণ্ডে শূইয়া পড়িলেন । মার তাহার মনের কথা জানিয়া ‘এই ভিক্ষু শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন । শস্ত্রধারণকারী ব্যক্তির

সখং আহরন্তো থো পন জীবিতে নিরপেক্খা হোন্তি, তে
বিপস্সনং পট্টপেহ্বা অরহত্তম্পি পাপদুগন্তি, সচাহং এতং
বারেস্সামি, ন মে বচনং করিস্সতি, সখারং বারাপেস্সামীতি
অঞ্ণাতকবেসেন সখারং উপসঙ্কমিত্বা এবমাহ—

‘মহাবীর মহাপঞ্ণে, ইদ্ধিয়া যসসা জলং ।

সম্ববেরভয়াতীত, পাদে বন্দামি চক্খুম ॥

‘সাবকো তে মহাবীর, মরণং মরণাভিভূ ।

আকঙ্খতি চেতয়তি, তং নিসেধ জুতিন্দর ॥

‘কথঞ্ছি ভগবা তুয়ং, সাবকো সাসনে রতো ।

অপ্পত্তমানসো সেক্খো, কালং করিরা জনে সদ্দাতীতি ॥

তস্মিং খণে থেরেন সখং আহরিতং হোতি । সখা ‘মারো
অয়’ন্তি বিদিত্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হন । কিন্তু তাঁহারা বিদর্শন বর্ধিত করিয়া অহংভুও
লাভ করিতে পারেন । আমি যদি তাঁহাকে নিবারণ করিতে যাই তিনি আমার
কথা শুনবেন না । শাস্তাকে দিয়া বারণ করাইব’—এই চিন্তা করিয়া
ছদ্মবেশে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

‘হে মহাবীর মহাপ্রাজ্ঞ, ঋদ্ধি এবং যশের দ্বারা দীপ্তিমান্, সমস্ত বৈর-
ভয়াতীত চক্ষুস্মান্ আমি আপনার পাদবন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

হে মহাবীর, মৃত্যুঞ্জয়, জ্যোতিস্মান্ আপনার শ্রাবক মৃত্যু কামনা
করিতেছেন, মৃত্যুর জন্য চিন্তকে প্রস্তুত করিয়াছেন । আপনি তাঁহাকে
নিবারণ করুন ॥ ২ ॥

ভগবন্, লোকবিশ্রুত আপনার শাসনরত শ্রাবক অপ্ৰাপ্তমানস এবং
শৈক্ষ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবেন—ইহা তো কাম্য হওয়া উচিত নহে’ ॥ ৩ ॥

সেই মূহুর্তেই গোধিক স্থবির শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন । শাস্তা ‘এ
নিশ্চয়ই মার’ ইহা ভাবিয়া এই গাথা বলিলেন—

‘এবঞ্ছহি ধীরা কুব্বন্তি, নাবকঞ্ছন্তি জীবিতং ।

সম্মলং তণ্হমব্বদুয়্হ, গোধিকো পরিনিব্বদুতো’তি ॥

অথ খো ভগবা সম্বহুলোহি ভিক্খুহি সঙ্ঘি থেরস্স সথং
আহরিত্তা নিপন্নট্ঠানং অগমাসি । তস্মিং থণে মারো
পাপিমা ‘কথ নু খো ইমস্স পটিসন্ধিবিঞ্ঞাণং
পতিট্ঠিত’ন্তি ধুমরাসি বিয় তিমিরপদ্মজো বিয় চ হুত্বা
সব্বদিসাসু থেরস্স বিঞ্ঞাণং সম্বেসতি । ভগবা তং
ধুমতিমিরভাবং ভিক্খুনং দস্सेস্সা ‘এসো খো, ভিক্খবে,
মারো পাপিমা গোধিকস্স কুলপদ্মত্তস্স বিঞ্ঞাণং সম্বে-
সতি, ‘কথ গোধিকস্স কুলপদ্মত্তস্স বিঞ্ঞাণং পতিট্ঠিত’
ন্তি । অপতিট্ঠিতেন চ, ভিক্খবে, বিঞ্ঞাণেন
গোধিকো কুলপদ্মত্তো পরিনিব্বদুতো’তি আহ । মারোপি
তস্স বিঞ্ঞাণট্ঠানং দট্ঠুং অসক্কোন্তো কুমারকবল্লো
হুত্বা বেল্লবপণ্ডুবীণং আদায় সথারং উপসঙ্কমিত্তা পদচ্ছি—

*

*

*

‘জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপই করিয়া থাকেন । তাঁহারা জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন না । সম্মলে তৃষ্ণাকে উৎপাটিত করিয়া গোধিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে ।’

অনন্তর ভগবান অনেক ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া যেখানে গোধিক স্থবির শম্ম হস্তে শায়িত সেখানে উপস্থিত হইলেন । সেই সময় পাপী মার ‘ইহা’র প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান কোথায় প্রতিষ্ঠিত’ চিন্তা করিতে করিতে ধুমরাশির ন্যায়, তিমিরপদ্মের ন্যায় হইয়া সর্বদিকে স্থবিরের ‘বিজ্ঞান’কে অব্বেষণ করিতে লাগিল । ভগবান সেই ধুমতিমিরভাবকে ভিক্ষুদের দেখাইয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, এই পাপী মার গোধিক কুলপদ্মের বিজ্ঞানকে অব্বেষণ করিতেছে—কোথায় গোধিক কুলপদ্মের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ? হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানকে অপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই গোধিক কুলপদ্ম পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে ।’

মারও তাঁহার বিজ্ঞানস্থান দেখিতে অসমর্থ হইয়া কুমারের হৃৎস্রবেশে বিম্বকাঠের তৈরী পাণ্ডুরবর্ণের বীণা লইয়া শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

‘উদ্ধা অধো চ তিরিয়ং, দিসা অনর্দদিসা স্বহং ।

অন্বেসং নাধিগচ্ছামি, গোষ্ঠিকো সো কুহিং গতো’তি ॥

অথ নং সথা আহ—

‘ষো ধীরো ধিতিসম্পন্নো, ঝায়ী ঝানরতো সদা ।

অহোরত্তং অনুয়ুজং, জীবিতং অনিকাময়ং ॥

‘জৈহান মচ্ছুনো সেনং, অনাগন্ত্বা পুনব্ভবং ।

সমূলং তণ্হমব্বয়্হ, গোষ্ঠিকো পরিণিব্বতো’তি ॥

এবং বৃত্তে মারো পাপিমা ভগবন্তং গাথায় অঙ্ঘাভাসি—

‘তস্স সোকপরেতস্স, বীণা কচ্ছা অভস্সথ ।

ততো সো দস্সম্নো যক্খো, তথৈবন্তরধায়থা’তি ॥

সথাপি ‘কিং তে, পাপিম, গোষ্ঠিকস্স কুলপদত্তস্স নিব্বত্তট্ঠানেন ? তস্স হি নিব্বত্তট্ঠানং তুম্হাদিসানং সতম্পি সহস্সম্পি দট্ঠং ন সঙ্কোতী’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

‘আমি উদ্ভা, অধঃ, তিস্বক সমস্ত দিশা ও অনর্দদিশাতে অন্বেষণ করিয়াও ঋজিয়া পাইলাম না গোষ্ঠিক কোথায় গিয়াছেন ।’

শাস্তা তাহাকে বলিলেন—

‘সেই ধীর ধৃতিসম্পন্ন, ধ্যায়ী, সদা ধ্যানরত, অহোরাত্র কৃচ্ছসাধনে রত, জীবনের প্রতি অনীহাসম্পন্ন গোষ্ঠিক (ভিক্ষু) মৃত্যুসেনা (—মারসেনা)-কে জয় করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না । সমূলে তৃক্ষাকে উৎপাটিত করিয়া সে পরিণিবার্ণপ্রাপ্ত হইয়াছে ।’

এইরূপ উক্ত হইলে পাপী মার ভগবানকে গাথার দ্বারা ভাষণ করিল—

‘শোকাত’ তাহার বীণা এবং কচ্ছ ভূপাতিত হইল । দঃখাদ্রিচিহ্নে যক্ষ (—মার) তথা হইতে অন্তর্ধান করিল ।’

শাস্তাও বলিলেন :

‘হে পাপী, কুলপদ গোষ্ঠিক কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা লইয়া তোমার মাথাব্যথা কেন ? তিনি কোথায় আছেন তোমার মত শত সহস্র ব্যক্তিও তাহার সম্মান পাইবে না ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘তেসং সম্পন্নসীলানং, অপ্পমাদবিহারিনং ।

সম্মদণ্ড্ণা বিমুত্তানং, মারো মগ্গং ন বিন্দতী’তি ॥ ৫৭

তথ্য ‘তেসন্তি’ যথা অপ্রতিষ্ঠিতেন বিণ্ড্ণাণেন গোধিকো কুলপুত্রো পরিনিব্বৃত্তো, যে চ এবং পরি-
নিব্বায়ন্তি, তেসং ‘সম্পন্নসীলানন্তি’ পরিপুণ্ণসীলানং ।
‘অপ্পমাদবিহারিনন্তি’ সতিঅবিপ্পবাসসংখ্যাতেন অপ্পমাদেন
বিহরন্তানং । ‘সম্মদণ্ড্ণা বিমুত্তানন্তি’ হেতুনা নয়েন
কারণেন জানিহ্বা ‘তদঙ্গবিমুক্তিয়া, বিক্কম্ভনবিমুক্তিয়া,
সমুচ্ছেদবিমুক্তিয়া, পটিপ্পসসঙ্ঘবিমুক্তিয়া, নিঃসরণ-
বিমুক্তিয়া’তি ইমাহি পণ্ণাহি বিমুত্তীহি বিমুত্তানং । ‘মারো
মগ্গং ন বিন্দতীতি’ এবরূপানং মহাখীণাসবানং সম্বথামেন
মগ্গন্তোপি মারো গতমগ্গং ন বিন্দতি ন লভতি ন
পস্সতীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পত্তা । দেশনা
মহাজনস্স সার্থিকা জাতাতি ।

গোধিকথেরপরিনিব্বানবত্থ একাদসমং

*

*

*

“শীলসম্পন্ন, অপ্রমাদবিহারী, সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্ত ব্যক্তিগণ কোন্
পথে বিচরণ করেন তাহা মার জানে না ।” —ধম্মপদ, স্লোক ৫৭ ।

তথ্য ‘তাহাদের’ যেমন অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের দ্বারা গোধিক কুলপুত্র
পরিনিবৃত্ত, যাঁহারা তদ্রূপ পরিনিবারণপ্রাপ্ত হন তাহাদের । ‘শীলবানদের’
যাঁহাদের শীল পরিপূর্ণ । ‘অপ্রমাদবিহারীদের’ স্মৃতি এবং অবিপ্রবাস
নামক অপ্রমাদের দ্বারা যাঁহারা বিহার করেন । ‘সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা বিমুক্ত-
গণের’ অর্থাৎ হেতু-নয়-কারণের দ্বারা জানিয়া ‘তদঙ্গবিমুক্তি, বিক্কম্ভনবিমুক্তি,
সমুচ্ছেদবিমুক্তি, প্রতিপ্রশ্রিবিমুক্তি, এবং নিঃসরণবিমুক্তি’—এই পণ্ণাবিধ
বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্ত । ‘মার মার্গ জানে না’ সর্বতো উপায়ে অব্বেষণ
করিলেও এইরূপ মহাশ্রীণাম্রবদের মার্গ (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া কোথায়
গিয়াছেন) মার জানেনা, লাভ করে না, দেখিতে পায় না ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন ।
জনগণের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। গোধিক স্থবিরের পরিনিবাণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

গরহদিম্ববন্ধু । ১২

‘যথা সঙ্কারধানস্মিন্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো গরহদিম্বং নাম নিগণ্ঠসাবকং আরব্ভ কথেসি ।
সাবখিয়ঞ্ছি সিরিগদ্বত্তো চ গরহদিন্নো চাতি দে সহায়কা
অহেসদং । তেসদু সিরিগদ্বত্তো উপাসকো বুদ্ধসাবকো, গরহ-
দিন্নো নিগণ্ঠসাবকো । তং নিগণ্ঠা অভিক্খণং এবং
বদন্তি—‘তব সহায়কং সিরিগদ্বত্তং কিং ত্বং সমণং গোতমং
উপসঙ্কমসি, তস্ম সন্তিকে কিং লভিস্সসী’তি বত্তা যথা
অম্হে উপসঙ্কমিত্বা অম্হাকং দেয়াধম্মং দস্সতি, কিং
এবং ও বদিতুং ন বটুতী’তি । গরহদিন্নো তেসনং বচনং
সুত্বা অভিক্খণং গন্ত্বা ঠিতানিসিন্ণট্ঠানাদীসু সিরিগদ্বত্তং
এবং ওবদতি—‘সম্ম, কিং তে সমণেন গোতমেন, তং
উপসঙ্কমিত্বা কিং লভিস্সসি, কিং তে মম অয়ে উপ-
সঙ্কমিত্বা তেসং দানং দাতুং ন বটুতী’তি? সিরিগদ্বত্তো

*

*

*

গরহদিম্বের উপাখ্যান । ১২ ।

‘যেমন আবজ্জ’নামধ্যে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
গরহদিম্ব নামক নিগ্গ’হ্ শ্রাবককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে সিরিপদ্বত্ত এবং গরহদিম্ব নামে দুই বন্ধু ছিল । তাহাদের
মধ্যে সিরিপদ্বত্ত ছিল বুদ্ধের উপাসক এবং গরহদিম্ব নিগ্গ’হের শ্রাবক ।
তাহাকে নিগ্গ’হরা সব সময় বলেন—

“তোমার বন্ধু সিরিপদ্বত্তকে বল—‘তুমি শ্রমণ-গোতমের কাছে কেন যাও,
তাঁহার নিকট তুমি কি পাইবে?’ এবং আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া
দানধর্ম করিতে তাহাকে উপদেশ দাও ।” গরহদিম্ব তাঁহাদের কথা শুনিয়া
সিরিপদ্বত্তের নিকট বারবার যাইয়া উঠিতে বসিতে তাহাকে বলে—‘সৌম্য,
শ্রমণ গোতমের কাছে যাইয়া তোমার কি হইবে? কি তুমি লাভ করিবে?
তুমি কি আমার নিগ্গ’হ-আব’দের নিকট যাইয়া দানধর্ম করিতে পার না?’

তস্স কথং সদ্ধস্সাপি বহু দিবসে তুণ্হী হুত্বা নিব্বিজ্জিত্বা
 একাদিবসং, ‘সম্ম, ত্বং অভিক্খণং আগন্ত্বা মং ঠিতট্ঠানা-
 দীসু এবং বদেসি, ‘সম্মং গৌতমং উপসংকমিত্বা কিং
 লভিস্সসি, মম, অয়ে, উপসংকমিত্বা তেসং দানং দেহী’তি ।
 ‘কথোহি তাব মে, তব, অয়্যা, কিং জানন্তী’তি ? ‘অহো,
 সামি, মা এবং বদ, মম অয়্যানং অঞ্ঞাতং নাম নথি,
 সম্বং অতীতানাগতপচ্ছদ্দপ্পন্নং সম্বং কায়বচীমনোকম্মং
 ইদং ভবিষ্সতি, ইদং ন ভবিষ্সতী’তি সম্বং ভব্বাভব্বং
 জানন্তী’তি ? ‘এবং বদেসী’তি । ‘আম, বদেমী’তি ।
 ‘যদি এবং, অতিভারিয়ং তে কতং, এত্তকং কালং মস্সং
 এতমথং অনাচিক্খন্তেন, অজ্জ ময়া অয়্যানং ঞ্জাণানু-
 ভাবো ঞ্জাতো, গচ্ছ, সম্ম, অয়ে মম বচনেন নিমন্তেহী’তি ।

*

*

*

সিরিপদত্ত তাহার কথা শুনিয়াও বহুদিন চুপচাপ ছিল । অবশেষে একদিন
 ধৈর্য হারাইয়া সে গরহদিনকে বলিল—“সৌম্য, তুমি যখন তখন আসিয়া
 উঠিতে বসিতে আমাকে বল—‘সৌম্য, শ্রমণ গৌতমের কাছে যাইয়া তোমার
 কি লাভ হয় ? তুমি আমার নিগ্রহ-আৰ্ষদের নিকট উপস্থিত হইয়া
 তাঁহাদের দানধর্ম কর’ । এখন তুমি আমাকে বল তোমার সেই মহাত্মাগণ
 কি জানেন ?”

‘মহাশয় এইরূপ বলিও না । আমার মহাত্মাগণের অজানা কিছুই নাই ।
 সমস্ত অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, সমস্ত কায়-বাক্-মনঃকর্ম, ‘ইহা হইবে
 ইহা হইবে না’ সমস্ত ভব্যভব্য জানেন ।’

‘তুমি এইরূপ বলিতেছ ?’

‘হ্যাঁ আমি বলিতেছি ।’

‘যদি তাহাই হয়, তুমি অন্যায় করিয়াছ । এতকাল তুমি আমাকে জানাও
 নাই কেন ? অদ্যই আমি তাঁহাদের জ্ঞান এবং প্রভাবের কথা জানিলাম ।
 সৌম্য, তুমি যাও । আমার কথা দিয়া আৰ্ষদের নিমন্ত্রণ কর ।’

সো নিগণ্ঠানং সন্তিকং গন্ত্বা তে বন্দিত্বা ‘ময়ং সহায়কো
সিরিগদন্তো স্বাতনায় তুম্হে নিমন্তেতী’তি আহ।
‘সিরিগদন্তেন সামং জ্বং বদন্তো’তি ? ‘আম, অয়্যা’তি। তে
হট্ঠতুট্ঠা হদ্বা ‘নিপ্ফন্নং নো কিচ্চং সিরিগদন্তস্স
অম্হেস্দু পসন্নকালতো পট্ঠায় কা নাম সম্পত্তি অম্হাকং
ন ভবিম্সতী’তি বদিংসু।

সিরিগদন্তস্সাপি মহন্তং নিবেসনং। সো তস্মিং দ্বিন্নং
গেহানং অন্তরে উভতো দীঘং আবাটং খণাপেত্বা গদ্থকল-
লস্স পদ্রাপেসি। বহিআবাটে দ্বীসু পরিয়ন্তেস্দু খাণদুকে
কোট্রাপেত্বা তেস্দু রজ্জদুয়ো বন্ধাপেত্বা আসনানং পদ্বিরমপাদে
আবাটস্স পদ্বিরমপস্সে ঠপাপেত্বা পচ্ছিমপাদে রজ্জদুকেস্দু
ঠপাপেসি। ‘এবং নিসিন্নকালে এবং অবংসিরা পতিম্সন্তী’
তি মঞ্ঞমানো যথা আবাটো ন পঞ্ঞয়তি, এবং

*

*

*

সে তখন নিগ্রহদের নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া বলিল—‘আমার বন্ধু
সিরিপদন্ত তাহার বাড়ীতে আগামীকালের জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ
করিয়াছে।’

‘সিরিপদন্ত স্বয়ং তোমাকে বলিয়াছে?’

‘হ্যাঁ মহাশয়গণ।’

তাঁহারা হ্রষ্টতুট্ঠ হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন—
‘আমাদের কর্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে। সিরিপদন্ত যখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছে, চিন্তা কি। এখন হইতে আমরা সমস্ত কিছু লাভ করিব।’

সিরিপদন্তের অনেক বড় বাড়ী। সে দুই ঘরের মাধ্যখানে দুই দিক হইতে
লম্বা গর্ত খুঁড়িয়া গদ্থ এবং কললের দ্বারা পূর্ণ করিল। গর্তের বাহিরে
দুই প্রান্তে খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া এমন করিয়া আসনগুলি
বিছাইল যাহাতে ইহাদের সম্মুখভাগ গর্তের পূর্বপার্শ্বে থাকে এবং
পশ্চাদ্ভাগ গর্তের পশ্চিমপার্শ্বে দড়ির উপর থাকে। ‘বসিতে যাইলেই
যাহাতে অধোশির হইয়া গর্তে পতিত হয়’ এই মনে করিয়া যাহাতে গর্ত দেখা

আসনানং উপরি পচ্চথরণানি দাপেসি । মহন্তা মহন্তা চাটিয়ো ঠপাপেত্তা কদলিপল্লোহি চ মুখানি বন্ধাপেত্তা তা তুচ্ছা এব গেহস্স পচ্ছিমভাগে বহি যাগদুভত্তসিথসম্পিতে-
 লমধুফাণিতপদুবচুন্নমক্খিতা কত্তা ঠপাপেসি । গরহদিম্নো পাতোব তস্স ঘরং বেগেন গত্ত্বা, ‘অয়্যানং সঙ্কারো সজ্জিতো’তি পদুচ্ছি । ‘আম, সম্ম, সজ্জিতো’তি । ‘কহং পন এসো’তি । ‘এতাসদু এত্তিকাসদু চাটীসদু যাগদু, এত্তি-
 কাসদু ভত্তং, এত্তিকাসদু সম্পিফাণিতপদুবাদীনি পদুরিতানি, আসনানি পঞ্জত্তানী’তি । সো ‘সাধু’তি বত্তা গতো তস্স গতকালে পণ্ডসতা নিগণ্ঠা আগমিংসদু । সিরিগদুত্তো গেহা নিক্খমিত্তা পণ্ডপতিট্ঠিতেন নিগণ্ঠে বন্দিত্তা তেসং পদুরতো অঞ্জলিং পণ্ণয়হু ঠিতো এবং চিন্তেসি—‘তুম্হে

*

*

*

না যায়, আসনসমূহের উপরে আশ্রয়ণ দিয়া ঢাকা থাকে । বড় বড় শূন্য কলসী রাখিয়া সেইগদুলিকে কলাপাতা এবং সাদা কম্বল দিয়া মুখ বাঁধিয়া গৃহের পশ্চিমভাগে রাখিয়া দিল । কলসীগদুলি শূন্য হইলেও যাহাতে সন্দেহ না হয় তাই কলসীগদুলির বহিভাগে যাগদু অন্ন, সিদ্ধ অন্নের মণ্ড, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং পিষ্টকের চূর্ণ লেপন করিয়া রাখিয়া দিল । গরহদিম্ন সকালেই ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘আর্যদের খাবার-দাবার প্রস্তুত তো ?’

‘হ্যাঁ সৌম্য, প্রস্তুত ।’

‘সেইগদুলি কোথায় ?’

‘এই দেখ এতগদুলি কলসীতে যাগদু, এতগদুলি কলসীতে ভাত, এতগদুলিতে ঘৃত-গুড়-পিষ্টকাদি পূর্ণ আছে । আসনও বিছানো হইয়াছে ।’

সে ‘বেশ বেশ’ বলিয়া চলিয়া গেল । সে চলিয়া গেলে পণ্ডিত নিগ্রহ্ন আসিলেন । সিরিপদুস্ত বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পণ্ডপতিট্ঠিতের (মস্তক, দুই জানু ও দুই কনুই মাটিতে রাখিয়া) দ্বারা নিগ্রহ্নদিগকে বন্দনা করিয়া তাহাদের সামনে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল—‘আপনারা ন্যাক

কির অতীতাদিভেদং সৰ্বং জানাথ, এবং তুম্হাকং উপট্-
ঠাকেন ময়্হং কথিতং । সচে সৰ্বং তুম্হে জানাথ, ময়্হং
গেহং মা পৰিসিস্থ । মম গেহং পৰিট্ঠানঞ্হি বো নেব
ষাগদ্ অথি, ন ভত্তাদীনি । সচে অজানিস্সা পৰিসিস্সথ,
গুথআবাটে বো পাতেস্সা পোথেস্সামী'তি এবং চিস্তেস্সা
পদ্বিসানং সঞ্ং অদাসি । এবং তেসং নিসীদনভাবং
ঞ্হা পচ্ছিমপস্সে ঠস্সা আসনানং উপরি পচ্ছথরণানি
অপনেয়্যাথ, মা তানি অসুদ্বিচিনা মক্খয়িস্সু'তি ।

অথ নিগণ্ঠে 'ইতো এথ, ভস্ঠে'তি আহ । নিগণ্ঠা পৰিসিস্সা
পঞ্ংত্তাসনেসু নিসীদিতুং আরভিসু । অথ নে মনুস্সা
বদিংসু—'আগমেথ, ভস্ঠে মা তাব নিসীদথা'তি । 'কিং
কারণা'তি ? 'অম্হাকং গেহং পৰিট্ঠানং অয়্যানং বত্তং

*

*

*

অতীতাদিভেদ জানেন, আপনাদের সেবক এই কথাই বলিয়াছে । যদি
আপনারা সমস্তই জানেন, তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিবেন না ।
আমার গৃহে বাহারা প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহাদের জন্য ষাগদুও নাই, ভাত
প্রভৃতিও নাই । যদি না জানিয়া প্রবেশ করেন, গুথ-গতে ফেলিয়া আপনাদের
প্রহার করিব ।' ইহা চিন্তা করিয়া লোকজনকে আদেশ দিলেন—

'পশ্চিমপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বসিতেছেন দেখা মাত্রই উপরের আশ্রয়
সরাইয়া ফেলিবে, তাহা না হইলে সেইগুলি অশুচি-স্বাক্ষিত (= নোংড়া)
হইয়া যাইবে ।'

তারপর নিগ্রহগণকে 'ভস্ঠে, এদিকে আসুন' বলিয়া আহ্বান করিল ।
নিগ্রহগণ প্রবেশ করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিবার উপক্রম করিলেন । তখন
(সিরিপদন্তের) কাজের লোকেরা বলিল—

'ভস্ঠে আসুন, কিন্তু এখন বসিবেন না ।'

'কেন ?'

'কারণ আমাদের গৃহে আৰ্ঘ্যগণ প্রবেশ করিলে আসন গ্রহণ করিবার
পূর্বে কিছু নিয়মকানুন মানিতে হয় ।'

এত্না নিসীদিদতুং বটুতী'তি । 'কিং কাতুং বটুতি, আবুসো' তি ? 'অন্তনো অন্তনো পত্তাসনমুলেসু ঠত্বা সম্বেপি একম্পহারেনেব নীসিদিদতুং বটুতী'তি । ইদং কিরস্স অধিম্পায়ো—'একস্মিং আবাতে পতিতে 'মা, আবুসো, অবসেসা আসনে নীসিদন্তু'তি বন্তুং মা লভতু'তি । তে 'সাধু'তি বত্বা 'ইমেহি কথিতকথং অম্‌হেহি কাতুং বটুতী' তি চিন্তয়িসু । অথ সম্বে অন্তনো অন্তনো পত্তাসনমুলে পটিপাটিয়া অটুংসু । অথ নে, 'ভন্তে, থিম্পং একম্পহারে- নেব নিসীদথা'তি বত্বা তেসং নিসিন্‌নভাবং এত্না আসনানং উপরি পচ্চথরণানি কীহরিসু । নিগ'ঠা একম্পহারেনেব নিসিন্‌না, রজ্জ্বদ্বনং উপরি ঠপিতা আসনপাদা ভট্‌ঠা, নিগ'ঠা অবংসিরা আবাতে পতিংসু । সিরিগদুত্তো তেসু পতিতেসু দ্বারং পিদিহিত্বা তে উত্তিরুত্তিরুত্তিরে 'অতীতানাগতপচ্চম্পন্নং

*

*

*

'কি নিয়ম কানুন ?'

'সকলেই আসনের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একই সঙ্গে বসিবেন ।'

সিরিপদুত্তের ইহাই অভিপ্রায় ছিল—একজন গতে পতিত হইলে 'আবুসো, তোমরা কেহই আসনে বসিও না' এই কথা বলিতে না পারে ।'

তাহারা 'বেশ, বেশ' বলিয়া চিন্তা করিলেন—

'ইহারা যাহা বলিতেছে আমাদের তাহাই করা উচিত' । অতঃপর সকলেই নিজ নিজ আসনে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন । লোকেরা বলিল— 'ভন্তে, শীঘ্রই এক সঙ্গে সকলে বসিয়া পড়ুন ।' তাহারা বসিবার উপক্রম করা মাত্রই আসনসমূহের উপরে প্রসারিত আশ্রয়ণ তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইল । নিগ্র'হগণ একই সঙ্গে বসিলেন, দাঁড়ির উপর স্থাপিত আসনপাদসমূহ ভগ্ন হইল । নিগ্র'হগণ অধঃশির হইয়া গতে পতিত হইলেন । তাহারা পতিত হইলে সিরিপদুত্ত দ্বার বন্ধ করিয়া একে একে যাহারা গত হইতে উঠিয়া আসিতেছেন তাহাদের 'অতীত-অনাগত-বর্তমান কেন জ্ঞানিলেন না' বলিয়া

কস্মা ন জানাথা'তি দণ্ডেহি পোথেহ্মা 'এতুং এতেসং
বট্টিস্তী'তি দ্বারং বিবরাপেসি। তে নিক্খমিহ্মা পলায়িতুং
আরিভংসু। গমনমপ্পে পন তেসং সুধাপরিকম্মকতং
ভূমিং পিচ্ছিলং কারাপেসি। তে তথ অস'ঠহিহ্মা পতিতে
পতিতে পোথাপেহ্মা 'অলং এতুং তুম্হাক'ন্তি উয়্যোজেসি।
তে 'নাসিতম্হা তয়া, নাসিতম্হা তয়া'তি কন্দস্তা উপট্ঠা-
কস্স গেহদ্বারং অগমংসু।

গরহৃদয়ে তং বিম্পকারং দিম্বা কুদ্ধো 'নাসিতম্হি সিরি-
গদন্তেন, হত্থং পসারেহ্মা বন্দস্তানং সদেবকে লোকে যথা-
রুচিয়া দাতুং সমথে নাম পুণ্ড্রং পুণ্ড্রং খেত্তভূতে মম, অয়্যে,
পোথাপেহ্মা ব্যসনং পাপেসী'তি রাজকুলং গম্মা তস্স কহা-
পগসহস্সং দণ্ডং কারেসি। অথস্স রাজা সাসনং পেসেসি।
সো গম্মা রাজানং বন্দিত্বা, 'দেব, উপপরিব্ধিত্বা দণ্ডং

*

*

*

দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিয়া 'ইহাদের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট' মনে করিয়া দ্বার
খুলিয়া দিলেন। তাঁহারা বাহির হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন।
তাঁহাদের ফিরিবার রাস্তাটিকে সিরিপদন্ত চুন আর গাঁদের আঠা দিয়া পিচ্ছিল
করিয়া রাখিয়াছিল। ফলতঃ দ্রুত পলাইতে যাইয়া নিজেদের সামলাইতে
না পারিয়া ভূপতিত হইলে আবার দণ্ডদ্বারা তাঁহাদের প্রহার করা হইল এবং
'তোমাদের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট' বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাঁহারা 'তুমি
আমাদের সর্বনাশ করিলে, তুমি আমাদের সর্বনাশ করিলে' বলিয়া কাঁদিতে
কাঁদিতে সেবক গরহৃদয়ের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গরহৃদয় তাঁহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া 'সিরিপদন্ত আমার
সর্বনাশ করিল। যাঁহাদের হস্ত প্রসারিত করিয়া বন্দনা করিলে ভক্তদের
দেবলোকসহ মনুষ্যালোকে যথেষ্ট দিতে সমর্থ, যাঁহারা পুণ্যক্ষেত্রভূত আমার
সেই প্রভুদের প্রহার করিয়া তাঁহাদের মহাকষ্ট দিয়াছে' বলিতে বলিতে
রাজকূলে যাইয়া সিরিপদন্তের সহস্র কাষাপণ দণ্ডবিধান করিল। তখন
রাজা সিরিপদন্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সিরিপদন্ত আসিয়া রাজাকে

গণ্হথ, মা অনুপপরিচ্ছিত্ত্বা’তি আহ। ‘উপপরিচ্ছিত্ত্বা গণ্হিস্সামী’তি। ‘সাধু, দেবা’তি। ‘তেন হি গণ্হাহী’তি। দেব, ময়্হং সহায়কো নিগণ্ঠসাবকো মং উপসঙ্কমিত্ত্বা ঠিত্তিনিসিন্ণট্ঠানাদীসু অভিগ্হং বদেসি—‘সম্ম, কিং তে সমণেন গোতমেন, তং উপসঙ্কমিত্ত্বা কিং লভিস্সসী’তি ইদং আদিং কত্ত্বা সিরিগত্তো সম্বং তং পবত্তিং আরোচেত্ত্বা, ‘দেব, সচে ইমস্মিং কারণে দণ্ডং গহেতুং যত্ত্বং, গণ্হথ’তি। রাজা গরহদিম্নং ওলোকেত্ত্বা ‘সচ্চং কির তে এবং বদত্ত’ন্তি আহ। ‘সচ্চং, দেবা’তি। ত্বং এত্তকম্পি অজানন্তে সথারোপি গহেত্ত্বা বিচরন্তো ‘সম্বং জানন্তী’তি কিং কারণা তথাগতসাবকস্স কথেসি। ‘তয়া আরোপি তদণ্ডো তুয়্হমেব হোতু’তি এবং স্বেব দণ্ডং পাপিতো, তস্সেব কুল্লপকা পোথেত্ত্বা নীহটা।

*

*

*

বন্দনা করিয়া বলিল—‘মহারাজ, আপনি অনুসন্ধান করিয়া শাস্তি দিবেন, না অনুসন্ধান না করিয়া?’ ‘অনুসন্ধান করিয়াই শাস্তি দিব।’

‘বেশ মহারাজ’।

‘মহারাজ, তাহা হইলে শুনুন। আমার বন্ধু নিগ্ৰহসেবক আমার কাছে আসিয়া উঠিতে বসিতে সব সময় এইরূপ বলে—‘সৌম্য, শ্রমণ গোতম দিয়া তোমার কি হইবে? তাঁহার নিকট যাইয়া কি পাইবে?’ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইল। তারপর বলিল ‘মহারাজ। যদি ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়, আমাকে দণ্ড দিন।’ রাজা গরহদিম্নের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কি সত্যই এইরূপ বলিয়াছ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ’।

‘তুমি যাহারা এইটুকুও জানে না সেইরূপ শাস্তাদের লইয়া বিচরণ কর এবং ‘তাঁহারা সব জানেন’ এই কথা কেন তুমি তথাগতশ্রাবককে বলিয়াছ? কাজেই যে দণ্ডবিধানের কথা তুমি বলিয়াছ, সেই দণ্ড আমি তোমাকেই দিলাম।’

এইভাবে গরহদিম্নই শাস্তি পাইল এবং তাহার কুলদেবতা নিগ্ৰহদের প্রহার করিয়া বিতাড়িত করা হইল।

সো তং কুষ্ণিত্বা ততো পট্টায় অড্‌টমাসমন্তস্পি সিরিগদন্তেন
 সন্ধিং অকথেন্ণা চিস্তেসি—‘এবং বিচারিতুং ময়ং অয়দন্তং,
 কুলপকানস্পি ময়া ব্যসনং কাতুং বট্টতী’তি সিরিগদন্তং
 উপসঙ্কমিত্বা আহ—‘সহায় সিরিগদন্তা’তি । ‘কিং সম্মা’
 তি ? ‘ঞাতিসদুহজ্জানং নাম কলহোপি হোতি বিবাদোপি,
 কিং ত্বং কিণ্ঠ ন কথেসি, কস্মা এবং করোসী’তি ? ‘সম্ম,
 তব ময়া সন্ধিং অকথনতো ন কথেসী’তি । ‘যং সম্ম, কতং
 কতমেব তং ন ময়ং মেত্তিং ভিন্দিস্সামা’তি । ততো পট্টায়
 উভোপি একট্টানে তিট্টন্তি নিসীদন্তি । অথেকদিবসং
 সিরিগদন্তো গরহদিনং আহ—‘কিং তে নিগণ্ঠেহি, তে
 উপসঙ্কমিত্বা কিং লভিস্সসি, মম সথারং উপসঙ্কমিতুং বা
 অয়্যানং দানং দাতুং বা কিং তে ন বট্টতী’তি ? সোপি

*

*

*

গরহদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার পর প্রায় এক পক্ষকাল সিরিপদন্তের
 সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল । তারপর চিন্তা করিল—‘আমাকে এইভাবে
 ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না । সিরিপদন্তের কুলদেবতাদের অর্থাৎ ভিক্ষুদের
 আমি অপমান করিব ।’ একদিন সে সিরিপদন্তের নিকট যাইয়া বলিল—
 ‘বন্ধু, সিরিপদন্ত’ ।

‘কি সৌম্য ?’

‘জ্ঞাতিসদুহজ্জাদের মধ্যে কলহও হয় বিবাদও হয় । কিন্তু তুমি কথাবাতা
 বল না । কেন কি ব্যাপার ?’

‘সৌম্য, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না, তাই আমিও বলি না ।’

‘সৌম্য, যাহা হইবার হইয়াছে । আমরা আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট
 করিব না ।’

ইহার পর হইতে উভয়েই আবার একসঙ্গে উঠাবসা সুরু করিল ।
 একদিন সিরিপদন্ত গরহদিনকে বলিল—‘নিগ্ৰহদের সেবা করিয়া তোমার
 কি হয় ? তাঁহাদের নিকট যাইয়া তুমি কি পাও ? তুমি তো আমার শাস্তার
 নিকট যাইতে পার, ভিক্ষুদের দানধর্ম করিতে পার ।’ গরহদিন তাহাই

এতমেব পচাসীসতি, তেনস্স ক'ডুবনট'ঠানে নথেন বিলে-
খিতং বিয় অহোসি । সো, 'সিরিগদুত্ত, তব সখা কিং
জানাতী'তি পদ্বিচ্ছি । 'অম্ভো, মা এবং বদ, সখা মে
অজানিতস্বং নাম নথি, অতীতাদিভেদং স্বস্বং জানাতি,
সোলসহাকারেহি সত্তানং চিত্তং পরিচ্ছিন্দতী'তি । 'অহং
এবং ন জানামি, কস্মা ময়'হং এত্তকং কালং ন কথেসি,
তেনাহি ত্বং গচ্ছ, তব সখারং স্বাতনায় নিমন্তেহি, ভোজে-
স্সামি, পণ্ঠহি ভিক্খুসতেহি সন্ধিং মম ভিক্খং গণ্হিতুং
বদেহী'তি ।

সিরিগদুত্তো সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা এবমাহ—'ভন্তে,
মম সহায়কো গরহদিম্মো তুম্হে নিমন্তাপেতি, পণ্ঠহি কির
ভিক্খুসতেহি সন্ধিং স্বে তস্স ভিক্খং গণ্হথ, পদ্বিরিম-
দিবসে থো পন তস্স কুলদুপকানং ময়া ইদং নাম কতং, ময়া

*

*

*

চাহিয়াছিল । সিরিপদুত্ত যেন তাহার চুলকানি-স্থানে চুলকাইয়া দিল । সে
তখন বলিল—

'সিরিপদুত্ত তোমার শাস্তা কি জানেন ?'

'ওহে, এইরূপ বলিও না । আমার শাস্তার অজানা কিছুই নাই ।
অতীতাদিভেদে সমস্ত কিছুই জানেন । ষোল প্রকারে সত্ত্বগণের চিত্ত
জানিতে পারেন ।'

'আমি বদ্বি না এতকাল তুমি আমাকে এই কথা জানাও নাই কেন ?
তাহা হইলে তুমি যাও, আগামীকালের জন্য তোমার শাস্তাকে নিমন্ত্রণ কর ।
আমি ভোজন করাইব । শগুশত ভিক্ষুর সঙ্গে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করিতে
বলিয়া আইস ।'

সিরিপদুত্ত যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া এইরূপ বলিল—'ভন্তে, আমার
বন্ধু গরহদিম্ম আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছে । আগামীকাল্য পশুশত ভিক্ষুর
সহিত তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন । আগের দিন আমি তাহার কুলোপগ
গদ্বরুদের নিমন্ত্রণ করিয়া আমি এইরূপ করিয়াছি । জানি না সে তাহার

কতস্স পটিকরণম্পি ন জানামি, তুম্‌হাকং সদ্ধাচিন্তেন
 ভিক্‌খং দাতুকামতম্পি ন জানামি, আবজ্জেক্‌হা যদুত্তং চে,
 অধিবাসেথ, নো চে, মা অধিবাসয়িথা'তি । সথা 'কিং নু
 থো সো অম্‌হাকং কাতুকামো'তি আবজ্জেক্‌হা অন্দস 'দ্বিন্নং
 গেহানং অন্তরে মহন্তং আব্যাটং খণাপেহা অসীতিসকট-
 মন্তানি খদিরদারুনি আহরাপেহা পুরাপেহা অঙ্গিং দাত্ব
 অম্‌হে অঙ্গারাব্যাটে পাতেহা নিগ্গণ্‌হিতুকামো'তি ।
 পুন আবজ্জেসি—'কিং নু থো তথ গতপচ্ছয়া অথো অথি,
 নথী'তি । ততো ইদং অন্দস—'অহং অঙ্গারাব্যাটে পাদং
 পসারেস্সামি, তং পটিচ্ছাদেহা ঠপিতকিল্লং অন্তরধায়-
 স্সতি, অঙ্গারকাসদং ভিন্দিহা চক্রমত্তং মহাপদমং উট্‌ঠি-
 স্সতি, অথাহং পদমকল্লিকা অক্কমন্তো আসনে নিসীদি-
 স্সামি, পণ্ডসতা ভিক্‌খুপি তথেব গন্ত্বা নিসীদি স্সন্তি,

*

*

*

প্রতিশোধ লইবে কিনা । শুদ্ধচিত্তে আপনাদের শিক্ষাদানের ইচ্ছা তাহার
 আছে কিনা তাহাও জানি না । আপনি ভাবিয়া দেখিয়া যদি উপযুক্ত মনে
 করেন তাহা হইলে নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন । অথবা প্রত্যাখ্যান করুন ।'
 শাস্তা তাহার বুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধিতে পারিলেন গরহৃদয় কি
 করিতে চায় । তিনি দেখিলেন—'গরহৃদয় দুই ঘরের মাধ্যখানে বিশাল গর্ত'
 করিয়া অশীতিশকটপূর্ণ খদিরকাষ্ঠ আহরণ করিয়া তদ্বারা ঐ গর্ত' পূর্ণ
 করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া অঙ্গারগর্তে ফেলিয়া আমাদিগকে নিগ্‌হীত
 করিতে ইচ্ছুক । পুনরায় বুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন—'সেখানে
 যাওয়ার মত উপযুক্ত হেতু-প্রত্যয় আছে কি না ।' ইহাতে তিনি দেখিলেন—
 'আমি অঙ্গারগর্তে পা রাখিব । সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা দেওয়া আস্তরণ অন্তর্হিত
 হইবে । অঙ্গারগর্ত ভেদ করিয়া চক্রপ্রমাণ এক মহাপদ্ম উদ্ভিত হইবে ।
 তখন আমি সেই পদ্মকর্ণিকার উপর পদক্ষেপ করিয়া আসনে বসিব ।
 পণ্ডিত ভিক্ষুগণও অনুরূপভাবে বসিবে । মহা জনতা একত্রিত হইবে ।

মহাজনো সন্নিপতিস্সতি, অহং তস্মিং সমাগমে দ্বীহি
 গাথাহি অনুমোদনং করিস্সামি, অনুমোদনপরিয়োসানে
 চতুরাসীতিয়া পাণসহস্সানং ধম্মাভিসময়ো ভবিস্সতি,
 সিরিগদুত্তো চ গরহদিম্নো চ সোতাপন্নো ভবিস্সন্তি, অন্তনো
 চ ধনরাসিং সাসনে বিকিরিস্সন্তি, ইমং কুলপত্তং নিস্সায়
 ময়া গত্তুং বটুতী'তি ভিক্ষুং অধিবাসেসি। সিরিগদুত্তো
 গন্ত্বা সথু অধিবাসনং গরহদিম্নস্স আরোচেত্বা 'লোক-
 জেট্ঠস্স সঙ্কারং করোহী'তি আহ। গরহদিম্নো 'ইদা-
 নিস্স কত্ত্বস্বয়দুত্তকং জানিস্সামী'তি দ্বিন্নং গেহানং অন্তরে
 মহন্তং আবাটং খণাপেত্বা অসীতিসকটমত্তানি খদিরদারুনি
 আহরাপেত্বা পূরাপেত্বা অপিং দত্বা খদিরজ্জাররাসীনং
 যোজাপেত্বা সম্বরত্তিং ধূমাপেত্বা খদিরজ্জাররাসিং কারাপেত্বা
 আবাটমথকে রুদ্ধপদরানি ঠাপাপেত্বা কিলঞ্জন পটিচ্ছা-
 দেত্বা গোময়েন লিম্পাপেত্বা একেন পস্সেন দুব্বলদণ্ডকে

*

*

*

আমি সেই সমাগমে দুইটি গাথার দ্বারা দান অনুমোদন করিব। অনুমোদনের
 শেষে চতুরশীতি সহস্র প্রাণীদের ধর্মাভিসময় (= ধর্মজ্ঞান লাভ) হইবে।
 সিরিপদুত্ত এবং গরহদিম্ন উভয়ে স্নোতাপন্ন হইবে। নিজেদের ধনরাশি
 বুদ্ধশাসনের জন্য দান করিবে। অতএব, এই কুলপদ্বত্রের জন্য আমাকে
 যাইতেই হইবে' বলিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ করিলেন।

সিরিপদুত্ত যাইয়া শাস্তা নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ করার কথা গরহদিম্নকে জানাইয়া
 বলিল "লোকশ্রেষ্ঠের সংকার কর।" গরহদিম্ন 'এখনই আমি যথা-
 কতব্য করিব'—চিন্তা করিয়া দুই ঘরের মধ্যখানে বিশাল গর্ত করিয়া
 অশীতিশকট পূর্ণ খদির কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তদ্বারা ঐ গর্ত
 পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া খদির অঙ্গাররাশি একত্রিত করিয়া
 সারারাত্রি ধরিয়া ধূমায়িত করিয়া অঙ্গাররাশিকে জাজ্বল্যমান করিয়া গর্তের
 উপরিভাগে কাঠের গুঁড়ি রাখিয়া তদুপরি চাটাই বিছাইয়া গোময় দ্বারা
 লেপন করাইয়া একপার্শ্বে দুর্বল কাষ্ঠদণ্ডসমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া গমন-

অথরিহ্বা গেমনমগ্গং কারেসি, ‘এবং অক্লান্তঅক্লান্তকালে
 দন্ডকেসু ভগ্গেসু পরিবট্টেহ্বা অগ্গারকাসুয়ং পতিস্সন্তী’তি
 মএণ্ণমানো গেহপচ্ছাভাগে সিরিগদুত্তেন ঠপিতনিয়ামেনেব
 চাটিয়ো ঠপাপেসি, আসনানিপি তথেব পএণ্ণাপেসি ।
 সিরিগদুত্তো পাতোব তস্স গেহং গন্হ্বা ‘কতো তে, সস্ম,
 সস্কারো’তি আহ । ‘আম, সস্মা’তি । ‘কহং পন সো’
 তি ? ‘এহি পস্সামা’তি সস্বং সিরিগদুত্তেন দস্সিতনয়েনেব
 দস্সেসি । সিরিগদুত্তো ‘সাধু, সস্মা’তি আহ । মহাজনো
 সস্নিপতি । মিচ্ছাদিট্ঠিকেনাহি নিমন্তিতে মহন্তো
 সস্নিপাতো অহোসি । মিচ্ছাদিট্ঠিকাপি ‘সমগস্স গোতমস্স
 বিস্পকারং পস্সিস্সামা’তি সস্নিপতন্তি, সস্মাদিট্ঠিকাপি
 ‘অজ্জ সখা মহাধম্মদেসনং দেসেস্সতি, বুদ্ধবিসয়ং বুদ্ধলীলং
 উপাধারেস্সামা’তি সস্নিপতন্তি ।

*

*

*

মার্গ প্রস্তুত করিল । সে ভাবিল—‘এইভাবে গমনকালে দূর্বল কাষ্ঠদন্ড-
 সমূহ ভাঙ্গিয়া সকলে অঙ্গারগর্ভে পতিত হইবে।’ ইহা ভাবিয়া সে গৃহের
 পশ্চাতে সিরিপদুত্ত যেমন করিয়াছিল তদ্রূপ অনেক কলসী রাখিল এবং
 আসনগুলিও অনুরূপভাবে বিছাইল । সিরিপদুত্ত সকালেই তাহার গৃহে
 যাইয়া বলিল—‘সৌম্য, সব প্রস্তুত তো’ ?

‘হঁ্যা সৌম্য ।’

‘কই কোথায় দেখি ।’

গরহাদিম্ম সিরিপদুত্ত যেভাবে দেখাইয়াছিল সেইভাবেই সব তাহাকে
 দেখাইল ।

সিরিপদুত্ত—‘সৌম্য, বেশ হইয়াছে ।’

বহুলোকের সমাগম হইয়াছে । মিথ্যাদৃষ্টক কেহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ
 করিলে এইরকম বিশাল লোকসমাগম হয় । মিথ্যাদৃষ্টকগণ ‘শ্রমণ গৌতমের
 অপমান প্রত্যক্ষ করিব’ বলিয়া দলে দলে সম্মিলিত হয় । সম্যক্‌দৃষ্টকগণও
 এই মনে করিয়া সম্মিলিত হয় ‘অদ্য শাস্তা ধর্মদেশনা করিবেন । বুদ্ধবিষয়
 ও বুদ্ধলীলা প্রত্যক্ষ করিব ।’ বলিয়া দলে দলে যোগদান করে ।

পদ্বাদিবসে সখা পণ্ডিহি ভিক্খুসতোহি সন্ধিং গরহদিন্নস্স
 গেহদ্বারং অগমাসি । সো গেহা নিক্খমিহা পণ্ডপতিট্ঠি-
 তেন বন্দিহা পদুরতো অঞ্জলিং পঙ্গয়্হ ঠিতো চিন্তেসি—
 ভন্তে, ‘তুম্হে কির অতীতাদিভেদং সস্বং জানাথ, সত্তানং
 সোলসহাকারেহি চিত্তং পরিচ্ছিন্দথা’তি এবং তুম্হাকং
 উপট্ঠাকেন ময়্হং কথিতং । সচে জানাথ, ময়্হং গেহং মা
 পবিসিথ । পবিট্ঠানএহি বো নেব যাগদু অথি, ন
 ভত্তাদীনি, সবেব থো পন তুম্হে অঙ্গারকাসদুয়ং পাতেহা
 নিগ্গণ্হিস্সামী’তি । এবং চিন্তেহা সখদু পত্তং গহেহা
 ‘ইতো এথ ভগবা’তি বহা, ‘ভন্তে, অম্হাকং গেহং
 আগতানং বত্তং এহা আগন্তুং বট্টতী’তি আহ । ‘কিং কাতুং
 বট্ঠতি, আবদুসো’তি ? ‘একেকস্স পবিসিহা পদুরতো গন্তা
 নিসিন্ধকালে পচ্ছা অএংএন আগন্তুং বট্টতী’তি । এবং
 কিরস্স অহোসি—‘পদুরতো গচ্ছন্তং অঙ্গারকাসদুয়ং পতিতং

*

*

*

পরের দিন শাস্তা পণ্ডিত ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া গরহদিব্দের গৃহদ্বারে
 যাইয়া উপস্থিত হইলেন । গরহদিব বাহির হইয়া পণ্ডপতিভিত্তির দ্বারা
 বদ্ধকে বন্দনা করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিল—‘ভন্তে,
 আপনি নারিক অতীতাদিভেদে সমস্ত কিছুই জানেন, যোল প্রকারে সত্ত্বগণের
 চিত্ত জানিতে পারেন—আপনার সেবক আমাকে এইরূপ বলিয়াছে । যদি
 জানেন, তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিবেন না । প্রবেশ করিলে যাগদুও
 পাইবেন না, অন্নও পাইবেন না । আমি আপনাদের সকলকে অঙ্গারগতে
 ফেলিয়া নিগৃহীত করিব ।’ —ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া শাস্তার ভিক্ষাপাত্র
 হাতে লইয়া ‘ভগবন্, এইদিকে আসুন’ বলিয়া ‘ভন্তে, আমাদের গৃহে
 আগতদের নিয়মকানুন জানিয়া আসা উচিত’ বলিল ।

‘আবদুসো ! কি করিতে হয় ?’

‘এক একজন প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিলে পরে আর
 একজন যাইবেন ।’ গরহদিব ভাবিয়াছিল—‘সম্মুখভাগে যাইয়া একজন

দিঙ্গা অবসেসা ন আগচ্ছিস্তি, একেকমেন পাতেহা
 নিগ্গণ্হিস্সামীতি । সথা ‘সাধু’তি বহা একেকোব
 পায়াসি । গরহৃদনো অঙ্গারকাসং পহা অপসক্কিহা ঠিতো
 ‘পদুরতো যথ, ভন্তে’তি আহ । অথ সথা অঙ্গার-
 কাসদ্মথকে পাদং পসারেসি, কিলঞ্জং অন্তরধায়ি, অঙ্গার-
 কাসং ভিন্দিহা চক্রমত্তানি পদদুমানি উট্ঠহিংসু । সথা
 পদদুমকল্লিকা অক্কমন্তো গন্তা পঞ্ণত্তে বুদ্ধাসনে
 নিসীদি, ভিক্খুপি তথৈব গন্তা নিসীদিংসু । গরহৃদনস্স
 কায়তো ডাহো উট্ঠহি ।

সো বেগেন গন্তা সিরিগত্তং উপসক্কিমহা, ‘সামি, মে তাণং
 হোহী’তি আহ । ‘কিং এত’ন্তি ? পণ্নং ভিক্খুসতানং
 গেহে যাগু বা ভত্তাদীনি বা নথি, কিং নু থো
 করোমী’তি ? ‘কিং পন তয়া কত’ন্তি আহ । অহং দ্বিন্নং

*

*

*

অঙ্গারগতে পতিত হইলে অন্যরা আর যাইবার সাহস করিবেন না । আমি
 এক একজনকে গতে ফেলিয়া নিগূহীত করিব ।’

শাস্তা ‘বেশ তাহাই হইবে’ বলিয়া একাকীই আগাইয়া গেলেন । গরহৃদন
 বুদ্ধকে লইয়া যাইতে যাইতে অঙ্গারগতস্থানে পেঁচিয়াছে বৃদ্ধিতে পারিয়া
 নিজে একটু সরিয়া যাইয়া বুদ্ধকে বলিল—‘ভগ্নে, আপনি অগ্রসর হউন ।’
 অনন্তর শাস্তা অঙ্গারগতের মাথার দিকে পদচালনা করিলেন । চাটাই
 অন্তর্হিত হইল । অঙ্গারগত ভেদ করিয়া চক্রপ্রমাণ পদ্মসমূহ আবির্ভূত
 হইল । শাস্তা পদ্মকর্ণিকা দলিত করিয়া যাইয়া প্রস্তুত বুদ্ধাসনে উপবেশন
 করিলেন । ভিক্ষুগণও সেইভাবে যাইয়া উপবেশন করিলেন । ইহা দেখিয়া
 গরহৃদয়ের শরীরে দাহ উৎপন্ন হইল ।

সে দ্রুত যাইয়া সিরিপদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—

‘প্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার কর ।’

‘কেন, কি হইয়াছে ?’

‘পণ্ডিত ভিক্ষুর জন্য আমার গৃহে যাগু বা অন্নাদি নাই । কি
 করিব ?’

গেহানং অন্তরে মহন্তং আব্যাটং অঙ্গারস্স পদুরং কারেসিং—
 ‘তথ পাতেহা নিগ্গণ্‌হিস্সামী’তি । অথ নং ভিন্দিহা মহা-
 পদুমানি উট্ঠহিংসু । সস্বে পদুমকণ্ঠিকা অক্কমিহা গন্তা
 পঞ্‌ঞত্তাসনেসু নিসিহা, ইদানি কিং করোমি, সামী’তি ?
 ননু ত্বং ইদানেব ময়্‌হং ‘এত্তিকা চাটিয়া, এত্তিকা যাগদু,
 এত্তকানি ভত্তাদীনী’তি দস্‌সেসী’তি । ‘মুসা তং, সামি,
 তুচ্ছাব চাটিয়ো’তি । ‘হোতু, গচ্ছ, তাসু চাটীসু যাগদু-
 আদীনী ওলোকেহী’তি । ত্বং খণ্‌ঞ্‌ঞব তেন যাসু চাটীসু
 ‘যাগদু’তি বদন্তং তা যাগদুয়া পদুরয়িংসু, যাসু ‘ভত্তাদীনী’তি
 বদন্তং, তা ভত্তাদীনং পরিপদুগ্গাব অহেসুং । তং সম্পত্তিং
 দিম্বাব গরহদিম্মস্স সরীরং পরীতিপামোজ্‌জেন পরিপদুরিতং,
 চিত্তং পসন্নং । সো সক্কচ্চং বদ্বপমদুখং ভিক্কুসস্‌স্বং

*

*

*

তুমি কি করিয়াছিলে ?

‘আমি দুই ঘরের মধ্যখানে বিশাল গর্ত করিয়া অঙ্গারপূর্ণ করিয়াছিলাম
 ‘সেখানে ফেলিয়া সকলকে নিগ্‌হীত করিব’ এই ভাবিয়া । কিন্তু গর্ত ভেদ
 করিয়া মহাপদ্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । সকলেই পদ্মকর্ণিকা দলিত
 করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিয়াছেন । প্রভু, এখন কি করিব ?’

“কিন্তু তুমিই তো আমাকে দেখাইয়াছিলে এতগুলি কলসী, এইগুলিতে
 যাগদু, এইগুলিতে অন্ন ইত্যাদি !”

‘প্রভু, আমি মিথ্যাই বলিয়াছিলাম । সমস্ত কলসীই শূন্য ।’

‘ঠিক আছে যাও । ঐ সমস্ত কলসীতে যাগদু প্রভৃতি পরিপূর্ণ দেখিতে
 পাইবে ।’

সেই মূহুর্তেই যাইয়া গরহদিম্ম দেখিল—যে সকল কলসীতে ‘যাগদু’
 বলিয়াছিল সেগুলি যাগদুপূর্ণ দেখা গেল, যে সকল কলসীতে অন্নাদি আছে
 বলিয়াছিল সেইগুলিতে অন্ন প্রভৃতি পরিপূর্ণ দেখা গেল । সেই সম্পত্তি
 দেখিয়া গরহদিম্মের শরীর প্রীতি-প্রামোদ্যে পরিপূর্ণ হইল, চিত্ত প্রসন্ন হইল ।
 সে সাদরে বদ্বপমদুখ ভিক্কুসস্‌স্বকে পরিবেশন করিয়া শান্তার আহার শেষ

পরিবিসিদ্ধা কতভট্টকিচ্ছস্ সখদ্বনো অনন্মোদনং
 কারেতুকামো পত্তং গগ্‌হি । সখা অনন্মোদনং করোন্তো
 ‘ইমে সত্তা পঞ্‌ঞাচক্‌খদ্বনো অভাবেনেব মম সাবকানং
 বুদ্ধসাসনস্ গদ্বং ন জানন্তি । পঞ্‌ঞাচক্‌খদ্বিরহিতা হি
 অন্ধা নাম, পঞ্‌ঞবন্তো সচক্‌খদ্বকা নামা’তি বহ্না
 ইমা গাথা অভাসি—

‘যথা সঙ্কারধানস্মিং, উজ্জ্বতস্মিং মহাপথে ।

পদদ্বং তথ জায়েথ, স্দুচিগন্ধং মনোরমং ॥ ৫৮

‘এবং সঙ্কারভূতেস্দ, অন্ধভূতে পদ্বজ্জনে ।

অতিরোচতি পঞ্‌ঞয়, সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো’তি ॥ ৫৯

তথ ‘সঙ্কারধানস্মিন্তি’ সঙ্কারঠানস্মিং, কচবররাসিম্‌হীতি
 অথো, ‘উজ্জ্বতস্মিং মহাপথেতি’ মহামণ্ডে ছাঁড়তস্মিং ।
 ‘স্দুচিগন্ধন্তি’ স্দুরভিগন্ধং । মনো এথ রমতীতি ‘মনো-

*

*

*

হইলে অনন্মোদন করাইবার জন্য পাত্র গ্রহণ করিল । শাস্তা অনন্মোদন
 করাচ্ছিলে বলিলেন—‘এই সত্ত্বগণ প্রজ্জাচক্ষুর অভাবে আমার শ্রাবকদের এবং
 বুদ্ধশাসনের গদ্বং জানে না । প্রজ্জাচক্ষুদ্বিরহিত সত্ত্ব অন্ধবৎ । প্রজ্জা-
 বানেরাই সচক্ষুক ।’ এই কথা বলিয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ
 করিলেন—

“যেমন রাজপথে পরিত্যক্ত আবর্জনারাশির মধ্যে মনোরম ও সুগন্ধযুক্ত
 পদ্ম জন্মে, সেইরূপ বুদ্ধাশ্রম্যও আবর্জনার ন্যায় অপদার্থ লোকের মধ্যে
 এবং অন্ধপ্রায় ও সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে আপন প্রজ্জা দ্বারা শোভা পাইয়া
 থাকেন ।”

—ধর্মপদ, শ্লোক ৫৮-৫৯

তথায় ‘আবর্জনারাশির মধ্যে’ আবর্জনাস্থানে, জঞ্জালরাশিতে এই অর্থ ।
 ‘রাজপথে পরিত্যক্ত’ মহামার্গে ছাঁড়িত । ‘সুগন্ধযুক্ত’ স্দুরভিগন্ধযুক্ত । মন

রমং’। ‘সংস্কারভূতেশু’তি সংস্কারমিব ভূতেশু। ‘পৃথগ্জনে-
তি’ পৃথগ্জনে কিলেসানং জননতো এবং লব্ধনামে লৌকিয়-
মহাজনে। ইদং বদন্তং হোতি—যথা নাম মহাপথে ছিদ্ভিতে
সংস্কাররাসিম্হি অসুচিজেগদুচ্ছিয়পটিকুলোপি সুচিগন্ধং
পদমং জায়েথ, তং রাজরাজমহামত্তাদীনং মনোরমং পিয়ং
মনাপং উপরিমথকে পতিট্ঠানারহমেব ভবেয়্য, এবমেব
সংস্কারভূতেশুপি পৃথগ্জনেসু জাতো নিম্পঞ্ঞস্স
মহাজনস্স অচক্খুকস্স অন্তরে নিম্বত্তোপি অন্তনো
পঞ্ঞাবলেন কামেসু আদীনবং, নেক্খস্মে চ আনিসং-
সং দিস্সা নিক্খমিস্সা পম্বজিতো পম্বজ্যামত্তেনাপি, ততো
উত্তরিং শীলসমাধিপঞ্ঞাবিমুত্তিবিমুত্তিপঞ্ঞাণদস্সনানি
আরাধেত্বাপি অতিরোচতি। ‘সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো’ হি
খীগাসবো ভিক্খু অন্ধভূতে পৃথগ্জনে অতিক্রমিস্সা
রোচতি বিরোচতি সোভতীতি।

*

*

*

ইহাতে রমিত হয় বলিয়া ‘মনোরম’। ‘আবজ্জনাভূতে’ অর্থাৎ আবজ্জনার
ন্যায় অপদার্থ লোকের মধ্যে। ‘পৃথগ্জনে’ অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ক্লেশসমূহের
উৎপত্তিকারক বলিয়া সাধারণ মনুষ্যদের ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই
উক্ত হইয়াছে—যেমন, মহাপথে ছিদ্ভিত আবজ্জনাবিশিষ্টে অশুচি ঘৃণ্য এবং
প্রতিকূল স্থানেও সুগন্ধযুক্ত পদ্ম উৎপন্ন হইতে পারে। বাহা (যে পদ্ম)
রাজা এবং রাজমহামাত্রাদির মনোরম, প্রিয় এবং সুন্দর মন্তকশীর্ষে রাখার
যোগ্য হয়, তদ্রূপ আবজ্জনার ন্যায় অপদার্থ সাধারণ জনগণের মধ্যে জাত
হইয়াও অর্থাৎ প্রজ্ঞাহীন অচক্ষুক মহাজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজের
প্রজ্ঞাবলে কামসমূহে দোষ এবং ত্যাগে মঙ্গল দেখিয়া নিষ্কান্ত হইয়া প্রব্রজিত
হইয়া প্রব্রজ্যামাত্রের দ্বারাও দীপ্তিমান হয়, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুত্তি-বিমুত্তি-
জ্ঞানদর্শনাদি আরাধনা করিয়াও দীপ্তিমান হয়। সম্যক্সম্বুদ্ধের শ্রাবক
স্বীগাম্যব ভিক্খু অন্ধভূত পৃথগ্জনকে অতিক্রম করিয়া দীপ্তিমান হয়,

দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহস্রানং ধম্মাভিসময়ো
 অহোসি। গরহৃদয়ো চ সিরিগদ্বন্তো চ সোতাপত্তিফলং
 পাপদুগ্ধংসু। তে সস্বং অন্তনো ধনং বুদ্ধশাসনে বিম্প-
 কিরিংসু। সথা উট্ঠায়াসনা বিহারমগমাসি। ভিক্ষু-
 সায়ন্থসময়ে ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদুং--‘অহো
 অচ্ছরিয়া বুদ্ধগুণা নাম, তথারূপং নাম খদিরঙ্গাররাসিং
 ভিন্দিয়া পদুমানি উট্ঠহিংসু’তি। সথা আগম্বা ‘কায়-
 নুথ, ভিক্ষবে, এতরিহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদুচ্ছিয়া,
 ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে--‘অনচ্ছরিয়ং, ভিক্ষবে, যং মম
 এতরিহি বুদ্ধভূতস্স অঙ্গাররাসিম্হা পদুমানি উট্ঠিতানি,
 অপরিপক্কে ঐণে বত্তমানস্স বোধিসত্তভূতস্সপি মে উট্ঠ-
 হিংসু’তি বহা, ‘কদা, ভন্তে, আচিক্খথ নো’তি যাচিতো
 অতীতং আহরিয়া—

*

*

*

শোভিত হয়। দেশনাবসানে চতুরাশীতি প্রাণীসহস্রের ধর্মাভিসময় হইয়াছিল।
 গরহৃদয় এবং সিরিপদ্বন্ত উভয়েই স্রোতপত্তিফল লাভ করিয়াছিল। তাহারা
 উভয়ে নিজেদের সমস্ত ধন বুদ্ধশাসনে দান করিয়াছিল। শাস্ত্র আসন
 হইতে উখিত হইয়া বিহারে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ সায়ান্থসময়ে
 ধর্মসভায় কথা উত্থাপন করিলেন—

‘অহো, বুদ্ধগুণ আশ্চর্য, তদ্রূপ খদির অঙ্গাররাশি ভেদ করিয়া পদ্মসমূহ
 প্রাদুর্ভূত হইল।’ শাস্ত্র আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া
 আলোচনা করিতে বসিয়াছ?’ ‘এই বিষয়ে ভন্তে।’

‘হে ভিক্ষুগণ আশ্চর্যের কিছুই নাই। এইবার বুদ্ধভূত আমার জন্য
 অঙ্গাররাশি হইতে পদ্মসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; তখন বুদ্ধ হই নাই, জ্ঞান
 অপরিপক্ব ছিল, বোধিসত্ত্ব ছিলাম তখনও এইরূপ হইয়াছিল। ইহা বলিলে,
 ভিক্ষুগণ ‘ভন্তে, কখন হইয়াছিল বলুন’ এইভাবে ষাটপ্রা করিলে বুদ্ধ অতীত

‘কামং পতামি নিরয়ং, উদ্ধংপাদো অবংসিরো ।
 নানরিয়ং করিস্সামি, হন্দ পিণ্ডং পটিংগহা’তি ॥
 ইদং ‘খদিরঙ্গারজাতকং’ বিখ্যারেক্বা কথেসীতি ।

গরহদিম্ববত্থু দ্বাদসমং ।
 পদপুফবগ্গবল্লনা নিট্ঠিত্তা ।
 চতুথো বগ্গো ।

*

*

*

উদ্ধৃত করিয়া, “উদ্ধংপাদে অধঃশিরে নরকে গমন তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি
 অনাষকাজ করিব না,—আমার পিণ্ড গ্রহণ করুন ।” এই খদিরঙ্গারজাতক
 (জাতক নং ৪০) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন ।

॥ গরহদিম্বের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

পদপুফবগ্গ বর্ণনা সমাপ্ত

ধম্মপদটীকথা (৩য় খণ্ড)

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্নকোমল চৌধুরী

পালি সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মদক-নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ ‘ধম্মপদ’ শব্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সর্বদিকসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সুতরাং ধম্মপদকে মানুষের জীবন-বেদ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অট্টকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ শ্রীবি কর্তৃক পালিভাষায় লিখিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিত্তাকর্ষক ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ সুবৃহৎ একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতগুলি উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

প্রথম ২৮টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ২টি খণ্ডে। অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাশ্রী (১৯৩৪ খৃঃ) ও শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাশ্রী (১৯৬৯ খৃঃ)। অবশিষ্ট ২৭১টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিবার জন্য ‘মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী’ কর্তৃক সম্প্রতি অধ্যাপক ডঃ স্নকোমল চৌধুরী অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। তাহারই ফলশ্রুতি হইতেছে পরবর্তী ২১টি উপাখ্যান-সম্বলিত এই বর্তমান ৩য় খণ্ডটি। বাকী ২৫০টি



গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ডক্টর সুকোমল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সংস্কৃত ও পালিভাষায় বৃত্তপন্থ এবং ত্রিপিটক বিশারদ। ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার বহু গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। দেশবিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় “ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইতিমধ্যে ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত চশিল্ল সংসর ধরিয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। চট্টগ্রামের (বর্তমান বাংলাদেশ) বিশিষ্ট বৌদ্ধ পরিবারে তাঁহার জন্ম। অতএব শৈশবাবধি বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষায় মানদুষ। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছু তাঁহার মনঃপুত না হইলেও এই সমাজকে বাদ দিয়া তিনি চলেন না। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি আজীবন যথাসাধ্য প্রয়াস চালাইয়া আসিতেছেন। এই সুবাদে তিনি বহু বৌদ্ধ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াও ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থাবলীর অনুবাদেব কাজ